তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য চারি আনা মাত্র। ৩ চৈত্র রবিবার কলিগতাব্দ ৪৯৬০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র

হে প্রেমসিন্ধু পরমবন্ধু ! হে করুণানিধান বিশ্বপালক পরমেশ! তুমি যে আমাদিগের প্রতি অহরহ কত প্রেম ও কত করুণা বিতরণ করিতেছ, তাহা কি বলিব। তোমার এক নিমেষের প্রীতি ও করুণার বিষয় বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার কি কোন উপায় আছে? নাথ! আমাদিগের সকল অবস্থাই তোমার অগাধ প্রেম ও অসদৃশ করুণার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করে. কিন্তু আমরা এমনি অকৃতজ্ঞ মূঢ় জীব, যে তোমার দ্বারা জীবনের সমুদায় সুখ ভোগ করিয়াও তোমার প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা ও তোমাকে মনের সহিত প্রীতি করিয়া জীবন সার্থক করিতে যত্নবান্ হই না। আমরা বিষয় রস পানে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকি। হে জীবনাধার প্রাণবন্ধো! যখন তুমি আমাদের হৃদয়াসনে আসীন হও, তখন মনে করি আর কখন তোমাকে হৃদয়ের অন্তর করিব না, কেবল প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প দ্বারা সতত তোমার অর্চ্চনা করিয়াই জীবনাবসান করিব। তখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি কিছুতেই প্রীতি স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না; তখন ইন্দ্রিয় সুখকে কেবল দুঃখের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম, সকলি অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। কিন্তু নাথ! আমাদের কলুষিত বিচল-চিত্ত এমনি ভ্রান্তি-সঙ্কুল, যে পরক্ষণেই প্রবল ইন্দ্রিয় দলের উত্তেজনায় মোহিত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া সেই সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়েই পুনর্ব্বার অনুরক্ত হয়। নাথ! আমাদের এমন বিপরীত ভাব কেন উপস্থিত হয়? আমরা তোমাকে অটলভাবে প্রীতি করিতে কেনই পরাঙ্মুখ হই এবং বিষয় চিন্তার সময়েই বা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেন সঙ্কুচিত হই। আহা! যে মহাত্মা সতত তোমাকে স্বীয় হৃদয় মন্দিরে বিরাজিত দেখেন, যাঁহার প্রীতি সাংসারিক যাবতীয় পদার্থ সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা তোমাতেই স্থিতি করে, এবং যিনি বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াও তোমার অনভিপ্রেত অধর্ম্ম পথে পদ চারণা করিতে সাহস করেন না; তাঁহার জীবনই যথার্থ জীবন! তাঁহার সুখই প্রকৃত সুখ! তিনি যদি অতি সামান্য কুশাসনে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও রত্নসিংহাসন হইতে অধিক শোভা ধারণ করে; তিনি যদি পর্ণকুটীরে বাস করেন তাহাও অত্যুৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ হইতে মনোহর বোধ হয়। তাঁহার উপার্জ্জিত অমূল্য ধর্ম্ম রত্ন তিনি সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য রূপ

মূল্যেও বিনিময় করিতে পারেন না, তিনি তাহা সর্ব্বক্ষণ আপন হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত রাখেন। মহাবিপন্ন দশায় পতিত হইলেও তিনি বিচলিত হয়েন না, অজ্ঞানান্ধ মূঢ় জন গণের বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইলেও তাঁহার মুখ মণ্ডল ম্লানভাব ধারণ করে না। আহা! তাঁহার কি সুখময় ভাব! হে পরমপিতঃ পরমাত্মন্! এরূপ মহাত্মা ব্যক্তি কেবল তোমাকে লাভ করিয়া এবং তোমার শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন করিয়াই সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন। তিনি যখন যাহা করেন, কেবল তোমার অভিপ্রায়ই তাঁহার লক্ষ্য থাকে; স্বার্থসাধন তাঁহার কোন কার্য্যেরই উদ্দেশ্য নহে; তিনি যশের জন্যও লালায়িত হয়েন না, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভার্থেও যত্নশীল হয়েন না; তাঁহার মঙ্গলময় ভাব বুঝিতে না পারিয়া যদি লোকে তাঁহার অপযশ ঘোষণা করে, তাহাতেও তিনি বিষণ্ণ হয়েন না; তাঁহার মহৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বিমলানন্দ সর্ব্বক্ষণই তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজ করে। তিনি লোকের নিকট আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন না; আহা! এরূপ মহান্ ব্যক্তির বিশুদ্ধ চরিত পর্য্যালোচনা করিলেও সামান্য সুখ অনুভূত হয় না!

হে প্রেমাকর পরমবন্ধো! তোমার তত্ত্বরস এমনি মধুময়, যে ব্যক্তি একবার সেরস পান করিয়াছে, সে আর তাহা কখনই ভুলিতে পারে না। নাথ! আমি কিরূপে তোমার সেই অনুপম তত্ত্বরস পানে অধিকারী হইব। আমার মলিন মন কোন রূপেই তাহার উপযুক্ত নহে; কিন্তু নাথ! তোমার অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়া সকাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন তোমার তত্ত্বরস পানে বিমুখ না থাকি, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে প্রীতি করিয়া যেন আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারি, আমার আর কিছুই প্রার্থনা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

উষাকাল।

উষাকাল কি রমণীয় কাল! প্রত্যূষ সময়ে সকলই নিস্তব্ধ—সকলই প্রশান্ত। আমাদের মনে সাংসারিক চিন্তা এখনো স্থান পায় নাই, কর্ণবধিরকারি বিষয় কোলাহলের এখনো আরম্ভ হয় নাই—কার্য্যক্ষেত্র এখনো মুক্ত হয় নাই। কিছু পূর্ব্বেই দিগ্দিগন্ত সূচিভেদ্য তিমিরাবলিতে আবৃত ছিল—সে সময়ের এপ্রকার ভাব, যেন আমি ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে শ্রান্তিহারিণী বিভাবরী মেদিনীর নিকট হইতে বিদায় লইতেছে। তারকা গণ ক্রমে ক্রমে আকাশ সরিতে নিমগ্ন হইতেছে। দিনমণির পূর্ব্বদিক্‌স্থিত প্রাসাদে অপূর্ব্ব রাগরঞ্জিত হইতেছে। মৃতকল্প জীবগণ নববীর্য্য ধারণ করিতেছে। সমস্ত দিবসের মধ্যে দিবাকর এক সময়েও এমন মধুর ভাব ধারণ করে না—গন্ধবহ এরূপ সুখাবহ হয় না—বিহঙ্গমের কণ্ঠ হইতে এমন মধুর স্বর আর কোন সময়েই বিনির্গত হয় না। এই সময়ে সকলই মধুময় পরমার্থ রসে পরিপূরিত। উষার সৌন্দর্য্যে যে ব্যক্তি সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ দেখিতে না পায়, তাহার অচেতন মন মনই নহে।

এই শান্তিপূর্ণ সময়ে আমাদের মনও শান্তিজ্যোতিতে পূর্ণ হয়। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর গত রজনীতে আমাদের শরীর অবসন্ন হইল—মন নিরুৎসাহ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গেল—ক্রমে হস্ত পদ অসাড় হইল—ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হইল—চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইল। আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতিকৃতি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিয়া বন্ধু, বান্ধব, জগৎ, ঈশ্বর, সকলই বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের অবসন্ন অঙ্গ সমুদায় নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমাদের জড়িমাপন্ন নেত্রযুগল আবার উজ্জ্বল এবং প্রভাযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মন যেন বিস্মৃতির আলয় হইতে নিজ নিকেতনে উপনীত হইয়াছে।

কিন্তু যৎকালে আমরা গভীর নিদ্রাতে অভিভূত ছিলাম, তখনও আমরা নিরাশ্রয় ছিলাম না। আমরা যখন চিন্তা শূন্য ছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে বিস্মৃত ছিলেন না। আমাদের যখন এমন শক্তি ছিল না যে আপনাকে রক্ষা করি, তখন ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সেই শয্যাই যদি আমাদের মৃত্যু শয্যা হইত তাহা হইলে কেবা আমাদিগকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিত? কিন্তু তাহা না হইয়া আমাদের শরীরের সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা জানিতেও পারি নাই। এক্ষণে আমাদের আশ্রয় দাতার প্রতি কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যাঁহার প্রসাদে আমাদের চক্ষু স্বীয় কোটরে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করত এক্ষণে সতেজ হইল, তাহা তাঁহার প্রতি উন্মীলন করা; আমাদের হস্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবশ থাকিয়া যাঁহার নিয়মে এক্ষণে সবল হইল, তাহা তাঁহার প্রতি উত্তোলন করা; আমাদের জিহ্বা যাঁহার আদেশে উন্মুক্ত হইল, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার কর্ম্মভূমিতে পদ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যে সংসার কণ্টকে কত বার বিদ্ধ হইয়াছি, তাহার মধ্য দিয়াই বিচরণ করিতে হইবে। যে সকল বিষয় মন হইতে আর কোন ক্রমেই অপনীত হইবার নহে, তাহাতেই হয়তো লিপ্ত হইতে হইবে। যে সকল কার্য্য আর কখনই বিস্মৃত হইবার নহে, তাহাই হয়তো সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকের নিকট হইতে কত নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে হইবে—কত পাপ প্ররোচক প্রলোভনে আমাদের দুর্ব্বল মন আকৃষ্ট হইবে—কত অনর্থকরী প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এদিনের কিছুই স্থির নাই। কত অনতিক্রমণীয় বিপদরাশি সম্মুখে রহিয়াছে। কত দুঃসহ ভার নিবহ আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এই দিনই হয়তো আমাদের এই পৃথিবীর শেষ দিন। এই দিবসের প্রারম্ভে সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা কেমন আবশ্যক। যাহাতে দিবসের সমুদায় কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর হয়, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করা কেমন উচিত। তাঁহার অভয় প্রদ ক্রোড় আশ্রয় করিলে তাঁহার কার্য্যে আমাদের অপ্রতিহত অনুরাগ হইবে—তাঁহার উজ্জ্বল মুখ সম্মুখে থাকিলে সংসারের কুটিল পথও সরল হইয়া যাইবে।

সায়ংকাল।

এক্ষণে প্রদোষকাল অতীত হইয়া রজনীর সমাগম হইতেছে। উষাকালের ন্যায় প্রদোষকালও অতী রমণীয়। প্রদোষকালে অস্তমিত মহিমা দিবাকরের কি চিত্তরঞ্জন অনুপম শোভা! স্বরাগরঞ্জিত মেঘাবলির কি রূপ বর্ণনা! শাখাবিলীন বিহঙ্গকুলের কি মধুর কলরব! এই কালে দিবসের ভাব কিছুই নাই। এক্ষণে আমাদের ভার নিবহের লাঘব হইয়াছে—শ্রমশ্রমের শান্তি হইয়াছে—সংসার তরঙ্গের কোলাহলের ক্রমে অবসান হইতেছে। শান্তিপূর্ণা মেদিনী জীব সকলের বিশ্রাম সাধনের জন্য স্বীয় ক্রোড় প্রসারিত করিতেছেন। এই সময়ে বহির্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে তারকামণ্ডিত অসীম গগনের চমৎকার উদার দর্শন দর্শন করিয়া কাহার অন্তঃকরণ সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপের প্রীতিরসে মগ্ন না হইবে।

আমরা অতীত দিবসের এমন এক সময়ও কি মনে করিতে পারি, যখন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি ছিল না? যখন আমরা উত্তরঙ্গ কর্ম্ম সাগরে পতিত হইয়া যদিও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছি, তথাপি তিনি আমাদিগকে কখনই বিস্মৃত হয়েন নাই। কোন্ উপলক্ষে তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রসের উদয় না হইতে পারে? কে আমাদিগকে প্রতিদিন আহার দিতেছেন ও কে আমাদিগকে পরিশ্রমের জন্য শরীরে বল দিয়াছেন? কে আমাদের রক্ষার জন্য পিতামাতার মনে স্নেহ দিয়াছেন? কে আমাদের সুখের জন্য

আমাদিগকে পরম পবিত্র বন্ধুতারসের স্বাদগ্রহে সমর্থ করিয়াছেন? কে আমাদিগকে দুস্তর সংসার কন্টকের মধ্য হইতে নির্ব্বিঘ্নে রজনীমুখে আনয়ন করিয়াছেন? আমরা দিবসের মধ্যে নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিয়া কি আমরা সর্ব্বসুখদাতাকে এক্ষণে স্মরণ করিব না? আমরা কি পশুর ন্যায় অচেতন হইয়া বিশ্রাম শয্যায় প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইব?

আমরা দিবসের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ যতদূর পালন করিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য এক্ষণে তাঁহার নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞ হইতেছি। আমরা সংসারের চিত্তরঞ্জন প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও যত দূর নিষ্পাপ ও পবিত্র থাকিতে সমর্থ হইতেছি, তাহার জন্য এইক্ষণে তাঁহাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে আমাদের মনে যে কিছু আত্মপ্রসাদ বিরাজমান আছে, তজ্জন্য তাঁহার উদার প্রসাদ স্মরণ করিতেছি। পক্ষপাতশূন্য হইয়া আপনাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অবশ্যই মনে হইবে যে আমাদের দুর্ব্বল মন এক এক সময়ে চঞ্চল হইয়াছে—কখন কখন অযোগ্য কামনা সকল মনে হইয়াছে—আমাদের অন্তরের সতর্ককারী প্রহরীর মন্ত্রণা এক এক বার অবহেলন করিয়াছি—সেই পূর্ণ মঙ্গলের আদর্শ আমাদের জ্ঞানচক্ষু হইতে মধ্যে মধ্যে অন্তরিত হইয়াছে। কত অমূল্য সময় অনর্থক ব্যয় করিয়াছি—কত গুরুতর ভার বহনে আমাদের ত্রুটি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সেই সকল অপরাধের জন্য ঈশ্বরের নিকটে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা কি মনে পাপ মলা সঞ্চয় করিয়া অন্তর্যামীর নিকট হইতে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিব? আমাদের মনের বেদনা কি মনেই থাকিবে? তাঁহার নিকটে আমাদের মনদ্বার মুক্ত না করিলে কি দুঃসহ গ্লানি ও বিষাদ সহ্য করিতে হয়?

আমরা এইক্ষণে আর কিয়দ্দণ্ড পরেই সংসার হইতে অবসৃত হইয়া বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের সুষুপ্তি সাধনের জন্য পরমেশ্বর মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক রজনীকে কি নিস্তব্ধ সুশীতল করিয়াছেন। যিনি জাগরুক, সকলের সাক্ষী—যাঁহার নিকটে অন্ধকার আর আলোক উভয়ই তুল্য, এক্ষণে আমরা তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইব। দিবসের বিচ্ছেদে রজনী যেমন সুখদায়িনী হইতেছে, সেই রূপ রজনীর বিচ্ছেদে দিবস আবার নূতন হইয়া প্রকাশ পাইবে। এই বিশ্রাম সময়ের আরম্ভে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা যে যদি এই নিদ্রাতেই আমার মৃত্যু হয়, তথাপি যেন তিনি আমাকে তাঁহার সৎপথে লইয়া যান এবং যদি সুখে জাগ্রত হইয়া নূতন অনুরাগের সহিত পুনর্ব্বার তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তবে আবার যেন তিনি আমাকে তাঁহার শীতল আশ্রয় প্রদান করেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৪ মাঘ ১৭৮০ শক

ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

এই সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্রহ্মরূপ তরণীই আমারদের একমাত্র সহায়। সংসার সমুদ্রের কি প্রবল তরঙ্গ—কি ভয়ানক স্রোত! আমারদের এই ক্ষুদ্র শরীর তরণী কি প্রকারে তাহাতে রক্ষা পাইবে? ব্রহ্মরূপ তরণীর আশ্রয় ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। সংসারে শোক, মোহ, বিলাপ, ক্রন্দন; দ্বেষ, বিবাদ, বিচ্ছেদ, কপটতা; সততই মনের শান্তি হরণ করিতেছে। এখানে বন্ধুতার স্থিরতা নাই—এখানে প্রীতির পরিতৃপ্তি হয় না। যাহাকে মনের সহিত প্রীতি করা যায়, তাহা হইতেই হয়তো সর্ব্বাগ্রে বঞ্চিত হইতে হয়; মনুষ্যের মধ্যে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, সেই হয়তো আমারদিগকে নানা প্রকার নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেবল সেই স-

প্রকাশ পরমেশ্বরের উজ্জ্বল মুখ সম্মুখে থাকিলে এই অন্ধকারাবৃত সংসারও আলোকময় হয় এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই ইহার কণ্টকময় পথেও পদক্ষেপ করিতে সাহস পাই। যিনি জগতের একমাত্র পাতা, যিনি আমাদের সুখদাতা ও সিদ্ধি দাতা; তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন—তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন এখান হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর অন্য উপায় নাই। তাঁহার ক্রোড় সর্ব্বত্রই প্রসারিত রহিয়াছে; আমারদের কুটিল মনই তাঁহার পথের বিঘ্নকারী—আমারদের স্বার্থপরতাই তাঁহার নিকটে যাইবার প্রতিবন্ধক। আমারদের যে সকল হৃদয়াশ্রিত বিষয়কামনা, যে সমুদয় অনর্থকরী প্রবৃত্তি, তাহারাই আমাদের মনকে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও পরব্রহ্মের প্রীতিরস প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ু যেরূপ শূন্য স্থানে সহজেই গমন করে, সেই রূপ বিষয় লালসা এবং কুপ্রবৃত্তি হইতে মন শূন্য হইলেই সহজে তাহা ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়। কোন পুষ্করিণী কর্দমাক্ত জলে পূর্ণ থাকিলে তাহা যেমন বৃষ্টির নির্ম্মল জলেও পরিশুদ্ধ ও পানযোগ্য হয় না, সেই রূপ মনে পাপমলা ও কু-বৃত্তি স্থান পাইলে প্রচুর জ্ঞান দ্বারাও নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না। পুষ্করিণী হইতে পঙ্কোদ্ধার করিলে তবে তাহার জল পান-যোগ্য হয়; মন হইতে পাপমলা প্রক্ষালিত কর, তবে তাহা ব্রহ্মানন্দ রসের আধার হইবে। সেই পরম পিতা সকলকেই তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতেছেন; যাঁহারা বিষয়ের মধুর স্বরে প্রবঞ্চিত না হইয়া তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করে—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহারাই আরাম পায়। তিনি মনুষ্যকে এই অভিপ্রায়েই এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, যে তিনি জ্ঞান ধর্ম্ম উন্নত করিয়া তাঁহার সুধাময় সহবাসের উপযুক্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন ইহার কিছুই লাভ হয় না। তাঁহার করুণা ভিন্ন আমরা কোন কালে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। আমরা অতি ক্ষুদ্রজীব! আমাদের কি বুদ্ধি, কি বল, কি পুণ্য, যে সেই অনাদ্যানন্ত পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। আমরা কেবল তাঁহার প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি। হে ব্রাহ্মগণ! তাঁহার নিকটে একবার কাতর মনে প্রার্থনা কর, অবশ্য তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিবেন—আপনার অমৃতময় সহবাসের উপযুক্ত করিবেন। ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন ভিন্ন কৃষকের আর অধিক কি সামর্থ্য আছে? দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার ও সৎসঙ্গ-সহবাস ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি? কিন্তু তাহা হইলেই তিনি তাঁহার অনুরাগ আমাদিগের মনে প্রেরণ করেন এবং তাহাতে আপনার সুন্দর সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সেই স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। বিদ্বান্, কি অবিদ্বান্; ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। এখানে এমন বিদ্বান্ কোথায়, যে কেবল স্বকীয় পরিমিত জ্ঞান দ্বারা সেই পূর্ণ জ্ঞানকে সম্যক্ রূপে জানিতে পারে। এমন বুদ্ধিমান্ কোথায়, যে তাঁহাকে নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়! ধনী তাঁহার নিকটে কি প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারে—বরং তাঁহার দীনহীন সন্তানদিগের জন্য তাঁহার হস্ত বিনির্ম্মুক্ত রহিয়াছে! ধনীরা কেবল ধনমদে মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হয়, বিদ্বানেরা বিদ্যা মদের অহঙ্কারে পূর্ণ হয়; কিন্তু ধনহীনেরই তিনি পরম ধন এবং অকিঞ্চনেরই তিনি পরম গুরু। তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেই তিনি সম্যক্ রূপে আপনাকে প্রদান করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমাদের সকলের মনে তোমাকে পাইবার স্পৃহার উদ্দীপন হয় এবং সংসার সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাই, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে এরূপ সামর্থ্য প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২১ মাঘ বুধবার ১৭৮০ শক।

ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে মনুষ্য যে সমস্ত সুখ অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোগ করিতেছেন, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। মনুষ্যের সুখ সম্ভোগের জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত উপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, পশুদিগের জন্য তিনি সেরূপ করেন নাই। মনুষ্যের মুখশ্রীতেই তাঁহার মহত্ত্বের চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে! প্রত্যহ যাহাতে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাতেই আমারদের প্রাধান্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের আলাপের জন্য বাক্‌শক্তি—আহ্লাদ প্রকাশ করিবার জন্য হাস্য—শ্রবণ সুখের জন্য সঙ্গীতরস—রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য বিচিত্র প্রকার রন্ধন প্রণালী—আত্মরক্ষার নিমিত্তে শস্ত্র নির্ম্মাণ—রোগশান্তির জন্য ঔষধ প্রস্তুত—অর্জ্জনের জন্য বিনিময়- জ্ঞানস্পৃহা—যশোবাসনা; ইত্যাদি বিবিধ উপায় দ্বারা মনুষ্য—কেবল মনুষ্যই আপনার অশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছেন এবং অশেষ প্রকার সুখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতেও মনুষ্যের সুখের পরিসমাপ্তি হয় নাই। তিনি ইহা অপেক্ষাও মহত্তর এবং শ্রেষ্ঠতর সুখ ভোগে অধিকারী। তিনি যদি পৃথিবীর সামান্য সুখেই পূর্ণ সুখী হইতেন, তাহা হইলে কেবল ক্ষুধা, তৃষ্ণা; আমোদ, প্রমোদ; লজ্জা, ভয় প্রভৃতি কতকগুলির মধ্যে চিরদিন বদ্ধ থাকিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু পৃথিবীর সুখে তাঁহার তৃপ্তি লাভ হয় না, তাঁহার লক্ষ্য পৃথিবী হইতেও বহুদূর। পশুদিগের আপনার উপর কোন আধিপত্য—কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহারা ক্ষুধা হইলেই আহার করিতে ধাবিত হয় এবং ভয় পাইলেই পলায়ন করে। মনুষ্যও যদি সেই প্রকার লোক ভয়ের অধীন হইয়াই কার্য্য করেন তাঁহার যদি কোন মহত্তর উদ্দেশ্য না থাকে—তিনি যদি ধর্ম্মের প্রতি—কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন এবং যদি আহার বিহারকেই জীবনের সার রূপে অবধারণ করেন, তবে তাঁহার মনুষ্যত্বেতে আর প্রয়োজন কি? মনুষ্যেরই এমন শক্তি আছে, যে তিনি পরের মঙ্গল উদ্দেশে স্বার্থ বিসর্জ্জনে আপন ইচ্ছাতেই অনুরক্ত হইতে পারেন, তিনি ক্ষুধায় কাতর হইলেও অন্যের জন্য স্বোদর পূরণে বিরত হইতে পারেন এবং ন্যায় পথে—সত্যের পথে—ঈশ্বরের পথে থাকিয়া শত সহস্র প্রকার ভয়কে অতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্য এইপ্রকার স্বাধীনত্ব এবং কর্ত্তৃত্বভার পাইয়া যেমন উন্নতির দিকে গমন করিতেছেন, সেই রূপ অধোগতিও প্রাপ্ত হইতেছেন; যেমন জ্ঞানপথে ধাবমান হইতেছেন, সেই রূপ মোহ ও ভ্রমেও পতিত হইতেছেন; যেমন পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিতেছেন, সেই রূপ পাপাচারণ করিয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। মনুষ্য তাঁহার প্রবৃত্তি সকলকে আয়ত্ত করিতে পারিলে যদ্রূপ সুখী হয়েন, তাঁহার প্রবৃত্তির অধীন হইলে তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করেন। সৈন্যদলের মধ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করা যেরূপ নিতান্ত আবশ্যক, মনোবৃত্তি সমুদায়কে সুশাসিত করাও তদ্রূপ আবশ্যক। সৈন্য দলের প্রত্যেক অঙ্গ যেমন যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া এবং সুনিয়মে নিয়মিত হইয়া সেনাপতির অধীনে নিযুক্ত থাকে, সেই রূপ আমাদের মনের প্রত্যেক বৃত্তি ধর্ম্মের অধীনে নিযুক্ত থাকিয়া যথানিয়মে নিয়মিত এবং যথাস্থানে পরিচালিত হওয়া উচিত। সুশিক্ষিত সৈন্যদল অসম্পন্ন ও অযোগ্য নিয়ন্তার অধীনে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইলে যেরূপ বিষম প্রমাদ উপস্থিত হয়, এবং প্রভূত অনিষ্ট উদ্ভূত হয়, সেই রূপ আমারদের সুশিক্ষিত মনও ধর্ম্মকে অবহেলা ও অপদস্থ করিয়া যে [illegible] এক কুপ্রবৃত্তির অধীন হইলে আপন[illegible] ও জনসমাজের প্রচুর অমঙ্গল উৎপন্ন [illegible]। মনুষ্য

কেবল প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইলে যে কত সময় কত প্রকার দুঃসহ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের রক্ষার জন্য ধর্ম্মকে কর্ণধারের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি আমারদের সকলেরই মনে ধর্ম্মকে মন্ত্রী রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি সকলেরই মনে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; সেই প্রহরী আমারদিগকে সর্ব্বদাই পাপ হইতে সতর্ক করে, এবং আমারদের প্রবৃত্তি সমুদায়কে শাসনে রাখিয়া আমারদিগকে সংসারের সমূহ দুর্গতি হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তিনি আবার আমারদিগকে মন্ত্রস্বরূপ ধর্ম্ম দিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি ধর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ আপনাকেও আমারদিগের নিকটে প্রকাশ রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহারই আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া নির্ভয় হইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সংসারের সহিত সংগ্রাম কিছু সহজ সংগ্রাম নহে। এসংগ্রামে কত কত লোক ভগ্নোদ্যম, পরাজিত ও পতিত হইতেছে! কত শত ভয়ানক শত্রু আমারদিগকে বাহির হইতে আক্রমণ করিতেছে এবং কত শত ভয়ানক শত্রু আমারদিগের স্বীয় অন্তর হইতেও আক্রমণ করিতেছে; রণ ক্ষেত্র হইতেও সহস্রগুণে ভয়াবহ এই সংসার ক্ষেত্রে পতিত হইয়া কত প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতে হয়; এখানে মোহ কোলাহলে কর্ণবধীর হইয়া যায় এবং বিপদের তরঙ্গে আশার মূল শিথিল হইয়া যায়! ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কতই বিষম ব্যাঘাত ও অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক সকল দেখিতে পাওয়া যায়! আবার এই সংগ্রামের ভয়ে পলায়ন করিবার পন্থা নাই; জয় কিম্বা পতন এই দুই ভিন্ন আর অন্য গতি দেখা যায় না। এই সংগ্রামে জয়ী হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। আমারদের বুদ্ধির এমত সামর্থ্য নাই, ধর্ম্মের এত বল নাই, যে কেবল তাহারদের সহায়ে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ভিন্ন—তাঁহার অভয়-প্রদ ক্রোড়ের আশ্রয় ভিন্ন এই সমস্ত অনর্থ হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই। অনুরাগ দ্বারা যে সমস্ত গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয়, অভ্যাস ও যত্নে সেরূপ কখনই হয় না। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকিলে ধর্ম্মের পথ আপনা হইতেই সহজ হইয়া যায়। তাঁহার প্রতি প্রীতি হইলে সেই প্রীতি অতীব পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করে। আমরা যে কোন মহৎকার্য্য অনুষ্ঠান করি, তাহা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অনুষ্ঠান করিতেছি, এই প্রকার মনে করিলে যত না সাহস পাওয়া যায়, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাই সম্পন্ন করিবার সময় অধিকতর উৎসাহ ও সাহস জন্মে। সমস্ত ঘটনাই যাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে অবিশ্রান্ত নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং যিনি সমস্ত লোককে আপনার অখণ্ডনীয় শাসনের অধীন করিয়াছেন, তাঁহার কি ইহা অভিপ্রায় নহে যে মনুষ্যও তাঁহার নিয়মানুসারে তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েন? তিনি কি আমারদিগের নিকট আপনাকে এজন্য প্রকাশ রাখেন নাই যে আমরা তাঁহার বিশুদ্ধ মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রেমানুরূপ বিশুদ্ধ প্রেম তাঁহার প্রতি সমর্পণ করি? তাঁহার উজ্জ্বল মুখ সম্মুখে থাকিলে প্রবল সংসার তরঙ্গের মধ্যেও অচলবৎ অবিচলিত থাকিতে পারা যায়। কোন সৎলোক আমারদিগকে কার্য্য বিশেষে সাহস দিলে তাহাতে আমাদের কতই উৎসাহ হয়, তবে যখন ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখ—যখন তাঁহার প্রসন্নমুখ আমারদিগকে সাহস দিতে থাকে, তখন আমাদের উৎসাহের অভাব কি থাকে? অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সঙ্গে থাকিলে নির্জ্জন বনও সজন তুল্য হয় এবং শুষ্ক মরুভূমিও সরস প্রায় হয়, তবে সেই পরম বন্ধুর নিকটে থাকিলে—তাঁহার ক্রোড়ে থাকিলে সমুদয় লোক দ্বারা পরিচ্যুত হইলেও কি ভয়? যখন তাঁহার প্রতি অবিচলিত অনুরাগ হয় এবং সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য মনে করিয়া অনুষ্ঠান করা যায়, তখন আ-

মারদিগের উৎসাহকে ভঙ্গ করিতে পারে? তখন আমারদের ধৈর্য্যকে কে উন্মূলন করিতে সমর্থ হয়? তখন কোন প্রতিবন্ধককেই প্রতিবন্ধক মনে হয় না, তখন বাধা পাইলে আমরা একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠি, তখন আমরা উত্তেজিত হই, তখন তাঁহার জন্য প্রাণদানও সহজ বোধ হয়। তখন কাহার সাধ্য যে আমারদিগকে ভগ্নোদ্যম করে? সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইবার সময় তাহার তীরে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন তাহাকে শাসন করিয়া প্রশান্ত করা যায় না, সেই রূপ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য হইতে কেহই আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ হইলে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপের অনুকরণ করিতে আমাদের স্পৃহা ও যত্ন হয়। তিনিই আমারদিগের একমাত্র আদর্শ। আমরা সেই সত্যের আকরে সত্য অনুসন্ধান না করিয়া কখনই সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। পরিমিত জ্ঞান, ক্ষুদ্র বুদ্ধি, দোষগুণাবশিষ্ট মনুষ্যের অনুকরণ কোন কার্য্যেরই নহে। আমারদের মনের সমুদায় বৃত্তি—সমুদায় শক্তি যেন তাঁহারই মঙ্গলভাবের অনুকরণে নিযুক্ত হয়। ইহাতে যতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায়, ততদূরই আমারদের পরম লাভ—পরম মঙ্গল এবং যথার্থ গৌরব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জগদীশ্বর পূর্ণ।

যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার জ্ঞানেরও অন্ত নাই, শক্তিরও সীমা নাই এবং করুণারও পার নাই। অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ভাবে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। আমরা তাঁহার রচনা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যে যে ভাব মনে করিতে পারি, তাহার কিছুতেই তাঁহাকে অপূর্ণ জ্ঞান করিতে সমর্থ হই না। কিন্তু তিনি যে অনন্ত জ্ঞানবান্ অসীমশক্তি সম্পন্ন পরিপূর্ণ পুরুষ এ কথা তর্কের দ্বারা বুঝাইবার নহে, ইহা মনুষ্যের আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ। ইহা মনুষ্যের বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার নহে। যাহারা এই জগৎ কৌশলের কারণ এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে, তাহারা তাঁহাকে আপনা হইতেই পূর্ণ পুরুষ বলিয়া প্রত্যয় যায়।

কিন্তু যদিও এই বিষয় মানব জাতির আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ, তথাপি বুদ্ধিমান্ লোকের এই স্বভাব, যে বুদ্ধি দ্বারা যে বিষয় নিষ্পন্ন না হয়, তাহা প্রশস্ত মনে স্বীকার করিতে শক্তি হয় না, সেই বিষয় অঙ্গীকার করিতে অবশ্যই চিত্তের সঙ্কোচ জন্মে। এই বিবেচনায় ইহা যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বোধ হয় না। আমাদিগের এই রূপ প্রকৃতি যে, আমরা যে বিষয়ের সীমা নির্ণয় করিতে না পারি, তাহাকে আপনা হইতেই অসীম মনে করিয়া থাকি, সুতরাং তাহাকে পূর্ণ বলিয়া প্রত্যয় যাই। আমরা দেশ কালের আদি অন্ত স্থির করিতে না পারিয়াই তাহাদিগকে অসীম বলিয়াই মনে করি এবং কোন অপরিমিত বৃহৎ পদার্থের পরিমাণ স্থির করিতে অশক্ত হইয়া তাহাকে অপরিমেয় বলিয়া অনুভব করি। আমরা কোন পদার্থের সীমা নির্ণয় ও পরিমাণ স্থির না করিয়া কোন রূপেই তাহাকে পরিমিত বলিয়া জ্ঞান করিতে সমর্থ হই না। আমরা দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিমাণ না পাইয়াও অনেক পদার্থকে পরিমিত বলিয়া প্রত্যয় যাই বটে, কিন্তু আমরা অপর কারণ দ্বারা ঐ সকল পদার্থের অন্ত লাভ করিয়া তবে তাহাদিগকে পরিমিত বলিয়া প্রত্যয় করিতে পারি। আমরা চক্ষু দ্বারা প্রবিস্তীর্ণ সাগরের সীমা সন্দর্শন না করিয়াও সমুদ্রকে সীমা বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি বটে, এবং পদ দ্বারা মহোচ্চ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন না করিয়াও তাহাকে পরিমিত ও তুলেতে ভূভার পরিমাণ না করিয়াও তাহাকে পরিমেয় বলিয়া প্রত্যয় যাই। কিন্তু আমরা অবশ্যই প্রমাণান্তর দ্বারা ঐ সকল অদৃষ্টসীম অলক্ষ্য অপরিমেয় পদার্থের সীমা ও পরিমাণ নির্দেশ

[illegible] পরিমিত বলিয়া [illegible] নাই।* আমরা ভূপর্য্যটনকারী নাবিকদিগের নিকট হইতে প্রশস্ত সাগরের সীমা অবগত হইয়া তাহাকে সীমাবিশিষ্ট মনে করি; ক্ষেত্র তত্ত্ববিদ্যা দ্বারা অত্যুচ্চ পর্ব্বতের অন্ত জানিয়া তাহাকেও পরিমিত বিশ্বাস করিয়া থাকি এবং পদার্থ বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর ভার পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা কোন প্রকারেই সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার সীমা করিতে পারি না, সুতরাং আমরা তাঁহাকে অসীম বা পূর্ণ না মনে করিয়াও স্থির থাকিতে সমর্থ হই না।

আমরা যখনি সৃষ্টি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও করুণার আলোচনা করি, তখনি আমাদিগের মন তাহার পার প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহাকে পূর্ণ বলিতে বাধ্য হয়। যদবধি মনুষ্য জগদীশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তদবধি মনুষ্য সমাজে তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণার আলোচনা হইয়া আসিতেছে. কিন্তু কোন কালে কেহই তাঁহার কোন বিষয়ের পার প্রাপ্ত হয় নাই। যিনি যখনি তাঁহার যে বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন, তিনি তখনি তাহার পার না পাইয়া তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কি অজ্ঞ, কি প্রাজ্ঞ; কি সভ্য, কি অসভ্য; কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, সকলেই এক বাক্য হইয়া তাঁহাকে অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার আশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালীন বর্ব্বর লোকে তাঁহাকে যেমন অপার করুণা সিন্ধু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের সুবিচক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলীও তাঁহাকে তদ্রূপ অনন্ত শক্তি, অপার করুণা ও অসীম জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় ঋষিরা তাঁহার তত্ত্বের সীমা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে "নেতি নেতি" শব্দে উক্ত করিয়াছেন এবং "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বলিয়া গান করিয়াছেন এবং অধুনাতন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরাও তাঁহার তত্ত্বের সীমা না পাইয়া তাঁহাকে অনন্ত জ্ঞান, অসীমশক্তি ও অপার করুণার আধার রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন"। ভারতবর্ষীয় এক জন পূর্ব্বতন কবি কহিয়াছেন যে, পক্ষিরা যেমন আকাশ পথে গমন পূর্ব্বক আপন আপন শক্তি অনুসারে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া পরিশ্রান্ত হয়, কিন্তু কোন কালে আকাশকে প্রদক্ষিণ করিতে শক্ত হয় না, পণ্ডিতগণ সেই রূপ স্ব স্ব শক্তি অনুসারে জগদীশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া অবসন্ন হয়েন, কিন্তু কোন কালেও তাঁহার মহিমার পার প্রাপ্ত হয়েন না। এক এক পরমার্থ রসজ্ঞ কবি, যে এক একটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের অসীম ভাব সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ফলতঃ কোন রূপেই তাঁহার তত্ত্বের পার পাইবার উপায় নাই। কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়ন বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ববিদ্যা, কি শারীর স্থান ও শারীর বিধান বিদ্যা, আমরা যে কোন প্রকার বিদ্যার অনুশীলন করি তাহাতেই তাঁহার অনন্ত ভাব দেখিতে পাই। তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণাদি ভাবের পরিচয় প্রাপ্তির নামই বিদ্যা। আমরা যে অবস্থায় তাঁহার অপার তত্ত্বের যতটুকু পরিচয় লাভ করি, তখন আমাদিগের বিদ্যার অবস্থা সেইরূপ থাকে, আমরা যখন তাঁহার যে তত্ত্ব অল্প জ্ঞাত হই, তখন তদ্বিষয়ক বিদ্যার অবস্থাকেও আমরা সামান্য বলিয়া উল্লেখ করি, আর যখন আমরা তাঁহার কোন তত্ত্ব কিছু অধিক জানিতে পারি, তৎকালে আমরা সেই বিদ্যারও উন্নতি বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু কোন বিদ্যা দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় না। আমরা জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারাও তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না, পদার্থবিদ্যা দ্বারাও তাঁহার জ্ঞানের অন্ত পাই না এবং শারীর স্থান ও শারীর বিধান বিদ্যা দ্বারাও তাঁহার করুণার পার প্রাপ্ত হই না। আমরা

* Great things dath be'' which we cannot conserlend. There is no Harching cl his understanding'' Can won conceive bey and whot God can do''

যত অনুসন্ধান করিতেছি ততই তাঁহার জ্ঞান শক্তির পরিচয় পাইতেছি। যৎকালে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ পায় নাই, তৎকালীন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা কেবল চক্ষুদ্বারা যে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি দেখিতে পাইত তাহাই সৃষ্টির সীমা বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা নয়টি মাত্র গ্রহের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ পাওয়াতে কত গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতুরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং গ্রহ উপগ্রহাদি পরিপূরিত সৌরজগৎ সকল প্রকাশ পাইয়া উঠিল। এবং অসীম আকাশের স্তরে স্তরে ঐ রূপ অসংখ্য অসংখ্য সৌরজগৎ পরিপূর্ণ নভোমণ্ডল সকলও ব্যক্ত হইতে লাগিল। দিন দিন দূরবীক্ষণ যন্ত্র যত পরিষ্কার হইতেছে, ততই নূতন নূতন লোক সকল প্রকাশ পাইতেছে। গ্রহ উপগ্রহের প্রকাশ হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ হইতেছে, ধূমকেতুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, নূতন নূতন সৌরজগৎ প্রকাশ পাইতেছে এবং স্তরে স্তরে নভোমণ্ডলের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। পরিণামে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আরও যত উৎকৃষ্ট হইবে তত আরও নূতন নূতন লোক সকল প্রকাশ পাইবে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা আকাশ পথে জগদীশ্বরের অগণ্য অগণ্য জ্ঞানকার্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। সেইরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ পাওয়াতেও আমরা তাঁহার সংখ্যাতীত সৃষ্টি সন্দর্শন করিতেছি। যে স্থানকে পূর্ব্বে আমরা জীব বিহীন শূন্য মনে করিয়াছি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে সেইস্থানে আমরা সহস্র সহস্র জীবকে সুখেতে বিচরণ করিতে দেখিতেছি, যে জলবিন্দুতে আমরা কোন রূপেই কোন জীবের আবির্ভাব মনে করি নাই সেই একবিন্দু জলেতে আমরা কত কত জীব সন্দর্শন করিতেছি, এবং ঐ অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে আমরা এক একটি পত্র ও এক একটি পুষ্পে এবং এক একটি ফলেতে লক্ষ লক্ষ জীব দেখিয়া বিমোহিত হইতেছি। বস্তুতঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রকাশ দ্বারা যে আমাদিগের নিকট জগদীশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রত্যেক বিদ্যার উন্নতি দ্বারা নানা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি। রসায়ন বিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে, ততই এক এক রূঢ় ও যৌগিক পদার্থের শত শত প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ অবগত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। যে সকল তৃণ গুল্ম ও বৃক্ষাদিকে আমরা কিছুই মনে করি নাই এক্ষণে তাহাদিগকে আমরা সহস্র সহস্র প্রকার উপকার সাধনে সমর্থ দেখিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতেছি। যে সামান্য পদার্থকে আমরা পূর্ব্বে অপদার্থ বা অনুপকারী বলিয়া মনে করিয়াছি, এক্ষণে সেই পদার্থের মধ্যে আমাদিগের মৃত সঞ্জীবনী শক্তি অবলোকন করিতেছি। পদার্থ তত্ত্ব প্রকাশ দ্বারা কত সামান্য দ্রব্যে আমাদিগের কত মহৎ উপকার সিদ্ধ হইতেছে এবং কত শ্রম দুঃখ নিবারিত হইয়া কত সুখেরই উৎপত্তি হইতেছে। পূর্ব্বকালে কে মনে করিত যে করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর জল অগ্নি প্রভৃতি সুলভ পদার্থে এতাদৃশ বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সঞ্চালন শক্তি প্রদান করিয়াছেন? তাহার মনে ছিল যে মৃত্তিকাদি যৎসামান্য পদার্থকে পরিণত করিয়া বহুমূল্য সামগ্রী প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। জ্ঞানোন্নতি সহকারে মনুষ্য লোকে যে জগদীশ্বরের কত কত জ্ঞান কার্য্য, বল-ক্রিয়া ও করুণার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে এবং প্রকাশ পাইবে; সহস্র সহস্র বর্ষ কীর্ত্তন করিলেও তাহার এক অংশের শেষ হয় না এবং কোন কালেও তাহার পার পাওয়া যায় না।

অতএব আমরা যখন কোন রূপেই তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও করুণার পার প্রাপ্ত হই না যখন আমরা কোন কালে ও কোন উপায় দ্বারা তাঁহার কোন তত্ত্বের সীমা করিতে শক্ত হই না। যখন আমাদিগের জ্ঞানোন্নতি সহকারে চিরদিন তাঁহার

জ্ঞান, শক্তি ও করুণা প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, কিন্তু কি প্রকারে আমরা তাঁহার জ্ঞান শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করিব এবং কিরূপেই বা সেই অসীম শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অপার করুণার আশ্রয় অনাদি পুরুষকে পূর্ণ ভিন্ন অন্য প্রকার মনে করিতে সমর্থ হইব। আমরা তাঁহার স্থিতির কোন তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াও যেমন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ভিন্ন ভাবিতে পারি না, সেই রূপ বিশ্বতত্ত্ব লাভ করিয়াও পূর্ণ ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রত্যয় করিতে সমর্থ হই না। তিনি সর্ব্বদা সকল কালেই স্বীয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন এই একটি তাঁহার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ। মনুষ্য যেমন ক্রমে বিজ্ঞ হয় এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানানুসারে কার্য্য করে, তাঁহাকে আমরা সেপ্রকার মনে করিতে পারি না। তিনি প্রথমেও যেমন এক্ষণেও তেমন এবং পরেও সেইরূপ থাকিবেন, ইহা একটি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপেই কেহ তাঁহাকে ভাবিতে পারে না। তিনি আদিতে পূর্ণ, মধ্যেতে পূর্ণ এবং অন্তেতেও পূর্ণ। তাঁহার কোন ভাবেরই অভাব নাই এবং তাঁহার ভাবের কখনই হ্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

হঙ্গরী রাজ্যের অন্তঃপাতী বরকট নামক স্থান হইতে এক প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় দুই হাত মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত ছিল, কিন্তু তথাপি ঐ উল্কাপিণ্ডকে বিলক্ষণ উষ্ণ অনুভব হইয়াছিল। উহার অঙ্গের উপর সূক্ষ্ম ত্বকসদৃশ এক প্রকার আবরণ ছিল। ত্বকের বর্ণ মলীন, কিন্তু তাহার নিম্নদেশ ধূসর বর্ণ। পণ্ডিতেরা উহার ভার পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে উহা জল অপেক্ষা পাঁচগুণের অধিক ভারী। উহাতে লৌহ পদার্থের ভাগ অর্থাৎ লৌহ, [illegible], তাম্র, টিন এবং গন্ধকাদি পদার্থের যুক্ত হইয়াছিল*।

পদার্থবিদ্যা

[illegible] লিবরপুল নগরস্থ মানমন্দিরে বায়ু পরিমাণের এক প্রকার নূতন যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রচলিত যন্ত্রের কৌশলে যত আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় উক্ত যন্ত্রে সে প্রকার আড়ম্বর নাই। উল্লিখিত যন্ত্রের গতি দ্বারা অতি সহজেই বায়ুর ভার ও প্রকৃতি জানিতে পারা যায়*।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।—লিকন-টাইট নামক এক প্রকার নূতন ধাতু প্রকাশ পাইয়াছে। উহা দেখিতে অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। ডাক্তর লিকনটি নামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রথমত ঐ ধাতু প্রকাশ করেন বলিয়া উহার নাম লিকন টাইট হইয়াছে। তিনি কমেগুয়া নামক স্থানের পাইড্রান নামক পর্ব্বতের গুহা হইতে প্রথমত ঐ ধাতু আবিষ্কৃত করেন, অনন্তর উহার সৌন্দর্য্য ও গুণ পরীক্ষা করিয়া আমিরিকা রাজ্যে লইয়া যান*।

২।—জির্জিয়া নামক স্থানে নূতন সুবর্ণের খনি প্রকাশ পাইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্লেকসাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে এই অভিনব সুবর্ণখনি হইতে খনকেরা অতি অল্প শ্রম দ্বারা অধিক স্বর্ণ লাভ করিতে পারিবে। কেলিফর্ণিয়ার খনি হইতে সুবর্ণ উদ্ধার করিবার জন্য উল্লিখিত সাহেব যে চমৎকার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন, উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে এই নূতন খনির স্বর্ণ অনায়াসে উদ্ধৃত হইতে পারিবে*।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ সভা।

অধ্যক্ষ দিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি, গত ১৮ মাঘ দিবসীয় বিশেষ সভায় যে সকল প্রস্তাব সম্মত হইয়াছিল, তাহার পুনর্ব্বিচারার্থ আগামী ১৬ বৈশাখ

* American Journal of Science & arts.

কৃষ্ণপ্রতিমার অপরাহ্ণে ... ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভা হইবেক, অতএব মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

সাম্বৎসরিক সভা।

আগামী ২৬ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক। তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদায় কার্য্য বিবরণ সাধারণ রূপে সভ্য গণকে অবগত করা যাইবে এবং ১২ নিয়মানুসারে তৎকালে অন্য যে কোন কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবেক, তাহাও যথানিয়মে নিষ্পন্ন হইবেক। অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য।

সর্ব্বসাধারণের সুলভার্থ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষেরা নিম্নলিখিত পুস্তক দ্বয়ের মূল্য ন্যূন করিয়া অতি অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অতএব এক্ষণ অবধি উহা যাঁহার প্রয়োজন হয়, নিম্ন নির্দ্দিষ্ট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	......	/০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	... .	/০

বিজ্ঞাপন।

শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি কৃতটীকা ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং তদনুযায়ী বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় ১৮ অধ্যায় একত্রিত পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূল্য ৭_

ঐ প্রথম অধ্যায়ের মূল্য	......	।৵০
দ্বিতীয় অধ্যায়	....	১_
তৃতীয় অধ্যায়	... ...	।/০
চতুর্থ অধ্যায়	....	।।০
পঞ্চম অধ্যায়	....	।৵০
ষষ্ঠ অধ্যায়	....	।৴০
সপ্তম অধ্যায়	....	।০
অষ্টম অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
নবম অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
দশম অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
একাদশ অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
দ্বাদশ অধ্যায়	[illegible]	৵০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	[illegible]	।৶০
চতুর্দ্দশ অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
পঞ্চদশ অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
ষোড়শ অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
সপ্তদশ অধ্যায়	[illegible]	[illegible]
অষ্টাদশ অধ্যায়	[illegible]	[illegible]

বিজ্ঞাপন।

চিত্র-পট বিক্রয়।

মহামান্য, দেশহিতৈষি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হওয়াতে আপামর সাধারণ প্রায় সকলেই শ্রুতিগোচর করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করেন নাই, সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ দর্শন সুখ লাভার্থে উক্ত মহাশয়ের প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করা গিয়াছে, পটখানির পরিমাণ দেড়হস্ত হইবেক এবং মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, লালবাজারের ২৩ নং ভবনে আমাদিগের নিকট মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রী এন, সি, ঘোষ কোম্পানি

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্র পট

কবরডাঙ্গাস্থিত আর, এম, বসু এবং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়া এই সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ৮০ আনা মাত্র। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা মূল্য সহকারে লোক কিম্বা সমাদ প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা নগদ মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। — ইহার মূল্য এক টাকা। ১ বৈশাখ বুধবার সম্বৎ ১৯১৬ কলিকাব্দ ৭৭০।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গত ১ বৈশাখ বুধবার প্রাতঃকালে নববর্ষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে [illegible] সমারোহ পূর্ব্বক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] পদ্ধতি অনুসারে উপাসনান্তে প্রাতঃস্মরণীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক ব্যাখ্যাত হইলে প্রধান উপাচার্য্যদিগের বেদী হইতে এই প্রার্থনা পঠিত হয়।

"হে সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতি! অদ্য আমরা একটি বৎসর অতীত করিয়া আর [illegible] প্রবেশ করিতেছি। এই নব [illegible] [illegible] [illegible] সকল ভাব পরিবর্ত্তন করে, এক্ষণে মন যে সমস্ত ভাব হইতে মুক্ত হইয়া ভাবান্তরের অধীন হইতেছে। কি আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ায় কাল গত হইতেছে এবং কেমন অদ্ভুত কৌশলে মাস ঋতু ও বৎসর পরিবর্ত্তিত করিতেছে, ইহা বিবেচনা করিয়া [illegible] মন আপনা হইতেই তোমার স্তুতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কি বলিয়া যে, তোমার স্তব করিব, তাহা ভাবিয়া [illegible] উঠিতে সমর্থ হই না; আমরা যত ঐশ্বর্য্য [illegible] মাধুর্য্য কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা [illegible] উচ্চ। হে বিশ্বকারণ! যে তোমার স্তব করিব কি? তোমার স্বরূপ [illegible] হইবেই মনের সকল শক্তি [illegible] হইয়া যায়, আর কিছুই বলিবার সাধ্য থাকে না। তোমার স্তব করিতে গিয়া মন যখন স্তব্ধ হয়, তখন অবশ্যই মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু পুনর্ব্বার যখন দেখি যে কবিদিগের লেখনী অবসন্ন হইল, তথাপি তোমার রচনার কিছুই বর্ণনা হইল না এবং তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি পরাভূত হইল, তথাপি তোমার তত্ত্বের নিরূপণ হইল না; তখন আমার সেই ক্ষোভ দূর হইয়া যায়। পরমেশ! আমি তোমার কি স্তুতিবাদ করিব এবং কোন্ তত্ত্বের ঘোষণা করিব, তুমি সকলের মূলাধার এবং সকলের [illegible] তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করাই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদিগের জ্ঞানসাধনের এক মাত্র [illegible] এবং তোমার [illegible] পরমার্থ [illegible] দিগের প্রধান লক্ষ্য। [illegible] অমূল্য পুরুষ [illegible] তোমার অপার তত্ত্বের কীর্ত্তন করিবে? তোমার সকল বিষয়ই অসীম ও অপার। তোমার যে কোন তত্ত্ব মনে হয়, তাহাতেই মুগ্ধ হইতে হয়। প্রতিবৎসর যে ব্রহ্মাণ্ডে কত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা বর্ণনা সাধ্য কে স্থির করিয়া উঠিবে। যখন তোমার এক নিমেষের ঘটনা রাশি বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না, তখন কি প্রকারে এক বৎসরের ঘটনা সমুদয় বর্ণিত হইবে? ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনার কথা দূরে

থাকুক, এক এক বৎসর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে কত প্রকার অবস্থায় সংঘটন হয়, তাহা জানিতে পারিলেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যদি সকল লোক স্বীয় স্বীয় অবস্থার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়, সন্দেহ নাই। এই বিগত বর্ষে এক এক ব্যক্তির যে কত প্রকার শুভাশুভ ঘটনাই ঘটিয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কত লোকের সহিত কত পূর্ব্ব সম্বন্ধের বিয়োগ হইয়াছে, এবং কত লোকের সহিত কত নূতন সম্বন্ধ সংঘটন হইয়াছে; কত লোকের কত পূর্ব্ব সম্পত্তির নাশ হইয়াছে, কত লোকের কত নব সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে; কত লোকের চিরোপার্জ্জিত খ্যাতি বিসর্জ্জিত হইয়া লোক সমাজে অপযশ বিস্তার হইয়াছে এবং কত লোক স্বকীয় কর্ম্ম গুণে বিশেষ রূপে খ্যাত্যাপন্ন হইয়া লোকের নিকট আদৃত হইয়াছে; কত লোক আপনার প্রাপ্ত পদচ্যুত হইয়া নিতান্ত দুঃখমগ্ন হইয়াছে এবং কত লোক কত প্রকার নূতন পদ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে পুলকিত চিত্ত হইয়াছে; কত লোকের কত নিকটস্থ বন্ধু দূরে গমন করিয়াছে, এবং কত লোকের কত দূরস্থিত বন্ধু নিকটস্থ হইয়াছে; কত লোক উপার্জ্জিত ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছে, এবং কত লোক কত প্রকার ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া ধন্য ও কৃতপুণ্য হইয়াছে। এই রূপে যে কত প্রকার লোকের কত প্রকার ঘটনা সংঘটন হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি সেই পূর্ণস্বরূপ পরমদেবতার সহিত নিকট সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিরই জন্ম সার্থক হইয়াছে।

হে বিশ্বপ্রকাশক বিশ্ববন্ধু! কৃপা করিয়া আমাদিগের জ্ঞান[illegible] উজ্জ্বল কর, এবং তোমার প্রদর্শিত পথে চলিবার ক্ষমতা প্রদান কর। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমাদিগের ক্ষমতাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না। কত সময় শুভ [illegible] করিয়া কর্ম্ম করিতে অশুভ সংঘটন হয় এবং ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও অধর্ম্ম ঘটিয়া উঠে। কত লোকের সহিত সৌহৃদ্য সদ্ভাবের উদ্দেশ করিয়া কার্য্য করিতে শত্রুতার সঞ্চার হয় এবং কত লোকের উপকার উদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া অপকার ঘটিয়া থাকে। জগদীশ! একে তো আমাদিগের এই দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহার উপর আবার সংসারের এইরূপ যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে আর কোন [illegible] নিরাকরণ আশা করিতে সাহস হয় না, তবে কেবল তোমার কৃপামাত্র ভরসা। [illegible] এপৃথিবী প্রকৃত শান্তি লাভের স্থল নহে। এই অসার সংসার মধ্যে কেবল তুমিই একমাত্র সারপদার্থ। হে ভক্তবৎসল বাঞ্ছা কল্পতরু! এই সকল মনের বেদনা আর কোথায় প্রকাশ করিব? তুমি ভিন্ন আর কেই বা এই নিদারুণ মনস্তাপ দূর করিবে? জগদীশ! তোমা ভিন্ন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার আর স্থল নাই। জগতের নির্দ্দয় নির্যাতন আর সহ্য হয় না, সদয় হইয়া অবিলম্বে এই যাতনা দূর কর। ইহা সত্য বটে, যে আমরা সকলেই আপন আপন কর্ম্ম গুণে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি এবং সর্ব্বদা আপনাদিগের কর্ম্মোপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হই। কিন্তু অপরাধী সন্তান যেমন মাতার নিকট দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মাতাকেই সম্বোধন করিয়া রোদন করে, [illegible] তোমার নিকট [illegible] খের দণ্ড ভোগ [illegible] তোমারই নিকট প্রা[illegible] প্রসন্ন হও এবং আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর, তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন আমাদিগের নিস্তারের আর অন্য পথ নাই। হে জীবিতেশ্বর! এই নব বর্ষের আরম্ভে আমি তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব, এইমাত্র প্রার্থনা, আমার [illegible] যেন তোমার [illegible] শ্রবণ করিতে করিতে [illegible], আমার রসনা যেন তোমার [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে [illegible] এবং আমার মন যেন তোমার [illegible] চিন্তা করিতে করিতে [illegible]।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন।

"হে জীবনদাতা জগৎজ্যোতিঃ! তুমিই সকল জগতের প্রাণ স্বরূপ। আমরা এখানে যে কিছু সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু বিরাজমান দেখিতেছি, সকলই তোমারই। তোমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিশ্বযন্ত্র কোন কালেই ক্ষয় হইবার নহে। তোমার সূর্য্য সতত‌ই যুক্ত-তুরঙ্গ থাকিয়া প্রতিদিনই যথাকালে তোমার অখণ্ড শাসন প্রচার করে। তোমার গন্ধবহ রাত্রিদিনই সমান চলিয়া নিমেষের নিমিত্তেও বিশ্রাম করে না। তোমার অপূর্ব্ব বারিযন্ত্র অনবরত সুস্নিগ্ধ বারিধারা বর্ষণ করিয়াও কখনই শুষ্ক ও শূন্য হইয়া যায় না। হে অখিলাধার পরমেশ্বর! তোমার অখিল বিশ্বরাজ্য সৌন্দর্য্য নিধির অনন্ত ভাণ্ডার। ইহাতে সকলই সুশৃঙ্খলা—কেবলই বিচিত্রতা। একটি ক্ষুদ্র তৃণ—সমুদ্রতীরস্থিত একটি সূক্ষ্ম বালুকণাও তুমি অনর্থক কর নাই। তুমি প্রথমে আহারের সুন্দর উপায় বিধান না করিয়া একটি সামান্য কীটও সৃজন কর নাই। হে বিশ্বপাতা! তোমারই আশ্রয়ে থাকিয়া মনুষ্যও অপ্রমাদে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহই এক দণ্ডের নিমিত্তেও স্থির নাই। কেহ মানের, কেহ যশের, কেহবা অর্জ্জনের অনুবর্ত্তী হইয়া অহর্নিশি ভ্রমণ করিতেছে; কেহ জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তির উদ্দেশে তোমার অপার মহিমা সাগরে বিচরণ করিতেছে, কেহ বা তোমার পবিত্র সহবাস লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে। কত কত পবিত্র চরিত্র উদার প্রকৃতি মহীয়ান্ ব্যক্তি লোক সমাজে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া প্রভাশূন্য হইয়া জীবন যাপন করিতেছে। কত কত সুরম্য বনপুষ্প স্বীয় সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য বনের মধ্যেই বৃথা বিস্তার করিতে থাকে। কত কত অমূল্য সমুজ্জ্বল রত্ন নিচয় অতলস্পর্শ তমসাবৃত সমুদ্রের গর্ভেই অনাবৃত হইয়া স্থিতি করে। হে না[illegible]! সকল অপেক্ষা মনুষ্যের মন তোমার [illegible]তি যত্নের ধন। তুমি মনুষ্যের হৃদয় [illegible]জ্য যে অত্যাশ্চর্য্য সুবিমল স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেও, তাহার সাদৃশ্য ধারণ করে, জগতে এমন পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। মনুষ্যের প্রকৃতিগত তেজোময় প্রভাপুঞ্জের সহিত শত শত সূর্য্যের প্রভারও উপমা হয় না। মনুষ্য ধর্ম্ম জ্যোতিতে পবিত্র হইয়া স্বীয় আত্মার যে অজস্র শোভা সন্ততি বিস্তার করেন, সুধাংশু চন্দ্রও শুভ্রময়ী শারদী যামিনীতে সেরূপ শোভা প্রকাশ করিতে পারে না। হে সর্ব্বসুখদাতা ভুবনেশ্বর! তুমি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে অমূল্য জ্ঞানরত্ন নিহিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা বহির্নিঃসারণ করিয়া তাহার রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিলে কত কল্যাণই সমুদ্ভূত হয়। তুমি আমাদের চিত্তক্ষেত্রে যে পবিত্র প্রণয়াঙ্কুর নিবেশিত করিয়াছ, তাহা প্রস্ফুটিত হইলে জগৎ কি সুখের স্থান হয়! তুমি তোমাকে পাইবার যে মহতী স্পৃহা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহা উদ্দীপ্ত হইলে আমাদের হৃদয়ধামে কি বিমল প্রভাই বিকীর্ণ হয়। তুমি আমাদের আত্মাকে যে অতি দুরারোহিণী আশালতাতে ভূষিত করিয়াছ, তাহা উন্নত ও পুষ্পিত হইলে আমরা কি অসদৃশ মহত্ত্বই প্রাপ্ত হই। হে বিশ্বজীবন বিশ্বেশ্বর! কেবল মনুষ্যই যে তোমার উদার প্রসাদ ভোগ করিতেছে এমত নহে। একটি মক্ষিকার পতনও তোমার দৃষ্টি বহির্ভূত নহে। তোমার সর্ব্বলোকপালনী শক্তির প্রভাবে অতি সূক্ষ্ম কীটাণুপর্য্যন্তও নিয়মিত রূপে আহার পাইতেছে এবং জলের মধ্যে সুখস্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে। হে করুণাসিন্ধু জগৎবন্ধু! আমরা সম্বৎসর তোমার অপার উদার সদাব্রত উপভোগ করিয়া তোমাকে অত্যুজ্জ্বল কৃতজ্ঞতা রত্ন ভিন্ন এক্ষণে আর কি উপহার দিব? তোমার উদার প্রসাদ স্মরণ করিয়া তোমাকে সুনির্ম্মল প্রীতিপুষ্প প্রদান ব্যতিরেকে আর কি উপায়ে তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিব? অতএব কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি পুষ্প প্রদান করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া তাহা গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৫ ফাল্গুণ বুধবার ১৭৮০ শক।

একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।

সেই একই ঈশ্বর অসংখ্য অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার কামনা নিত্য নিত্য বিধান করিতেছেন। এক এক জীবের এক প্রকার কামনা নহে—তাহাদের কত সহস্র সহস্র কামনা—কত সহস্র সহস্র অভাব! কিন্তু তিনি প্রত্যেকেরই সেই সহস্র সহস্র কামনা উপযুক্ত রূপে পূর্ণ করিতেছেন এবং সেই সহস্র সহস্র অভাব মোচন করিতেছেন। সেই একই পিতা তাঁহার সমুদায় সন্তানদিগকে চিরকাল প্রতিপালন করিতেছেন। আমরা যেখান হইতে যত প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হই, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। আমরা তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি বল—তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ধর্ম্ম উন্নত করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছি। কেবল আমরা কেন? কেবল মনুষ্যের সৃষ্টিতেই কি তাঁহার জ্ঞান শক্তির পরিসমাপ্তি হইল? তাঁহার হস্ত—তাঁহার ক্রোড় কি কেবল মনুষ্যের জন্যই প্রসারিত আছে? তাঁহার রাজ্য কি এই সঙ্কীর্ণ স্থান পৃথিবীতেই বদ্ধ রহিয়াছে? তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গল ভাবের আভাস কি এখানেই শেষ হইবে? কখনই না। যদি একবার অসীম আকাশের প্রতি নেত্রপাত করি, তবে কত কোটি কোটি জ্যোতিষ্মান্ লোকমণ্ডল বিরাজমান দেখি। তাহাতে কি সুখ স্বচ্ছন্দতা, ও ক্রিয়া কলাপ বিদ্যমান নাই? অতএব কেবল আমরা নহে, অসীম আকাশে অসংখ্য লোকবাসী বিচিত্র জীব পুঞ্জ তাঁহার উদার প্রসাদ ও অপার মহিমা অনুভব করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছামতে কোটি কোটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোকমণ্ডল অগণনীয় বিচিত্র জীবের আবাস স্থান হইয়া আকাশ পথে অবিশ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে! এই পৃথিবীই আমারদিগকে ক্রোড়ে লইয়া প্রতি মুহূর্তে কত সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রম করিতেছে, কিন্তু আমরা তাহা জানিতেও পারি না। আমরা যখন নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন সেই সাক্ষী চেতা সনাতন পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন। মাতা যেমন স্বীয় শিশু সন্তানের নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থিত সমুদয় দীপশিখা নির্ব্বাণ করেন, সেই জগৎপিতাও সেই রূপ সমুদয় জীবের বিশ্রাম সাধনের জন্য সূর্য্যকে অস্ত যাইতে আদেশ করেন এবং চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ করিয়া রাখেন। আমরা তাঁহারই ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া নির্ভয় হইয়া নিদ্রা যাই এবং তাঁহারই আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করি। যখন মনে হয় যে সেই একই পিতা এই সমুদায় লোক এবং সমুদয় জীবের প্রতি অনবরত কল্যাণবারি বর্ষণ করিতেছেন এবং আমরা তাঁহার অসীম বিশ্ব-রাজ্যের যে অতি ক্ষুদ্র জীব মাত্র, আমারদিগকেও তিনি স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন; তখন তাঁহার প্রতি আমারদের কৃতজ্ঞতা কেনই উদয় না হইবে? যখন দেখা যায় যে তিনি আমারদের পিতা মাতা সুহৃৎ বন্ধুর ন্যায় নানা প্রকারে নানা উপায়ে আমারদের কল্যাণ সাধন ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতেছেন, তখন আমারদের মনে ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা সকলই একত্রে মিলিত হইয়া কেন না তাঁহার প্রতি ধাবিত হইবে? কোন্ ঘটনাতে—কোন্ উপলক্ষে তাঁহার জ্ঞান শক্তি—তাঁহার অপার মঙ্গলভাব অতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশমান না হয়? কোন্ সময়ে—কোন্ অবস্থাতেই বা তাঁহার করুণারাশি স্মরণ না হইতে পারে? কিন্তু আমরা কি অকৃতজ্ঞ! আমরা আমোদ প্রমোদ কোলাহলেই মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে একবারও স্মরণ করি না। প্রতি নিমেষে যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও যাঁহার করুণা ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, সপ্ত দিবসের মধ্যে এক সময়েও তাঁহাকে মনের সহিত অর্চ্চনা করি না! সপ্তাহে মাত্র এক

দিবসমাত্র যে আমরা এই সমাজ মন্দিরে মিলিত হইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই—ইহাতেও আমাবদের চিত্ত স্থির থাকে না। এই অল্প কালের মধ্যেও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে মনে স্থান দিই না। যিনি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তে আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন এবং আমারদের প্রতি যাঁহার এক নিমেষের করুণা নির্ব্বচন করিয়া শেষ করা যায় না; বিষয় কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই না। হে পরমাত্মন্! এদোষ হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর; তোমার অনুরাগ আমারদিগের মনেতে প্রেরণ কর; আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হও; তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমারদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১২ ফাল্গুন বুধবার ১৭৮০ শক।

তদেব সত্যং

তিনিই সত্য।

সত্য কি বস্তু এবং সত্যের স্বরূপ কি, এই বিষয়ে একবার মনোনিবেশ করিলে প্রতীতি হইবেক যে সেই পরমাত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ। যাঁহার অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের মূলীভূত, তাঁহা হইতে এই জগতে সত্য বস্তু আর কি আছে? আমরা কত রাশি রাশি পদার্থ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত দেখিতেছি! আকাশে কত অগণনীয় লোকমণ্ডল—ভূস্তরোদ্ধৃত কত উজ্জ্বল স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু সমূহ—কত বৃক্ষ লতা পুষ্প ফল—কত বিচিত্র প্রাণি জঙ্গম—কত জ্ঞান বিশিষ্ট জীবাত্মা! কিন্তু এই সমুদায়ের সহিত সেই পূর্ণ সত্য স্বরূপের তুলনা করিলে উহার কোন পদার্থকেই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তিনিই সার—তিনিই সত্য আর তাঁহার তুলনায় অন্য সমুদয় পদার্থই অসার—সকলই অসত্য; সেই সত্যের আশ্রয়ে তাহারা সত্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছামাত্র এই সমুদায় জড় ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে—যাঁহার শাসনে সূর্য্যাদি অচেতন জড় পদার্থও সচেতনের ন্যায় কার্য্য করিতেছে—এবং যাঁহার অপরিসীম [illegible] প্রভাবে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবাত্মা জ্ঞান [illegible] লাভ করিয়াছে, তিনিই ধ্রুব তিনিই সত্য। তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় সত্যের প্রভাব বাক্যেতে ব্যক্ত হয় না এবং উপদেশ দ্বারাও বুঝান যায় না। যে ব্যক্তি বিষয় লালসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই [illegible] অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে [illegible] প্রার্থনা করেন, [illegible] তিনি [illegible] হইয়া স্বীয় [illegible]। যে ব্যক্তি [illegible] চিত্ত হইয়া [illegible] সেই সত্য স্বরূপকে [illegible] তাঁহার বিশুদ্ধ মনে [illegible] প্রতিভাত হয়, [illegible] তাঁহার পূর্ণ [illegible] এ জগৎকে কি সত্য হয়? [illegible] যে সমুদায় [illegible] পদার্থ? আমি [illegible]—যে এ শরীরকে দেখিতেছে; [illegible] কি এই শরীর হইতে সত্য নহে? আমি জীবিত আছি—আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, আমি বিচরণ করিতেছি; এই আমি যে পদার্থ সে যদি এই শরীর হইয়া থাকে [illegible], তবে তাহার আর কি [illegible]? আমি কি [illegible] শরীর হইতে ভিন্ন নহি? [illegible] শরীর [illegible] দ্বারা [illegible] ক্ষয় হইতেছে—এবং [illegible] পরমাণুপুঞ্জ [illegible] হইতেছে; তাহাই কি আমারদের জীবাত্মা, না জীবাত্মার [illegible] তাহারা [illegible] হইতে পারে? কোথায় বা [illegible] জড় শরীর, কোথায় বা সচেতন জীবাত্মা। আমারদের এই অচেতন শরীর এবং সচেতন আত্মা পরস্পর এত ভিন্ন, যেমন অন্ধকার আর আলোক। জীবাত্মা এই শ

রীর হইতে পৃথক্ হইলে, সেই মৃত শরীরেতে আর এই প্রাচীরেতে কি ভিন্নতা থাকে? কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা। তিনি এই পৃথিবীতে শরীরের সহিত জীবাত্মার কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। শরীরে আঘাত লাগিলে তাহাতে জীবাত্মার যাতনা হয় এবং জীবাত্মার পরিতাপ উপস্থিত হইলে তাহাতে শরীরও শুষ্ক হয়। এই পরমাশ্চর্য্য কৌশলে জগদীশ্বরের কি অব্যক্ত অচিন্ত্য জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি প্রকাশ পাইতেছে!

জড় হইতে জীবাত্মা সত্য, কেন না জীবাত্মার জ্ঞান আছে; কিন্তু যাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানের তুলনায় জীবাত্মার জ্ঞান জ্ঞানই নহে, তিনি কেমন সত্য! জীবাত্মার কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান; জীবাত্মা কখন জাগ্রত, কখন নিদ্রিত; কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন; কখন সাধু, কখন অসাধু; জীবাত্মার সকল বিষয়েরই সীমা আছে, পরিমাণ আছে। কিন্তু যাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই—শক্তির সীমা নাই—এবং মঙ্গল ভাবেরও সীমা নাই, তিনিই পূর্ণ সত্য পদার্থ। আমাদের সকলই অপূর্ণ, কিন্তু তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ। আমরা কতক দেখিতেছি, কতক শুনিতেছি, কতক জানিতেছি, কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আমারদের সম্ভাবও আছে, এবং অসম্ভাবও আছে, কিন্তু তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব। তিনিই সমুদায় পদার্থের একমাত্র আশ্রয়—তিনি সমুদায় জীবের একমাত্র প্রতিপালক। যিনি ভূমা—যিনি মহান্—যিনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—যাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই; তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য, তিনিই পূর্ণ। এমন স্থান নাই, যেখানে তিনি বিদ্যমান নাই; এমন সময় নাই, যখন তিনি নাই। যখন এই সমুদয় কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, তখনও তিনি ছিলেন এবং যদি চন্দ্র, সূর্য্য; মনুষ্য পশু; সমুদায়ই তাঁহার ইচ্ছাতে বিনাশ পায়, তথাপি তিনি থাকিবেন। দেশেতে কালেতে তাঁহার সীমা হয় না। জীবাত্মা যেমন শরীরের মধ্যে সর্ব্বস্থানেই আছে—জীবাত্মা মস্তিষ্কে আছে, পদেতে নাই, হৃদয়ে আছে, কিন্তু হস্তেতে নাই, আমরা যেমন এপ্রকার বলিতে পারি না; সেই রূপ পরমাত্মা সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত আছেন; তিনি এস্থানে আছেন, ওস্থানে নাই, এমন নহে। কোন স্থানের সন্নিকর্ষ দ্বারা তাঁহার নিকটস্থ হওয়া যায় না এবং স্থান বিশেষ হইতে দূরে গমন করিলেও তাঁহা হইতে দূরে যাওয়া হয় না। আকাশে যেসমস্ত অগণনীয় অচিন্ত্য দূরস্থিত লোকমণ্ডল, তাহাতেও তিনি আছেন; এবং সকল হইতে নিকটের বস্তু যে আমি, আমাতেও তিনি রহিয়াছেন। তিনি আদিতে, তিনি অন্তেতে, তিনি মধ্যেতে—তিনি বাহিরে, তিনি অন্তরে, সর্ব্বত্রই সমান রূপে বিদ্যমান আছেন। তিনি যেমন অন্ধকারে আছেন, সেই রূপ আলোকেও প্রকাশ পাইতেছেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই জগতের প্রাণকে জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি এবং চক্ষু নিমীলন করিলেও সেই স্বপ্রকাশকে আমাদের আত্মাতে প্রকাশমান দেখি। যে ব্যক্তি তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ করে, সে অনর্থক দূরে গমন করে। যিনি তাঁহাকে স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহাকে অতি নিকটেই প্রকাশমান দেখেন। বিষয়ের সহিত যেমন জীবাত্মার সম্বন্ধ আছে, পরমাত্মার সহিতও সকল অপেক্ষা তাঁহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যখন আমি আমার জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে আমার প্রতি সেই আত্মস্থ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানচক্ষু প্রসন্নভাবে বিকশিত রহিয়াছে, তখনই সেই নৈকট্য সম্বন্ধ প্রতিভাত হয়, ও তখনই, তাঁহার সহিত সম্মিলন হয়—সে সম্মিলন-সুখের সহিত অন্য কোন সুখেরই উপমা হয় না—সে সুখের অন্ত নাই; সে আনন্দের বিরাম নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ঈশ্বরের মহিমা।

জ্যোতিষ।

পরম কৌশলকারী পরমেশ্বর গ্রহ নক্ষত্রাদি পদার্থের যে প্রকার আকৃতি রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কেবল তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহাদি যাবতীয় পদার্থই গোলাকার। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে সকল গ্রহাদির স্পষ্ট আকৃতি দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমুদায়কেই গোলাকার দেখিয়াছেন, এবং তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন, যে ঐ সমস্ত আকাশস্থ পদার্থের উক্ত প্রকার গোলাকৃতি হওয়াই নিতান্ত আবশ্যক। জগদীশ্বর যদি গ্রহাদিকে গোলাকার না করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের গতিক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। গ্রহাদি গোলাকার না হইলে এক্ষণকার ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব অক্ষোপরিও ভ্রমণ করিতে পারিত না এবং আপন কক্ষাতেও চলিতে সমর্থ হইত না, সুতরাং তাহাদিগের আহ্নিক ও বার্ষিক উভয় গতিরই ব্যাঘাত জন্মিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। বিশেষতঃ উহাদিগের গোলাকার না হইলে ঐ সমস্ত লোকে আলোক বিধানেরও অব্যবস্থা ঘটিত। গ্রহাদির ন্যায় গোল পদার্থে যেমন উৎকৃষ্ট রূপে আলোক বিস্তৃত হইতে পারে, চতুষ্কোণাদি অপর আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুতে তদ্রূপ হইতে পারে না। কোন কোন পণ্ডিত আমাদিগের এই পৃথিবীর বিষয় পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার বস্তু জীব জন্তুর বসতির পক্ষে যেমন সুখদায়ক ও উপকারক হয়, অপর কোন প্রকার আকারের বস্তু তেমন হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর যদি চন্দ্রাদি অপর কোন লোককে পৃথিবীর ন্যায় জীব লোক করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য গ্রহাদির গোলাকার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেহ কেহ গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিকে উহাদিগের আকৃতির কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু যিনি যে কোন প্রকার ব্যাপারকে গ্রহাদির আকৃতির কারণ বলিয়া উক্ত করুন বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বর যে তৎসমুদায়ের মূল কারণ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থেরই রচনা কর্ত্তা এবং সমস্ত নিয়মের নিয়ন্তা, ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে যে কোন কারণ বশতঃ যে কিছু কার্য্য সম্পন্ন হউক, তিনি তৎসমুদায়েরই মূলাধার।

গ্রহাদির স্থান নিরূপণ বিষয়ক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও জগদীশ্বরের অপার মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রহকে যে স্থানে নিয়োজিত করিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন অনিষ্ট উদ্ভব হইতে না পারে, অনন্ত জ্ঞানময় আদিপুরুষ তাহাকে সেই স্থানে নিযোগ করিয়া আপনার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যদি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা সুন্দর রূপে জ্ঞাত হইতে না পারি, তথাপি কেবল একমাত্র এই সৌর জগতের শৃঙ্খলা দেখিলেও তাঁহার সম্পূর্ণ শুভাভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই।

আমাদিগের এই সৌর জগতের মধ্য স্থানে সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পৃথিব্যাদি কতিপয় গ্রহ ও উপগ্রহ স্ব স্ব পথে ভ্রমণ করত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই সমুদায় গ্রহ ও উপগ্রহাদির মধ্যে সূর্য্য একমাত্র আলোক ও উত্তাপের উৎস স্বরূপ। সূর্য্য হইতে যেমন আমরা আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হই; সেই রূপ সৌর জগদন্তর্গত অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সৌর জগতের মধ্যে যে সকল গ্রহ ও উপগ্রহ আছে, সূর্য্য তাহার সকল অপেক্ষাই বড়। সূর্য্য হইতে যে আমরা অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি সৌর জগতের মধ্যে সূর্য্য না থাকিত, তাহা হইলে কোন মতেই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না। সূর্য্য না থাকিলে আমরা আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতাম না এবং ভূমণ্ডলে আলোক এবং উত্তাপের অভাব

হইলে কোন জীব কি উদ্ভিদও থাকিতে পারিত না। সূর্য্য হইতে কোন জীবের কি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই এবং ভূমণ্ডলস্থ কোন জীবাদিও সূর্য্যকে উৎপন্ন করে নাই, অথচ সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর এমনি সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে,যে সূর্য্যাভাবে পৃথিবীস্থ একটি জীব ও একটি উদ্ভিদও সজীব থাকিতে পারে না।

সূর্য্যকে জগদীশ্বর যেস্থানে ও যেরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই সৌর জগতের সমস্ত শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। সূর্য্য যদি অপর গ্রহাদি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইত, অথবা মধ্য স্থানে না থাকিয়া কোন দূরবর্ত্তী পথে ভ্রমণ করিত তাহা হইলে কখনই এপ্রকার সুনিয়ম সহকারে সৌর জগতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত না,তাহা হইলে কোন রূপেই এমন উৎকৃষ্ট রূপে সমস্ত গ্রহাদিতে আলোক ও উত্তাপ পরিবেসিত হইতে পারিত না। সূর্য্য সৌর জগৎস্থ সমস্ত গ্রহাদির মধ্যবর্ত্তী না হইলে যেমন আলোক ও উত্তাপ বিধানের ব্যাঘাত ঘটিত, সেই রূপ গ্রহাদিগের গতিক্রিয়ারও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সমুদায় সৌর জগৎ ধ্বংস হইত। কতিপয় পদার্থ একত্রে আবর্ত্তিত হইলে বৃহৎ বস্তুকেই ক্ষুদ্র বস্তু সকল প্রদক্ষিণ করিতে পারে, অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে, সূর্য্য যেমন গ্রহাদির মধ্যবর্ত্তী না হইলে যথা নিয়মে উহাদিগকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতে পারিত না, সেই রূপ উহা সকল গ্রহাদি অপেক্ষা বৃহৎ না হইলেও গ্রহদিগের মধ্যে থাকিয়া তৎকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে সমর্থ হইত না।

পদার্থ মাত্রেরই আকর্ষণ শক্তি আছে। যে বস্তু যত বৃহৎ তাহার আকর্ষণ শক্তিও তত অধিক। বৃহৎ পদার্থ সর্ব্বদা ক্ষুদ্র পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া আপনার নিকটস্থ করে, কিন্তু সূর্য্য সমস্ত গ্রহাদি অপেক্ষা বৃহৎ হইয়াও উহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া এককালে আপনার নিকটস্থ করিয়া সৃষ্টির অমঙ্গল করিতে সমর্থ হয় না। কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি যেমন গ্রহদিগকে আকর্ষণ করিয়া সূর্য্যের নিকটস্থ করিবার চেষ্টা করে, সেই রূপ কেন্দ্রাপকর্ষণী শক্তি পুনর্ব্বার তাহার প্রতিবিধান করিয়া উহাদিগকে সূর্য্য হইতে দূরে রাখে। এই উভয় শক্তির দ্বারা গ্রহদিগের আবর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন হয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য যে গ্রহ হইতে যত দূরে আছে, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূর কি নিকট হইলে কোন রূপেই গ্রহাদির এপ্রকার আবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না এবং উহারা কোন প্রকারেই এক্ষণকার ন্যায় আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইত না। পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় এক কোটি বিংশতিলক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত আছে. কিন্তু তদপেক্ষা আর কিঞ্চিৎ নিকট হইলে তদীয় উত্তাপ দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইত এবং তদপেক্ষা আর কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলেও হিমেতে ভূমণ্ডলের প্রলয় দশা উপস্থিত হইত। করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর সূর্য্যকে যে স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, উহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থানান্তরিত হইলে সৌর জগতের সমস্ত শৃঙ্খলাই নষ্ট হইয়া যায়। কেবল সূর্য্য কেন গ্রহ উপগ্রহাদিও যদি ক্ষণকালের জন্য স্ব স্ব স্থান ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেও সৌর জগতের বিষম বিপদ ঘটিয়া উঠে।

বৃহস্পতি শনি এবং হর্শেল নামক গ্রহ আর আর গ্রহাদি অপেক্ষা বড়, এই জন্য জগদীশ্বর উহাদিগকে সূর্য্য হইতে অধিক দূরে স্থাপিত করিয়াছেন, উহারা যদি সূর্য্য হইতে সমধিক দূরে না থাকিয়া নিকটস্থ হইত, তাহা হইলে উহাদিগের সকলের আকর্ষণ শক্তির বেগবলে আর আর গ্রহাদিগের গতিক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিত। কিন্তু তাহারা সূর্য্য হইতে অধিক দূরে থাকিয়া ভ্রমণ করাতে তাহাদিগের আকর্ষণ শক্তি দ্বারা কিছুই অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যবস্থানুসারে গ্রহ সকল পরস্পরে দূরে দূরে রহিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনোমধ্যে কেবল বিশ্বনির্ম্মাণ কর্ত্তার অসীম জ্ঞানই প্রত্যক্ষ গোচর হয়। যদি গ্রহগণ স্ব স্ব ভার ও বৃহত্ত্বানুসারে প

রস্পর মধ্যবর্ত্তি দূরে না থাকিত তাহা হ-
ইলে ক্ষুদ্র গ্রহ সকল বৃহৎ গ্রহদের আক-
র্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আপন স্থান ভ্রষ্ট হইত
এবং পরস্পর মিলিত ও আহত হইয়া বিনষ্ট
হইত। কিন্তু জগদীশ্বর এমনি আশ্চর্য্য ব্যব-
স্থানুসারে তাহাদিগকে দূরে দূরে নিযোজি-
ত করিয়াছেন,যে তাহারা সকলেই পরস্পর
পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, অথচ ত-
দ্দ্বারা কোন অনিষ্ট উদ্ভাবিত না হইয়া
কেবল ব্রহ্মাণ্ডের উপকার দর্শিতেছে।
শূন্য পথে অগণ্য অগণ্য গ্রহাদি নিরন্তর
ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত ব্য-
বস্থার কৌশলে কস্মিন্ কালে কাহারও স-
হিত কাহারও স্পর্শ হইতেছে না।

গ্রহ সকল ঠিক মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ
করত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না, ভ্রমণ
কালে উহারা কিঞ্চিৎ বক্রগতি দ্বারা সূর্য্য
মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কেবল ক-
ল্যাণ উদ্দেশ করিয়া যে জগদীশ্বর গ্রহ দি-
গকে উক্ত প্রকার বক্রগতি প্রদান করিয়া-
ছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পৃথিবীর
উক্ত প্রকার বক্রগতি দ্বারা ঋতুর উৎপত্তি
হইয়া থাকে এবং অন্যান্য গ্রহেতেও অবশ্য
ঐ রূপ কোন প্রকার উপকার দর্শে সন্দেহ
নাই। পৃথিবী সূর্য্যকে যে পথে ও যে প্র-
কার গতি দ্বারা ভ্রমণ করিয়া প্রদক্ষিণ করে,
তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে ভূমণ্ডলে
এপ্রকার দিবা রাত্রির ঘটনা হইত না।

গ্রহ সকল যেমন ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্য
মণ্ডলকে পরিবেষ্টন করে, আমাদিগের
এই চন্দ্রের ন্যায় আর কতগুলি উপগ্রহও
সেই রূপ কোন কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ ক-
রিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য
এই যে,যে গ্রহের উপগ্রহ থাকা সম্ভব হই-
তে পারে, সেই গ্রহেতে জগদীশ্বর উপগ্রহ
প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের এই পৃ-
থিবীর একটি উপগ্রহ আছে, বৃহস্পতিকে
নিয়ত চারিটি উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করে, হ-
র্ষেল নামক গ্রহের ছয়টি উপগ্রহ দেখিতে
পাওয়া যায় এবং শনি গ্রহ সাতটি উপ-
গ্রহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। মঙ্গল
প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের উপগ্রহ
দৃষ্ট হয় না। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা আ-
লোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল
বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ, উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ
করিতে পারে এবং যে গ্রহে উপগ্রহ থা-
কিলে তাহার সমধিক মঙ্গল উদ্ভব হয়,
করুণানিধান বিশ্বপিতা সেই সমস্ত গ্রহে
উপগ্রহ প্রদান করিয়াছেন।

যে দুই প্রকার শক্তি দ্বারা গ্রহদিগের
ভ্রমণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থাও
অতি অদ্ভুত। সূর্য্যও যেমন গ্রহদিগকে
আকর্ষণ করিতেছে,গ্রহ গণও সেই রূপ স্ব-
কীয় বেগে সূর্য্য হইতে দূরে যাইতেছে,
এই পরস্পর প্রতিবিরোধকারী শক্তি দ্বারা
গ্রহদিগের ভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।
সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহ গণ দূরে গমন করি-
তেও পারে না এবং গ্রহদিগের স্বকীয় বেগ
সূর্য্যাকর্ষণের প্রতিবিধান করাতেও সূর্য্য
উহাদিগকে আপনার নিকটে টানিতে স-
মর্থ হয় না, সুতরাং উহারা চক্রাবর্ত্ত গ-
তিতে ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ
করে। কিন্তু মহানুভাব তত্ত্বদর্শি পুরুষেরা
যখন চিন্তা করিয়া দেখেন, যে কে সূর্য্যকে
এপ্রকার আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিল
এবং গ্রহগণই বা কোন্ পুরুষের নিকট
হইতে ঐ আকর্ষণের প্রতিবিধানকরী
শক্তি প্রাপ্ত হইল, তখন তাঁহারা সেই
বিশ্বকারণের মহিমাসাগরে মগ্ন হইয়া এ-
ককালে স্তব্ধ প্রায় হয়েন। বিশেষতঃ
যে গ্রহ সূর্য্য হইতে যত দূরে আছে এবং
যে গ্রহ যে প্রকার ভার বিশিষ্ট বৃহৎ হই-
য়াছে, জগদীশ্বর তাহাতে তদনুরূপ বেগ
প্রদান করিয়াছেন। গ্রহগণ উক্ত প্রকার
দূরতা ও বৃহত্ত্বানুরূপ বেগ প্রাপ্ত না হইলে
জগতের যে প্রকার প্রলয় দশা উপস্থিত
হইত, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা পর্য্যা-
লোচনা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন।

এই সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ ভিন্ন আকাশ-
পথে মধ্যে মধ্যে কতক গুলি ধূমকেতু প্র-
কাশ পাইয়া থাকে। কি মঙ্গলাভিপ্রায়
সংসাধনের জন্য যে জগদীশ্বর ধূমকেতুর
সৃষ্টি করিয়াছেন, যদিও অদ্যাপি তাহা ম-
নুষ্য লোকে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি ধূ-

মকেতুর গতির ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই মনুষ্যের মনে করুণাকর বিশ্ব পিতার করুণারাশি প্রকাশ পায়। পণ্ডিত গণ অদ্যাপি ধূমকেতুর উদয়াস্তের কিছুই স্থিরতা করিতে পারেন নাই, উহারা অনিয়মিত রূপে উদয় অস্ত হইয়া থাকে। কোন ধূমকেতু একবার অস্ত হইলে অতি দীর্ঘ কালের পর প্রকাশ পায়, আবার কখন অস্তগত হইয়া শীঘ্রই উদিত হয়। উহাদিগের এই রূপ অনির্দ্দিষ্ট উদয়াস্ত দ্বারা অদ্যাপি সৃষ্টির কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। উহারা অতি প্রবল বেগে এবং সত্বর গতিতে আকাশ পথে ভ্রমণ করে, কখন সূর্য্যের অতি নিকটে আইসে, কোন সময় সূর্য্য হইতে অতি দূরে গমন করে, কিন্তু উহাদিগের ঐ অতি সত্বর গতি ও মহা প্রবল বেগ দ্বারা কখনই কোন গ্রহ আহত কি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন আকাশে যে অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রত্যেকে এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য। পণ্ডিত গণ তাহাদিগের কিরণাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্য যেমন স্বয়ং জ্যোতিষ্মান পদার্থ উহারাও তদ্রূপ জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট পদার্থ এবং এই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল ভ্রমণ করিয়া নিয়ত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঐ সমস্ত দূরস্থিত সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দ্দিকেও সেই রূপ গ্রহ ও উপগ্রহ বিদ্যমান থাকিয়া নিয়ত তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করে। ঐ সমস্ত সূর্য্য প্রত্যেকে এক একটি সৌর জগতের আলোক ও উত্তাপের মূলাধার; উহারা যে প্রত্যেকে কত দূরে রহিয়াছে, তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য। কিন্তু উহারা ঐরূপ অনির্দ্দিষ্ট দূরে অবস্থান করিয়া এই সৌর জগতের সহিত এক নিয়মে ভ্রমণ করিতেছে, এবং এক সূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে; উহাদিগের সহিত আমাদিগের এই সৌর জগতের যে কি প্রকার দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহাদিগের সহিত আমাদিগের এই ভূমণ্ডলের এমনি সম্বন্ধ বদ্ধ রহিয়াছে, যে নক্ষত্র জ্যোতিঃ দ্বারা অনেক সময় পৃথিবীর আলোকের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, পৃথিবীস্থ শস্যাদির উৎপত্তি ও হ্রাস বৃদ্ধিরও অনেক উপকার দর্শে।

বিশ্বরচয়িতা ব্রহ্মাণ্ডপতি অসীম আকাশে যে এইরূপ কত অগণ্য অগণ্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং কত নক্ষত্র যে কত কত গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতুর সহিত কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করাই কঠিন। অসীম আকাশ কেবল এই প্রকার অদ্ভুত সৃষ্টিতেই পরিপূর্ণ। দিন দিন দূরবীক্ষণ যন্ত্র যত পরিষ্কার হইতেছে, ততই আকাশ পথে অসংখ্য লোকের প্রকাশ হইতেছে। গ্রহের উপর গ্রহের আবির্য্যক্রিয়া হইতেছে, সূর্য্যের উপর সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছে, সৌরজগতের উপর সৌরজগৎ প্রকাশ পাইতেছে, এবং এক স্তর নক্ষত্র মালার উপর অন্য স্তর ব্যক্ত হইতেছে। অসীম আকাশেরও যেমন সীমা নাই, তদ্রূপ সৃষ্টিরও অন্ত নাই; যতদূর আকাশ, ততদূর সৃষ্টি। অতএব যে অনাদ্যনন্ত পূর্ণ পুরুষ এই অসীম আকাশে অনন্ত লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শক্তিরও সীমা নাই জ্ঞানেরও অন্ত নাই এবং করুণারও পার নাই।

THE PLATONIST.

To some philosophers it appears matter of surprise, that all mankind, possessing the same nature, and being endowed with the same faculties, should yet differ so widely in their pursuits and inclinations, and that one should utterly condemn what is fondly sought after by another. To some it appears matter of still more surprise, that a man should differ so widely from himself at different times; and, after possession, reject with disdain what, before, was the object of all his vows and wishes. To me this feverish uncertainty and irresolution, in hmuan conduct, seems altogether unvoidab[illegible]; nor can a rational soul, made for [illegible]e contemplation of the Supreme Be[illegible]g, and of his works, ever enjoy tr[illegible]nility

or satisfaction, while detained in the ignoble pursuits of sensual pleasure or popular applause. The divinity is a boundless ocean of bliss and glory: Human minds are smaller streams, which, arising at first from this ocean, seek still, amid all their wanderings, to return to it, and to lose themselves in that immensity or perfection. When checked in this natural course by vice or folly, they become furious and enraged; and, swelling to a torrent, do then spread horror and devastation on the neighbouring plains.

In vain, by pompous phrase and passionate expression, each recommends his own pursuit, and invites the credulous hearers to an imitation of his life and manners. The heart belies the countenance, and sensibly feels, even amid the highest success, the unsatisfactory nature of all those pleasures which detain it from its true object. I examine the voluptuous man before enjoyment; I measure the vehemence of his desire, and the importance of his object; I find that all his happiness proceeds only from that hurry of thought, which takes him from himself, and turns his view from his guilt and misery. I consider him a moment after; he has now enjoyed the pleasure, which he fondly saught after. The sense of his guilt and misery returns upon him with double anguish; his mind tormented with fear and remorse; his body depressed with disgust and satiety.

But a more august, at least a more haughty personage, presents himself boldly to our censure; and, assuming the title of philosopher and man of morals, offers to submit to the most rigid examination. He challenges, with a visible, though concealed impatience, our approbation and applause; and seems offended, that we should hesitate a moment before we break out into admiration of his virtue: Seeing this impatience, I hesitate still more; I begin to examine the motives of his seeming virtue; But, behold! ere I can enter upon this inquiry, he flings himself from me; and addressing his discourse to that crowd of heedless auditors, fondly amuses them by his magnificent pretension.

O philosopher! thy wisdom is vain, and thy virtue unprofitable. Thou seekest the ignorant applauses of men, not the solid reflections of thy own conscience, or the more solid approbation of that Being, who, with one regard of his all-seeing eye, penetrates the universe. Thou surely art conscious of the hollowness of thy pretended probity; whilst calling thyself a citizen, a son, a friend, thou forgettest thy higher sovereign, thy true father, thy greatest benefactor. Where is the adoration due to infinite perfection, whence every thing good and valuable is derived? Where is the gratitude owing to thy Creator, who called thee forth, from nothing, who placed thee in all these relations to thy fellow-creatures, and requiring thee to fulfil the duty of each relation, forbids thee to neglect what thou owest to himself, the most perfect being, to whom thou art connected by the closest tie?

But thou art thyself thy own idol. Thou worshippest thy *imaginary* perfections: or rather, sensible of thy *real* imperfections, thou seekest only to deceive the world, and to please thy fancy, by multiplying thy ignorant admirers. Thus, not content with neglecting what is most excellent in the universe, thou desirest to substitute in his place what is most vile and contemptible.

Consider all the works of men's hands, all the invensions of human wit, in which thou affectest so nice a discernment. Thou wilt find, that the most perfect production still proceeds from the most perfect thought, and that it is MIND alone which we admire, while we bestow our applause on the graces of a well-proportioned statue, or the symmetry of a noble pile. The statuary, the architect, come still in view, and makes us reflect on the beauty of his art and contrivance, which, from a heap of unformed matter, could extract such expressions and proportions. This superior beauty of thought and intelligence thou thyself acknowledgest, while thou invitest us to contemplate, in thy conduct, the harmony of affections, the dignity of sentiments, and all those graces of mind which chiefly merit our attention. But why stoppest thou short? Seest thou nothing farther that is valuable? amid thy rapturous applauses of beauty and order, art thou still ignorant where is to be found the most consummate beauty, the most perfect order?

করুণাময় যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তেও আমাদিগকে সক্ষম করিয়াছ। যদ্রূপ মঙ্গলেচ্ছু পিতা মাতা স্বীয় সন্তানের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাহাকে কোন উৎকৃষ্ট সুখদায়ক বস্তুর অধিকারি করিবার চেষ্টা করেন, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের পরম আদরের ধন এবং অক্ষয় মঙ্গল-ভাণ্ডার বলিয়াই আমাদিগকে তোমাকে লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছ। আমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে কেবল তোমারই স্নেহ ও করুণা প্রকাশ পায়। যে জ্ঞান দ্বারা তোমার দয়া উপলব্ধ না হয়, তাহা জ্ঞান মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে না। সে জ্ঞান কেবল মূঢ়ত্বের কারণ এবং তদ্রূপ জ্ঞানী তোমার এই মঙ্গলময় সুখ রাজ্যকে কেবল কাল দণ্ডের ন্যায় প্রতীতি করে। হে নাথ! তুমি আমাদিগকে নানা প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ; এপ্রকার কোন সুখই দেখি নাই, যে তুমি আমাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছ এবং যে সুখের তুলনায় অন্য অন্য সুখ সুখ বলিয়াই বিবেচনা হয় না, এপ্রকার যে তোমার সহবাস জনিত অতুল্য শাশ্বত সুখ, আমাদিগকে তাহা পর্য্যন্তও পাইবার যোগ্য করিয়াছ। অতএব হে করুণাময় বিশ্বপালক! আমাদিগের মন তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করত অন্য পথের পথিক হইয়া যেন অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন না হয়; তোমার সন্নিধানে আমাদিগের এই মাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রামকেলী রাগিণী—তাল আড়া ঠেকা।
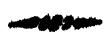
সত্য সুচনা বিনা সকলই বৃথায়। দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।

সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম উপদেশ।

২৬ শে বৈশাখ রবিবার।

১৭৮৫ শাক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং লক্ষণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বাক্য ব্যয়ের কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। জগতের অস্তিত্বই তাঁহার অস্তিত্বের দেদীপ্যমান প্রমাণ। জগতে সকলই সুশৃঙ্খলা—সকলই কৌশলময়। ইহাতে কিছুই অসম্বদ্ধ বিশৃঙ্খল নহে। অনিচ্ছোৎপন্ন আকস্মিক ব্যাপার একটিও নাই। কোন পদার্থ—কোন নিয়মই নিরর্থক হয় নাই। এক সত্যকাম মঙ্গল সঙ্কল্প মহান্ পুরুষের ইচ্ছা এই বিশ্ব সংসারে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বরের জ্ঞান-স্বরূপ ও মঙ্গল-ভাব মনোমধ্যে ধারণ না করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করিলে কেবল শূন্য ঈশ্বর, এই মাত্র মুখে বলা হয়। তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান এবং মঙ্গল ভাবও এই জগতে সুব্যক্ত হইতেছে। সকল কৌশলে তাঁহার জ্ঞান জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সমস্ত ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলে মিলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলাভিপ্রায়ের পরিচয় দিতেছে। তিনি আছেন, এইমাত্র বলিলে তাঁহার কিছুই বলা হয় না। তিনি আছেন, এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গল স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের কি সীমা হয়? না, তিনি অনন্ত জ্ঞান—তিনি পূর্ণ মঙ্গল। জগতের কারণ ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান নাই, এমন কখনই হয় না। জগতের কারণ জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন, কিন্তু তাঁহার মঙ্গল-ভাব নাই, ইহাও বলা যায় না। তিনি যে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তাহা অমঙ্গলের জন্য—তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, কোন ভীষণ দৈত্য কিম্বা অসুর এই বিশ্বের রচয়িতা। ঈশ্বর আছেন তাঁহার সঙ্গে [illegible] এই দুইটী লক্ষণ [illegible] রহিয়াছে যে [illegible] জ্ঞান

স্বরূপ এবং মঙ্গল স্বরূপ। আমরা মনুষ্যের আকৃতি ও তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্ম মনে না করিয়া মনুষ্যকে ভাবিলে, যেমন মনুষ্যের ভাব আমাদের মনে আইসে না, সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁহার মঙ্গল-ভাব অবগত না হইলে ঈশ্বর শব্দের অর্থই বোধগম্য হয় না। তাঁহার জ্ঞান নাই, তবে তিনি জড়; তাঁহার মঙ্গল ভাব নাই, তবে তিনি নিষ্ঠুর অসুর বা নির্দয় দৈত্য। সমুদায় সৃষ্টি প্রক্রিয়াই তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গল সঙ্কল্প প্রচার করিতেছে। এমন নিয়ম নাই, যাহাতে তাঁহার দুর্ব্বিগাহ মঙ্গল অভিপ্রায় প্রকাশিত না রহিয়াছে। এমন কার্য্য নাই, যাহাতে তাঁহার অসীম জ্ঞান প্রকাশ না পাইতেছে। এই দুই লক্ষণ তাঁহার স্বরূপের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে এই দুই লক্ষণ প্রত্যাহার করিয়া লইলে, তাঁহাতে ঈশ্বরের ভাব কিছুই থাকে না। তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ সর্ব্বত্রই সুব্যক্ত হইতেছে। সমুদয় জগৎ সংসারই কার্য্য, তাহার তিনি মূল কারণ। সমুদয় জগৎ শৃঙ্খলাই কৌশলময় এবং তিনিই সেই কৌশলের কারণ জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্ম। জগতের সমুদয় নিয়মই মঙ্গলাবহ এবং ইহার নিয়ন্তা মঙ্গল সঙ্কল্প।

কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল-ভাব পরিমিত কি অপরিমিত; তিনি কি কতক জানেন, কতক জানেন না—কতক দেশ দেখেন, কতক দেখেন না—তিনি বাহিরে আছেন, অন্তরে নাই; তাঁহার কতক সাধু ভাব এবং কতক অসাধু-ভাব? তিনি কি এই প্রকার অপূর্ণ? কখনই না। যে কিছু পরিমিত বস্তু, তাহাই সৃষ্ট বস্তু। যিনি জগদীশ্বর, তিনি অপরিমেয়—তিনি পরিপূর্ণ। এই সত্যটি সকলেরই বুদ্ধি-ভূমিতে নিহিত আছে। ঈশ্বরকে অনন্ত অসীম অপরিমেয় না বলিলে তাঁহার কোন স্বরূপই বলা হয় না। ঈশ্বরের কোন বিষয়ের সীমা আছে—পরিমাণ আছে—তাঁহার কিছুরই খর্ব্বতা আছে, ইহা যা[illegible]ল তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয় না; অন্য [illegible] পরিমিত সৃষ্ট বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ঈশ্বর যিনি, তিনি পূর্ণ। পূর্ণ যে কি তাহা সেই পূর্ণ-স্বরূপই জানেন; আমরা অপূর্ণ জীব হইয়া তাঁহার পূর্ণভাব মনে ধারণ করিতে পারি না। তবে তাঁহাকে অনন্ত অসীম অপরিমেয় বলাই আমাদের সাধ্য। তাঁহার যে কোন বিষয় মনে করি, সকলই অনন্ত। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত—তিনি শক্তিতে অনন্ত—তিনি মঙ্গল ভাবে অনন্ত—তিনি দেশেতে অনন্ত—তিনি কালেতে অনন্ত।

যখন তাঁহার জ্ঞানের সহিত অনন্তভাবকে মিলিত করি, তখন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলি। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালের সকল ব্যাপার বিশেষ রূপে অবগত হইতেছেন। তিনি যেমন বাহিরের সমস্ত বিষয় জানিতেছেন, সেই প্রকার আমাদের অন্তরের প্রত্যেক কামনা ও প্রত্যেক ভাব সম্যক্ অবধারণ করিতেছেন। অন্ধকার তাঁহার নিকটে কোন কুকর্ম্মকে গোপন রাখিতে পারে না এবং কপটতাও তাঁহার জ্ঞান হইতে সত্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের গুরুভার পরিমাণ করিয়া শেষ করা যায় না।

যখন তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ এবং অনন্ত ভাব একত্র করি, তখন তাঁহাকে পূর্ণ-মঙ্গল বলি। মন্দের সঙ্গে তাঁহার লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। কোন দোষ বা গ্লানি বা কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আলোকের সীমা কি? না, অন্ধকার। জ্ঞানের সীমা কি? না, অজ্ঞান। সদ্ভাবের সীমা কি? না, অসদ্ভাব। মঙ্গলের সীমা কি? না, অমঙ্গল। ঈশ্বর কোন সীমা বিশিষ্ট পদার্থ নহেন। মনুষ্যের বিষয়ে যখন আমরা এই প্রকার বলি যে এব্যক্তির এতগুলি গুণ আছে, তখনই ইহাও বলা হইল, যে তাহার এতটুকু দোষও আছে। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের সীমা করা যায় না। তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই বলিয়া, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার মঙ্গলের সীমা নাই বলিয়া তিনি পূর্ণ মঙ্গল।

যখন তাঁহার শক্তির বিষয় বিবেচনা করি, তখন তাঁহাকে অনন্ত শক্তি ও সর্ব্বশ-

ক্রিমান্ বলিয়া প্রত্যয় যাই। আমাদের অ-
ভিপ্রায়ও যদি মঙ্গল হয়, তবে শক্তির অ-
ভাবে হয়তো তাহা সম্পন্ন হয় না। কিন্তু
তাঁহার সে প্রকার নয়। তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গ-
লময়ী এবং তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই
হইতেছে এবং পরেও তাহাই হইবে। তাঁ-
হার অপরিসীম শক্তির প্রভাবে সমুদয় প-
দার্থ নিজ নিজ শক্তি ধারণ করিয়াছে।
এখানে যত জড় রাশি, যত প্রাণি জঙ্গম,
উপরে যত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোক মণ্ডল,
যত লোক নিবাসী জীব পুঞ্জ, যত প্রকার
সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কৌশল সমূহ, তাহাতেই যে
তাঁহার শক্তির পরিসমাপ্তি হইয়াছে, এ-
মত নহে। তাঁহার শক্তির ত্রুটি নাই। তিনি
বিচিত্রশক্তি এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।
তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ।
তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে
পারেন।

আবার যখন তাঁহার অনন্তভাব কালের
সঙ্গে সংযোগ করি, তখন তাঁহাকে নিত্য
শব্দে ব্যক্ত করি। তিনি পূর্ব্বেও ছিলেন,
অদ্যও আছেন, তিনি পরেও থাকিবেন।
যখন কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, তখনও তিনি
ছিলেন এবং যদি সমুদয়ই বিনাশ পায়,
তথাপি তিনি থাকিবেন। কাল সহকারে
তাঁহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন নাই। তিনি
ধ্রুব—তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বকা-
লে সমভাবে স্থিতি করিতেছেন।

তিনি সর্ব্বব্যাপী—দেশেতে তাঁহার
সীমা হয় না। তিনি কোন এক দেশে ব-
সিয়া রাজত্ব করিতেছেন, এমত নহে। স-
মুদয় জগৎই তাঁহার আবাস স্থান, আমা-
দের আত্মাও তাঁহার আসন। তিনি অচিন্ত্য
দূরস্থিত নক্ষত্রেও আছেন, এবং সকল
অপেক্ষা নিকটের বস্তু যে আমি, আমা-
তেও তিনি আছেন। তাঁহাকে পাইবার
জন্য স্থান বিশেষ অন্বেষণ করিতে হয় না,
এবং স্থান বিশেষ হইতে দূরে গেলেও
তাঁহা হইতে দূরস্থ হওয়া যায় না।

তিনি নিয়ন্তা, নিয়ন্তা ব্যতীত নিয়ম হয়
না, নিয়ম কখন কোন কার্য্যের স্বয়ং কর্ত্তা
হইতে পারে না। নিয়ম বলিলেই তাঁহার
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিয়ন্তাকেও বলা হয়। ঈ-
শ্বর এখানে কেবল উদাসীনের ন্যায় রহিয়া-
ছেন এমত নহে, তিনি সকলের নিয়ন্তা রূপে,
সকলের যন্ত্রী রূপে বিদ্যমান আছেন
তাঁহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া সকলেই
তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে।

তিনি সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহাকে অবলম্বন ক-
রিয়া সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।
তিনি একাকী সকলেরই আধারভূত—
আর সকলই তাঁহার আশ্রিত। পূর্ব্বে যখন
ইহার কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, তখনও তাঁ-
হার সৃজন-শক্তি তাঁহাতেই অব্যক্ত রূপে
নিহিত ছিল। এক্ষণে সেই শক্তি কার্য্যে-
তে পরিস্ফুট হইয়া যাহা কিছু উৎপন্ন হ-
ইয়াছে, সে সকলই সেই শক্তিকে অবলম্বন
করিয়া নিয়তই চলিতেছে। বৃক্ষ কখন
মূল হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না, জগৎ
সংসারও কখন জগৎ কর্ত্তা হইতে বিচ্ছি-
ন্ন থাকিতে পারে না। তিনি লোক ভঙ্গ
নিবারণের সেতু স্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার
ইচ্ছার অসদ্ভাবে সমুদায়ই ধ্বংশ হয়।
তিনিই সমস্ত আধারের মূলাধার—তিনিই
সকল শক্তির মূল শক্তি।

তিনি নিরবয়ব। তিনি জ্ঞান স্বরূপ সু-
তরাং তাঁহার কোন অবয়ব নাই। জড় ব-
স্তুরই অবয়ব আছে। যাহা খণ্ড খণ্ড করা
যায়—যাহার আকৃতি আছে—বিস্তৃতি
আছে, তাহারই অবয়ব থাকা সম্ভব।
সূর্য্য কিরণে উদ্দীপ্ত অতি সূক্ষ্ম বালু-
কা রেণুও অবয়ব বিশিষ্ট। কিন্তু জ্ঞান
পদার্থ নিরবয়ব। জড় বস্তু আকাশ অ-
বলম্বন করিয়া আছে, কিন্তু জ্ঞান বস্তু সেরূ-
পে নাই। আমাদের আত্মাও নিরবয়ব
এবং পরমাত্মাও নিরবয়ব।

তিনি নির্ব্বিকার। তিনি পূর্ণ-মঙ্গল স্ব-
রূপ ইহা বলাতেই, তিনি নির্ব্বিকার ইহা
বলা হইয়াছে। মনুষ্যের শরীরের বিকার
যে রোগ, তাহা তাঁহাতে নাই; মনুষ্যের ম-
নের বিকার যে পাপ, তাহাও তাঁহাতে নাই।
পাপই অমঙ্গল; অতএব মঙ্গল স্বরূপেতে
পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অকায়
অব্রণ; তিনি পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। সমুদায় বিশ্বব্যাপার এক প্রকাণ্ড কৌশল যন্ত্রের অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমুদায় পদার্থের মধ্যে এক অভেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। যিনি জ্যোতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনিই অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন। সমুদায় সৃষ্টিই একটী কৌশল যন্ত্র এবং তিনিমাত্র তাহার একই যন্ত্রী—অপর কাহারও হস্ত তাহাতে নাই।

তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহার কেহ নিয়ন্তা নাই, তিনি কাহারও অধীন নহেন। তিনি কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; আমাদের সকলই তাঁহার সহায়তার অধীন। তিনি কাহারও মন্ত্রণা লইয়া জগৎ কার্য্য চালনা করিতেছেন, এমনও নহে। তিনি একাকী—তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই সম্পন্ন হয়। আমরা সকলে তাঁহার অধীনে থাকিয়া তাঁহারই অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছি; কিন্তু তিনি একমাত্র স্বতন্ত্র।

তিনি পরিপূর্ণ। তাঁহার কিছুরই খর্ব্বতা নাই,। তাঁহার কোন তত্ত্বের অন্ত হয় না—সীমা হয় না—পরিমাণ হয় না। তিনি অনন্ত, অপরিসীম, অপরিমেয় পূর্ণ পদার্থ। কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

এই অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল পুরুষের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া আমরা যেন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি আমাদের অন্তর্যামী। তাঁহার নিকটে অন্ধকার ও আলোক উভয়ই তুল্য। নির্জনে পাপাচরণ করিলে, তাঁহার নিকট অপ্রকাশ থাকে না। আমরা তাঁহাকে অন্তর্যামী সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞান করিয়া যেন তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর থাকি। তিনি মঙ্গল স্বরূপ। তাঁহার শুভ অভিপ্রায় যাহাতে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য আমাদের প্রাণপণে যত্নবান্ থাকা উচিত। আমাদের ইচ্ছা যেন তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরোধিনী না হয়। তিনি আমাদিগকে এই শুভ উদ্দেশে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন যে আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হই। আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা যদি সেই মহান্ উদ্দেশের উপযোগিনী হয়, তবেই আমাদের মঙ্গল। আমরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করিলে এবং তাঁহার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ বদ্ধ করিলে, দুই মহৎকার্য্য এক কালে সুসিদ্ধ হয়—তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করা হয় এবং আমাদের আপনাদেরও অশেষ কল্যাণ সংসাধন করা হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৯ ফাল্গুন বুধবার ১৭৮০ শক।

মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড় পদার্থের মধ্যে প্রধান নিয়ম, ধর্ম্ম সেই রূপ মনুষ্যের মধ্যে প্রধান বন্ধন। কি পাপ, কি পুণ্য; কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য; কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ; ইহার কিছুমাত্র নিরূপণ করিতে না পারিলে মনুষ্য এবং পশুতে প্রভেদ কি থাকে? ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য এবং পাপের মলিনত্ব মনুষ্যের নিকটে কতকাল অপ্রকাশ থাকিতে পারে? ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মকেই আমাদের মন্ত্রী ও সহায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেমন মনুষ্য-জাতির মধ্যে সামান্য কুটীরের পূর্ব্বে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ হয় না, সেই রূপ মনুষ্যসমাজের শৈশবাবস্থায় ধর্ম্মের বিশুদ্ধ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না। যে সকল স্রোতস্বতী নদী জীবজননী বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী এবং ফলবতী করে ও ধনপূর্ণ পোত সমুদায় বহন করে, তৃণলতাশূন্য দুর্গম তুষারাবৃত পর্ব্বত প্রদেশই তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান; সেই প্রকার যে ধর্ম্মের প্রভাবে মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, মনুষ্যের অজ্ঞানাবৃত সঙ্কীর্ণ মনোভূমিতেই প্রথমে তাহার আবির্ভাব হয়। ধর্ম্মের বীজ মনুষ্য মাত্রেরই মনে নিহিত আছে; জ্ঞানক্ষেত্রে বপন করা হইলে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় এবং সারবান্ ও ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হয়। ধর্ম্ম জ্ঞানের সহায় হইলে জ্ঞান যেমন ভূষিত হয় সেই

রূপ জ্ঞানও ধর্ম্মের সহায় হইলে ধর্ম্ম উজ্জ্বল হয়। জ্ঞান যদি ধর্ম্ম উপদেশ তুচ্ছ করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা হইলে যেরূপ বিষম অনিষ্ট উদ্ভূত হয়; সেইরূপ ধর্ম্মও যদি জ্ঞানের সাহচর্য্য না লইয়া একাকী রাজত্ব করে, তাহা হইলে তাহা মলিন এবং হীনভাবাপন্ন হইয়া কুসংস্কার পাশে বদ্ধ হয়। জ্ঞান-সূর্য্য উদয় না হইলে যেরূপ কোন জাতি মহত্ত্বের শিখরে অধিরূঢ় হইতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইলে অতি অল্পকালের মধ্যে জনসমাজের প্রলয় দশা উপস্থিত হয়। যখন জাতি বিশেষ কোন কারণ বশতঃ নির্জীববৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, তখন জগদীশ্বর যেমন তাহাদের অনুরাগ প্রবাহ ধর্ম্মপথে পরিচালন করিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবন প্রদান করেন; সেইরূপ যখন কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রভাবে চতুর্দ্দিকে গরলময় ফল উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তিনি জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া এবং সত্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া ধর্ম্মের মলিন বেশকে উজ্জ্বল করেন। ধর্ম্মের অপরাজিত শক্তি সকল অবস্থাতেই অনুভূত হয়। ধর্ম্মানল প্রদীপ্ত হইয়া যে পৃথিবীর কত সময় কত রাশি রাশি অমঙ্গল ভস্মীভূত করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। যে অবস্থাতে বলই আধিপত্য বিস্তারের একমাত্র সোপান থাকে—যখন সমাজ বন্ধন ও রাজ্য ব্যবস্থার আরম্ভও হয় নাই এবং যখন মনুষ্যের সঙ্কীর্ণ মন স্বোদরপূরণে এবং আত্মরক্ষাতেই অহরহ নিযুক্ত থাকে, তখনও ধর্ম্মপ্রভার উষাকাল প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্মের প্রভাবেই মনুষ্যের সঙ্কীর্ণ মন অল্পে অল্পে প্রশস্ত হইতে থাকে—বিশুদ্ধ মঙ্গলভাবের বিস্তার হইতে থাকে এবং প্রেমবারি আপনাতেই বদ্ধ না থাকিয়া ক্রমে ক্রমে জগৎ সংসারে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির বলে ধর্ম্মের বল সহস্র গুণে বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বরের সহিত আমাদের সমুদায় সম্বন্ধ নিরাকৃত হইলে ধর্ম্ম কি ম্লান ও বিশীর্ণ ভাবই প্রাপ্ত হয়! আমাদের মঙ্গলভাব সেই পূর্ণ আদর্শ হইতে গ্রহণ না করিলে তাহা কেমন দুর্ব্বল হয়! একবার যদি এ প্রকার মনে হয় যে আমরা কেবল ঘটনার দাসমাত্র—যদি মনে হয় যে রোগ সুস্থতা—সুখ দুঃখ—সম্পদ বিপদের মধ্যে নিয়ত আন্দোলিত থাকাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য—যদি মনে হয় যে আমাদের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, আমরা অসহায় হইয়া সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতেছি—দুর্ব্বলের কোন রক্ষাকর্ত্তা নাই—পাপীর কোন পরিত্রাতা নাই—সত্যের জন্য—পরের মঙ্গলের জন্য আত্মসুখ বিসর্জনে কোন উৎসাহ-দাতা নাই—যদি মনে হয় যে আমাদের আশা ভরসা; জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও উন্নতি; এখানেই সকলের শেষ—সকলের চরিতার্থতা হইল—প্রবল পাপস্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করা কেবল কষ্ট ভোগমাত্র—অতি বলবতী প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করা কেবল দুঃসাহস মাত্র—যদি মনে হয় যে নির্জনে পাপাচরণ করিলে সেই পাপীভিন্ন তাহার আর কেহই দ্রষ্টা নাই এবং আমাদের ধর্ম্মের কেহ সহায় নাই—এ জীবনই আমাদের সর্ব্বস্ব এবং মৃত্যুতেই আমাদের বিনাশ—এ প্রকার মনে হইলে কি ভয়ানক নিরাশ প্রাপ্ত হইতে হয়—এজগৎ কি শুষ্ক কি শূন্য দেখায়—জন্ম কি ভারবহ হইয়া উঠে! আমরা ঈশ্বরের সহায়—তাঁহার আদিষ্ট মন্ত্রী স্বরূপ ধর্ম্মের সহায় গ্রহণ না করিলে আমাদের স্বার্থপরতা—আমাদের সুখতৃষ্ণা—আমাদের বিষয়-লালসা কি বল পূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ করে; তাহা হইলে সত্য, কর্ত্তব্য, ন্যায় ইহারা কেবল নাম মাত্র থাকে—তাহা হইলে মনুষ্য কেবল পশুর সহচর হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কিন্তু ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার উৎসাহকর আনন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ রাখিয়াছেন। তাঁহার কৃপা—তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন কি আমরা কোন কালে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র প্রদীপ কি পৃথিবীকে আলোকময় করিতে পারে, না আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই ভূমা—সেই মহান্ পদার্থকে আপনার [illegible]ধীনে

আনিতে পারে ? আমরা তাঁহাকে আমাদের বুদ্ধির ন্যায় ক্ষুদ্র মনে না করিলে তাঁহাকে কখনই বুদ্ধির আর আয়ত্ত করিতে পারি না। আমরা এখানে তাঁহার যত টুকু জ্ঞান, যত টুকু শক্তি এবং যত টুকু মঙ্গল ভাব দেখিতেছি তাঁহার কি সেই প্রকার জ্ঞান—সেই প্রকার শক্তি এবং সেই প্রকার মঙ্গলভাব ? আমরা এখানে যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, সকলই আশ্রিত, পরিমিত এবং পরিবর্ত্তসহ ; কিন্তু তিনিই সর্ব্বাশ্রয় অপরিসীম এবং অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি "কারণং কারণানাং" তিনি সকল কারণের মূল কারণ। তিনি সমস্ত আধারের মূলাধার। যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, তিনি পূর্ণ জ্ঞান। যিনি আমাদিগকে ন্যায় অন্যায় নিরূপণ করিবার শক্তি দিয়াছেন তিনি ন্যায়ের আকর—তিনি 'ধর্ম্মাবহং পাপনুদং'। যিনি আমাদের মনে প্রেমাঙ্কুর নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, তিনি প্রেমের আবহ। তিনিই স্বতন্ত্র এবং অন্য সমুদায় পদার্থ তাঁহার আশ্রয়ে—তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। তিনিই সত্য—সেই সত্যের আশ্রয়ে এই জগৎ সত্য রূপে প্রকাশিত হইতেছে। সমস্ত ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় মুদ্রিত রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম উন্নত হইয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে—পৃথিবীতে সুখ দুঃখ বিচরণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ভাব প্রচার করিতেছে। এই জ্যোতিঃ-সিন্ধু সূর্য্য যদিও জ্যোতির্ব্বিহীন হয়, তথাপি তাঁহার মঙ্গল জ্যোতিঃ প্রকাশিত থাকিবে—সমুদয় জগৎ যদিও বিলুপ্ত হয়, তাথাপি তাঁহার মঙ্গল ভাবের অন্ত হইবে না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জগদীশ্বর পূর্ণ-মঙ্গল।

যে অনাদি অনন্ত পরিপূর্ণ পুরুষ এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার যেমন জ্ঞানের অন্ত নাই, শক্তির সীমা নাই ; সেই রূপ যে তাঁহার মঙ্গল-ভাবেরও পার নাই, ইহা প্রতিপন্ন করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। আমরা অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। আমাদিগের মনও সর্ব্বদা এবিষয়ের প্রমাণ প্রদান করিতেছে এবং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড হইতেও ইহার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

যে অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কেবলই মঙ্গলপূর্ণ ইহা আমাদিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য। আমরা জগদীশ্বরকে মঙ্গলময় ভিন্ন মনে করিতে পারি না। আমরা সহস্র প্রকার দুঃখ ভোগ করিলেও ঈশ্বরকে মঙ্গলময় ব্যতিরেকে মনে করিতে সমর্থ হই না। মঙ্গল-পূর্ণ ভাব ঈশ্বর শব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তী ; চন্দন বলিলেই যেমন গন্ধময় মনে হয়, শর্করা বলিলেই যেমন মধুরময় জ্ঞান হয়, নীহার শব্দ উচ্চারণ করিলেই যেমন শৈত্যময় বোধ হয় এবং সূর্য্যের নাম উল্লেখ করিলেই যেমন তেজোময় মনে হয়; সেই রূপ ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিলেই তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া প্রত্যয় হয়। আমরা যখনি সৃষ্টির কারণ ঈশ্বর বলিয়া মনে করি ; তখনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পূর্ণ-মঙ্গল পুরুষ বলিয়া মনে হয়। যিনি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত চরাচর শাসন করিতেছেন, তিনি যে অসাধু পুরুষের ন্যায় নিষ্ঠুর-স্বভাব, ইহা মনেতে ধারণ করা আমাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যে দেশীয় যে কোন লোক এই বিশ্বের কারণ বলিয়া এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় করিয়াছে, সেই তাঁহাকে করুণাময় মঙ্গলময় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। তিনি যে পূর্ণমঙ্গল এই একটি তাঁহার স্বরূপের প্রধান অঙ্গ। এই মঙ্গল-ভাব পরিত্যাগ করিলে তাঁহার স্বরূপের প্রধান অঙ্গ ভঙ্গ করা হয়, তাঁহাকে মঙ্গল-পূর্ণ স্বীকার না করিলে ঈশ্বর শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আমরা যদি তাঁহাকে অনন্ত শক্তি, অসীম জ্ঞান ও অপার করুণার আশ্রয় বলিয়া চিন্তা না করি, তবে আর কি বলিয়া তাঁহার মনন করিব ? যেমন বস্তু ব্য-

তিরেকে নাম নিরর্থক হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যতিরেকেও ঈশ্বর শব্দ ব্যর্থ হইয়া উঠে। তাঁহার স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নাম অঙ্গীকার করা আর তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা উভয়ই তুল্য। অতএব যাঁহারা তাঁহাকে যথার্থ রূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্য তাঁহাকে অনন্ত জ্ঞান, অসীম শক্তি ও দুরবগাহ মঙ্গল ভাবের আধার বলিয়াই মনে করেন।

বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বর পূর্ণ-মঙ্গল পুরুষ ইহা মানব জাতির প্রকৃতি-সিদ্ধ-প্রত্যয় বলিয়াই ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ি পণ্ডিত গণ শত শত প্রকার দুর্ঘটনা সন্দর্শন করিয়া ও তন্মধ্যে ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। তাহাদিগের মনে যদি ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিয়া স্থির প্রত্যয় না থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা প্রত্যক্ষ দুর্ঘটনাকে আমাদিগের বিশেষ কল্যাণের কারণ জানিয়া তাহাতে ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেন না, অবশ্য প্রত্যক্ষ দুর্ঘটনাকে অমঙ্গল জনক জানিয়াই নিরস্ত থাকিতেন। কিন্তু একমাত্র আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা তাঁহারা জগদীশ্বরকে শুভ-সঙ্কল্প কল্যাণকর জানিয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বিষয়েও অনাস্থা করিয়া শত শত দুর্ঘটনাকে সৃষ্টির মহৎ কল্যাণের কারণ রূপে বিশ্বাস করিয়া অসামান্য যত্ন দ্বারা তন্মধ্যে ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আত্ম-প্রত্যয়, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ জ্ঞানকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়াছে। তাঁহারা ভুকম্পন দ্বারা কত গ্রাম নগর ও পত্তনাদি রসাতল-গ্রস্ত হইতে সন্দর্শন করিয়াছেন, কত কত আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা কত কত জনপদ নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়াছেন এবং কত জলপ্লাবন দ্বারাও কত শত গ্রাম নগর বিলুপ্ত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; অথচ মনোমধ্যে জগদীশ্বরকে অমঙ্গলময় স্থির জানিয়া ঐ সমস্ত দুর্ঘটনাকে সংসারের অকল্যাণ জনক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অবধারিত করিয়াছেন, যে যখন মঙ্গল-সঙ্কল্প পুরুষের নিয়মানুসারে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তখন অবশ্যই ইহার মধ্যে কোন শুভাভিপ্রায় বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই, এবং তাঁহারা ঐরূপ প্রকৃতি-সিদ্ধ-প্রত্যয়ের অনুগত হইয়া তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হওয়ায় উল্লিখিত প্রকার দুর্ঘটনা সমূহের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব ঈশ্বরকে মঙ্গলপূর্ণ মনে করা যে আমাদিগের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

সম্প্রতি সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৬।০ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার সহবাস জনিত আনন্দ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্র রূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলুটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকটে আবেদন করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৬ আষাঢ় শনিবার প্রাতঃকালে হালিশহর কুমারহট্টে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবেক; ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করত তৎপ্রতিষ্ঠাতাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ১ আষাঢ় মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬০।

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
১৯২ সংখ্যা।
শ্রাবণ ১৭৮১ শক
পঞ্চম কল্প   পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃকালের সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদে পুনর্ব্বার নবদিবস যাপন করিতে উদ্যত হইতেছি। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যেন অদ্য তোমাকে বিস্মৃত হইয়া পাপপঙ্কে পতিত না হই। আমাদের মনে তুমি বিরাজমান থাকিয়া কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর। যেন তোমার সত্যস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্য করি। পরমেশ! তুমিই আমাদের রক্ষক, তুমিই আমাদের সুহৃৎ; অতএব অদ্য আমাদিগকে ভ্রম প্রমাদ ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার প্রেমাস্বাদন ও তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সায়ংকালের সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা।

হে পরমেশ্বর! আমাদের জীবনের এক দিবস গত হইল। অদ্য মোহ বশতঃ পাপাসক্ত হইয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার প্রতি কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, তজ্জন্য কাতরভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে হে করুণাময়! আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, এবং তোমার সাহায্য প্রদান কর, যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই। দিন দিন যেন আমাদের চিত্ত তোমার সন্নিহিত হইতে থাকে। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

স্তোত্র।

হে অন্তরতর জগদীশ! তোমার ন্যায় প্রিয় পদার্থ আমাদের আর কে আছে? এ ভূমণ্ডলে পরম প্রীতি ভাজন জনক জননী, প্রাণসম সুপণ্ডিত সুশীল পুত্র, দুঃখার্দ্ধকারী সুখ দ্বিগুণকারী প্রিয়তম মিত্র, এসমস্ত প্রিয় পদার্থ বটে, কিন্তু নাথ! তোমার ন্যায় প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই।

জনক জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ভাব, শান্ত সুশীল সুপণ্ডিত পুত্রের অচলা ভক্তি, মিত্রগণের মুখারবিন্দ বিগলিত সুধাসম কথালাপ, এই সকল প্রীতিকর ভাব দ্বারা মনোমধ্যে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয় বটে; কিন্তু নাথ! ক্ষণকাল মাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে তোমাকে হৃদয় সিংহাসনে দেদীপ্যমান অবলোকন করিলে, মন যেমন সুবিমল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করে, তেমন আনন্দ আর কিছুতেই পায় না। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সন্নিধানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে, সমধিক সু-

অনুভব করা যায়, কিন্তু হে জগৎপিতঃ! পাপাচার হইতে বিরত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র তোমার সহবাস লাভ করিলে মনোমধ্য যদ্রূপ অপূর্ব্ব অনদৃশ সুখের উদয় হয়, তদ্রূপ সুখ আর কোন মতেই লব্ধ হয় না। সুবিস্তৃত বিষয় কার্য্যাদি হইতে অবসৃত হইয়া পরম স্নেহ ভাজন প্রিয় পুত্রের সুধাংশুসম সুনির্ম্মল মুখাবলোকন করিলে সাতিশয় আনন্দিত হইতে হয় কিন্তু হে জীবিতেশ্বর! একবার জ্ঞাননেত্র দ্বারে তোমার প্রসন্ন আনন সন্দর্শন করিলে যেরূপ সুখ লাভ করা যায়, তদ্রূপ সুখ ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিলেও অনুভূত হয় না। হে প্রেমানন্দের অনন্ত উৎস! আমরা ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য বস্তু হইতে অহর্নিশ যে সমস্ত বিকৃত সুখানুভব করিতেছি, তোমার সহবাস জনিত বিশুদ্ধ নিত্য সুখের সহিত তুলনা করিলে অন্যান্য সুখ, সুখবলিয়াই বোধ হয় না। নাথ! আমরা এই মোহময় বিষম কুটিল সংসারে নিপতিত হইয়াও এক এক বার সমনস্ক হইয়া তোমার অনন্ত যশ ঘোষণা করিয়া যে অপরিমেয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, অভ্রভেদী পর্ব্বতসম স্বর্ণ রাশি প্রদান করিলেও তাহার কণামাত্র বিক্রয় করা যায় না। প্রভো! আমরা কি অচেতন এবং অনিত্য সুখ প্রিয়? তুমি আমাদিগের অনন্ত ভাবি কালের নিমিত্ত যে নিত্য সুখ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ এবং যাহা লাভ করিবার এক সুদৃঢ় আশা চিত্তক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছ, আমরা ভ্রমেও এক বার তাহা স্মরণ করি না, কেবল অলীক আমোদাসক্ত হইয়া নিত্যসুখ বিসর্জ্জন দিতেছি। আমরা নিয়ত পরিজনের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া, হে প্রভো! তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, তোমার সর্ব্বত্র প্রসারিত বিশুদ্ধ ক্রোড় লাভার্থে ক্ষণমাত্রও যত্নশীল হই না। তুমি যে সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ মধ্যে এক মাত্র নিত্য, তাহা সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করি না। এক বার ভ্রমেও চিন্তা করি না যে সাংসারিক অনিত্য বস্তুর সহিত যে প্রেম, তাহা এই দেহ নিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মূল হইবে। হে দেব! তোমার বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপে সুদৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন পূর্ব্বক অহর্নিশ তোমাকে প্রগাঢ় প্রীতি করিলে মনোভাণ্ডার কেবল অক্ষয় ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়।

হে বিশ্বজনক! তোমার স্নেহ ও প্রেমের কি অন্ত আছে? আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে যদ্যপি এক বার মাত্র তোমাকে প্রীতি না করি, তোমার নিকট সকৃতজ্ঞ না হই, তোমার সুনির্ম্মল গুণ সংকীর্ত্তনে স্বীয় রসনাকে নিয়োগ না করি, তথাচ তোমার প্রীতি প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের বিষয় জনিত সুখসাধন নিয়তই করিতে থাকে, তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় না এবং তোমার এই স্নেহ চিরকালই এই সংসারস্থ প্রত্যেক প্রাণির প্রতি সমান রূপেই বর্ত্তমান থাকিবেক, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। হে প্রাণেশ্বর! আমরা যখন জননী গর্ভে জড়পিণ্ডবৎ অচেতন ছিলাম, তখনও তুমি সেই অবস্থাতে আমাদিগকে প্রীতি করিয়াছিলে এবং আমরা তৎকালে সেই সঙ্কটস্থলেও কেবল তোমার আশ্রয়েই জীবিত ছিলাম। নাথ! এখনও তুমি প্রতি নিশ্বাসে আমাদিগকে প্রীতি করিতেছ। তুমি যদি ক্ষণকাল মাত্র প্রীতি বিতরণে ক্ষান্ত হও, তাহা হইলে এই সংসার এক কালেই উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বিশ্বমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিই কৃতান্ত করলে নিপতিত হয়।

জগদীশ! এক্ষণে তোমার অনন্তকৌশল চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া আমার মন যে রূপ অতুলানন্দ সম্ভোগ করিতেছে, আমার অন্তঃকরণ তোমার করুণারসে সমার্দ্র হইয়া যদ্রূপ সুখানুভব করিতেছে, এমত আনন্দ, এমত সুখ, যেন আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে কদাচ অন্তর্হিত না হয়; কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি, হে দয়াময়! তুমি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ব্রহ্মবিষয়ে দ্বিতীয় উপদেশ।

২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার

১৭৮১ শক।

ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহারদ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

পরমেশ্বরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র কারণ। সেই পূর্ণ পুরুষের ইচ্ছামাত্র সমুদায় জগৎ অসদবস্থা হইতে উদ্ভাবিত হইয়া সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মহতী ইচ্ছার অধীনে ইহারা অদ্যাপি স্থিতি করিতেছে এবং সেই ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদায় পদার্থ স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত তাঁহার শক্তিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তে তাঁহাতেই বিশ্রাম করিবে। পরমেশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান্ এবং যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। সৃজন শক্তি,পালন শক্তি এবং সংহার শক্তি, এই তিন অলৌকিক শক্তি কেবল তাঁহারই। যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই সংহার করিতে পারেন, যে নির্ম্মাণ করিতে পারে, সেই ভঙ্গ করিতে পারে। এক রেণু বালুকা আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না; এক রেণু বালুকা আমরা ধ্বংস করিতে পারি না। আমরা যেমন কতকগুলি উপকরণ একত্র করিয়া ও সেই সকলকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করি, জগদীশ্বর সেরূপে বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি স্বীয় মহীয়সী শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বকে অসৎ অবস্থা হইতে সত্তাকে আনিয়াছেন। তাঁহার শক্তির কোন সহকারী কারণ নাই।

অসৎ হইতে সৎ, আপনাপনিই জন্মিতে পারে না। "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি"; অনন্ত শক্তি সম্পন্ন অনাদি পুরুষের ইচ্ছাই এই জগতের অস্তিত্বের মূলীভূত কারণ। আবার যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার সেই ইচ্ছার বিরাম ব্যতীত সৃষ্টির কণামাত্রও ধ্বংস হইতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নাম সৃষ্টি—ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার নাম প্রলয়। যে অনাদি পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, তিনি যদি সেই মহীয়সী শক্তি অপনয়ন করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সমুদয় সৃষ্ট বস্তু, তাঁহার শক্তিতে লয় পাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতেই গমন করিবে। সৃষ্টি হইবার পরে ঈশ্বরের যে শক্তি যাবতীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে আবির্ভূত হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে বস্তুতঃও সেই শক্তি ঈশ্বরেতে অব্যক্ত রূপে অবস্থিত ছিল এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে সেই শক্তির আবির্ভাব নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শক্তি তাঁহাতেই পূর্ব্বের মত অব্যক্ত রূপে স্থিতি করিবে।

স্থিতি কালে সমুদয় লোক তাঁহারই মহতী ইচ্ছার অধীনে স্থিতি করিতেছে। চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থই তাঁহার নিয়ম অবলম্বন করিয়া আছে, কেহই তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বর জ্ঞানেতে অভ্রান্ত—তিনি শক্তিতে অনন্ত। তিনি প্রথমে যে সকল ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। জীব মাত্রেই তাঁহার মঙ্গলময় নিয়মের অধীন—মনুষ্যও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তিনি অচেতন জড় পদার্থকে যে প্রকার নিয়মে নিয়মিত করিয়াছেন, প্রাণ বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ বর্গকে তদ্ভিন্ন আর আর নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রাণ বিশিষ্ট বৃক্ষ পল্লবাদির মধ্যে যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সচেতন জীব জন্তুদিগকে তদতিরিক্ত আরো অনেক প্রকার নিয়মের অধীন করিয়াছেন। আবার তিনি পশু পক্ষী কীট

পতঙ্গের মধ্যে যে সমুদয় নিয়ম ব্যবস্থিত করিয়াছেন, মনুষ্যের জন্য শুদ্ধ সেরূপ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জগদীশ্বর মনুষ্যকে স্বীয় প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন, তাহার একান্ত অধীন করিয়া দেন নাই। এই প্রকার আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া এক পদও প্রসারণ করিতে পারে না; পশু পক্ষী স্ব স্ব প্রবৃত্তির [illegible] লে আপন ইচ্ছাতে চলিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য আপনার প্রকৃতির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। আপনার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ সাধন মনুষ্যের স্বত্বাধীন। মনুষ্য আপনার শুভাশুভ বিষয়ে আপনিই দায়ী। মনুষ্যই ধর্ম্মরূপ মন্ত্রী পাইয়াছেন। তিনি ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। মনুষ্যেরই এমত শক্তি আছে, যে তিনি স্বীয় কুপ্রবৃত্তির কুটিল অভিসন্ধি-সমুদয় পরাহত করিতে পারেন। তিনি শত সহস্র প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের পথে পদ প্রসারণ করিতে পারেন। মনুষ্যের এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব ভার রহিয়াছে বলিয়াই তিনি পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিতেছেন; কখন বা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া স্ফূর্ত্তি ও প্রতাযুক্ত হইতেছেন এবং কখনও বা আত্মগ্লানিতে বিষণ্ণ ও বিশীর্ণ হইতেছেন। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কি অদ্ভুত শক্তি! পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, আর তিনি আপন ইচ্ছাতেই আশা ভরশা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন মনুষ্যের সৃজন করিলেন। মনুষ্য অসদ্ভাব হইতে তাঁহার ইচ্ছায় উদ্ভাবিত হইয়া সেই অনাদ্যনন্ত সৎস্বরূপকে পাইবার অধিকারী হইয়াছে। মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় অশনায়া পিপাসা স্নেহ শোক বিশিষ্ট হইয়াও এক ধর্ম্মের প্রসাদে এমত মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহার আশ্রয়ে সমস্ত লোক এবং সমুদয় জীব স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া মনুষ্যও জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জন করিতেছে এবং [illegible] যে তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে।

জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে যেমন এই সমুদয় জগৎ স্থিতি করিতেছে, সেইরূপ তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদের কণামাত্রও থাকিতে পারে না, কিন্তু এই বলিয়া যে তিনি এই সুকৌশল সম্পন্ন পরমাশ্চর্য্য বিশ্বযন্ত্র পুনর্ব্বার বিনষ্ট করিবেন, এমন সম্ভব হয় না। এই জগৎ সংসারে সমুদয় ব্যাপারই উন্নতির ব্যাপার। পৃথিবী প্রথমে যেরূপ তেজস্বিনী ছিল, এখন আরো সতেজ হইয়াছে। পৃথিবীর মুখশ্রী দিন দিন আরো প্রফুল্ল হইতেছে। ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবীর আদিম অবস্থা যে প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথিবী এক্ষণে কত উন্নতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে! আবার যদি কেবল এক মনুষ্য জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মনুষ্য-জাতির অবস্থা সবিশেষ উন্নতিশীলা। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে এবং সামাজিক অবস্থারও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যজাতির মধ্যে যেমন পৃথিবীতে উন্নতির আলোক প্রকাশ পাইতেছে; সেই প্রকার প্রতি মনুষ্য অনন্ত কালের মধ্যে যে কত উন্নত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার এবং অনন্ত অখণ্ড নির্ম্মলানন্দ লাভ করিবার প্রখর আশা দিয়াছেন; সেই সত্য পুরুষ আমাদিগকে এই প্রত্যাশা দিয়া কখন তাহা হইতে নিরাশ করিবেন না। যিনি একটি ক্ষুদ্র তৃণও নিরর্থক করেন নাই, যিনি ক্ষুধা দিয়া অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পিপাসা দিয়া জল পরিবেশন করিতেছেন, তিনি এমন মহতী আশা কখনও নিরর্থক দেন নাই। তিনি এই স্পৃহাকে এখনই তৃপ্ত করিতেছেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত ও তৃপ্ত করিতে থাকিবেন। তিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প এবং তাঁহার বিশ্বরাজ্য কেব-

এই উন্নতির ব্যাপার। কিন্তু তিনি যদি এই বিশ্বসংসারকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার সেই ইচ্ছাকে কে খণ্ডন করিতে পারে? তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া এই লোক সকলকে ধারণ না করিলে, তাহাদিগকে আর কে রক্ষা করিতে পারে? "সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ব্রহ্মবিষয়ে তৃতীয় উপদেশ।

৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবার

১৭৮১ শক।

পরমেশ্বর আনন্দ স্বরূপ।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

পরমেশ্বর আনন্দ স্বরূপ। যে সকল পবিত্রচিত্ত মহাত্মারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সুমহান্ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষ; তাঁহার কোন বিশেষ নাম নাই। সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে না চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায়; না হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ—যখন তাঁহার সুমধুর মঙ্গল ভাব আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়; যখন তাঁহার সন্নিকর্ষ আত্মার নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়; তখন যে এক অনুপম স্বর্গীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাঁহার নিগূঢ় সত্তা উপলব্ধি হয়। মনের সঙ্গে বিষয়ের সঙ্গে যেমন এক প্রকার সম্বন্ধ—পরমাত্মার সহিত আত্মারও সেইরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রিয় রসাস্বাদনে বা প্রিয় স্বর শ্রবণে মনেতে যেমন এক প্রকার সুখো সঞ্চার হয়; সেইরূপ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাব অনুভূত হইলে, আত্মাতে এক পবিত্র আনন্দ সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিষয়ের সংস্পর্শে মনেরই সুখ লাভ হয়, তাহাতে আত্মার পরিতোষ হয় না। আত্মার যে আনন্দ, সেই মঙ্গল স্বরূপের আবির্ভাবই তাহার কারণ। সেই আনন্দ-স্বরূপের প্রসন্ন মূর্ত্তিই সে আনন্দের জননী। এই ভূমানন্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই মহান্ পুরুষের নিকট-সম্বন্ধ অনুভূত হয় এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করা হয়। কিন্তু এই উজ্জ্বল পবিত্র ব্রহ্মানন্দ যে কি আনন্দ তাহা প্রতি জনের পরীক্ষার কথা, স্বীয় স্বীয় আত্মাতে ইহার পরীক্ষা ব্যতীত কাহারও বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মানন্দ যে কি মহান্ আনন্দ, তাহা বাক্যেতেও ব্যক্ত হয় না এবং উপদেশ দ্বারাও বুঝান যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে যাহারা মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই সমানরূপে সেই আনন্দরসপানে অধিকারী। ঈশ্বর সকলেরই সাধারণ সম্বন্ধ এবং তিনি প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন। সকল অবস্থার লোকেই জগৎ পিতার নিকট গমন করিতে পারে এবং সকল অবস্থার লোকেই তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভে অধিকারী। আত্মস্পৃহারূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে বা প্রজ্বলিত রূপে সকলেতেই আছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য অগ্নির উদ্দীপন হয় না বলিয়া এক্ষণে উহা নির্ব্বাণ-প্রায় হইয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের এক অমূল্য অতুল্য দান আমরা তুচ্ছ করিতেছি। উর্দ্ধ্ববাহুর হস্তের ন্যায় আমাদের আত্মাও অসাড় হইয়া যাইতেছে। এদেশের এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যে ঈশ্বরের ভাব কিছুমাত্র পরিস্ফুট হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। বাল্যকালে কেবল অপরা বিদ্যার শিক্ষাতেই মন এমনি অহরহ নিমগ্ন থাকে, যৌবন কালে বিষয় চেষ্টাতেই এমনি বিব্রত থাকিতে হয়, বৃদ্ধ বয়সে অনর্থ চিন্তাতেই কাল এমনি গত হয় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচন করিবার অবকাশও থাকে না—স্পৃহাও হয় না। ইহাতেও যে তিনি কখন কখন আমাদের আত্মাতে তাঁহার ম-

হান্ ভাবের উদ্দীপন করেন, ইহা কেবল তাঁহারই অসামান্য করুণার নিদর্শন। যদিও আমরা বিষয় চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিবার সময় পাই না, যদিও আমরা বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে ভ্রমণ করি, তথাপি যে তিনি এক একবার আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিমলানন্দ বিধান করেন, ইহাতে কেবল তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি ও প্রীতি দৃষ্টি প্রকাশ পাইতে থাকে। যদিও সেই পবিত্র আনন্দ তড়িতের ন্যায় চঞ্চল হয়—যদিও তাহা নিমেষের মধ্যে তিরোহিত হয়, কিন্তু তাহাতেই বা কি? সেই যে চকিতের ন্যায় আনন্দ, তাহার সহিত কোন প্রকার বিষয়ানন্দই সমযোগ্য হয় না।

এই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার যাঁহাদিগের অভিলাষ হয়, তাঁহাদের কিরূপ আচরণ করা আবশ্যক? আপনাকে পবিত্র করা পবিত্র স্বরূপের সহবাস জনিত আনন্দ লাভ করিবার প্রথম পথ। পাপ হইতে বিরত থাকা অপাপবিদ্ধ পরম পুরুষের প্রসন্নতা লাভের একমাত্র উপায়। যেমন শরীরের বিকার রোগ, সেইরূপ মনের বিকার পাপ। আত্মপ্রসাদেই মনের সুস্থতা, আত্মগ্লানিই মনের বিকৃতাবস্থা। শরীর সুস্থ না থাকিলে যেমন মন সুস্থ থাকে না, সেইরূপ মন প্রকৃতিস্থ না থাকিলে আত্মাও সুস্থতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের আত্মা যদি অসুস্থ ও মলিন রহিল, তবে যিনি আমাদের আশার শেষ স্থল, প্রীতির পরমাস্পদ, তৃপ্তির একই ভূমি, তাঁহাকে লাভ করিয়া আমরা সেই পরিশুদ্ধ আনন্দের আস্বাদ কি প্রকারে পাইতে পারি? তাহাতে সে আনন্দ উপভোগের প্রার্থনাও জন্মে না। পাপী ও পুণ্যাত্মা পরস্পর এত ভিন্ন, যেমন রোগী ও সুস্থ পুরুষ। বিকারী রোগী যেমন ক্রমিক জল পান করিয়াও পরিতোষ পায় না, সেইরূপ পাপী ব্যক্তি সম্ভোগ সলিলে অনবরত বিলাস করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। পাপেতে যতই লিপ্ত থাকা যায়, পাপ আপন অনুচরকে ততই আকর্ষণ করিতে থাকে। পাপের সহিত বিশেষ রূপে প্রণয় বন্ধন হইলে, আর তাহার মলিনত্ব দেখা যায় না। পাপ পঙ্কে নিমগ্ন থাকাই এখানকার নরক ভোগ। পাপীদিগের নিকটে ঈশ্বর উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন—পাপীর পক্ষে তিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—ঈশ্বরের অপরাধী অসৎ সন্তান তাঁহার প্রেরিত দণ্ড ভোগ করিয়া তাঁহার পিতৃস্নেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার দণ্ড স্নেহ-সমন্বিত। তিনি আমাদিগকে আপন ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবার জন্যই দণ্ড বিধান করেন। পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাইয়া আমরা পাপ হইতে বিরত থাকি—ক্ষীণ পাপ হইয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসের প্রার্থনা করি এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করি, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

ঈশ্বরকে একবার লাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার আকিঞ্চন সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। কিন্তু সেই অমূল্য ধন রক্ষা করিবার উপায় কি? মনকে সুস্থ এবং আত্মাকে সুস্থ রাখাই তাহার উপায়। সুনিশ্চল ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে পবিত্র রাখাই তাহার উপায়। মধুস্বরূপ ধর্ম্ম যে কেবল পৃথিবীতে কল্যাণ উৎপাদন করেন, এমত নহে; ঈশ্বরের সন্নিধান প্রাপ্ত হইবার জন্যও ধর্ম্ম আমাদের সহায়। ধর্ম্মই ব্রহ্মধামের সোপান স্বরূপ। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইহকালে রক্ষা করেন এবং আমাদের যথার্থ ধামে লইয়া যান। আমরা পাপ হইতে যত দূরে থাকি, পুণ্যের যত অনুষ্ঠান করি, ঈশ্বর স্পৃহার ততই উদ্দীপন হয়। ঈশ্বর যখন সেই মহতী স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন, যখন তিনি তাঁহার সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তখনই আমরা ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই; তখনই আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ ভোগ করি। সেই আনন্দ যে কেবল মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত, তাহা নহে—সে আনন্দের যে একই প্রকার ভাব, তাহাও নহে। সেই আনন্দের ক্রমিক উৎকর্ষ সাধন হইতে থাকে। স্বর্গ হ-

হইতে স্বর্গ লাভ; সুখ হইতে কল্যাণকর সুখের আস্বাদ গ্রহণ হইতে থাকে। মনুষ্যের সকল বিষয়েই হয় উন্নতি, নয় দুর্গতি। মনুষ্যের জ্ঞান ক্রমিক উন্নত হয়,—মনুষ্যের ধর্ম্ম ক্রমশঃ সবল হয়—মনুষ্যের মঙ্গল ভাব ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে। আত্মারও উন্নতি হইতেছে। ঈশ্বরের সহিত আত্মার ক্রমিক নিকট সম্বন্ধ হইতে থাকে। ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়াই আত্মার প্রখর আশা। সেই সত্য পুরুষ এই মহতী আশাকে এখানেই পূর্ণ করিতেছেন। আত্মার সুস্থাবস্থাতে তাহার স্ফূর্ত্তি ও প্রভা দিন দিন বিবৃদ্ধ হয়। প্রতি সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীও যেমন নূতন নূতন বেশ ধারণ করে, আত্মাও সেইরূপ নূতন নূতন ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। মন ও আত্মা যতই পবিত্র হয় ব্রহ্মানন্দ ততই দীপ্তি পায়। এখানে থাকিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয়, অনন্ত কালেও তাহা ত্রুটিত হইবার নহে। যিনি একবার আপনাকে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের জ্ঞাননেত্র হইতে আর কখনই অন্তরিত হইবেন না। এই আমাদের স্পৃহা, এই আমাদের আশা। চন্দ্র যদিও মলিন হয়—সূর্য্য যদিও নিস্তেজ হয়—নক্ষত্র সকল যদিও নির্ব্বাণ হয়, তথাপি আমাদের আত্মার কখন বিনাশ হইবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার প্রখর আশা দিয়া কদাপি নিরাশ করিবেন না।

পাপের সহিত লিপ্ত থাকিলে একে এখানে যন্ত্রণা, তাহাতে আবার ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি। আমরা যেন পাপ হইতে সর্ব্বদাই নিবৃত্ত থাকি; পাপকে বিষবৎ পরিত্যাগ করি; পাপচিন্তা পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান, এই তিন প্রকার পাপ হইতেই যেন প্রাণপণে দূরে থাকি। যদিও কখন পাপপ্রলোভনে আকৃষ্ট অথবা মুগ্ধ হই, তবে ঈশ্বরের নিকটে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়া যেন তাহা হইতে বিরত হই। অনুতাপ—অকৃত্রিম অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ঈশ্বর কেবল ন্যায়বান্ রাজা নহেন, তিনি আমাদের করুণাময় পিতা। আমাদের মঙ্গল সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা অতি ক্ষীণ স্বভাব; আমাদের একবারও ধর্ম্ম পথ হইতে পদ স্খলিত হইবে না, এমন কখনই সম্ভব হয় না। আমরা যদি একবার পতিত হইয়া সেই পতিত পাবনের প্রসাদ হইতে এককালে বঞ্চিত হই, তবে আমাদের উপায় কি—তবে আমাদের নিস্তার কোথায়! যখন পিতার নিকটে ক্রন্দন করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, যখন সাধু ব্যক্তির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি প্রশস্ত চিত্তে ক্ষমা বিতরণ করেন; তখন যিনি আমাদের পরম পিতা—যিনি পূর্ণ-মঙ্গল ও করুণাময় পাতা, তিনি কি অনুতাপিত হৃদয়কে কখনই শীতল করিবেন না। তিনি কি তাঁহার পতিত সন্তানের অকৃত্রিম ভাব দেখিলে ক্ষমা বিতরণে বিরত হইবেন? কখনই না। পরমেশ্বর যেমন রোগ শান্তির জন্য ঔষধের সৃজন করিয়াছেন, সেই প্রকার পাপের প্রতীকারের জন্য বিবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন। রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইলে যেমন আপনা আপনি জানিতে পারে, পাপীর ভাবও সেই প্রকার। যখন মন পাপেতে আসক্ত ও পতিত হয়, তখন তাহা আপনা আপনিই বুঝা যায় এবং যখন সে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, তখনও সহজে বুঝা যায় এবং তাহা বুঝিবার জন্য অন্যের সহিত মন্ত্রণার আবশ্যক করে না। আত্মগ্লানি মনের রোগের লক্ষণ—আত্ম প্রসাদই তাহার সুস্থতার লক্ষণ।

মনুষ্য অপূর্ণ বস্তু—অতি ক্ষুদ্র জীব। মনুষ্য একবারেই নিষ্পাপ হইবে, এমন কখনই সম্ভব হয় না। ঈশ্বরই একমাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার বল দিয়াছেন, যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়াছেন, তাহাতে তাহার কিছুরই অনিবৃত্তি নাই। যাহাতে মনুষ্য ধর্ম্মের পথে উন্নত মস্তক থাকিতে পারে, তিনি তাহাকে এমত অতুল শক্তি দিয়াছেন। যাহাতে সে আপন প্রবৃত্তি ও অবস্থার সহিত সংগ্রাম

করিয়া পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিতে পারে, তিনি তাহাকে এমত অতুল শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে পশু ভাব মনুষ্যের উপরে প্রভুত্ব না পায়—যাহাতে তাহার মনুষ্যত্ব সকল উন্নত ও স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, তিনি এ প্রকার নানা উপায় বিধান করিয়াছেন। আবার তিনি মধুস্বরূপ ধর্ম্ম দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আপনাকে আমাদের নিকটে প্রকাশ রাখিয়া আমাদের আত্মাকে সহস্র গুণ বলে সবল করিয়াছেন। পাপ হইতে মুক্ত হইলে ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস যেমন উপার্জ্জন করা যায়, আবার ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিলে আত্মা পবিত্র হয় এবং পাপের আসক্তিও তেমন ক্ষীণ হইতে থাকে। পাপ হইতে মুক্ত হওয়া প্রথমে আমাদের যত্নাধীন, পরে আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ ও আশ্রয় পাইলে পাপ আরো দূরে পলায়ন করে। কিন্তু একে আমরা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার অন্তরের কত শত্রু এবং বাহিরের কত শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা ব্যতীত মনের পবিত্রতা ও আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে কখনই সমর্থ হইনা। যাহাদের ধর্ম্ম সবল আছে, ঈশ্বর স্পৃহা প্রবল আছে, এবং আত্মা প্রকৃতিস্থ আছে, তাহারাও যখন মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের পথ হইতে পদস্খলিত হয়; তখন তাহাদের কি দুর্দ্দশা, যাহারা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়া সংসার অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের চিত্ত ভুজঙ্গ নিরন্তর কুটিলগামী হইয়া আপনারও জনসমাজের কত অনর্থই উৎপাদন করিতে থাকে।

ধর্ম্মরত্ন লাভ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা চাই। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে দুর্ব্বলতার অনেক পরিহার হয়। আমাদের সাধু ইচ্ছা এক; আর দুর্ব্বলতা এক স্বতন্ত্র বিষয়। যাহাদের সাধু ইচ্ছা, সাধু ব্যবহার, তাহাদের দুর্ব্বলতা জনিত পতন এক প্রকার; আর যাহাদের লোক রক্ষাই সর্ব্বস্ব এবং কপট ব্যবহারই পৃথিবীতে চলিবার উপায়, তাহাদের পাপ প্রকাশ জনিত পতন অন্য প্রকার। সাধু ব্যক্তি একবার পতিত হইলে ঈশ্বরের প্রসাদে আবার উদ্ধার হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাঁহার পাপ জনিত অনুশোচনা এবং অনুশোচনা জনিত ঈশ্বরের প্রকাশ, এই উভয় প্রকারেই তিনি পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। পাপ হইতে মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত সহবাসের প্রার্থনা জন্মে, সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্পৃহা সমধিক উজ্জ্বলা হয় এবং তৎপরে ঈশ্বর স্বীয় সন্তাপহারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সকল সন্তাপ হরণ করেন। ঈশ্বর-স্পৃহা সঞ্চারের পূর্ব্বে এই উপদেশ; পাপের সহিত যেন সংস্পর্শ না হয়। ঈশ্বর-স্পৃহার উদ্দীপন হইলে এই উপদেশ; পাপের সহিত যেন সংস্পর্শ না হয় এবং ঈশ্বরের প্রকাশ কালেও এই উপদেশ; পাপের সহিত যেন সংস্পর্শ না হয়। এই প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিবার যাহার আন্তরিক ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। ঈশ্বরই দুর্ব্বলের বল—ঈশ্বরই পাপীর পরিত্রাতা।

মনুষ্যের ধীশক্তি।

আমরা সামান্যতঃ মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তিতে যে সকল অনুপম কৌশল দেখিতে পাই, তাহাতেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া থাকি। চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জড় ও উদ্ভিদ পদার্থে বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার যাদৃশ নিদর্শন দেখিতে পাই, চেতনাত্মক মনুষ্যের মনও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় করুণার তাদৃশ সাক্ষ্য প্রদান করে। এক একটি বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা যে মনুষ্যের কত কল্যাণ উদ্ভাবিত হয়, কাহার সাধ্য যে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করে। এক করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর মনুষ্যের প্রত্যেক মনোবৃত্তিকে সংসারের কল্যাণ সাধনের একান্ত উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন্‌ পাষাণ-হৃদয় পুরুষ তাহা আলোচনা করিয়া নিরস্ত নেত্রে চিত্ত সম্বরণ করিতে পারে? যে নিগূঢ় চিন্তা বিজয়ী পুরুষ বিজ্ঞান রূপে আশ্চর্য্য মান-

সিক নিয়ম সকল পর্য্যালোচনা করিয়াছে এবং তাহার সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিয়াছে, তাহার মনে অবশ্যই সেই বিশ্ব-কৌশল কর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনুষ্যের মানসিক শক্তির যে পর্য্যন্ত সীমা মনে করিয়া থাকি, বস্তুতঃ ততদূর পর্য্যন্তই উহার সীমা নহে। মনুষ্যমনের যে কতদূর শক্তি তাহা নিরূপণ করাই কঠিন। মার্জিত করিলে যে মনোবৃত্তি সকল কি পর্য্যন্ত উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক এক জন মনুষ্যের মানসিক শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে করুণাময় পরমেশ্বর মানব জাতিকে অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যত্ন করিলে মনুষ্য ক্রমাগত উন্নতাবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

কাহারও তর্ক শক্তি চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কাহারও যুক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়, কোন ব্যক্তির অনুমিতি ও উপমিতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আশ্চর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় এবং কোন কোন লোকের অসাধারণ স্মৃতি শক্তির বিষয় অবগত হইলে অবাক্ হইতে হয়। কালে কালে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কোন্ স্থানে যে কত শত অসামান্য ধীসম্পন্ন লোক উদ্ভূত হইয়াছেন এবং অদ্যাপি কোন্ স্থানে যে কত লোক বিরাজ করিতেছেন, তাহা সমুদয় নিরূপণ করা নিতান্ত কঠিন, তথাপি আমরা গ্রন্থাদি মধ্যে যে সকল অসামান্য পুরুষের নাম সন্দর্শন করিতেছি এবং কীর্ত্তি দ্বারা যে সকল লোকের পরিচয় পাইতেছি, তৎ সমুদায় ব্যক্তির অসামান্য বুদ্ধি বৃত্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই মনুষ্য মনের শক্তির সীমা নিরূপণ করা অবশ্যই কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিশ্ববিখ্যাত সার আইজক নিউটনের অসামান্য ধীমত্তার বিষয় আলোচনা করিলে কাহার মনে না আশ্চর্য্যের উদয় হয়? যখন কোন সামান্য লোকের বুদ্ধির সহিত তাঁহার ধীশক্তির তুলনা করিয়া দেখা যায়, তখন তাঁহাকে দেববৎ শক্তি সম্পন্ন বোধ হয়। তাঁহার বিচার যুক্তি ও অনুমিতি প্রভৃতি বুদ্ধি বৃত্তি সকল কি অসামান্য প্রবলা? তিনি অতি সামান্য সূত্রে কি মহৎ বিদ্যারই উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং আপন ধীশক্তি দ্বারা কি নিগূঢ় তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন! কে মনে করিতে পারে যে কোন বৃক্ষ হইতে ফলের পতন সন্দর্শন করিয়া অথবা কোন উচ্চ স্থান হইতে কোন ইষ্টক খণ্ডাদি পতিত হইতে দেখিয়া আকাশস্থ অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির নিয়ম নিরূপণ করা মনুষ্যের সাধ্য? উল্লিখিত মহানুভাব পণ্ডিত কেবল এক জড় বস্তুর আকর্ষণ শক্তি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া আকাশ মণ্ডলস্থ বহু সংখ্যক গ্রহাদির পরিমাণ স্থির ও গতি নিরূপণ করিলেন এবং নেত্র তত্ত্বাদি অপর বিদ্যারও প্রচার করিলেন। তিনি যৎকালে উক্ত দুই প্রকার বিদ্যার অনুপম ও অভ্রান্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তৎকালে পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের কাল্পনিক অমূলক মত দ্বারা সাধারণ লোকের মন প্রচ্ছন্ন ছিল এবং ঐ রূপ দেশ প্রচলিত পূর্ব্বতন মতের বিরুদ্ধ মত প্রচার করাও নিতান্ত দুষ্কর ছিল, কিন্তু নিউটনের সমুজ্জ্বল জ্ঞান জ্যোতিঃ দ্বারা সকল লোকেরই ভ্রমান্ধকার ক্রমে দূর হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাঁহার শত্রু পক্ষীয়েরাও সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার প্রকাশিত জ্ঞান তত্ত্বের যে সকল বিষয় তিনি সুচারুরূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহা অদ্যাপি কাহারও সিদ্ধান্ত করিবার শক্তি হইল না।

নিউটনের তুল্য বেকনের নামও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অগ্রে অগ্রে ধারিত হইতেছে। বেকনের বুদ্ধির কথা মনে হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনিই প্রথমত পরীক্ষা মূলক প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিদ্যার সূত্রপাত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে উক্ত প্রকার পরীক্ষা মূলক বিদ্যার প্রচার ছিল না। প্রাচীন পণ্ডিত দিগের কল্পনা পথে যাহা উদিত হ-

হইত, তাহাই লোক সমাজে অবশ্য সেই জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ পাইত। যে কোন ব্যক্তির কল্পনা শক্তি কিঞ্চিৎ সতেজ হইত, সেই ব্যক্তি কোন অমূলক বিষয় রচনা করিয়া অনায়াসে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইত এবং অনায়াসেই আপনার মতকে সত্য বলিয়া প্রচলিত করিত। এই রূপ লোকানুরাগ-প্রিয় পণ্ডিত দিগের ভ্রান্তি হেতু সত্য প্রকাশের পথ এক কালে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, এবং ভূমণ্ডল ভ্রম জালে আচ্ছন্ন হইবার দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু মহা বুদ্ধিমান্ বেকন আপনার অসাধারণ জ্ঞান চক্ষে তৎকাল প্রচলিত সমস্ত কাল্পনিক বিদ্যার ভ্রম এক কালে দেখিতে পাইলেন এবং তৎ সমুদায় সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য আপনার ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা একে একে সমস্ত কাল্পনিক বিদ্যার ভ্রম জাল ছেদন করিয়া পরীক্ষা মূলক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যার সূত্রপাত করিলেন। তিনি আপনার অসামান্য যুক্তি দ্বারা সকল লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিলেন, যে পরীক্ষা ব্যতিরেকে কখনই সত্য প্রকাশ পায় না, পরীক্ষা দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ, অতএব পরীক্ষা অবলম্বন করিয়া সকল বিদ্যার শ্রীসাধন করা উচিত। অসামান্য ধীসম্পন্ন বেকনের ঐ মত প্রচলিত হওয়াতেই এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্রের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে এবং সংসারেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

মেঘ হইতে যে তাড়িত পদার্থ নির্গত হইয়া প্রচণ্ড আলোক ও ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া জীব জন্তুকে মূর্চ্ছিত করে এবং যে পদার্থ কখন কখন বজ্রনাম ধারণ করিয়া জীব জন্তু ও বৃক্ষ লতাদিকে বিনষ্ট করে, অনেক জীব জন্তু শরীরেও যে সেই পদার্থ বিদ্যমান আছে, বিদ্যাগুণী মধ্যে এক্ষণে অনেকেই তাহা অবগত হইয়াছেন, কিন্তু জন ফ্রাঙ্কলিন নামক এক ব্যক্তি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বীয় অসামান্য অনুমিতি দ্বারা প্রথমতঃ এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি আপনার অনুমান সপ্রমাণ করণার্থে আকাশ পথে ঘুড়ি উড়াইয়া এই মহত্তত্ত্বের প্রকাশ করেন। তাড়িত বিদ্যার অন্তর্গত গালবানিজম্ নামক শাখা দ্বারা এক্ষণে সংসারের যে অসাধারণ উপকার দর্শিতেছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, ঐ বিদ্যাই তাড়িত বার্ত্তাবহাদি অনেক প্রকার তাড়িত সংক্রান্ত অসাধারণ কার্য্যের মূল। কিন্তু ইটালি রাজ্য নিবাসী গালবানী নামক এক জন সর্ব্বাগ্রে ঐ বিদ্যার সূত্রপাত করেন। তিনি একদা তাঁহার পীড়িত স্ত্রীর জন্য মণ্ডূকের সূপ প্রস্তুত করণার্থে একটি ভেককে ছেদন করিবার পর দেখিলেন, যে ঐ মৃত শরীরে লৌহাস্ত্র স্পৃষ্ট হইবামাত্র তাহা স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ হেতু ছুরিকাস্পর্শ দ্বারা ঐ মণ্ডূকের মৃত শরীর স্পন্দিত হইল, সুবিচক্ষণ গালবানি সেই কার্য্য কারণ সূত্র অবলম্বন করিয়া মহৎ মহৎ তত্ত্ব সকল স্থির করিলেন। শরীরের মধ্যে কি নিয়মে ও কি প্রণালীতে শোণিত সঞ্চালিত হয়, লণ্ডন নগর নিবাসী হারবি নামক এক ব্যক্তি মহানুভাব চিকিৎসক তাহা পরিষ্কার করিয়া স্থির করেন। সার হাম্‌ফ্রে ডেবি নামক পণ্ডিতের ধীশক্তিও সামান্য নহে। তিনি দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় লণ্ডন নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিদ্যার প্রধান উপদেশকের পদে অভিষিক্ত হয়েন এবং তিনি স্বকীয় বুদ্ধি বলে যে এক প্রকার অদ্ভুত দীপের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে খনি মধ্যে সেই দীপ প্রজ্বলিত করিয়া খনকেরা কার্য্য করাতে বিস্তর অনিষ্ট নিবারিত হইয়াছে। এই রূপ যে সকল মহানুভাব পণ্ডিত দিগের অসামান্য ধীশক্তি দ্বারা দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া সংসারের অসামান্য মঙ্গল উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাদিগের বুদ্ধি দ্বারা প্রথমত ঘটিকা যন্ত্র ও নানা প্রকার বাষ্পীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মানসিক শক্তি স্মরণ হইলে মনুষ্যকে কতদূর পর্যন্ত শক্তি সম্পন্ন জীব বলিয়া বোধ হয়।

ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিৎ কেপলার গেলি-

জিউ আগকাস এবং ভারতবর্ষীয় অসাধারণ জ্যোতির্বেত্তা পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য আর্য্য ভট্ট প্রভৃতির ধীশক্তি চিন্তা করিলে কাহার না বিস্ময় জন্মে? যে অসাধারণ পুরুষ প্রথম আকাশস্থ চন্দ্র সূর্য্য ও অপর গ্রহাদির গ্রহণ গণনার সঙ্কেত প্রকাশ করেন, তাঁহার বুদ্ধির সহিত সামান্য মনুষ্যের বুদ্ধির তুলনা করিলে মনোমধ্যে কি এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়! লিনিয়স বফন ও কুবিয়ার প্রভৃতি প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দিগের বুদ্ধি বৃত্তিও সামান্য নহে। ইহাঁরা এক এক ব্যক্তি যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্য বুদ্ধির প্রায় অসীম অধিকার প্রকাশ পাইয়াছে। লক ব্রাউন হিউম ক্যাণ্ট কুজান প্রভৃতি ইউরোপীয় দর্শন কার, ও গৌতম জৈমিনি ব্যাস শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় দর্শন কর্ত্তাদিগের তর্ক শক্তি দ্বারা মানব জাতির কি পর্য্যন্তই মানসিক ক্ষমতা ব্যক্ত হইয়াছে! তাঁহারা যে সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় লইয়া বিচার করিয়াছেন, সাধারণ লোকে তাহাতে বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য মনে করে।

এক এক জন অসামান্য মেধাবী লোকের স্মৃতি শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। ভারতবর্ষে এক এক ব্যক্তি শ্রুতিধর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগের শ্রবণ পথে একবার যে কথা আগমন করিয়াছে, তাহা আর কস্মিন্ কালেও স্মরণাতীত হয় নাই। ইউরোপ খণ্ডেও এক এক ব্যক্তি অসামান্য স্মৃতি বিশিষ্ট লোক অবতীর্ণ হইয়াছে। ইটালিরাজ্য নিবাসী মেকলিয়াবিথি নামক প্রসিদ্ধ মেধাবীর নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় যত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, প্রয়োজন হইলে তাঁহার পঠিত গ্রন্থ সমূহ হইতে তিনি অধ্যায়, অঙ্ক ও পংক্তি পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব পাঠ করিতে দিয়াছিল, তাঁহার পাঠের পর তিনি ঐ প্রস্তাব উক্ত ব্যক্তিকে পুনঃ প্রদান করিলে একদিন ঐ প্রস্তাব রচয়িতা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, যে কোন কারণে আমার লিখিত সেই প্রস্তাবটি নষ্ট হইয়াছে, যদি তাহার কোন কোন স্থল আপনকার স্মরণ থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হই। তাহার অনুরোধানুসারে তিনি সেই প্রস্তাবের সমস্ত ভাগ অবিকল লিখিয়া দিয়া তাহাকে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ইউলর নামক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অন্ধ হইয়া একখানি বীজ গণিত ও একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ঐ উভয় গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে অনেক দুরূহ দুরূহ অঙ্ক কসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তৎসমুদায়ই তিনি স্মৃতি পথে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বরজিল নামক প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

চীনদেশীয় কনফিউসস নামক পণ্ডিতের যুক্তি ও বিচার শক্তি এমন প্রবল ছিল, যে তিনি কেবল আপন বুদ্ধি বলে এমন অসাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতি জ্ঞান সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে অদ্যাপি অনেকেই তাহা সমাদর পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছে। এক এক ব্যক্তির উপমিতি ও অনুমিতির কথা মনে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বিখ্যাত জেমস প্রিণসেপ নামক পণ্ডিত কেবল আপনার অনুমান ও উপমার প্রভাবে পালী নামক অক্ষরের উদ্ধার করেন। তিনি প্রথমতঃ এক দেবমন্দিরে উক্ত বর্ণাঙ্কিত লিপি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে ইহা অবশ্য দান সম্পর্কীয় কোন কথা লিখিত হইবেক। এই মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথমতঃ কেবল দান এই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ এবং ন এই দুইটি বর্ণ কল্পনা করিলেন, অনন্তর তাহার সহিত অন্য লেখার তুলনা করিয়া অর্থ সঙ্গতি দ্বারা আপন অনুমানকে সপ্রমাণ করিয়া সমস্ত লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন।

এক এক জন কবির কল্পনা শক্তি ভাবিতে গেলে মুগ্ধ হইতে হয়। তাহাদিগের কাব্য

গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় আত্ম বিস্মৃতি হইয়া কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বোধ করিয়া হাস্য ও ক্রন্দন করিতে হয়। কালিদাসের অসাধারণ কাব্য সক্তি সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্বকালীন লোকে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না। অনেকেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিত। কোন কোন ভাস্কর ও চিত্রকরের অনু-চিকীর্ষা শক্তি বর্ণন করিতে হইলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। তাহাদিগের নির্ম্মিত ও চিত্রিত প্রতিরূপকে এক এক সময় সজীব ও বাস্তব বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। রোম দেশীয় পূর্ব্বকালবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চিত্রকর রেফিএলের চিত্র পট সকল সন্দর্শন করিয়া ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত হইয়া থাকে এবং ঐ রূপ অন্যান্য দেশীয় অনেক চিত্রকরাদি আপন অসাধারণ শক্তি দ্বারা জন সমূহকে বিমোহিত করিয়াছে। এইরূপ মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি সম্বন্ধীয় যে বিষয়ের উপর যখন মনোনিবেশ করা যায়, তখনই তাহাতে এক এক প্রকার অসাধারণ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সহজে উহার সীমা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। যদি আদিম কালের কোন লোক এক্ষণে আসিয়া সন্দর্শন করে যে বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য জাতি সমুদায় ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ইহার সমস্ত চরাচর অবগত হইয়াছেন, ইহার আকৃতি ও গতির বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন, ইহার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন, ইহার অভ্যন্তর দেশে অবতরণ করিয়া আভ্যন্তরিক অদ্ভুত তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হইয়াছেন, এবং সাগর গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ অনেক আশ্চর্য্য বিষয় অধিকার করিয়াছেন, ধীশক্তি পরিচালন করিয়া অগণ্য প্রকার উদ্ভিদ বর্গের নিয়ম স্থির, জাতিভেদ ও গুণ পরীক্ষা করিয়া সংসারের অসংখ্য উপকার সম্পাদন করিয়াছেন, সহস্র সহস্র প্রকার জীব জন্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া অদ্ভুত প্রাণী বিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ করিয়া তদবলম্বনে লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কীটাণুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবধারিত করিয়াছেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অত্যুচ্চ আকাশ মণ্ডলস্থ অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতি পদার্থের আকৃতি ও স্থিতি গতির বিষয় স্থির করিয়াছেন, এবং আশ্চর্য্য অঙ্ক শাস্ত্রাদি সহায় করিয়া ঐ সকল আকাশস্থ পদার্থের পরিমাণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তাঁহার বুদ্ধি কখন অনাগতদর্শী হইয়া বহুদিন পূর্ব্বে নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র সূর্য্যাদির ভাবী গ্রহণ গণনা করিয়া স্থির করিতেছে এবং কোন সময় কোন কারণ পরম্পরা অবলম্বন করিয়া অনুপস্থিত ভাবী বিপদ অবগত হইতেছে এবং তাহা নিরাকরণের উপায় স্থির করিয়া অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে; সে বুদ্ধি দ্বারা অপূর্ব্ব অর্ণব পোত প্রস্তুত করিয়া কখন দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতেছে এবং আশ্চর্য্য ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়া খেচর জন্তুর ন্যায় আকাশ পথে ভ্রমণ করিতেছে, কোন সময় অদ্ভুত বাষ্পীয় রথে আরোহণ করিয়া দুইদিবসের মধ্যে দুই মাসের পথ উপস্থিত হইতেছে, কোন সময় ভয়ঙ্কর বজ্র উৎপাদক ভীষণ বিদ্যুৎকে আপনার অধীন করিয়া তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা সম্বৎসরের পথ হইতে সদ্য সম্বাদ প্রাপ্ত হইতেছে এবং কাল নিরূপণ ও দিগ্‌দর্শনাদি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া চন্দ্র সূর্য্যাদির উদয়াস্ত ব্যতিরেকেও সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রূপে সময়ের স্থিরতা ও সময়ের বিভাগ করিতেছে এবং গভীর নিশীথ সময়েও অপার সাগরের মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত রূপে উত্তর দক্ষিণাদি দিক্‌নির্ণয় করিয়া সমুদ্র পথে পোত পরিচালন পূর্ব্বক বণিকের বাঞ্ছিত বা বাণিজ্যের নির্দ্দিষ্ট পথে উপস্থিত হইতেছে; তাহার বুদ্ধি সামান্য খনিজ পদার্থ হইতে বাষ্পবিশেষ বহির্গত করিয়া তদীয় আলোক দ্বারা কত কত নগর ও গ্রামকে আলোকময় করিতেছে, বায়ু হইতে তাহার তেজ ভাগ নির্গত করিয়া লোক সকলকে কত প্রকার কৌতুক প্রদর্শন করিতেছে; এবং লৌহ প্রস্তরাদি কঠিন দ্রব্য সকল দ্রবীভূত করিয়া

আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। তাহা হইলে অবশ্যই সেই স্থূলদর্শী মূঢ় ব্যক্তি অধুনাতন মনুষ্যদিগকে দেবতা বলিয়াই বিশ্বাস যায়, সন্দেহ নাই। মনুষ্য যখন বুদ্ধি পরিচালন করিয়া ক্রমে ক্রমে এই প্রকার উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে এবং নিয়তই উন্নতি লাভ করিতেছে; তখন উত্তরোত্তর যে ক্রমাগত আরও উন্নতি প্রাপ্ত হইবে না, এরূপ কখনই সিদ্ধান্ত করা যায় না। দিন দিন যে মনুষ্য জাতির বুদ্ধি কত প্রকার আশ্চর্য্য শক্তিই প্রকাশ করিবে এবং পরিণামে এই পৃথিবী যে কি প্রকার অবস্থায় উপনীত হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অতএব করুণাময় জগদীশ্বর মানব জাতির জ্ঞানের অধিকার যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা কোন রূপেই সহজ নহে।

PHILOSOPHY AND RELIGION.

As soon as man has a consciousness of his being he finds himself in a world strange and hostile, whose laws and phenomena seem in direct opposition to his own existence. For the purpose of self-defence he is endowed with intelligence and liberty. He defends himself, he lives, he breathes—though to be but two minutes in succession—only on condition of foreseeing, that is on condition of having known these laws and these phenomena which would destroy his frail existence if he learned not little by little to observe them, to measure their influence, and to calculate upon their recurrence. By his intelligence he obtains knowledge of this world; by means of his liberty he modifies it, he changes it, he adapts it to his use; he arrests the spreading deserts, turns aside the rivers, and levels the mountains; in a word, he accomplishes in a succession of ages that series of prodigies which now so little astonishes us, because we are habituated to our power and to its effects. He who first measured the space which surrounded him, counted the objects which presented themselves to him, and observed their properties and their action, he it was who gave birth to the mathematical and physical sciences. He who modified in the least degree that which was an obstacle in his path, he it was who created industry. Multiply ages, cultivate this feeble plant by the accumulated labors of generations, and you will have all that you have to-day. The mathematical and physical sciences are a conquest of human intelligence over the secrets of nature. Industry is a conquest of liberty over the forces of this same nature. The world, such as man found it, was a stranger to him; the world such as the mathematical and physical sciences, together with industry, have made it, is a world resembling man, reconstructed by him in his own image. In fact, look round you, and you will perceive every where the impression of intelligence and human liberty Nature had only made things, that is, beings without value: man, in giving to them the form of his own personality, has elevated them into images of liberty and intelligence, and in this way communicated to them a part of the value which belongs to himself. The primitive world is nothing more than material for the labour of man; and it is labour that has given to this matter the value which it possesses. The destiny of man (I mean in his relations with the world) is to assimilate nature as much as possible to himself, to plant in it, and in it to make appear, unceasingly, the liberty and intelligence with which he is endowed. Industry, I repeat it with pleasure, is the triumph of man over nature, whose tendency was to encroach upon and destroy him, but which retreats before him, and is metamorphosed in his hands: this is truly nothing less than the creation of a new world by man. Political economy explains the secret, or rather the detail of all this: it follows the achievements of industry, which are themselves connected with those of the mathematical and physical sciences.

I hope that I shall not be accused of injustice towards the mathematical and physical sciences, towards industry and political economy. I would simply demand whether there are no other sciences than mathematics and physics, whether there is no other power than that of industry, whether political economy exhausts all our intellectual capacity. Mathematics and physics, industry and political economy, have one and the same object, the useful. The ques-

tion is then changed into this,—Is the useful the only want of our nature, the only idea upon which all the ideas of the understanding can be concentrated, the only view under which man considers all things, the only characteristic which he recognizes in them? No: it is a fact that, among all human actions, there are some that, besides their character of useful or hurtful, present still another, that of being just or unjust; a new character, indeed, but real and as certain as the first, and quite as worthy, too, of admiration.

The idea of the just is one of the glories of human nature. Man perceives it at first, but he perceives it only as a flash of lightning in the profound darkness of the primitive passion; he sees it continually violated by the disorder of passions and conflicting interests. That which he has been pleased to call a state of nature is only a state of war, where the right of the strongest rules, and where the idea of justice interposes only to be trampled under foot by passion. But at last this idea strikes also the mind of man, and it corresponds so well with what is most deeply planted within him, that little by little it becomes an imperious necessity of his nature to realize it; and, as before he had formed a new nature upon the idea of the useful, so now, in the place of primitive society, where all was confounded, he creates a new society, on the basis of a new idea, that of justice. Justice constituted, is the State. The business of the State is to cause justice to be respected by force, upon the authority of this idea inherent in that of justice, viz, that injustice must not only be restrained, but punished. The State does not take into consideration the infinite variety of human elements that were at variance in the confusion and chaos of natural society. It does not embrace the whole man; it regards him only in his relation to the idea of the just and the unjust; that is, as capable of committing or receiving an injustice, or rather as capable of being impeded or impeding others, either by fraud or violence, in the exercise of free and voluntary agency. Thence arise all duties and all legal rights. The only legal right is that of being respected in the peaceful exercise of liberty; the only duty, or at least the first of all, is to respect the liberty of others. Justice is nothing more than this; justice is the maintenance of reciprocal liberty. The State does not restrain liberty, as some aver; it develops and secures it. Besides, in primitive society, all men are necessarily unequal, by reason of their wants, their sentiments, their physical, intellectual, and moral faculties; but before the State, which considers men only as persons, as free beings, all men are equal, liberty being equal to itself, and forming the only type, the only measure of equality, which without liberty is only a resemblance, that is, a diversity. Equality is then, with liberty, the basis of legal order and of this political world, a creation of the genius of man, more wonderful still than the actual world of industry compared with the primitive world of nature.

But, indeed, human intelligence goes still further than all this. It is again an incontestable fact, that in the infinite variety of exterior objects and human acts, there are some that appear to us not only as useful or hurtful, as just or unjust, but as beautiful or ugly. The idea of the beautiful is as inherent in the human spirit as that of the useful or that of the just. Question yourself before a vast and tranquil sea, before mountains with harmonious contours, before the noble or graceful face of man or woman, or when in contemplation of some trait of heroic devotion. Once struck with the idea of the beautiful, man seizes upon it, disengages it, extends it, purifies it in his thought; by the aid of this idea which exterior objects have suggested, he examines anew these same objects, and finds them, upon second view, inferior in some respects to the idea which they had themselves suggested. Even as the beneficent powers of nature appear to us at first only as mingled with frightful and disastrous phenomena which hide them from our view, and as justice and virtue are only as fugitive lights in the chaos of primitive society; so in the world of forms beauty is shown only in a manner which, in revealing it to us, veils and disfigures it. What an obscure, equivocal, incomplete image of the infinite is a vast sea or a huge mountain, that is, a great volume of water or a mass of rocks! The most beautiful object in the world has its faults, the most charming face has its defects. How many unpleasant details connect beauty with matter! Heroism itself, the greatest and purest of all beauties, heroism closely

viewed has its miseries. *All that is real* is mixed and imperfect. All real beauty, whatever it may be, fades before the ideal of beauty, which it reveals. What does man do then? What does he do, gentlemen? After having renewed nature and primtive society by industry and laws, he reconstructs the objects which had given him the idea of beauty upon this idea itself, and makes them still more beautiful. Instead of stopping at the sterile contemplation of the ideal, he creates for this ideal a new nature, which reflects beauty in a manner much more transparent than primitive nature. The beauty of art is as much superior to natural beauty as man is superior to nature. And it should not be said that this beauty is mere chimera, for the highest truth is in thought; and that which reflects thought best is that which is most true, and the works of art are thus in some degree more true than those of nature. The world of art is quite as real as the politcal world or the world of industry. Like them, it is the work of the intelligence and liberty of man working here upon rebellious nature and unruly passions, there upon coarse beauties.

Imagine a being who had been present at the creation of the universe and of human life, who had seen the exterior surface of the earth as it passed from the hands of nature, and who should now return in the midst of the prodigies of our industry, of our institutions, and of our arts. Not being able to recognize the ancient dwelling-place of man, would it not seem him, in his astonishment, that a superior race of beings had passed upon the earth and metamorphosed it?

But, indeed, this world thus metamorphosed by the power of man, this nature which he has reconstructed in his image, this society which he has established upon the rule of justice, these marvels of art with which he has enchanted life, are not sufficient for man. All-powerful as he is, he conceives a power superior to his own and to that of nature, a power which without doubt manifests itself only by its works, that is, by nature and humanity, a power that is contemplated only in its works, which is conceived only in relation with its works and then too, under the reservation of infinite superiority and omnipotence. Chained within the limits of this world, man sees nothing except through this world and under the forms of this world; but through these forms, and under these forms themselves, he suppose, irresistibly, something which is for him the substance, the cause, and the model of all the powers and the perfections which he sees both in himself and in the world. In a word, beyond the world of industry, beyond the political world and that of art man conceives God. The God of humanity is no more separated from the world than he is concentrated in it. A God without a world is for man as if he were not; a world without a God is an incomprehensible enigma to his thought, and an overwhelming weight upon his heart.

The intuitive perception of God, distinct in himself from the world, but there making himself manifest, is natural religion. But as man stopped not at the primitive world, at primitive society, or at natural beauties, so he stops not at natural religion. In fact, natural religion that is, the instinctive thought which darts through the world, even to God, is in the life of the natural man but a beam of light marvellous, but fugitive. This light illumines his soul as does the idea of the beautiful, the idea of the just, the idea of the useful. But in this world every thing tends to obscure, to distract, to mislead the religious sentiment. Here, then, man does what he has done before—he creates, for the use of the new idea which governs him, another world than that of nature; a world in which, abstracting every thing else, he perceives only its divine character that is, its relation to God. The world of religion is worship. Truly, that religious sentiment is very feeble that would stop at an occasional, vague, and sterile contemplation. It belongs to the essence of all that is strong to develop itself, to realize itself. Worship, then, is the development, the realization of the religious sentiment, not its limitation. Worship is to natural religion what art is to natural beauty, what the State is to primitive society, what the world of industry is to that of nature. The triumph of the religious sentiment is in the creation of worship, as the trumph of the idea of the beautiful is in the creation of art, as that of the idea of the just is in the creation of the State. Worship is infinitely superior to the ordinary world, in that, 1st, it has no other object than to recall God to man, whilst that external nature, besides its relation to God, has many others which

distract feeble humanity unceasingly from this : 2d, because it is infinitely more clear as a representation of divine things; 3d, because it is permanent, whilst to our wandering eyes the divine character of the world is at every moment enfeebled or totally eclipsed. Worship, by reason of being specific, clear, and permanent, recalls man to God a thousand times more forcibly than the world can do. * It is a victory over vulgar life higher still than that of industry, of the State, and of art.

But on what condition does worship effectually recall man to his Creator? On the condition, inherent to all worship, of presenting these obscure relations of humanity and the world to God under exterior froms—under lively images and symbols. Reaching this point, humanity has, doubtless, very far advanced; but has it arrived at a limit beyond which it cannot go? All truth, by wihch I mean all the relations of man and of the world to God, are deposited, I believe, in the sacred symbols of religion. But can thought stop at symbols? Faith attaches itself to symbols; its grandeur and its strength consist in seeing in them what does not exist, or, at least, what exists there only in an indirect and distorted manner. But this cannot be the last degree of the development of human intelligence. In presence of the symbol, man, after having adored it, feels the need of accounting to himself for so doing. Accounting to himself, gentlemen, accounting to himself! These are truly serious words. On what condition, in fact, does he account to himself? On the condition of analyzing that for which he wishes to account, and of transforming it into conceptions which the mind afterwards examines, and upon the truth or falsehood of which it decides. Faith is the work of enthusiasm; but to enthusiasm succeeds reflection. If enthusiasm and faith have poetry for their language, and breathe themselves forth in hymns, reflection has dialectics for its instrument; and thus we find ourselves in quite a different world from that of symbols and of worship. The day on which man first reflected was the birth-day of philosophy. * Philosophy is nothing else than reflection in a vast form; reflection accompanied by all the retinue of processes belonging to it, reflection elevated to the rank and authority of a method. Philosophy is little else than a method; there is perhaps no truth which belongs exclusively to it; but all truths belong to it for this very reason, that it alone can account for them, subject them to the test of examination and analysis and convert them into ideas.

COUSIN.

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

সম্প্রতি সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বরুণ বাটিতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৬৷৹ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার সহবাস জনিত আনন্দ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্র রূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলুটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকটে আবেদন করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

চারুপাঠের তৃতীয়ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য বার আনা মাত্র।

তত্ত্বাবলির প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

রাজোপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

[illegible] পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] ১৭৮০ [illegible]।

কি অনন্তকাল স্থায়ী। অন্তবৎ বস্তু আর অনন্ত বস্তু, ইহার মধ্যে কাহাকে সত্য বলা যায়? আমরা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, তাহাকে মিথ্যা কেন বলি? তাহার এক প্রধান হেতু এই যে তাহা অতি অল্পকাল স্থায়ী। অন্তবৎ বস্তুর সঙ্গে সত্য ভাবের সম্পূর্ণ মিলন হয় না। আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বস্তু বিরাজমান দেখিতেছি, সে সকল যদিও সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তথাপি সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহারা কিছুই ছিল না এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে পরেও থাকিবেক না; এই জন্য এসমুদয়কে ঠিক সত্য বলা যায় না। যিনি অনন্ত--যিনি নিত্য --যিনি দেশ কালের অতীত পদার্থ—যিনি পূর্ব্বেও ছিলেন, অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন: তিনিই সত্য। সত্যের ভাব কেবল সেই অনন্ত স্বরূপেতেই আছে। জড় বস্তু আদ্যন্তবৎ, আমাদের জীবাত্মাও আদ্যন্তবৎ, এই জন্য ইহারা তেমন সত্য নহে।

যাহা কিছু সত্য বলা যায়, তাহা নার সঙ্গে যোগ থাকিলে হইবেক না। এতকাল আছে, এতকাল নাই--সত্যের স্বরূপ এপ্রকার নয়। এতটুকু দেশে আছে, এতটুকু দেশে নাই- এপ্রকার বস্তুও সত্য নহে। কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান—কতক সদ্ভাব কতক অসদ্ভাব—কতক শক্তি, কতক ত্রুটি, এপ্রকার জ্ঞান-বস্তুও সত্য নহে। অভাব বিশিষ্ট পদার্থে প্রয়োগ হইলে সৎশব্দের অর্থই হয় না। পূর্ণ বস্তুই সত্য। এই হেতু ঈশ্বর ভিন্ন সত্যের সঙ্গে আর কোন বস্তুরই মিল পাওয়া যায় না। কতক আছে, কতক নাই—আছে আর নাই—এই দুই একত্র হইলে, সকল বস্তু সীমা বদ্ধ হয়। এবস্তু এক সময় আছে, এক সময় ছিল না; ইহা বলিলেই তাহার কালেতে সীমা হইল। এ ব্যক্তির কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান; ইহা বলিলে তাহার জ্ঞানেতে সীমা হইল। দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত, মঙ্গল ভাবে অনন্ত—যাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রাণ, তিনিই একমাত্র সত্য পদার্থ। তিনিই সত্যের বিষয়—সত্যের আয়তন—সত্যের ভূমি। এই এক সত্য শব্দ তাঁহার সকল তত্ত্বের সমষ্টি স্থান। সত্যভাব পরিস্ফুটিত হইলে তাঁহার সকল স্বরূপ প্রকাশ পায়। সত্যের মধ্যে জ্ঞান --প্রাণ--অনন্ত ভাব অন্তর্ভূত রহিয়াছে। তিনি সত্য স্বরূপ—তাঁহার কতক সাধু ভাব, কতক অসাধু ভাব কতক মঙ্গল ভাব, কতক অমঙ্গল ভাব; এমত নহে; তিনি পরিপূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ। যিনি নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র-স্বরূপ, তাঁহার অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর কি আছে। তিনিই "সত্যং শিবং সুন্দরং"।

সত্য শব্দ ঈশ্বরেতেই সম্পূর্ণ সংলগ্ন হয়। সত্যের সঙ্গে অন্যান্য বস্তুর কোন বিষয়ে মিল দেখিয়া তাহাকে সত্য বলি। জড় বস্তুর অস্তিত্ব এবং শক্তিমাত্র দেখিয়া তাহাকে সত্য বলি। জীবাত্মার জ্ঞান ও চেতন শক্তি দেখিয়া জীবাত্মাকে সত্য বলি। কিন্তু এসমুদয় বস্তুরই আদি আছে, অন্ত আছে। দেশ কাল গুণ সকল বিষয়েই জীবাত্মার সীমা করা যায়। কিন্তু যিনি অনাদ্যনন্ত পূর্ণ-জ্ঞান—পূর্ণ-মঙ্গল তিনিই সত্য। এই সমুদয় জগৎ সংসারকে আপেক্ষিক সত্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরই কূটস্থ সত্য। এসমুদয় আপেক্ষিক সত্য, কেন না অল্পকাল স্থায়ী বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী বস্তু সত্য; জড় বস্তু অপেক্ষা জ্ঞান বস্তু সত্য; মৃত বস্তু অপেক্ষা সচেতন বস্তু সত্য। কিন্তু পারমার্থিক সত্য পদার্থ কেবল তিনিই। এই বলিয়াই যে জগৎ সংসার ভ্রান্তি-মূলক মিথ্যা, তাহা নহে; এ সমুদায় মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে। যেহেতু ইহার মূল যিনি তিনি সত্য। এই জগৎ সংসার সত্য-মূলক। আমাদিগের বুদ্ধিতে জগতের অস্তিত্ব, জীবাত্মার অস্তিত্ব, এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, ইহার মধ্যে যদি কোন এক অস্তিত্বকে স্বপ্নের প্রতীয়মান বস্তুবৎ মিথ্যা বলা হয়; তবে অন্য অন্য সকল অস্তিত্বকেই তাহার ন্যায় মিথ্যা বলিতে হয়। মূল সত্য হইতে নিঃসৃত জগৎকে মিথ্যা না বলিয়া আপেক্ষিক সত্য বলা উচিত। এই সমুদয় জগৎ সকল সময়েতেই যে বিদ্যমান আছে,

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১১ চৈত্র বুধবার ১৭৮০ শক

পরমেশ্বরের উপাসনা আমাদের মনের প্রকৃতির বিশেষ অনুযায়ী। যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত—যাঁহাতে মনের ধর্ম্ম কিছুই নাই—যিনি সত্যং শিবং সুন্দরং—অনন্ত অসীম অপরিমেয় পূর্ণ পদার্থ; তাঁহার উপাসনায় যে আমরা অধিকারী হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা আমাদের আর শ্রেষ্ঠতর মহত্তর অধিকার কি আছে। আমাদের পক্ষে তাহাই পবিত্র ধর্ম্ম, যাহাতে আমরা ঈশ্বরের সুখাবহ সন্নিধানে উপনীত হইতে পারি। সেই পবিত্র জ্ঞান, যাহাতে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের মনে দীপ্তি পাইতে পারে। সেই পবিত্র কার্য্য, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য মনে করিয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

তাঁহার উপাসনার জন্য কি প্রকার নিয়ম অবলম্বন করা উচিত—কি প্রকার মনের অবস্থাতে তাঁহার উপাসনা হয়; ইহা মনুষ্যকে বুঝাইবার জন্য অধিক আয়াসের আবশ্যক করে না। মনের সহিত ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তাঁহার উপাসনা করা। যিনি নিরবদ্য নিরঞ্জন—যিনি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আপনা হইতেই উদয় হয়। যিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ দিয়া অপার স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন—যিনি গুরুর মনে জ্ঞান দিয়া অসীম জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন—তাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি স্বভাবতই ধাবিত হয়। যিনি আমাদের সমস্ত সুখ সৌভাগ্যের মূল কারণ—যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্নপানে পুষ্ট হইয়া এবং জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি; তাঁহাতেই আমাদের কৃতজ্ঞতা চরিতার্থ হয়। আমরা যে কোন পবিত্র-চরিত্র পুণ্যশালী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করি, তাঁহার উপরেই যখন আমাদের শ্রদ্ধা হয়; তখন সেই নিষ্কলঙ্ক পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলে তাঁহার প্রতি কীদৃশ শ্রদ্ধা হইবে। পিতা মাতা গুরুর প্রতি ভক্তি হওয়া যখন আমাদের প্রকৃতি-মূলক; তখন যিনি পিতার পরম পিতা এবং গুরুর পরম গুরু, তাঁহা হইতে আমাদের আর ভক্তি ভাজন কে আছে? পরোপকারী সর্ব্বহিতৈষী মহাত্মার প্রতি যখন আমাদের কৃতজ্ঞতা আপনা হইতেই প্রবাহিত হয়, তখন প্রতি নিমেষে—প্রতি নিঃশ্বাসে যাঁহার উদার প্রসাদ এবং অপার করুণা উপভোগ করিতেছি, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা কেন না একেবারে উজ্জ্বলিত হইবে? তাঁহার মহিমা—তাঁহার পবিত্রতা—তাঁহার গুরুত্ব—তাঁহার অপার প্রেম মনে হইলেই আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি, কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বিরাজমান থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও পবিত্র বোধ হয়। যেমন সাধুর সহবাসে আপনাকে পুণ্যাত্মা মনে হয়, সেই প্রকার যখন আমাদের আত্মাতে সেই পবিত্র স্বরূপের বিশুদ্ধ ভাব অনুভূত হয়; তখন আমরা কি পবিত্রতাই লাভ করি! তাঁহার উপাসনাতে আমাদের মনের শ্রেয়সী প্রবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ হইয়া আমাদের প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধন করে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! ঈশ্বরের এই প্রকার পবিত্র উপাসনা এই হতভাগ্য পাপ-দূষিত বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হয় না। নিরাকার নির্ব্বিকার নির্ম্মল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের আরাধনার নিমিত্তে শত কি দশ ব্যক্তি একত্র হয়, এমন স্থান অতি দুর্ল্লভ। যদিও এই সমাজ মন্দিরে ঈশ্বরারাধনার নিমিত্তে এক এক সময়ে সহস্র ব্যক্তি মিলিত হইতেছেন, কিন্তু তাহাতেই বা কি? যে পরিমাণে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইতেছে—যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইছে, সেই পরিমাণে কি ধর্ম্মের বিস্তার হইতেছে?—সেই পরিমাণে কি ঈশ্বর প্রেম ব্যাপ্ত হইতেছে? যাঁহাদের সত্যের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা আছে—স্বদেশের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদের ভ্রাতৃ স্বরূপ দেশস্থ ব্যক্তি দিগের ধর্ম্মোন্নতির প্রতি প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত। বাহ্য শোভায় ভারত ভুমির কি হইবে? যতদিন পর্য্যন্ত এদেশে ধর্ম্মের ভাব এবং ধর্ম্মের মু-

লাধার ঈশ্বর প্রেম ব্যাপ্ত না হইবে; তত-দিন এদেশের প্রকৃত কল্যাণ বহুদূর। অত-এব বারম্বার বলিতেছি যে আপনাকে পবিত্র করিয়া স্বীয় মাতৃতুল্য জন্ম ভূমিতে পরম পবিত্র ঈশ্বর তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ থাকা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রশ্ন ও উত্তর।

প্র—ব্রাহ্মধর্ম্মের চতুর্থ বীজ কি?

উ—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।—"তাঁহাকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"।

প্র—কাহার প্রতি মনের প্রীতি হইতে পারে?

উ—সুন্দর বস্তুর প্রতি।

প্র—শরীরের সৌন্দর্য্য কিসে হয়?

উ—যাহার সমুদায় অবয়ব প্রকৃতিস্থ থাকে।

প্র—মনের সৌন্দর্য্য কিসে হয়?

উ—যে মনে পাপ কলঙ্ক স্পর্শ না হয়, যে মন পুণ্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ থাকে, যে মন ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত হয়।

প্র—শরীরের বিকৃতি কিসে হয়?

উ—রোগ দ্বারা।

প্র—মনের বিকৃতি কিসে হয়?

উ—পাপ দ্বারা।

প্র—মনের সুস্থতা কিসে হয়?

উ—পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা।"পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়ন্তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে"।—"পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন"।

প্র—ঈশ্বরের শরীর আছে কি না?

উ—নাই।

প্র—ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য কিসে হয়?

উ—তাঁহাতে পাপ কলঙ্ক নাই, তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, এই তাঁহার সৌন্দর্য্য।

প্র—ঈশ্বরের শরীর নাই, কিন্তু তাঁহার মন আছে কি না?

উ—নাই।

প্র—মন নাই তবে তিনি কিছু জানিতেছেন কি না?

উ—তিনি সকলই জানিতেছেন।

প্র—মন নাই অথচ তিনি সকলই জানিতে-ছেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

উ—তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব তিনি সকল-ই জানিতেছেন। মন পরিমিত পদার্থ, মন কতক জানিতে পারে; কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর সকলই জানিতেছেন।

প্র—তাঁহার জ্ঞান কোথায় প্রকাশ পাইতেছে?

উ—সমুদায় জগৎ কৌশলে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে।

প্র—কৌশল কাহাকে বলে?

উ—বিবিধ উপায় কোন এক লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্তে তৎপর হইলে তাহাকে কৌশল বলে।

প্র—জ্ঞান-শূন্য জড়বস্তু কোন কৌশলের কারণ হইতে পারে কি না?

উ—না। যাহার কিছুই জ্ঞান নাই, তাহার দ্বারা কোন কৌশলের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। কৌশলের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের অনুভব হয়।

প্র—জগতের প্রকৃতিতে কৌশলের লক্ষণ পাওয়া যায় কি না?

উ—অসংখ্য অসংখ্য কৌশল এই জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তুতে স্পষ্ট প্রকাশ পাই-তেছে। এই জগৎ কৌশলময় এক আ-শ্চর্য্য যন্ত্র।

প্র—জগৎ কর্ত্তা যে জ্ঞান-স্বরূপ তাহা জগৎ কৌশল দ্বারা প্রমাণ হয় কি না?

উ—নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়। যন্ত্রীর জ্ঞান নাই, অথচ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, ইহা নির্ব্বোধের বাক্য।

প্র—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব জগতের মধ্যে কিসে প্রকাশ পাইতেছে?

উ—তিনি জগতের শুভ উদ্দেশে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম দ্বারা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সু-স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

প্র—যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁ-

হার অবশ্য সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে?

উ—অবশ্যই আছে।

প্র—জগতের কৌশল দেখিয়া ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ প্রকাশ পায়?

উ—জ্ঞান স্বরূপ।

প্র—অবিভাগে জগতের সমুদায় নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য দেখিয়া ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ প্রকাশ পায়?

উ—মঙ্গল স্বরূপ।

প্র—ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপ হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করিয়া ভাবিলে কি দোষ হয়?

উ—তাহা হইলে ঈশ্বরকে জড় রূপে ভাবা হয়; তাঁহার স্বরূপকে বিনাশ করা হয়।

প্র—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করিয়া ভাবিলে কি দোষ হয়?

উ—ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করিয়া ভাবিলে তাঁহাতে দুই দোষ পড়ে; হয় তাঁহাকে উদাসীন বলা হয়, নয় তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলা হয়। যিনি আমাদিগের পরমপিতা, তিনি উদাসীনের ন্যায় কখন আমাদিগকে অবহেলা করেন না এবং শত্রুর ন্যায়ও কখন আমাদিগের অশুভ সঙ্কল্প করেন না; তিনি আমাদিগের পরম শরণ ও পরম সুহৃৎ।

প্র—ঈশ্বর অন্তবৎ না অনন্ত?

উ—অনন্ত।

প্র—অনন্তের সহিত জ্ঞানের সংযোগ করিলে ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়?

উ—সর্ব্বজ্ঞত্ব।

প্র—অনন্তের সহিত মঙ্গলের সংযোগ করিলে তাঁহার কোন্ স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়?

উ—তাঁহার অসাধু ভাবের অভাব নিষ্পন্ন হয়; তিনি নির্দ্দোষ, তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তিনি সুন্দর, তিনি আনন্দ রূপ, প্রেম স্বরূপ, ইহাই নিষ্পন্ন হয়।

প্র—অনন্তের সহিত শক্তির সংযোগ করিলে তাঁহার কোন্ স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়?

উ—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ইহাই নিষ্পন্ন হয়।

প্র—দেশেতে তিনি অনন্ত ইহা বলিলে তাঁহাকে কি বলা হয়?

উ—তিনি সর্ব্বব্যাপী।

প্র—কালেতে অনন্ত বলিলে তাঁহাকে কি বলা হয়?

উ—তিনি নিত্য।

প্র—ঈশ্বরের উপাসনা কি প্রকারে হয়?

উ—তাঁহার প্রতি মনের শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রীতি প্রকাশ দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনা হয়।

প্র—ঈশ্বরের কোন্ ভাব মনে আবির্ভূত হইলে তাঁহাতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়?

উ—পবিত্র ভাব।

প্র—ঈশ্বরের কোন্ ভাব মনে আবির্ভূত হইলে তাঁহাতে ভক্তি হয়?

উ—তাঁহার গুরুভাব।

প্র—তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাবের উদয় কিসে হয়?

উ—আমরা জন্মাবধি তাঁহা হইতে প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা স্মরণ হইলে আপনা হইতেই তাঁহাতে কৃতজ্ঞতা ভাবের উদয় হয়।

প্র—কিসে তাঁহার প্রতি প্রীতি ভাবের উদয় হয়?

উ—যখন মনে হয়, আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রেম দৃষ্টি সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং তিনি একমাত্র মঙ্গল স্বরূপ; তখনই তাঁহার প্রতি মনের পবিত্র প্রীতি সহজেই ধাবিত হয়।

প্র—শ্রেয় কাহাকে বলে?

উ—ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করার নাম শ্রেয়।

প্র—প্রেয় কাহাকে বলে?

সাংসারিক সুখে নিমগ্ন হওয়ার নাম প্রেয়।

প্র—শ্রেয় আর প্রেয়, এদুইয়ের মধ্যে কাহাকে অবলম্বন করিলে মঙ্গল হয়?

উ—শ্রেয়কে অবলম্বন করিলেই মঙ্গল হয়।

প্র—প্রেয়কে অবলম্বন করিলে কি হয়?

উ—পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

প্র—ঈশ্বরের পথ কি প্রকারে অবলম্বন করা হয়?

উ—তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলেই তাঁহার পথ অবলম্বন করা হয়।

প্র—তাঁহার প্রিয়কার্য্য কি প্রকারে সাধন হয় ?

উ—তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে তৎপর হইলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন হয়।

প্র—যাহারা স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতেই তৎপর থাকে, তাহারা শ্রেয়কে অবলম্বন করিতে পারে কি না ?

উ—না। তাহারদিগের প্রেয়কেই অবলম্বন করা হয়।

প্র—ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় কি প্রকারে জানা যায় ?

উ—ধর্ম্ম বুদ্ধি দ্বারা।—বুদ্ধি দ্বারা যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়, আর যে কর্ম্ম অকর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত। ব্রাহ্মধর্ম্মে ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে শুভ বুদ্ধি বলে।

প্র—আত্মার প্রসন্নতা কিসে হয় ?

উ—ধর্ম্ম বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে যিনি তৎপর থাকেন, তিনিই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

প্র—ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে " যে ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি "।—"ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোক করেন না।" ইহার তাৎপর্য্য কি ?

উ—ক্রোধের আতিশয্য হইলে ইন্দ্রিয় সকল ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক ক্রোধ পরবশ হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করে, পরে ক্রোধের শমতা হইলে ধর্ম্ম-বুদ্ধি যখন তিরস্কার করিতে থাকে তখন আত্মা শোক করিতে থাকে এবং তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। অতএব ক্রোধের অধীন না হইয়া ক্রোধকে ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীনে রাখিতে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবে।

প্র—কে আমাদিগের আত্মাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন ?

উ—পরমেশ্বর। আমাদিগের বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ ; আর অকর্ত্তব্য বলিয়া যাহা জানা যায়, তাহাই তাঁহার নিষেধ।

প্র—ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিলে আত্মাতে যে পাপস্পর্শ হয়, তাহা কি প্রকারে জানা যায় ?

উ—আত্মগ্লানি দ্বারা।

প্র—সে পাপ হইতে কি প্রকারে আমরা মুক্ত হইতে পারি ?

উ—অকৃত্রিম অনুশোচনা দ্বারা। মোহবশতঃ পাপাচরণ করিয়া যদি অকৃত্রিম অনুশোচনা করি, তাহা হইলে জগদীশ্বর পাপভার প্রপীড়িত আত্মাকে ঐ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে পুনর্ব্বার আত্ম প্রসন্নতা বিতরণ করেন।

পরনিন্দা।

" পরনিন্দা পরপীড়া এবুদ্ধি কেন ত্যজনা। "

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

এযাত্রা উদ্যানে গিয়া কি কি প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে ?—নানা প্রসঙ্গ শুনিলাম, তন্মধ্যে পরনিন্দাই প্রধান প্রসঙ্গ। প্রায় পরনিন্দা চর্চ্চাতেই দুই দিন গত হইল। পূর্ব্বাহ্নে স্নান ভোজনাদি সাঙ্গ হইয়া বন্ধু বান্ধব সকলে পুনর্ব্বার একত্রিত হইলে পর প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইচ্ছামত উপায় অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট বেলা ক্ষেপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ তাশ ক্রীড়াদিতে মগ্ন হইলেন, কেহ কেহ কাব্যাদি গ্রন্থ পাঠে রত হইলেন, কেহ বা দেশের আচার ব্যবহার ও উন্নতি অবনতির বিষয় লইয়া কথা উপস্থিত করিলেন, এবং কেহ কেহ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগে শয্যাতে লুণ্ঠমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন বিষয়তেই কাহারও বিশেষ সন্তোষ বোধ হইতেছিল না। কি প্রকারে এই দিবাটুকু গত হইবে, ইহা লইয়া সকলেই চিন্তা করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে রথারোহণে আর এক জন বিজ্ঞতম বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনিও প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, তোমরা অদ্যকার অমুক সম্বাদ পত্র পাঠ করিয়াছ ? ঐ পত্রে একটি বড় আশ্চর্য্য সম্বাদ আছে, তাহা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপ-

ম্ন হইয়াছি। কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল নিবাসী এক জন প্রসিদ্ধ ধনী-সন্তান সম্প্রতি সন্ধিচোর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র নিদ্রাসক্তদিগের নিদ্রা দূরীভুত হইল, তাশক্রীড়কদিগের ক্রীড়া রহিত হইল এবং গ্রন্থ পাঠকের গ্রন্থ বিরাম প্রাপ্ত হইল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া—কি কি—কি ব্যাপার? এই শব্দ করতঃ এক চিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেন তোমরা কি ইহার কিছুই শ্রবণ কর নাই? সম্প্রতি কি তোমরা কেহ দেশহিতৈষী মহাশয়ের ওখানে গমন কর নাই? দেশহিতৈষী মহাশয় কে? অমুক মহাশয়। অমুক মহাশয়? তিনিতো বিলক্ষণ দেশহিতৈষী,—যখন যাহার বাজার পড়ে, তখন তাহার সকল বিষয়ই লোকের কাছে আদরণীয় হয়। তিনি দেশ-হিতৈষী কি নিজহিতৈষী তাহা কে বুঝিবে? আমরা সকলই অবগত আছি; যে জন্য যে কার্য্য করা হয়, তাহা আমাদিগের নিকট কিছুই গোপন থাকে না। যে কর্ম্মটিকে সকল লোকেই এক্ষণে দেশের মঙ্গল-জনক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কত কত প্রধান রাজপুরুষদিগের প্রসাদ ভাজন হইবার উদ্দেশে যে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা কে বুঝিবে? কোন্ অভিপ্রায়ে যে কে কি কর্ম্ম করে, তাহা কি তোমরা সকল জানিতে পার? অমুক পল্লীর অমুক অমুক মহাশয় বড় সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহাদিগের সত্য কথা কহিবার তাৎপর্য্য কি জান? কেন অমুকের মুখে তো তাহাদিগের অনেক প্রশংসাই শুনিতে পাই, সে কি মিথ্যা কহিবে? না, সে ব্যক্তি এক্ষণে ধার্ম্মিকদিগের সর্ব্ব প্রধান; তাহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ লোক এক্ষণে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপর একজন কহিলেন, কি? ধার্ম্মিক দলের প্রধান তো? তবেই হইয়াছে। তোমার কি এক্ষণে সেখানে গতায়াত হইয়া থাকে? বিলক্ষণ, এত দিনের পর তোমার এতদ্দশা কবে ঘটিল? আমরা তো ইহার বাষ্পও জানিতে পারি নাই যে তুমি গোপনে গোপনে ধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছ। যাহা হউক সাবধান, দেখ যেন তুমিও ঐ দলের ন্যায় ধার্ম্মিক হইয়া উঠিও না। ওপ্রকার ধার্ম্মিক হইবার আশ্চর্য্য কি? উহাতে অর্থ সামর্থ্য কিছুরই আবশ্যক করে না। এইরূপে পরনিন্দার প্রবাহ সমুত্থিত হওয়াতে প্রত্যেকেই এক এক জন প্রধান লোক বা প্রধান দলের [illegible]সা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরস্[illegible]কলেই সকলের কথার পোষক হইয়া [illegible]োদিত হইতে লাগিলেন। কেহ ধার্ম্মিকের নিন্দা করিলেন, কেহ বিদ্বানের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন, কেহ রাজপুরুষদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া সকলের কথাকে জয় করিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রমে পরনিন্দার স্রোত চলিতে লাগিল। কোন্ দিক্ দিয়া যে সেই অবশিষ্ট বেলা গত হইল, তাহা কেহ জানিতেও পারিলেন না। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাগত সম্বাদদাতা বিদায় হইলেন এবং অবস্থিত বন্ধু গণ ঐ সম্বাদ দাতার স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কহিলেন, কেমন হে! ইহাকে কেমন বোধ হয়? আজ আর নূতন কি বোধ হইবে, ওব্যক্তিকেতো বিলক্ষণই জানা আছে, নিন্দকের অগ্রগণ্য, পরোক্ষে অপযশঃ করিতে অমন ব্যক্তি আর দুটি নাই। এইরূপে যিনি যিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহারই গুণানুবাদ হইতে লাগিল। ক্রমে কাহারও আর অপেক্ষা রহিল না।

ভাই আমি ঐ সমস্ত লোকের স্বভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের প্রতি উহাদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত নাই। কেবল লোকের অপযশ ঘোষণা করাই উহাদিগের প্রধান আনন্দ দেখিলাম। সম্বাদদাতা প্রথমতঃ আসিয়া যে সম্বাদ পত্রের কথা উপস্থিত করিলেন, উক্ত সম্বাদ পত্র সেই সমাজে উপস্থিত ছিল, কিন্তু কেহই তাহা উদ্ঘাটন করিয়া একবার দেখিলেন না, যে সম্বাদ দাতা যে বিষয়ের কথা কহিলেন, বস্তুতঃ সম্বাদ পত্রে তাহা লিখিত

আছে কি না? শ্রুতমাত্রেই অনায়াসে সকলেই একজন অতি ভদ্র প্রধান লোকের স্বভাব-বিরুদ্ধ কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহা লইয়া আমোদিত হইতে লাগিলেন। সম্বাদ দাতার কথায় আমার বিশ্বাস না হওয়াতে আমি সেই সভাস্থ সম্বাদ পত্রখানি যত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিলাম; কিন্তু তাহাতে উক্ত সম্বাদের বাষ্পমাত্রও দেখিতে না পাইয়া আমার মনে এমনি বিজাতীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, যে আমি এক কালে লোক সঙ্গ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। কোথায় ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোকের সহবাসে সুনীতি শিক্ষা করিবার মানসে ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গে উদ্যানে গমন করিলাম, না তাহার পরিবর্ত্তে কোথায় উহাদিগের পশু অপেক্ষা অধম চরিত্র দেখিয়া আমাকে মনস্তাপ পাইতে হইল! কি আশ্চর্য্য! পরের গ্লানি চর্চায় ঐ সমস্ত লোকের এমনি আনন্দ দেখিলাম, যে তাহাতে তা[illegible]দিগ্ বিদিক্ কিছুমাত্র বোধ প্রকাশ পাইল না। যত লোকের নাম উপস্থিত হইল এবং যত কর্ম্মের প্রসঙ্গ হইল, তাহাদিগের মুখে তৎ সমুদায়েরই নিন্দা শ্রবণ করিলাম। তাহাদিগের অনুপম অদ্ভুত বিবেচনায় কোন্ কর্ম্ম যে আদরণীয় ও কোন্ ব্যক্তি যে প্রশংসা ভাজন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যে সকল কর্ম্ম যথার্থতঃ নিন্দনীয় বলিয়া অবধারিত আছে এবং যে সকল লোকে বস্তুতঃ অপযশের পাত্র হইলেও হইতে পারে, উক্ত মহাশয়েরা সে সকল কার্য্য ও সে সমস্ত লোকের নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে এক প্রকার দুষ্ট দমন হইত কিন্তু তাহার বিপরীতে যে সমস্ত মহৎ লোক জন সমাজে অতি ভদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদিগের মুখে তৎ সমুদায়েরও বিজাতীয় গ্লানি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিশেষতঃ প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান কার্য্যই তাহাদিহের নিন্দার প্রধান বিষয় বলিয়া বোধ হইল। কি বলিব! সাক্ষাতে যে সকল মনুষ্যকে তাঁহাদিগকে বারম্বার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি এবং যে সমস্ত লোককে তাঁহারা এক এক ব্যক্তি আপনার হৃদয় বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ও যাহাদিগের নিকট হইতে এক এক জন অপরিশোধনীয় উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকলেই মুক্ত কণ্ঠে সেই সকল লোকের সহস্র প্রকার অপযশঃ কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা কস্মিন্কালে যে কখন আত্ম স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এমন কোন অংশেই বোধ হইল না, আপনাদিগকে যে তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত নির্দ্দোষ মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহাদিগের পরস্পরের মুখেই পরস্পরের সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাঁহারা যে সমস্ত লোকে একত্রিত হইয়া অন্যের নিন্দাবাদ করিলেন, পুনর্ব্বার তাহাদিগের মধ্যে এক এক জন এক এক জনের অসাক্ষাতে তাহার সমস্ত গুণাগুণ বর্ণন করিলেন। হায় হায় পরনিন্দা মনুষ্যের কি প্রিয়!

ভাই তুমি যথার্থ বলিতেছ, অনেকেরি এই প্রকার কুস্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল মনুষ্য এরূপ নহে। নিন্দক এক জাতি স্বতন্ত্র, তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই, সত্য মিথ্যার বিশেষ নাই, আত্মপর জ্ঞান নাই এবং সম্ভব অসম্ভবের প্রতি ও দৃষ্টিপাত নাই। যে কোন প্রকার হউক, পরের যশোলোপ করিতে পারিলেই তাহাদিগের মহা আনন্দ অনুভূত হয়। কাহারও চরিত্র শোধন ও দোষ নিরাকরণের জন্য সাধুব্যক্তিকে যদিও কখন কাহারও যথার্থ দোষ উল্লেখ করিতে হয়, তথাচ তাহাতে তাঁহাদিগের মনে বেদনা বোধ ও বিশেষ ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু নিন্দাশীল লোকে অনেক সময় অনেক লোকের প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপ করিয়াই আনন্দিত হয়। অপরের নিন্দাতে তাহাদিগের যে প্রকার আহ্লাদ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লাভেও তাহাদিগের তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না। পর দ্বেষী নিন্দক লোকেরা কোন্ বিষয়ের নিন্দা করিতেছে, কোন্ ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং কি প্রকার স্থানে কথা কহিতেছে, এসক-

ন্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে না। পরনিন্দাপ্রিয় লোকে যখন কোন মহৎ লোকের অপযশের কোন প্রকার প্রমাণ না পায়, তখন "নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ" বলিয়াও সেই কথাকে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যাহারা জন শ্রুতিকে ঐ অযশের প্রমাণ করিতে চেষ্টা পায়, তাহারাই স্বয়ং সেই জনশ্রুতির মূল।

ফলতঃ পরদ্বেষই পরনিন্দার প্রতি প্রধান কারণ। যে সকল দ্বেষ পরবশ পুরুষ অন্যের বিত্ত সম্পদ ও শ্রী সৌভাগ্য সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা কোন লোকের যশঃ পৌরুষও সহিতে পারে না এবং সেই সকল বিদ্বেষক লোকেই সর্ব্বদা অন্যের মান হরণ ও যশোলোপ করিতে ব্যগ্র হয়। বিদ্বেষকেরা পরের গৌরব লঘু করিয়া আপনি তৎসমান হইতে ইচ্ছা করে, এবং তাহারাই সর্ব্বদা অন্যের গুণেতে দোষারোপ করিয়া আপনাদিগের হৃদয় বেদনা দূর করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের সে নিদারুণ অন্তর্জ্বালা নিবারণ হয় না। বিদ্বেষক লোকে অগ্রে মহতেরই মান হরণ করিবার প্রয়াস পায়। ইহা এক্ষণে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে এবং পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থেতেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে সময় যে ব্যক্তি কোন মহৎ বিষয়ে সমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য ও মান্য হইয়া উঠে, বিদ্বেষক লোকে অগ্রে তাহারই মহিমা হরণ করিতে চেষ্টা পায়। কোন কালে কোন অসাধারণ লোকেই দ্বেষ পরবশ পুরুষদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। বিদ্বেষকদিগের বিষদূষিত দংশনে অনেক সময় অনেক অসামান্য লোকের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে।

বিদ্বেষ যেমন পর নিন্দার প্রতি একটি প্রধান কারণ, বিকৃত স্বভাব সেই রূপ উহার আর একটি কারণ। প্রায় দুষ্ট লোকেই পরের গ্লানি চর্চা করিয়া আনন্দিত হয়। যদি যশোপহারী নিন্দকদিগের স্বভাব অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে পরিষ্কার রূপে জানাযায় যে যে ব্যক্তির মন যে দোষে দূষিত থাকে, সে ব্যক্তি অন্যের প্রতি সেই দোষ আরোপ করিতে পারিলে মহা সন্তুষ্ট হয় এবং সে সর্ব্বদা সেই দোষেরই আলাপ করিয়া থাকে। কোন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোক যেমন অপর কুষ্ঠীকে সন্দর্শন করিলে প্রবোধ প্রাপ্ত হয় এবং অন্যের নিরাময়, সুস্থশরীরে ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার অভিলাষ করে ; পাপাসক্ত পুরুষেরাও সেই রূপ অন্যের পাপসঙ্ঘটন শুনিয়া মহা আহ্লাদিত হয় এবং অন্যের নিষ্কলঙ্ক স্বভাবে কলঙ্ক জন্মাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগের অনুষ্ঠিত অধর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা তদীয় গ্লানি নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে নির্দোষ সাধুদিগের প্রতি মিথ্যা দোষ আরোপ করিয়া আত্মগ্লানি দূর করিবার চেষ্টা পায়। তাহাদিগের মন যে অধর্ম্মে সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকে, তাহারা যত জন মনুষ্যের প্রতি সেই অধর্ম্ম আরোপ করিতে পারে, তদনুসারে আপনাদিগের পাপভারের লাঘব মনে করিয়া থাকে। অসাধু লোকে যে সাধুদিগের মহিমা হরণ করিতে পারিলে মহাসন্তুষ্ট হয় এবং তজ্জন্য যে নানা প্রকার উপায় চেষ্টা করে, একথা অনেকেরই গোচর আছে। কিন্তু যাহারা এইরূপে অন্যের যশোলোপ ও মহিমা হরণ করে ও সাধু চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করে, তাহারা দস্যু তস্কর অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধী এবং তদপেক্ষাও অধিক দণ্ডভাগী।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৬॥০ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ১ ভাদ্র বুধবার সম্বৎ ১৯১৬ কলিগতাব্দ ৪৯৬০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায নমোনমঃ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি তাবৎ সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম; অনন্যমনা হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভযাদস্যাগ্নিস্তপতি ভযাত্তপতি সূর্য্যঃ। ভযাদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
ত্বমেকম্ শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং
ত্বমেকঞ্জগৎপালকম্ স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পম্।
ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণম্ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্
পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়ন্ত্বাম্ স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো
বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ।
সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশম্
ভবাম্ভোধিপোতম্ শরণ্যম্ ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক দিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্ব রহিত, সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই॥

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্নমুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

পঞ্চম উপদেশ।

ঈশ্বরানুরাগ এবং বিষয়-বিরাগ।

ব্রহ্মেতে অনুরাগ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন নিষ্ফল। অনুরাগের আলোকে ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে যদ্রূপ প্রকাশিত হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন না। অনুরাগের এরূপ প্রভা যে যে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, তাহা সমুজ্জ্বলিত হয়—যে সত্য ছায়ার ন্যায় মনে হয়, তাহা প্রদীপ্ত হয়—যে ধর্ম্ম আয়াস-সাধ্য অতি কঠোর, তাহাও মধু স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরই আমাদের সেই অনুরাগের প্রেরয়িতা এবং তিনি নিজেই তাহার বিষয়। তাহার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা হইলে তিনি স্বয়ং আমাদের অন্নপান হয়েন। তাঁহার প্রতি অনুরাগ দৃঢ়তর হওয়া আমাদের সমুদায় ধর্ম্ম কার্য্যের অব্যর্থ ফল; আমরা বিষয়াকর্ষণকে বল-পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া যে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করি, সে শিক্ষা কেবল ইহারই জন্য যে আমরা সেই সর্ব্বাতীত পরমেশ্বরের সহবাস লাভের যোগ্য হই। আমরা আমাদিগের দুর্ব্বিনীত প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া যে ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি, তাহাতে কেবল আমাদের ঈশ্বরের পথে যাইবার শিক্ষা হয়। আমরা যে মুক্তি-লাভের জন্য অনন্ত ভাবিকালের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি, ধর্ম্ম আমাদের এই জীবদ্দশাতেই সেই মুক্তির সোপান প্রদর্শন করিতেছেন।

ধর্ম্ম যেমন আমারদিগকে ব্রহ্মধামে লইয়া যান, সেই রূপ এই পৃথিবীলোকেও ধর্ম্ম আমাদের মন্ত্রী ও সহায়। কি বিষয়ী ব্যক্তি কি ঈশ্বরানুরাগী; ধর্ম্ম সকলেরই সুহৃৎ ও রক্ষক। যাহারা কেবল বিষয় সুখকেই প্রার্থনা করে, ধর্ম্ম পথে থাকিলেই তাহাদের মঙ্গল—এবং যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। একদিকে শ্রেয়, একদিকে প্রেয়; একদিকে সংসার, একদিকে ঈশ্বর—এদুয়েতেই সমান অনুরাগ হয় না। যাহাদের সংসারে অ-

নুরাগ, তাহাদের ঈশ্বরে বিরাগ—যাহাদের ঈশ্বরে অনুরাগ, তাহাদের সংসারে বিরাগ। গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যে বাস করাতেই যে বৈরাগ্য হয়, তাহা নহে। ঈশ্বরে অনুরাগই যথার্থ বৈরাগ্য পথ। ধর্ম্মই সেই পথের পথ-প্রদর্শক। আমরা কুপ্রবৃত্তির উপরে ধর্ম্মকে যতবার জয়ী হইতে দিই—ধর্ম্মের সুতীব্র ভৎর্সনাতে স্বার্থ-পরতার কুটিল মন্ত্রণাকে যত বার নিরস্ত করি; ততই আমরা বল পাই, ততই আমাদের শিক্ষা হয়—বিষয়ের প্রতিস্রোতে যাইবার জন্য ততই প্রস্তুত হই। বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের মুক্তি। পাপ হইতে দূরে থাকিবার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাই আমাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা। ঈশ্বরে যে অটল অনুরাগ, সেই অনুরাগই আমাদের প্রকৃত বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগের যে প্রকার স্বর্গীয় ভাব,—ধর্ম্মের যে প্রকার মাহাত্ম্য, তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তাহা কেবল ইহ লোকের জন্য নহে। গর্ব্ভস্থিত বালকের সুচারু অঙ্গসৌষ্ঠব ও কর্ম্মক্ষম ইন্দ্রিয় সকল দেখিলে যেমন তাহাকে চিরকাল গর্ব্ভে থাকিবারই উপযুক্ত বোধ হয় না, কিন্তু এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীর উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়; সেই রূপ মনুষ্যের নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—ঈশ্বরে নিঃস্বার্থ অনুরাগ দেখিয়া তাহাকে ভাবিকালের মহত্তর উচ্চতর অবস্থার উপযুক্ত বোধ হয়। এই সকল ভাব পৃথিবীর ভাব হইতে এত উচ্চতর, যে এখানে তাহাদের সম্যক্ চরিতার্থতা কখনই হয় না। বিষয় সুখ অকাতরে বিসর্জন দেওয়া—পৃথিবীর খ্যাতি প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করা—কেবল এই পৃথিবীর জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না।

যাহারা কেবল বিষয় সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় ধর্ম্মকে প্রার্থনা করে, তাহাদের অতি নীচ লক্ষ্য। স্বোপার্জ্জিত দুর্ল্লভ ধর্ম্ম রত্নের বিনিময়ে ক্ষুদ্র বিষয় সুখ কদাপি প্রার্থনীয় হইতে পারে না। ধর্ম্মের উপযুক্ত লক্ষ্য, ধর্ম্মের যোগ্য পুরস্কার, কেবল সেই ধর্ম্মাবহ একমাত্র পরমেশ্বর। ধর্ম্মপথ মধ্য পথ। ধর্ম্ম সংসার-বন্ধন রক্ষা করেন, ধর্ম্ম মোক্ষের সেতু হইয়া ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যান। বিষয়-সুখ-ভোগের জন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অতি নিকৃষ্ট—ঈশ্বরের জন্য যে ধর্ম্ম, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যে ধর্ম্মকে উপার্জ্জন ও রক্ষা করি; পার্থিব কোন বস্তু তাহার সম্যক্ লক্ষ্য কখনই হইতে পারে না। বিষয় সুখের জন্য কে প্রাণ দিতে পারে? কিন্তু ধর্ম্মের জন্যই প্রাণ দেওয়া যায়। বিষয় সুখকে যদি ধর্ম্মের পুরস্কার মনে করা যায়—স্বার্থপরতার চরিতার্থতা যদি ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য হয়; তবে সে ধর্ম্ম রক্ষা করা বিষম দায়। বহু আয়াসে, বহু দিবসে, বহু কষ্টে, যদি সে ধর্ম্ম কিছু রক্ষা হয়; তবে পরম সৌভাগ্য। ধর্ম্মকে যাহারা কেবল বিষয় উপভোগের উপায় করে, তাহাদের নিকটে ধর্ম্ম রক্ষার কত ব্যাঘাত, কত প্রতিবন্ধক। যখন ধর্ম্মের সঙ্গে সুখের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়; তখন সেই সুখ বিসর্জনে তাহাদের কি কষ্ট। ধর্ম্ম যখন গম্ভীর স্বরে ত্যাগের আদেশ প্রদান করে; তখন বিষয় ত্যাগ তাহাদের কি তিক্ত বোধ হয়। তাহাদের লক্ষ্য কেবল সুখ, ধর্ম্ম কেবল তাহাদের উপায় মাত্র; এইহেতু ধর্ম্ম রক্ষা তাহাদের অতীব কষ্টদায়ক। ধর্ম্মের মূর্ত্তি তাহাদের নিকটে কখনই সৌন্দর্য্যময়ী হয় না, কিন্তু সর্ব্বদাই বিরস দেখায়। ধর্ম্মের পথ তাহারা কখনই সরল জ্ঞান করে না, কিন্তু কণ্টকাবৃতই বোধ করিয়া থাকে।

এই জন্য ধর্ম্মের প্রাণ ঈশ্বরে অনুরাগ। ঈশ্বরলাভের জন্যই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ উপায়; বিষয় সুখের জন্য তাহা অতি কনিষ্ঠ উপায়। ঈশ্বর যিনি মহীয়ান্, তাঁহাকে পাইবার জন্যই ধর্ম্ম আমাদের সহায়; বিষয় সুখ যে কনীয়ান্, ধর্ম্ম তাহার যোগ্য বস্তু হইতে পারে না। একদিকে সংসার, একদিকে ঈশ্বর, মধ্যে ধর্ম্ম। এদিকের মঙ্গলের জন্যও ধর্ম্ম আবশ্যক; ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্যও ধর্ম্ম সহায়। যাহারা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক সুখ ভোগে রত থাকে; এখানে তাহাদের কথা হইতেছে না। এখানে মনুষ্যের বিষয়ে বলা যাইতেছে; পশুতুল্য

লোকের বিষয় নহে। সংসারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহারা ধর্ম্ম উপার্জন করে, ধর্ম্ম তাহাদের উপরের শ্রেণীতে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য থাকে, ধর্ম্ম তাহাদের আশ্রয় ভূমি স্বরূপ। ধর্ম্মের প্রথম পুরস্কার ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া; তাহার শেষ পুরস্কার ঈশ্বরকে লাভ করা। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইলে ধর্ম্মের পথ আপনা হইতেই সহজ হইয়া যায়। যাহাদিগের পবিত্র হৃদয়ে সেই বিশুদ্ধ অনুরাগ প্রথমেই প্রদীপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম শিক্ষা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, তাহা তাহাদের সহজেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু যাহাদের প্রথমেই ঈশ্বরে অনুরাগ অনুভব না হয়, ধর্ম্মই ক্রমে তাহাদের মনে সেই অনুরাগ উদ্দীপন করেন। স্বার্থপরতার বিপরীত ভাব ঈশ্বরের অনুরাগ—ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা-গুরু!

ধর্ম্মেতে যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; ধর্ম্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও পাপের স্বাভাবিক মলিনত্ব যাঁহারা প্রতীতি করিয়াছেন; তাঁহারা যে ঈশ্বরের পথেরই অভিমুখী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিষয় ত্যাগ, বিষয় বিসর্জন, প্রথমে ধর্ম্মের উপদেশে এসকলের শিক্ষা হয়। ধর্ম্মের অনুরোধে যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি—বিষয়ের যত প্রতিকূলগামী হই—ঈশ্বরের পথে ততই অগ্রসর হইতে থাকি;ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য ততই বল পাই। বিষয় হইতে মন যত আকৃষ্ট হয়,বিষয়ের অতীত পদার্থের প্রতি ততই ধাবমান হয়। এদিকে যে পরিমাণে বিরাগ উপস্থিত হয়, ঈশ্বরের অনুরাগ সেই পরিমাণে উজ্জ্বল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অনুরাগ যেমন প্রবল হইতে থাকে, তেমনি ধর্ম্মবল আরো বৃদ্ধি হয়, বিষয়াকর্ষণ আরো ক্ষীণ হয়। অতএব প্রথমে যাঁহার ধর্ম্মের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, ইহা নিশ্চয় যে ঈশ্বর তাঁহার অনুরাগ শীঘ্রই তাঁহার মনে উদ্দীপন করেন। ঈশ্বর তো সর্ব্বত্রই তাঁহার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং প্রতিক্ষণেই আমারদিগকে আহ্বান করিতেছেন; আমরা তাঁহার সন্নিধানের উপযুক্ত হইলেই তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মই প্রথমে আমাদের সহায় হয়েন।

বিষয় সুখ যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে সে বিপরীত লক্ষ্য, সে লক্ষ্য সিদ্ধিতেও বিস্তর ব্যাঘাত। বিষয়-সুখ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ধর্ম্ম পথে গমন করিতে হয়; আনুসঙ্গিক যদি বিষয় সুখ রক্ষা পায়, তবে ভালই। ধর্ম্ম কিছু বিষয় সুখের অনুচর নহে—কিন্তু ধর্ম্মের অনুচর যদি বিষয় সুখ হয়, তবে তাহা অবশ্য সেব্য। আমরা আত্মসুখের জন্য ধর্ম্মকে প্রার্থনা করিলে সে কেবল স্বার্থপরতা মাত্র। স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে নিরাহারে দিনযাপন করাতে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের ভাব নিঃস্বার্থ ভাব। বিষয় সুখ যে ধর্ম্মের অব্যর্থ পুরস্কার তাহা নহে; কিন্তু সুবিমল আত্ম প্রসাদই ধর্ম্মের পুরস্কার, ঈশ্বরই ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার। ধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতির নিকটে স্বর্ণ রৌপ্য হীরকের পার্থিব জ্যোতি কোথায় থাকে? কেবল এক লক্ষ্যের দোষে ধর্ম্মকেও দূষিত মনে হয়। বিষয় সুখই যাহার লক্ষ্য থাকে, সে পৃথিবীতে ধর্ম্মের হীনাবস্থা ও পাপের স্ফীতভাব দেখিয়া ঈশ্বরের অখণ্ড মঙ্গল স্বরূপেতেও দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে হয়তো এই মনে করে যে আমি সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে থাকিয়া কেবল লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতেছি; আর পাপী ব্যক্তি ধন মান প্রভুত্ব বর্দ্ধন করিয়া কেমন সুখে কাল যাপন করিতেছে; অতএব ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই বিচার নাই। ধর্ম্মকে যাহারা সুখের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহাদের মুখ হইতে এই রূপ আক্ষেপোক্তি [illegible] সময় শ্রবণ করা যায়।

ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে—বিষয় সুখ হইতে তো অনেক সময় পরিচ্যুত হইতেই হইবে—কুপ্রবৃত্তির বিপরীত পথে তো অনেকবার গমন করিতেই হইবে। আমাদের যদি মুলধন সঞ্চিত থাকে, তবে অতিরিক্ত ধনের

ক্ষতিতে তেমন বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় না। ঈশ্বরকে যিনি মূলধন রূপে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, বিষয় ত্যাগে তাঁহার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। যিনি সকল সম্পদের সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিষয় বিপদকে তাঁহার বিপদ বোধ হয় না। তিনি সুখের সময় সেই সর্ব্বসুখদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া সেই সুখকে দ্বিগুণিত করেন, এবং বিপদের সময় তিনি সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। পাপই তাঁহার নিকটে অমঙ্গল; দুঃখও বাস্তবিক অমঙ্গল নহে, বিপদও বাস্তবিক অমঙ্গল নহে। আত্মার কিসে আত্মপ্রসাদ থাকে—ঈশ্বর কিসে নিরন্তর জ্ঞানচক্ষে প্রকাশিত থাকেন; ইহাতেই তাঁহার প্রাণগত যত্ন—এবং তদনুরূপ আচরণে তৎপর থাকেন। কিসে লোকে মান্য হইব, এজন্য তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় না। ঈশ্বর হইতে পাছে বিচ্যুতি হয়, এই ভয়েই তিনি পাপ হইতে দূরে থাকেন; লোকেরা পাছে মন্দ বলে, ইহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার কপটতা কুটিলতা ছদ্মতা অভ্যাস করিতে হয় না।

যাঁহারা ধর্ম্মেতে অনেক সময় বিষয় সুখের হানি দেখিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে দোষারোপ করেন, তাঁহারা ধার্ম্মিকদিগের বৃদ্ধবয়সে যৌবন কালের বলবীর্য্য উদ্যমের হ্রাস দেখিয়াও তো সেই রূপ বলিতে পারেন? বিষয় সুখ যদি ধর্ম্মের যথার্থ বিষয় হইত, তবে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই অধিক বিষয়ী হইত; তবে ধর্ম্মের যত উপার্জ্জন হইত, ইন্দ্রিয় সকল ততই বিবৃতদ্বার হইত, বিষয় লালসা ততই বৃদ্ধি হইত, ভোগের শক্তি ততই প্রবলা হইত। কিন্তু বাস্তবিক ঠিক তাহার বিপরীত। ব্রহ্ম-রস-গ্রহ ধার্ম্মিক-বৃদ্ধ দিন দিন আপনাকে স্বীয় গম্য স্থানের নিকট জানিয়া সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও হৃষ্ট থাকেন; বিষয় ভোগের লালসা তাঁহাকে আর সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না।

ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা বিষয় সুখ হইতে বিরত হয় বলিয়া যে পাপী ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে থাকে, এমত নহে। পাপীর যে যন্ত্রণা সে সেই পাপী জানে, আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। তাহাদের যদি ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, অশ্ব, রথ, গজ, পর্য্যঙ্ক থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহারা নরক সমান স্বকীয় হৃদয় জ্বালাতেই সর্ব্বদা অস্থির, তাহাদের কোন সুখ উপভোগের ক্ষমতাই থাকে না। তাহাদের নিকটে এই জগৎ দাবদাহময় হয়। তথাপি করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না; তাহারদিগকে আপনিই দণ্ড বিধান দ্বারা বিপথ হইতে স্বপথে আহ্বান করেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ষষ্ঠ উপদেশ।

বিষয়-সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ।

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"
ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমাদের তৃপ্তির স্থল, আমাদের শান্তি-নিকেতন। ব্রহ্মানন্দই আমাদের ইহকাল ও পরকালের অবিনশ্বর সম্বল। বিষয়-সুখের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ কালেতে অনন্ত এবং ভারেতেও অপরিমেয়। ব্রহ্মানন্দ যেমন স্থায়ী, তেমনি গভীর। মনুষ্যের আত্মা অতি মহৎ; ক্ষুদ্র পদার্থে নিরন্তর লিপ্ত থাকিয়া সে সুস্থ থাকিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সৌভাগ্যের অজস্র দান উপভোগ করিতেছে; বিপুল মান, অতুল ঐশ্বর্য্য, মহোচ্চ পদ, অটল প্রভুত্ব ভোগেই ইহজীবনকে ব্যয় করিতেছে; তাহাদের তৃপ্তি সুখ কখনই নাই; এই প্রকার অতৃপ্তিই সেই ভূমার প্রতি আমাদের আত্মার প্রধান আকর্ষণ। বিষয় শৃঙ্খলে বদ্ধ না থাকিয়া বিষয়ের অতীত পদার্থকে অন্বেষণ করি, ইহাই আমাদের উৎকৃষ্ট অধিকার। ধর্ম্মের আদেশে বিষয় স্রোতের প্রতিকূলে ইচ্ছাকে নিয়োগ

করিতে পারি, এই আমাদের আশ্চর্য্য শক্তি। যাঁহার আত্মা ধর্ম্ম-বলে সবল হইয়াছে— পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে, বিষয়-সুখ যে কি ক্ষুদ্র তাহা তিনিই বুঝিয়াছেন। আমরা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া—কুপ্রবৃত্তিকে বল পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া বহু আয়াসে বহু দিবসে যে ধর্ম্মরত্ন উপার্জ্জন করি, কোন পার্থিব ধন কি তাহার বিনিময়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে? কখনই না। ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার ঈশ্বর। ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য যে দিকে গমন করি, সেই দিক্ই তিমিরাবৃত শূন্য। দিগ্দর্শনের শলাকা যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তর দক্ষিণ মুখীন হইয়া থাকে এবং বাহির হইতে বিঘ্ন পাইলেই সেই শলাকা বিপরীত দিকে চালিত হয়, আমাদের আত্মাও সেই প্রকার। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থাতে সে ঈশ্বরের দিকেই দৃষ্টি করে। কিন্তু যদি বিষয়াকর্ষণ প্রবল হয়—যদি কুদৃষ্টান্ত বা কুসংসর্গের জাল বিস্তৃত হয়, তবেই সে অন্য দিকে গমন করে। আত্মার সুস্থাবস্থাতে ঈশ্বরই তাহার উপজীবিকা, ধর্ম্মই তাহার মন্ত্রী। পাপই বিকৃতি। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই অস্বাভাবিক। বালক কাল অবধিই ঈশ্বরের ভাব এবং ধর্ম্মের ভাব অল্প অল্প পরিস্ফুটিত হইতে থাকে। বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে ঈশ্বর-জ্ঞান আরম্ভ হয় এবং বিষয়-বুদ্ধির সহিত তাহার ধর্ম্ম-বুদ্ধির উদ্বোধ হইতে থাকে। সেই স্বাভাবিক ঈশ্বরের ভাব এবং সেই স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বুদ্ধির উদ্দীপন করিয়া দিবার জন্য প্রথম হইতেই তাহার ধর্ম্ম-প্রদর্শকের সহায় আবশ্যক। সত্য কথা বলাই বালকদিগের স্বাভাবিক ভাব; তাহারা কুটিলতা শিক্ষা না করিলে আর তাহাদের মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পিতা মাতার প্রতি বালকদিগের যে একটি নির্ভরের ভাব—একটি অটল নিষ্ঠা আছে; বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল ভাব ঈশ্বরেতেই পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক: কিন্তু সেই সকলের উদ্দীপন হয় না বলিয়া এক্ষণে নির্ব্বাণপ্রায় দেখা যাইতেছে। যখন তাহারা দেখে, তাহাদের পিতা মাতা কেবলই বিষয়ে মগ্ন আছেন, ঈশ্বরের উপাসনাতে কাহারো মন নাই; তখন কিরূপে তাহাদের ঈশ্বরের ভাব সমুজ্জ্বলিত হইতে পারে? এই হেতু পরিবারের মধ্যে এক জন সৎ আচার্য্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কেবল এই উদ্দেশ্য, যাহাতে ধর্ম্মের ভাব এবং ঈশ্বরের ভাব সকলের আত্মাতে জাগ্রত হয়। ধর্ম্মের ভাব, কর্ত্তব্য জ্ঞান, ঈশ্বর স্পৃহা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহা উদ্বোধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। আমরা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যেমন জড়ীভূত হইতেছি, অজ্ঞান বশতঃ সে রূপ নয়। আমরা যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানি—ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করি, তাহা যদি অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি; তবে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা কি থাকে? ধর্ম্মের আদেশ আমাদের বুদ্ধি ভূমিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে—ধর্ম্মের তীব্রতর ভৎর্সনাতে কুপ্রবৃত্তি সকল অনেক সময়ে সঙ্কুচিত হইতেছে; কিন্তু সেই ধর্ম্মের বলকে আরো বলবান করা আমাদের প্রয়োজন। আমরা যদি আমাদের ঈশ্বরের ভাব কেবল স্বভাবের হস্তে অর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকি, তবে তাহাতে কোন ফলই দর্শে না। যদি শব দেখিয়া আমাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—যদি বিপদে পড়িয়াই ঈশ্বরকে মনে হয়—তবে তাহাতে কি হইতে পারে? আমরা সকল সময়েতেই যে তাঁহার আশ্রিত এবং তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, এই ভাব নিরন্তর মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা যেমন বন্ধুর সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, সেই রূপ ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিলে তাঁহাকে জানার কোন ফল নাই। আমরা জানিলাম, ঈশ্বর আমাদিগের পরম পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র; কিন্তু পুত্রের ন্যায় যদি তাঁহাকে ভক্তি না করি, পুত্রের ন্যায় তাঁহাতে নির্ভর না করি; তবে সে জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। আমরা জানিলাম ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু অল্পজ্ঞ মনুষ্যকে যে রূপ

সাক্ষাৎ দেখি, তাহাকে যদি তদ্রূপ করিয়াও না দেখি; সামান্য লোকের অনুরোধে কোন অসৎকর্ম্ম হইতে যেমন নিবৃত্ত হই, তাঁহার অনুরোধ ততটুকুও রক্ষা করিয়া না চলি, তবে সে জ্ঞান বৃথা। আমরা যদি কর্ম্মের সময় ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া থাকি এবং কেবল উপাসনার সময়ই তাঁহাকে মনে করি, তবে এখনো তাঁহার সহিত সে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয় নাই। কর্ম্মের সময়ই আপনার কর্ম্ম—উপাসনার সময়ই তাঁহার কার্য্য, এমত নহে। ধর্ম্ম কার্য্য যাহা কিছু করি; সকলই তাঁহার কার্য্য—তাঁহার প্রিয় কার্য্য; স্বার্থপরতার কুমন্ত্রণাতে যে কিছু ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করি, তাহাই তাঁহার কার্য্য নহে; তাহাই পরিহার করা আমারদিগের প্রাণ পণে কর্ত্তব্য। যখন তিনি আমাদের ন্যায়বান্ রাজা আর আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা; তখন তাঁহার আদেশ পালন না করা কি বিগর্হিত কর্ম্ম। যখন তিনি আমাদের প্রভু, আর আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য; তখন তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করা কি অকৃতজ্ঞতার কর্ম্ম।

ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা ইহকালেই আবশ্যক; নতুবা আমাদের মহতী বিনষ্টি। কি কর্ম্মক্ষেত্রে কি ব্রাহ্মসমাজে সকল সময়েই আমরা যেন তাঁহার কার্য্যে এবং তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকি। তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের দেবত্ব হয়। সংসার দুর্দ্দিবসের ঝঞ্ঝা শিলাপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্রহ্মরূপ নিকেতন আমাদের এখানেই আবশ্যক। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, কেহই তাঁহা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সম্পদ্ এবং সম্পদের অনুচরেরাও যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করে—বন্ধুগণ যদিও বিচ্ছিন্ন হয়; তথাপি ঈশ্বর হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। আমরা নির্জ্জনেও একাকী নহি—বিপদের সময়ও নিরাশ্রিত নহি; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত সর্ব্বদাই আছেন এবং তিনি তাঁহার শীতল আশ্রয়ের ছায়া সর্ব্বদাই বিস্তার করিতেছেন। এই বিস্তীর্ণ জগৎ শ্মশান তুল্য শূন্য নহে কিন্তু ইহা উৎসব-পূর্ণ দেব-মন্দির।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত, তাহার কিছুতেই শান্তি নাই। সাংসারিক সম্পদই তাহার জীবন সর্ব্বস্ব—সাংসারিক বিপদই তাহার মৃত্যু তুল্য। বিষয় লোলুপ ব্যক্তি যে বিষয় লইয়া সুখী থাকিতে পারে তাহাও নহে। বিষয় পাইবার পূর্ব্বে যেরূপ উদ্যোগ থাকে, যেরূপ উদ্যম থাকে, তাহা পাইলে আর সেরূপ থাকে না; পুনর্ব্বার নূতন বিষয়ের পশ্চাতে মন ধাবমান হয়। বিষয় লাভে তৃপ্তি-সুখ কখনই হয় না। প্রথমতঃ বিষয় পাইবার জন্য কেমন ব্যগ্রতা ও কি কষ্ট। দ্বিতীয়তঃ না পাইলে কেমন অসুখ! তৃতীয়তঃ বিষয় পাইলেও তাহাতে অতৃপ্তি! চতুর্থতঃ পাইবার পর নষ্ট হইলে কেমন যন্ত্রণা! এই সকল যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার মধ্য দিয়াই ঘোর বিষয়ী ব্যক্তির অহর্নিশ বিচরণ করিতে হয়। কোথায় যে সে শান্তি পাইবে, এমন স্থান নাই। তাহারা অমৃতের পুত্র হইয়া সংসার চক্রেই আবর্ত্তিত হইতে থাকে, কোথাও শান্তি পায় না। তাহারা সুখ মরীচিকায় প্রতিবার আশ্বাসিত এবং প্রতিবার প্রবঞ্চিত হইয়া কেবল ঘূর্ণায়মান হয় এবং পরিশেষে হয় তো সংসারের প্রতি মনুষ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপেও দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সেই সকল ব্যক্তিরা ইহা অবগত নহে, যে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মনুষ্য কখনই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভূমা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবেই পরিতৃপ্ত থাকেন। ঈশ্বরকে যাঁহারা মূলধন রূপে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন; পার্থিব বিষয়াভাবে তাঁহারা মুমূর্ষ হয়েন না। বিষয় জনিত হর্ষ, শোক; সংসারের বিপদ সম্পদ; তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারে না। সকল অবস্থাতে তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াই সুখী থাকেন। ধন পাইলেও তাঁহাদের এক প্রকার কর্ত্তব্য; দরিদ্রাবস্থাতেও তাঁহাদের অন্যরূপ কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে কোন কর্ম্ম করেন, তাহা ঈশ্বরেতেই সমর্পণ করেন; তাঁহার প্রিয়কার্য্য হইতে কেহই তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে

পারে না। তাঁহারা সেই মহান্ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া কি মহত্ত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা সেই সকল সম্পদের সম্পদকে পাইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

বিষয় সুখেই যদি আমরা প্রমত্ত থাকি—সংসার ভিন্ন যদি আমাদের নিকটে আর সকলই অসার হয়; তবে আমরা আমাদের মহত্তর শ্রেষ্ঠতর অধিকার হইতে প্রচ্যুত হই। ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে সকল সম্বন্ধ, তাহা অননুভূত থাকে। ধর্ম্মের যে সকল মহান্ ভাব, তাহা অব্যক্ত রূপে স্থিতি করে। সুখই যাহাদের ধর্ম্ম এবং দুঃখই পাপ, নিঃস্বার্থ ভাব যে কি, তাহা তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে? ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি যে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দান করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগের নিকটে সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র। ঈশ্বর-প্রীতি যে মনুষ্যকে দেবত্বপদে স্থাপিত করে,সে কল্পনামাত্র। সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এই স্থির করেন, যে মনুষ্যের সকল কর্ম্মের সমুদয় ধর্ম্মের লক্ষ্য কেবল স্বার্থপরতা। তাহারা মনুষ্যের মহদ্ভাব সকলকে পশু ভাবের তুল্য করিতে চাহে এবং তাহার জ্ঞান-ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মাকে জড় করিতে চাহে। তাহারা মনুষ্যের আশা, ভরশা, জ্ঞান ধর্ম্ম, সকলই এই সঙ্কীর্ণস্থান ও সঙ্কীর্ণ কালেই বদ্ধ করিতে চাহে এবং মৃত্যুর সঙ্গেই তাহার আত্মার ধ্বংশ ও বিনাশ ঘোষণা করে। সাবধান যেন তাহাদের উপদেশ-গরল কেহ প্রমাদগ্রস্ত হইয়া ভক্ষণ না করেন।

যাঁহারা ধর্ম্মের পথে দণ্ডায়মান আছেন এবং পুণ্য পদবীতে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহারা উক্ত প্রকার ভ্রমজালে কদাপি পতিত হয়েন না। পুণ্যের যে কি মনোহর মূর্ত্তি—ঈশ্বর-প্রীতি যে কি রমণীয় পদার্থ—ব্রহ্মানন্দ যে কি মহান্ আনন্দ—ঈশ্বরের সহিত যে কি প্রকার চির-সম্বন্ধ; তাঁহারা ইহা পরীক্ষাতেই জানিতেছেন, বৃথা যুক্তিতে তাঁহারা ভুলিবার নহেন। একেতো আমাদের দেশ অধর্ম্মের আলয় হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রও যদি নীচ হীন পাপ কলঙ্কিত হয়, উপদেষ্টাও যদি সেই রূপ হয়,গৃহীতাও যদি বিনীত ভাবে সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করেন; তবে এদেশের মঙ্গল কোথায়? যাঁহারা এই প্রকার বিষম বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা বোধ হয় আপনাদের স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই এই রূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। অনন্ত কালের নিমিত্তে আমাদের আত্মার সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা বিনাশ করিতে চাহেন। তাঁহাদিগকে এক প্রকার আত্মঘাতী বলিলেও বলা যায়। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ ধর্ম্মের কি পবিত্র, প্রশান্ত ভাব—ভূমা ঈশ্বরেতে আমাদের কেমন আরাম—ব্রহ্মানন্দ কি সুগভীর, কি স্থায়ী; তবে আর ভ্রমপথের পথিক হইতে হইবে না। আমরা জ্ঞানালাপেতেই যেন তৃপ্ত না থাকি। ঈশ্বরেতে আমাদের কতদূর প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহার কার্য্য করিবার সময়ই পরীক্ষা হয়। তাঁহাকে প্রীতিকর এবং আনন্দের সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। ইহাতেই মঙ্গল, ইহাতেই মুক্তি।

চুঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ।

গত ৫ বৈশাখ রবিবার চুঁচড়া নগরে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহার সমুদয় ব্যয় রাজ-কোষ হইতেই নির্ব্বাহ হইতেছে। সকল ব্রাহ্মেরা তজ্জন্য তাঁহার নিকটে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন, এবং মনের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। চুঁচড়াতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উপাসনা কালে তথাকার শ্রদ্ধাবান্ ব্রহ্ম-পরায়ণ জনগণ দ্বারা সমাজ-গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথাকার লোকের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবার শীঘ্রই সম্ভাবনা। এই সমাজে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হয়। সমাজ সংস্থাপনের দিবস যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বোধ করি ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, যখন আমাদের মনে অত্যন্ত আনন্দ রসের

সঞ্চার হয়,তখন স্বভাবতই বাক্‌রোধ হইতে থাকে, সুতরাং তৎকালিক মনের ভাব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেই রূপ বহু দিবসের অভিলষিত বিষয়ে আপনাদিগকে সিদ্ধকামদৃষ্টে অর্থাৎ এই চুঁচড়া নগরীতে “ব্রাহ্মসমাজ” স্থাপিত হইবাতে আমরা যে কি রূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা না বাক্য দ্বারা বলিতে, না বর্ণ দ্বারা বর্ণনা করিতে সমর্থ হই। যেমন সমুদ্র যাবতীয় রত্ন রাজী ধারণ করাতে রত্নাকর বলিয়া বিখ্যাত, তদ্রূপ ব্রাহ্মসমাজ সকল সুখরত্নের আকর হইবাতে কেননা সুখ রত্নাকর বলিয়া স্বীকৃত হইবে? কিন্তু হা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ব্যক্তি এই পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াই অকারণ ইহার প্রতি বিজাতীয় বৈরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যের বিমল মহিমা ও অসাধারণ জ্যোতিঃ কতদিন অপ্রকাশিত থাকিতে পারে? যাঁহারা এই সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন,তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়ন; প্রতিদিবস অত্মানুসন্ধান ও মন স্থির করিয়া পর ব্রহ্ম চিন্তন এবং সাধুসংসর্গ করেন। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে মন নির্ম্মল হইবে, সুতরাং মন নির্ম্মল হইলে স্বভাবতই তাঁহার প্রতি প্রীতি জন্মিবে। যত প্রীতি বৃত্তি উন্নত হইতে থাকিবে,ততই সাংসারিক দুঃখ আর তাহার নিকট বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত রহিবে এবং তাহার মনে নিত্য সুখের আবির্ভাব হইতে থাকিবেক, যে সুখ তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে থাকিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সকল সুখের আকর ব্রাহ্ম সমাজ। যে স্থলে উপস্থিতানন্তর আমরা ব্রহ্ম বিষয়ক নানাবিধ সদুপদেশ প্রাপ্ত হই সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে সেই প্রাণ দাতা প্রাণ নাথের গুণ গান দ্বারা অপার আনন্দ সম্ভোগ করি, যে স্থল মুক্তিরূপ সুখ মঞ্চে উঠিবার সোপান স্বরূপ, তাহার বহু কাল স্থায়িত্ব বিষয়ে প্রচুর প্রযত্ন করা কি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক, দেশীয় লোক ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত হইবেক, পরস্পর প্রেম ভাব ধারণ করিবে, ইহা কি সৌভাগ্যের বিষয় নহে? যদিও এই বঙ্গদেশে নূতন নূতন ইংরাজি ও বঙ্গ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে, তথাপি তাহা হইতে দেশের সম্পূর্ণ সুখসৌভাগ্যের প্রত্যাশা কোথায়? যত দিন না এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হয়, তত দিন এই ভারতবর্ষে কখনই সুখ-সূর্য্য উদয় হইবেনা। অতএব সকলের কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্ম সমাজের উন্নিতি সাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত্ন করেন, যদ্দ্বারা এই ভারতবর্ষ ক্রমে হর্ষ প্রদ হইয়া উঠিবে”।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১।—কয়েকজন আধুনিক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত পরিমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে ইতি পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ সূর্য্যকে পৃথিবী হইতে যতদূরে স্থিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা তদপেক্ষা অধিক দূরে আছে। পূর্ব্বে সূর্য্যকে পৃথিবী হইতে প্রায় এক কোটি বিংশতি লক্ষ যোজন দূরে স্থিত বলিয়াই স্থির ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা আরও ১৪৫০০০ যোজন পথ দূরস্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২।—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ডোনেটাই যে ধূমকেতু প্রকাশ পায়, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিশেষ রূপে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে উক্ত ধূমকেতু মধ্যে মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। প্রায় দ্বি সহস্র বৎসরে উক্ত ধূমকেতু সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

রসায়ন বিদ্যা

১।—ইহা প্রায় অনেকেরি বিদিত আছে, যে সুইডেন রাজ্যে যে প্রকার উৎকৃষ্ট লৌহ জন্মে, তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় না। এক্ষণে আয়ার্লণ্ড দেশেও উৎকৃষ্ট লৌহ জন্মিবার সূত্রপাত হইয়াছে। আয়ার্লণ্ড বাসি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পকারেরা এক প্রকার খনিজ পদার্থ দ্বারা সামান্য লৌহ

দগ্ধ করিয়া তাহাকে অতি উৎকৃষ্ট রূপে পরিণত করিতে পারে। ঐ খনিজ পদার্থও অতি সুলভ। যেমন মৃত্তিকার নিম্নে অনেকানেক স্থানে পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে, উক্ত পদার্থেরও সেই রূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খনি আছে। ঐ সকল খনি খনন করিলেই উক্ত পদার্থ প্রচুর রূপে লব্ধ হইতে পারে। ঐ খনিজ পদার্থ যেমন সুলভ, উহা দ্বারা যে লৌহ প্রস্তুত হইবে সুতরাং তাহও তদ্রূপ সুলভ হইবে।

২।—ইউরোপীয় অসাধারণ রসায়ণ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগের অসামান্য যত্ন দ্বারা নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত শিল্পজাত পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহারা কোন প্রকার উদ্ভিদের রস পরিণত না করিয়াও পদার্থান্তর দ্বারা উৎকৃষ্ট শর্করা প্রস্তুত করিতেছেন এবং গো মহিষাদি পশু শরীর ব্যতিরেকেও অপূর্ব্ব বসা উৎপন্ন করিতেছেন*।

৩।—মিল্‌টব্রলি নামক একজন পণ্ডিত এক প্রকার আশ্চর্য্য কালো গুঁড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ গুঁড়া কোন প্রকার উদ্ভিদের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলে তাহাতে আর কীট দংশনাদির ভয় থাকে না। ঐ কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ বিশেষের শক্তি জন্য কোন প্রকার কীট পতঙ্গাদি আসিয়া রক্ষিত বৃক্ষের আঘাত জন্মাইতে পারে না। উহার এমনি তেজ যে স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ অনিষ্টকারি কীটাদি প্রাণ ত্যাগ করে। উক্ত চূর্ণ ভূমিকেও সারবতী করে এবং আবৃত বৃক্ষের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। উহা গন্ধক বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হয়*।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।—সম্প্রতি আস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর ভূকম্পন ও অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক এক স্থানে বহুদূর মৃত্তিকার নিম্নে শুষ্ক তৃণের স্তর দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে প্রলয় ভূকম্পন দ্বারা তত্রস্থ ভূমি আন্দোলিত হইয়া উপরি ভাগ অধঃস্থ হওয়াতে ঐ শুষ্ক তৃণ পূর্ণ ভূমিখণ্ড উক্ত প্রকারে প্রোথিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে আস্ট্রেলিয়া রাজ্যে আরও বিস্তর ভূমিকম্প ঘটিয়া তথাকার মৃত্তিকা সকল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে পর তবে উক্ত স্থান সম্পূর্ণ রূপে প্রজাবর্গের বাসোপযুক্ত হইবে।

* Chambers Journal.

NATURAL RELIGION.

The god of natural religion is not a human deity, whom we can bring down to our own level and measure by our own insignificance; for nothing can be more absurd than to suppose that a god who explains nothing in the world, must of necessity resemble that world; but this unknown divinity strengthens instead of disturbing our reason. He forms our point of departure, as every original principle is the source of demonstration without the power of being demonstrated itself. We know nothing of his nature, beyond that he is complete in intelligence, goodness, and power; nor of his eternity, except that no image of it can be furnished by time. We are better acquainted with him in his works than in himself; but we see everywhere reflected in his works indications of his perfection and greatness. We know that he has created, and we see that he governs the world. We believe and admit creation, although we make no attempt to explain it, for it has no analogy with any human act. In like manner, we follow with love and respect the development of the views of Providence, without representing God to our minds as an unskilful and uncertain artificer. The true God has no human attributes. Passion, inconstancy, and effort, belong not to his nature; that serene and omnipotent will extracts worlds from nonentity, with all their incalculable developments; that unlimited intelligence comprehends at the same moment all time and all

space; that supreme love embraces simultaneously all created beings, and sees every one present before him in his individual identity. God has placed us in the world to govern while we traverse it. We pass along under his eye and hand, but in the fulness of the liberty derived from him, sustained by the eternal decrees of his power, animated by the never-ceasing love which he feels for the creature he has made. Through him, nothing is wanting to us here below in our only important undertaking, for he has given us duty and freedom; through him, nothing can fail us in the future, for in death he will satisfy the desires of our hearts and minds by giving us himself for nourishment, by filling us with the sight of his glory, and the overflowings of his love. What signifies it that we must tread even over flints upon briars, to arrive at such a termination? True happiness must be conquered to ascertain its real value. We accept the trial courageously; and we convert our sacrifices into a hymn of praise to the glory of the God who supports and calls us. This world, so completely filled with his divinity, is no longer a prison, but a temple.

From the moment when we learn our origin and end, as children of God, destined through his munificent rule to return to him again, we feel that our first duty is to unite ourselves with our heavenly Father, and to employ every moment of life in testifying our gratitude. We owe worship to God, and for our own necessities and consolation we are called upon to adore him. How are we to offer up our praises to the great Creator, who, by his single will, has produced the world from nothing, whose power and grandeur have no parallel, and cannot be expressed by words; who exists above time and space in absolute independence and consummate felicity? Amongst the most signal benefits which God has conferred upon us, we must reckon that he has imposed a law, assigned a task, and furnished an opportunity of serving him, by co-operating, as it were, in his own work. Without liberty, we should be incapable of worship. God has assigned to us, in some measure, for the exercise of our freedom, our active powers, and our duty, a limited sphere, in which, after his example, we can do good, and contribute to the general unity. We can maintain ourselves wholly and healthfully, in body and spirit, without contracting pollution, without enervating or weakening the understanding. We are enabled to exercise the faculties of the body, to direct the powers of the mind towards eternal truth, and to love everlasting beauty with all our hearts. We can, while following the prescribed path, discern in our front, and on every side, those of our breathren who are condemned to suffer, through ignorance, vice, disease, or calamity, and we can fly to their assistance with indefatigable ardour. We can bind up their wounds, allay their thirst, distribute to them our superfluity, or make them partakers of our competence, enlarge their minds, and cure or revive their hearts, and in the absence of other aid, we can animate them by our example, while we teach them to know and serve God, and to find enjoyment in his service. While looking on life with lofty views, we can devote ourselves to science, labour without intermission, not for ourselves, but in the cause of truth, penetrate the secrets of nature, and distribute to the living world, or consecrate to posterity, those treasures which God has dispensed to us, that our brethren may

participate in them through our exertions.

M. Jules Simon.

বিজ্ঞাপন।

বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য।

সর্ব্বসাধারণের সুলভার্থ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষেরা নিম্নলিখিত পুস্তক দ্বয়ের মূল্য ন্যূন করিয়া অতি অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অতএব যাঁহার প্রয়োজন হয়, নিম্ন নির্দ্দিষ্ট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৴০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	৴০

শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং তদনুযায়ী বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় ১৮ অধ্যায় একত্রিত পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূল্য .... ৭৲

ঐ প্রথম অধ্যায়ের মূল্য	।৵০
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৲
তৃতীয় অধ্যায়	।৴০
চতুর্থ অধ্যায়	॥০
পঞ্চম অধ্যায়	।৶০
ষষ্ঠ অধ্যায়	।৶০
সপ্তম অধ্যায়	।০
অষ্টম অধ্যায়	।৴০
নবম অধ্যায়	।০
দশম অধ্যায়	।৴০
একাদশ অধ্যায়	।৵০
দ্বাদশ অধ্যায়	৵০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	॥৵০
চতুর্দ্দশ অধ্যায়	।০
পঞ্চদশ অধ্যায়	৶০
ষোড়শ অধ্যায়	৶০
সপ্তদশ অধ্যায়	৶০
অষ্টাদশ অধ্যায়	৸৶০

কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং তাহার মূল্য দুই আনা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সঙ্গীত রস সহকারে আত্মতত্ত্ব আলোচনা পক্ষে তাহা মহোপকারী হইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় এই সভার পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হইবেন।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অবিকল অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তাহাতে দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি নিবেশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র, যাঁহার প্রয়োজন হয় সভার কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

চারুপাঠের তৃতীয়ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য বার আনা মাত্র।

তত্ত্বাবলির প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র

রামোপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

বেদান্তসার পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

১ আশ্বিন শুক্রবার সম্বৎ ১৯১৭ কলিগতাব্দ ৪৯৬০

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি।একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

জগদীশ্বর পূর্ণ-মঙ্গল।

জগৎস্থ সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের অপার করুণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটি বিষয়ের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ঈশ্বরের অপার করুণা প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রথমতঃ জগদীশ্বর যেখানে যত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, সমুদায় কৌশলের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের হিতসঙ্কল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কি বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্মাদি উদ্ভিদ পদার্থ; কি অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকাদি জড় পদার্থ; কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীব সমূহ; করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর যে স্থলে যত প্রকার কৌশল বিস্তার করিয়াছেন, তৎসমুদয়েতেই কেবল তাঁহার শুভাভিপ্রায় প্রকাশ রহিয়াছে। এক একটি উদ্ভিদের মধ্যে তাঁহার কত প্রকার মঙ্গল ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। যে প্রকার করিয়া বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, যে নিয়মে বৃক্ষ লতাদি মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়া জীবিত থাকে এবং যে অদ্ভুত কৌশলে বৃক্ষ লতাদিতে ফল পুষ্পের উৎপত্তি হয়, তাহা অবগত হইলে কোন ব্যক্তি জগদীশ্বরের অপার করুণা কীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় স্থিত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইবার জন্য করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর যে সকল অদ্ভুত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই সংসারে বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। বৃক্ষ লতাদি যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বীজ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পুনর্ব্বার ফল বিশিষ্ট হইয়া অন্য বৃক্ষাদি উৎপন্ন করে, তাহা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অপার করুণাকর জগদীশ্বরের মঙ্গল ভাবে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এক একটি উদ্ভিদ কত উৎকট উৎকট রোগ নিবারণের ঔষধ হইয়া সংসারের হিত সাধন করিতেছে, কত কত পুষ্প দ্বারা আমাদিগের কত প্রকার উপকার দর্শিতেছে এবং কত তৃণ শস্য ও ফলাদি ভক্ষণ করিয়া কত জীব জীবিত রহিয়াছে। উদ্ভিদ রাজ্যের এই সমস্ত কল্যাণকর নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিশ্বকারণ জগদীশ্বরের পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ কীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে অগ্নি জল ও মৃত্তিকাদি জড় পদার্থে যত প্রকার কৌশল আছে, তৎ সমুদায় কেবল বিশ্বসংসারের হিত সাধনের জন্যই সম্পাদিত হইয়াছে। তেজঃ দ্বারা আমাদিগের যত উপকার সিদ্ধ হয়, জল আমাদিগের যে রাশি রাশি হিত সাধন করে এবং মৃত্তিকাদি অপর জড় পদার্থ হইতে আমাদিগের যে রাশি রাশি

উপকার দর্শিয়া থাকে, তাহার প্রতি একবার মনঃসংযোগ করিলে মন আপনা হইতেই ঈশ্বরকে মঙ্গল পূর্ণ বলিতে ব্যগ্র হয়। জীব শরীরের সমুদায় কৌশলও আমাদিগের সুখ জনক। অস্থি, শিরা, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুর সংযোগে এক একটি জীবের শরীর রচিত হইয়াছে এবং হস্ত, পদ, নাসা, গ্রীবা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয় দ্বারা জীব শরীরের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, অথচ ঐ সমুদায় ধাতু এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় আমাদিগের অশেষ প্রকার সুখ সাধন করিতেছে। আমরা যে কোন জীবের শরীর বিষয়ক কৌশল পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহাতেই তাহার সুখ সাধন উপযোগিতা দেখিতে পাই, বিহঙ্গ জাতি স্বীয় অবয়ব লইয়া কেমন সুখেতে আকাশ পথে বিচরণ করে; মৎস্যও আপন শরীর লইয়া কেমন সচ্ছন্দ পূর্ব্বক জলেতে সন্তরণ করে। কীট পতঙ্গাদি আপনাদিগের ক্ষুদ্র আকৃতি লইয়া কেমন পরম সুখে অবস্থিতি করে, পশু গণ আপনাদিগের প্রকৃতি অনুযায়ী আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কত প্রকার সুখই ভোগ করে। আমাদিগের এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরাই বা কত প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হই। আমাদিগের শরীরস্থ অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত কৌশলই আমাদিগকে অশেষবিধ সুখ প্রদান করে। কি অস্থি সন্ধি,কি শিরাবন্ধন,কি পাকস্থলী;কি শোণিত সঞ্চালন,কি চক্ষু কর্ণ,কি হস্ত পদ,সমুদায় শারীরিক কৌশলই আমাদিগের সুখের কারণ। আমরা প্রয়োজন মত হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিয়া কত সুখ ভোগ করি, সমস্ত শরীরে যথাবিধি শিরা সকল বিদ্যমান থাকাতে আমরা কত প্রকার সুখ প্রাপ্ত হই। পাকস্থলীতে সমুদায় ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া রস রক্তাদি রূপে পরিণত হওয়াতেই বা আমরা কত সচ্ছন্দতা লাভ করি, হৃদয়স্থ রক্ত ভাণ্ডার হইতে সমস্ত শরীরে শোণিত সঞ্চালিত হওয়াতেই বা আমাদিগের কত সুখের উৎপত্তি হয়। আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা নানা প্রকার সুস্বর শ্রবণ করিয়া কত অনির্ব্বচনীয় সুখই ভোগ করি, চক্ষু দ্বারা অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই কত সুখ লাভ করি, এবং নাসিকা দ্বারা নানাবিধ সৌরভ প্রাপ্ত ও রসেন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াও কত সুখে সুখী হই। বিশেষতঃ করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর জীব গণের জীবিকা লাভ বিষয়ে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সকরুণ মঙ্গল পূর্ণভাব সুস্পষ্ট প্রদীপ্ত রহিয়াছে। অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী চিরকাল আবশ্যক মত অন্নপান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, তথাপি তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারের শেষ হইতেছে না। ভূমণ্ডলে কত প্রকার জীব জন্তু বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন, এবং কত প্রকার জন্তুর যে কত প্রকার খাদ্য প্রয়োজন, তাহাও নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। যাহা এক জীবের খাদ্য, তাহা অন্য জীবের অখাদ্য, যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কোন প্রাণী সুখেতে শরীর ধারণ করিতে পারে, সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কোন প্রাণীর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সকল প্রকার জীবই আপন আপন উপযুক্ত ভোজন পান প্রাপ্ত হইয়া সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে। যাহার যে দ্রব্যের প্রয়োজন, সে তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে। অতি ক্ষুদ্র কীটাণুও তাহার প্রয়োজন মত আহার প্রাপ্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং অতিকায় মাতঙ্গ ও তিমি মৎস্য আপন আপন ভোজ্য দ্রব্য লাভ করিয়া সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে। তিমি মৎস্য গভীর সাগর গর্ব্তে অবস্থিতি করিয়াও আপনার জীবিকা লাভ করিতেছে, আবার কোন বিহঙ্গ উচ্চতর পর্ব্বত শৃঙ্গে উপবেসন করিয়াও আপনার আহার প্রাপ্ত হইতেছে, যে জীব দুস্তর সাগর পরিবেষ্টিত দ্বীপে উৎপন্ন হইতেছে সেও তথা হইতে আপনার উপজীব্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে কোন জন্তু বৃক্ষ কোটর বা পর্ব্বত গহ্বরে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, সেও তাহার জীবনোপযুক্ত জীবিকা লাভ করিতেছে। এই রূপ ভূমণ্ডলের যে স্থলে যত প্রকার জীব নিবসতি করিতেছে, সকলেই আপন আপন আকাঙ্ক্ষ মত অন্ন পান লাভ করিয়া সুখেতে কাল হরণ করিতেছে। ক-

রুণাপূর্ণ জগদীশ্বর যে প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে প্রতিনিয়ত অসংখ্য অসংখ্য জীবকে অন্ন পান পরিবেসন করিতেছেন, তাঁহার প্রতি একবার মনোযোগ করিলে অতি স্থূলদর্শী লোকের হৃদয়েও তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাব প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া ও শ্রবণ ক্রিয়াদির সহিত যে সকল অনুপম সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, ঐ সকল সুখের সংযোগ ব্যতিরেকেও অনায়াসে আমরা দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতাম, অথবা সুখের পরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র প্রকার দুঃখ ভোগের সহিতও উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত। আমরা এক্ষণে চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সুখ ভোগ করিয়া থাকি, আমাদিগের দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইবার জন্য তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর কেবল আমাদিগের সুখ সাধন উদ্দেশে দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ঐ সকল সুখের সংযোগ করিয়াছেন, তিনি যদি করুণাপূর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহিত সহস্র প্রকার দুঃখের সংযোগ করিয়া দিতেন। আমরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সঞ্চালন করিলে অশেষ প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইতাম, অথচ সেই দুঃখের সহিতই আমাদিগের দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। আমরা এক্ষণে কোন হরিত বর্ণ শস্য ক্ষেত্র, কি কোন রমণীয় পুষ্প কানন, অথবা কোন উন্নত মহীরুহ, কি সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র, অথবা কোন বিকশিত পদ্ম কানন প্রভৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া যে প্রকার সুখ ভোগ করি এবং বেণু বীণা ও বিহঙ্গাদির সুস্বর শ্রবণ করিয়া যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা না করিয়া কেবল দুঃখই প্রাপ্ত হইতাম। আমাদিগের কোমল নেত্র ক্ষেত্রে কঠিন কঙ্কর স্পৃষ্ট হইলে যে প্রকার ক্লেশ জন্মে, সর্ব্ব প্রকার পদার্থের দর্শনেই তদ্রূপ দুঃখের অনুভব হইত এবং সমস্ত সুস্বরকেই কঠোর বজ্র নাদের ন্যায় বোধ হইত এবং অতি সুকোমল সুখ-স্পর্শ পদার্থ স্পর্শ করিলেও সুতীক্ষ্ণ কণ্টক বেধের ন্যায় পীড়া জন্মিত। তিনি পূর্ণমঙ্গল স্বরূপ না হইলে আমরা অতি উপাদেয় দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিলেও অতি তিক্ত দুঃসেব্য দ্রব্য ভক্ষণের তুল্য যন্ত্রণা ভোগ করিতাম। আমরা আর কোন প্রকারেই সুখী হইতে পারিতাম না, প্রত্যেক কার্য্য সাধনে আমাদিগকে কেবল সহস্র প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। অতএব যখন তাঁহার সমুদায় কৌশলের মধ্যে কেবলই আমাদিগের সুখোদ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তখন তাঁহাকে করুণাপূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ ভিন্ন আর আমরা কি বলিতে পারি।

সাগর গর্ভে তাঁহার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে, নক্ষত্র মণ্ডলে তাঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে, শস্য ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় মঙ্গল ভাব বিস্তার করিয়াছেন, এবং পর্ব্বত শিখরেও তাঁহার করুণা দেদীপ্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে। পুষ্প কাননে তাঁহার করুণা ব্যক্ত রহিয়াছে এবং মনুষ্য মনে তাঁহার দয়া বিরাজ করিতেছে, অতি সূক্ষ্ম কীটাণুও তাঁহার করুণা অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেছে এবং প্রকাণ্ড মাতঙ্গও তাঁহার করুণার আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে। যে করুণাময় পরম পিতা জীব গণের রক্ষার জন্য শুষ্ক মরুভূমিতে বারিদ বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া পানীয় প্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়াছেন, এবং তুষারাবৃত লাপলাণ্ড দেশেও মৃগ বিশেষের সৃষ্টি করিয়া তথাকার লোক দিগকে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার কৃপায় গর্ভস্থ সন্তানও জরায়ু মধ্যে কালযাপন করিয়া আপনার জীবিকা প্রাপ্ত হইতেছে এবং ভূমিষ্ঠ শিশুও মাতৃস্তন্য পান করিয়া সুখী হইতেছে, যিনি কেবল আমাদিগের সুখের উদ্দেশ করিয়া সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে পূর্ণ মঙ্গল করুণাময় পুরুষ বলিতে মনের কিছুমাত্র সংকোচ হয় না।

অদ্ভুত কীটাণু।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে কীটাণু বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি দ্বারা যেমন আকাশ মণ্ডলে দিনদিন অগণ্য লোকের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, সেই রূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার জীব প্রকাশ পাইতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বিচিত্র প্রকার জীব সন্দর্শন করিয়া এক কালে এমনি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে কস্মিন কালে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের জীব সৃষ্টির সীমা করিতে পারিবে না। আমরা যে সকল স্থানে কোন ক্রমেই জীবের সৃষ্টি বিদ্যমান থাকা মনে করিতে পারি না, বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন জগদীশ্বর সেই সকল স্থানে এপ্রকার অচিন্তনীয় অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা কোন রূপে আমাদিগের কল্পনা পথে আসাও সম্ভব নহে।

এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে দুইটী বিকটাকার দুর্দ্দর্শ জন্তুর প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহারা উভয়েই কীটাণু। সামান্য চক্ষে উহার একটিকেও দেখা যায় না, অথচ অণুবীক্ষণ দ্বারা উহাদিগকে সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে শঙ্কা উপস্থিত হয়। উহারা জলেতে বাস করে এবং বিন্দুমাত্র জলেতেই পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারে। জলপান করিবার সময় উক্তপ্রকার কত কীট হয়তো আমাদিগের উদর মধ্যে গমন করে। বৃহৎ বৃশ্চিকাকার কীটাণু শরীরে অঙ্গুরীয় সদৃশ যে সকল চিহ্ন আছে, ঐ কীটাণু আপন ইচ্ছামত অঙ্গুরীয় গুলিকে সংকোচ ও বিকোচ করিতে পারে, ঐ অঙ্গুরীয় গুলির সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা উহা এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমন করিতে শক্ত হয়। উহা যখন এরূপে চলিয়া যায়, তখন উহার শরীর হইতে এক প্রকার চমৎকার জ্যোতিঃ নির্গত হয়। চলিবার সময় ঐকীট শত শত ক্ষুদ্র পদ বাহির করে, ঐ পদ গুলির আকার অতি সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায়। উহার শরীরের উভয় পার্শ্বে পক্ষ সদৃশ কতক গুলি আশ্চর্য্য অবয়ব আছে। ঐ অবয়ব দ্বারা উক্ত কীট আপনার শ্বাস ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকে। উক্ত অবয়ব গুলি দেখিতে অতি সুন্দর এবং রক্ত বর্ণ। উহার সকল শরীরের মধ্যে শিরোদেশের শোভা অতি রমণীয়। অতি সুনিপুণ শিল্পকার বিশেষ যত্ন করিলেও উক্ত প্রকার আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন না। মস্তকটি যেন উজ্জ্বল রত্ন মণ্ডিত। মুখের পুরোভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুণ্ডাকার পাঁচটি বিশেষ স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, ঐ ইন্দ্রিয় গুলি এত তীক্ষ্ণ যে অতি সহজেই উহাদ্বারা উক্ত কীটাণু সকল পদার্থের স্পর্শানুভব করিতে পারে। উহা মুখবিস্তার করিলে তিন পাটী দন্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং শুণ্ডাকার একপ্রকার প্রকাণ্ড অবয়ব

প্রকাশ পায়। উক্ত কীট আপন ইচ্ছা মত অনায়াসে ঐ অবয়ব সঞ্চালন করিয়া কার্য্য সাধন করিতে পারে। এপ্রকার অদ্ভুত কীটাণু কেহ কস্মিন কালে সন্দর্শন করে নাই, বস্তুতঃ উহার শরীর অতি শোভনীয়, বিচিত্র বর্ণ বর্ণিত উৎকৃষ্ট রজতময় কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সুবর্ণ ও প্রবালাদি রত্নজড়িত পরিচ্ছদে সুশোভিত।

দ্বিতীয় কীটাণুটিকেও প্রাণীতত্ত্ব পরায়ণ পণ্ডিতেরা ঐ জাতীয় অনুভব করিয়াছেন কিন্তু উহার সহিত ইহার আকারের অনেক ইতর বিশেষ আছে। প্রথমটি রক্তবর্ণ এবং সুবর্ণালঙ্কৃত। দ্বিতীয়টির আকার কৃষ্ণ বর্ণ এবং শক্র ধনুর ন্যায় অলঙ্কার বিশিষ্ট। প্রথমটিকে প্রস্তরের নীচে হইতে পাওয়াযায় এবং দ্বিতীয়টি এক প্রকার পঙ্কের নিম্ন হইতে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় কীটাণুর উভয় পার্শ্বে অনেক গুলি সূত্র সদৃশ অঙ্গ আছে, উক্ত কীট ঐ সকল অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা চঞ্চল হইয়া সর্ব্বদা নৃত্য করে। করুণাময় জগদীশ্বর উক্ত কীটাণু শরীরে ঐ সকল অঙ্গ রচনা করিয়া যে কেবল উহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন এমন নহে, ঐ অঙ্গ গুলি দ্বারা উক্ত কীটা্ণু আপনার দেহ রক্ষা ও জীবিকা লাভ করিয়া থাকে। ঐ অঙ্গ গুলি এক একটি এক একপ্রকার আশ্চর্য্য অস্ত্র স্বরূপ। কোন অঙ্গ বল্লমের কার্য্য সম্পাদন করে, কোন অঙ্গ দ্বারা অসির কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। উহার শরীরে বড়িশবৎ এক প্রকার অস্ত্র দীর্ঘ সূত্র সদৃশ অঙ্গ বিশেষে সংলগ্ন আছে। ঐ কীট প্রয়োজন মত ঐ বড়িশ নিংক্ষেপ করিয়া আপনার ভোজ্য জীব আহরণ করিতে সমর্থ হয়। উহার শরীরে প্রয়োজন মত সকল অঙ্গই দেখিতে পাওয়াযায়। কি ভোজ্য আস্বাদন কি অপার সুখ সাধন কিছুরই ব্যাঘাত হয় না। ঐ উভয় জাতীয় কীটাণুই জীব ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে এবং উভয়েরই খাদ্য জীব ধৃত করিবার উপায় আছে। উহাদিগের ভোজ্য জীব ধারণ করা দেখিলে অবাক হইতে হয়। উহারা বিশেষ মৃগয়াশীল পুরুষের ন্যায় কৌশল প্রকাশ করিয়া শীকার করিয়া থাকে। করুণানিধান বিশ্বপিতা উহাদিগের প্রয়োজন উপযুক্ত সকল উপায়ই প্রদান করিয়াছেন। তাহার প্রসাদাৎ উহারা সত্রু নিবারণ করিয়া অনায়াসে দেহ রক্ষা করিতেও সমর্থ হয় এবং আপনাদিগের জীবিকা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতেও পারে। যিনি এই সসাগর সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি একটি ক্ষুদ্র কীটাণুকেও বিস্মৃত নহেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৮ বৈশাখ বুধবার ১৭৮১ শক

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে।

সেই অনন্তশক্তি পুরুষের ইচ্ছাতেই এই সমুদায় জড় ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সকলে স্থিতি করিতেছে। তাঁহার অপরিসীম শক্তির প্রভাবে সমুদায় পদার্থ নিজ নিজ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনিই সকলের মূলকারণ--সকলের মূলাধার। তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই সমুদয় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। সকল স্থানই তাঁহার আবাসস্থান—তিনি অসীম আকাশে ওতপ্রোতভাবে স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশে ব্যাপ্ত আছেন, ইহা বলিলেও মনের সকল ভাব ব্যক্ত হয় না; যে বস্তু আকাশের অতীত তাহাতেও তিনি আছেন-- তিনি আমাদের আত্মাতেও রহিয়াছেন। তিনি দূর হইতেও বহুদূর এবং আমাদের অন্তরের অন্তরাত্মা। তিনি যদি অন্য সমুদায় বস্তু অপেক্ষা আমাদের নিকটে রহিয়াছেন, তবে কেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিতে পারি না? তাঁহার পবিত্র সন্নিধান প্রাপ্ত হওয়া যখন আমাদের সকল অপেক্ষা সর্বাধিক প্রার্থনীয়, তথন কেনই বা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি? তাঁহার সহবাস জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ যদি অন্য সকল প্রকার আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর, তবে সেই সুবিমল ব্রহ্মানন্দ হইতে কিজন্য

আমরা বঞ্চিত হই? এই সমুদায় প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই রহিয়াছে। অপবিত্র মলিন মন লইয়া সেই পবিত্র স্বরূপের নিকটস্থ হওয়া কাহারও কখন সাধ্য হয় না। জ্ঞান যদিও অত্যুন্নত হয়—বুদ্ধি যদিও সুমার্জ্জিত হয়, তথাপি কেবল জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে সুনির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা যায় না। ধনী হইয়া রোগী হইলে যে দুর্দ্দশা, জ্ঞানী হইয়া পাপী হইলেও সেই দুর্দ্দশা। যেমন জিহ্বা বিকৃত হইলে উৎকৃষ্ট অন্নেরও রসাস্বাদন হয় না, সেই রূপ মন অপবিত্র থাকিলে ঈশ্বরের মধুময় তত্ত্বেরও স্বাদগ্রহ হয় না। অন্তর্যামীর নিকটে মনোবাক্ কার্য্যে সর্ব্ব প্রকারেই পবিত্র থাকিতে হয়। পাপ ইচ্ছা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান, এতিন হইতেই গরলময় ফল উৎপন্ন হয়। দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার এবং সৎসঙ্গ সহবাসই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগের সোপান স্বরূপ। যাহাতে আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরোধিনী না হয়, তাহার জন্য সততই যত্নবান্ থাকা উচিত। আমাদের মনই সকল কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক; আমাদের ইচ্ছাই যদি অসৎ হয়—লক্ষ্যই যদি পাপাশ্রিত হয়, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কোথায়? বিকারী রোগী যেমন ক্রমিকই জল পান করিয়াও পরিতোষ লাভ করিতে পারে না, সেই প্রকার কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা পাপাসক্ত ব্যক্তির কামনার কখনই নিবৃত্তি হয় না। আমাদের বলবতী ইচ্ছা—প্রচুর যত্ন—প্রবল চেষ্টা ব্যতিরেকে কখনই কুপ্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নহে। কেবল বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করিলে, কি হইতে পারে? কেবল লোকের চক্ষের জন্য সমুদয় কার্য্য করিলে কি হইবে? সর্ব্বান্তর্যামীর নিকটে কোন বিষয়ই গোপন করিবার উপায় নাই, লোক মধ্যেও অসত্যের বেশে কতকাল থাকা যাইতে পারে? সত্যের জয় পরিণামে অবশ্যই হয়, তাহার আর সংশয় নাই। যখন ঈশ্বরের নিকটে এবং লোকের নিকটেও পাপের আবরণ থাকে না, তখন কেন আমরা কুটিল ভাব পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা না পাই? পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার হইবার কেন না যত্ন করি? ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার গুরুতর ভার বহনে সমর্থ করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি যত্ন করিলে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহাতে আর সংশয় কি? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই এই যে মনুষ্য জ্ঞান ধর্ম্ম উন্নত করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হয়েন। এই শুভ উদ্দেশে মনুষ্যকে তিনি এমন প্রচুর শক্তি দিয়াছেন যে তিনি সর্ব্ব প্রকার অবস্থাশৈল অতিক্রম করিয়া তাঁহার পথে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। সত্যেতে যাঁহাদের মতি এবং ধর্ম্মেতে অনুরাগ আছে, যদিও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পদস্খলিত হয়েন, তথাপি আবার তাঁহারা অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের ধর্ম্ম মুকুটে ভুষিত হইবার যথার্থ স্পৃহা তাঁহাদের এক প্রকার ভাব, আর যাঁহারা লোক রক্ষাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া কার্য্য করেন, তাহাদের ভাব অন্য প্রকার। যে ব্যক্তি অন্তরে এক প্রকার হইয়া লোকের নিকটে অন্য প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করে, সে ব্যক্তি কি না করিতে পারে? আর দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার যাহাদের প্রধান লক্ষ্য আছে, যদিও তাহারা কখন কখন বিপথগামী হয়েন, তবে অকৃত্রিম অনুশোচনা দ্বারা তাঁহারা আবার আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ঈশ্বরের নিকটে যে ব্যক্তি যত সরল ভাব প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ততই কৃতার্থ হইতে থাকে। যিনি পতিত-পাবন, মুক্তি দাতা, তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৫ বৈশাখ বুধবার ১৭৮১ শক

যিনি আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা পাতা সর্ব্বসুখদাতা—যাঁহার মহিমা কি চন্দ্র কি সূর্য্য কি প্রাণি-দেহ কি অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্র সর্ব্বত্র জাজ্বল্যমান রহিয়াছে—যাঁহার নিকট আমরা প্রতি নিমেষে অসংখ্য অসংখ্য

উপকার প্রাপ্ত হইতেছি; তাঁহারই অপার মহিমা ও গুণ গরিমা যথাশক্তি কীর্ত্তন করিতে এবং তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার করিতে আমরা প্রতি সপ্তাহে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে একত্রিত হইয়া থাকি। আমরা এখানে বসিয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিতে করিতে যখন তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করি, তখন আমাদিগের মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়। তখন অরূপী পরমেশ্বরের আনন্দরূপ সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে থাকে ও আমরা প্রেমোজ্জ্বল জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তখন প্রত্যক্ষ হয় যে তাঁহার অসীম করুণা সাগরে আমরা নিরন্তর প্লবমান রহিয়াছি, তিনি আমারদিগকে জন্মাবধি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের পরম করুণাময় পিতা, তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া আমরা নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছি। তখন তাঁহাকে আমাদিগের একমাত্র পরম গতি ও একমাত্র পরমাশ্রয় বলিয়া প্রতীতি হয়; তখন তাঁহার প্রতি প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা চিত্ত হইতে অনবরত প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাঁহারি কার্য্য সাধন করিতে আমরা জীবন ধারণ করিয়াছি, ইহাই বিলক্ষণ বোধ হইতে থাকে, তখন তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে নূতন উৎসাহ ও নূতন বীর্য্য অনুভূত হয়; তখন পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের আবির্ভাবে আত্মা পবিত্র হয়; তখন পৃথিবীর মোহ-কোলাহল আর শ্রুত হয় না; ফলতঃ তখন আমরা ঐহিক সকল সুখ হইতে এক উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় অনুপম সুখ সম্ভোগ করি। কিন্তু আমরা প্রতি সপ্তাহে কিছুকালের জন্য এই প্রকার পরম পরিশুদ্ধ বিমলানন্দ সম্ভোগ করিব, ইহাই এই সমাজে আসিবার একমাত্র তাৎপর্য্য নহে। আমাদিগেব উদ্দেশ্য এই যে আমরা এখানে ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির সহিত স্মরণ করত যে অতুল বিমল প্রেমানন্দ অনুভব করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করি, সেই আনন্দ যেন আমরা প্রতি নিয়ত সম্ভোগ করি, সেই আনন্দ যেন আমাদিগের পরকালের একমাত্র উপজীব্য হয়; আমরা এখানে পরমেশ্বরকে যে প্রকার প্রীতি ও ভক্তির সহিত স্মরণ করি, তাঁহার প্রতি সেই প্রকার প্রীতি ও ভক্তি যেন আমাদিগের মনের স্বাভাবিক অবস্থা হয়, যেন আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে ও সকল স্থানে তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি সুন্দররূপে প্রতীতি করি ও তাঁহাকে নিকট জানিয়া যেন আমরা সংসারের ভয়াবহ তরঙ্গ মধ্যে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে পারি। যেন তাঁহার মধুময় ধর্ম্ম উপদেশ আমাদিগের সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হয় ও তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে আমরা কোন কালে প্রচ্যুত না হই। হে ব্রাহ্মগণ! এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্তির জন্য কি আমরা সাধ্যমত চেষ্টা ও যত্ন করিতেছি? যদি করিয়া থাকি, তবে আমাদিগের সেই চেষ্টা কতদূর ফলোপধায়িনী হইয়াছে? জগদীশ্বরের অপার করুণার ব্যাপার চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কি আমাদিগের মনে সতত উদিত হইয়া থাকে? তাঁহার শ্রবণ মনন, তাঁহার গুণকীর্ত্তন, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কি আমরা জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া বোধ করি? আমরা যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, তাহাতে আমাদিগের প্রিয়তম পরমেশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন হউক, ইহাই কি আমাদিগের লক্ষ্য থাকে? আমরা কি তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন করিতেছি, ধনমান অর্জ্জন করিতেছি, বিষয় চেষ্টায় প্রবৃত্ত রহিয়াছি? তিনি আমাদিগকে সকলের প্রতি সমানরূপে দয়া করিতে ও সকলের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকিতে যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমরা কি সেই প্রকার আচরণ ও ব্যবহার করিতেছি? যে কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত তাহা হইতে কি আমরা সম্পূর্ণ রূপে দূরে রহিয়াছি? তদ্বিষয়ক চিন্তা মনোমধ্যে স্থান না পায় তাহাতে কি আমরা সচেষ্ট রহিয়াছি? আমরা ইহকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুগত হইয়া কর্ম্ম করিলে পরকালে

উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিব, সেই দৃঢ় বিশ্বাসে আমরা কি ধর্ম্মের পথে সাবধানে অগ্রসর হইতেছি? হে ব্রাহ্মগণ! যদি এই সমস্ত বিষয় আমরা সুসম্পন্ন না করিয়া থাকি, যদি আমাদিগের মন, যত্ন ও কার্য্য এই রূপ পরিশুদ্ধ না হইয়া থাকে; তদ্বিপরীতে আমরা সেই করুণানিধানের করুণার চিহ্ন জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিয়াও যদি তাঁহাকে স্মরণ করিতে আমরা ভুলিয়া যাই; যদি প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল, প্রত্যেক সূর্য্য কিরণ, প্রত্যেক নিশ্বাস ও প্রত্যেক নিমেষ আমাদিগের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান না করে; আমরা যে সকল সঙ্কল্প, যে সকল কামনা, যে সকল চেষ্টা ও যে সকল কার্য্য করি, তাহা যদি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ি ও ধর্ম্মের অনুগত না হয়; আমরা যে সকল সঙ্গ, যে সকল আলাপ ও যে সকল অনুষ্ঠান করি, তাহাতে যদি আমাদিগের মনে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হয় ও পাপের সঞ্চার হয়; আমরা পরম ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের মহিমা অবগত হইব, ইহা আমাদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য না হইয়া যদি আমরা কেবল ধন মান যশ লোকানুরাগ প্রাপ্তির জন্য বিদ্যাভ্যাসে রত থাকি; যদি আমরা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করিয়া কেবল স্বার্থসাধনে তৎপর থাকি; যদি ধন লালসা, বিষয় ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়-উপভোগ প্রবৃত্তি সমুদায় আমাদিগের মনে বলবতী থাকে; যদি ধর্ম্মকে আমাদিগের অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া বোধ না থাকে ও ধর্ম্মের জন্য কোন পার্থিব সুখকে ত্যাগ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই, বরং স্বার্থসাধনকে ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়ো বোধ করি; তবে আমরা ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পথ হইতে অনেক দূরে ভ্রমণ করিতেছি; তবে ধর্ম্ম সাধন করিবার—মনুষ্য নামের যোগ্য হইবার আমাদিগের এখনও বিস্তর বিলম্ব রহিয়াছে। ফলতঃ যখন আমরা পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে মনের সহিত ভক্তি ও প্রীতি করিব; যখন আমাদিগের আশা চেষ্টা কামনা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন জন্য নিযুক্ত থাকিবে; যখন লোকের প্রতি অকপট প্রেম আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিবে; যখন স্বার্থসাধনও পরানিষ্টচিন্তা আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইবে; যখন কেবল সৎকার্য্য, সৎচিন্তা, সাধুসঙ্গ ও সদালাপ করিয়া আমরা প্রকৃত সুখ অনুভব করিব, তদ্ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মনের প্রকৃত তৃপ্তি ও প্রকৃত সুখ অনুভব করিব না; যখন পাপচিন্তায় আমাদিগের অন্তঃকরণ কখন কলুষিত হইবে না; তখনই আমরা জীবনের পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হইব; তখনই আমাদিগের চিত্ত যথার্থ ধর্ম্মানুগত, পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে। যেমন বীণাযন্ত্রের তন্ত্রী সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া অভিঘাত দ্বারা মনোহর শব্দ উৎপাদন করে, সেই রূপ আমাদের আত্মা পাপে বিরত, ধর্ম্মে রত, ও ঈশ্বরের প্রেমে নিতান্ত বশম্বদ হইলে এক অনুপম স্বর্গীয় সুখ প্রসব করিতে থাকিবে। হে পরমাত্মন্! কতদিনে আমরা তোমার প্রেমে অনুরক্ত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইব?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৭ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজগৃহের সংস্কার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, বোধ হয় বর্ত্তমান মাসের শেষে তথায় উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ১ কার্ত্তিক সোমবার সম্বৎ ১৯১৬ কলিগতাব্দ ৪৯৬০।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

সপ্তম উপদেশ।

পরলোক।

পরলোক এবং পরলোকের সাধন অ-বিবেকীর নিকটে প্রতিভাত হয় না। তাহারা পরলোকের বিষয় কি বুঝিবে? বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তাহারা আপনাকে বিস্মৃত হইয়া যায়। যদি বিষয়ই সার, বিষয়ই সত্য, এই রূপ জ্ঞান হয়—যদি গণনার সময়ে আপনাকে ছাড়িয়াই গণনা করা যায়; তবে পরলোকের সাধন কোথা হইতে হইবে? বিষয়ই সর্ব্বস্ব, বিষয়ী যে আমি তাহা কিছুই নহে; এইপ্রকার ভাবিয়া কার্য্য করিলে পরলোকের সাধন কখনই হইতে পারে না। পরলোকের সাধনের পূর্ব্বে আত্মদৃষ্টি আবশ্যক। বরং বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু আমি আছি, ইহাতে আর কাহারও সংশয় হয় না। বাহিরের বস্তুর প্রতি সংশয় উপস্থিত হইলে গাঢ় প্রমাণ আবশ্যক—দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমাণ না হইলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণ চাই—বাধা ও প্রতিবন্ধক পাইলে সে প্রমাণ আরো দৃঢ়তর হয়; কিন্তু আপনাকে জানিবার জন্য আর প্রমাণের আবশ্যক করে না, অন্য সাক্ষীর সাক্ষ্যতার আর প্রয়োজন হয় না; যেহেতু আপনার সাক্ষী আপনিই। আত্মজ্ঞান কেবল মনুষ্যেরই আছে। মনুষ্য আত্মজ্ঞান বিহীন হইলে সে নিদ্রাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করে। নিদ্রাগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নেতে আপনাকে না জানিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে এবং তাহাকে কেবল জাগ্রত করিয়া দিলেই সে সকল বুঝিতে পারে; সেই রূপ মনুষ্যও যখন আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করে, তখন তাহাকে কেবল জাগ্রত করিয়া দিবার আবশ্যক। পশুদের আত্মজ্ঞান নাই তাহারা কর্ত্তৃত্ব বুঝিয়া কার্য্য করে না, নিয়মানুসারেই চালিত হয়। মনুষ্যের আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু তাহারা কখন কখন আত্ম বিস্মৃত হয়; তাহার বিস্মৃতি ভঙ্গের নিমিত্তে তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিলেই হয়। মনুষ্যের এক এক সময়ে এমন হীন অবস্থা হইয়া পড়ে, যে সে আর আপনার প্রতি দৃষ্টি করে না। যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে—যাহা দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহাই সে সত্য মনে করে, আর যাহা হ্রস্বদীর্ঘ নহে, যাহা অদৃশ্য, তাহাই তাহার নিকটে অসত্য রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক তাহার বিপরীত। বরং দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট বস্তুর প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু আমাকে আমি কখনই সংশয় করিতে পারি না। সংশয় করে কে? না আমি; অতএব আমি আছি, নতুবা আমার সংশয়ও মিথ্যা; এসময়ে সংশয় আপনাকেই

আপনি ছেদন করে। আমি আর প্রত্যক্ষের বিষয় নহি, কিন্তু আমি আপনাকেই আপনি বুঝিতে পারি। আমি একই বস্তু—আমার সমুদয় চিন্তা—সমুদয় ভাব—সমুদয় কামনা তাহাতেই আশ্রিত রহিয়াছে। আমি বিভাগ যোগ্য নহি। শিশু কালে যে আমি ছিলাম; অদ্য ও সেই আমি আছি। আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম নহি, হ্রস্ব নহি, দীর্ঘ নহি। আমি আকাশে নাই। আমার চিন্তা মস্তিষ্কে আছে—ভাবনা হৃদয়ে আছে—ব্যথা অঙ্গুলিতে আছে; এমত নহে। কিন্তু আমার যে কিছু চিন্তা, যে কিছু ভাব, যে কিছু ক্লেশ, তাহা আমারই। সে সকল শরীরে আরোপ করা গভীর ভ্রান্তি। যেহেতু চিন্তা প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তি কেবল আত্মারই। এই সকল আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য প্রমাণের সাহায্য আবশ্যক করে না।

আমি এবং আমার শরীর, এ দুইকে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে পরকালের প্রমাণ সহজেই হয়। আমি আমার শরীর হইতে ভিন্ন। আমি যখন দূরবীক্ষণ সহকারে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নিরূপণ করি, তখন সে দূরবীক্ষণও আমি নহি, এবং আমার চক্ষুও আমি নহি। আমার মস্তিষ্কও আমি নহি, আমার হৃদয়ও আমি নহি। অন্নপানে শরীরের পুষ্টি হইতেছে, রোগ দ্বারা শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার প্রত্যেক পরমাণু একেবারে পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি যে একই সেই একই রহিয়াছি। বিষয় আর বিষয়ী অন্ধকার আর আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব। যাঁহারা ইহাদের মধ্যে সমুদয় প্রভেদ বিলীন করিতে চাহেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র যুক্তিতেও তাহা অতি সামান্য লোককেও বুঝাইতে পারেন না। বিষয় আর বিষয়ী; ইহাদের মধ্যে কিছুই এক নাই—এ দুয়ের কোন এক গুণও সমান নহে। আকৃতি, বিস্তৃতি, বিষয়ের গুণ; আর স্মরণ, তুলনা, অনুমান, প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা; এ বিষয়ীর গুণ; ইহাদের মধ্যে কিছুতেই সাদৃশ্য নাই। একজন দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা; অপর আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। আকাশ নাই আর জড়বস্তু আছে; এ আমরা মনেই করিতে পারি না। কিন্তু আকাশ বিষয়ীর অবলম্বন নহে।

যখন শরীর আত্মা এত পৃথক্; তখন মৃত্যুর পরেই আত্মার কি প্রকারে বিনাশ হইতে পারে। আমরা কোন বস্তুরই বিনাশ কল্পনা করিতে পারি না। যাঁহার সৃজন শক্তিতে এই সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই সংহার শক্তিতে এ সমুদয় ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরের পালনী ইচ্ছার বিরাম ব্যতীত সৃষ্টির কণামাত্রও ধ্বংস হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের সেই ইচ্ছার বিরাম হইয়াছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জড় বস্তু হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। জড় বস্তুর মধ্যে, কোন বস্তুরই বিনাশ হইতেছে না। জল বাষ্প রূপে উত্থিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই বাষ্প আবার জলমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। শুষ্ক বৃক্ষপত্র সকল ভূমি তলে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইতেছে; কিন্তু তাহাই আবার বাষ্পীয় পদার্থ বিশেষে পরিণত হইয়া উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। মৃত দেহের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইতেছে; কিন্তু তাহার কিছুই বিনষ্ট হইতেছে না। অতএব কোন্ উপমিতি দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে মৃত্যুর পরে আত্মারই বিনাশ হইবে। যখন একটি জড়ীয় পরমাণু বিনষ্ট হইতে পারে না, তখন কি ঈশ্বর আত্মার বিনাশই ইচ্ছা করিবেন।

কিন্তু মৃত্যু কালে শরীর যেমন ভঙ্গ হইয়া যায়, আত্মার কি সেই রূপে ভঙ্গও হইতে পারে? ইহার উত্তর না। শরীর পরমাণু বিশিষ্ট; জীবাত্মা একই বস্তু। শরীর অবয়ব বিশিষ্ট; জীবাত্মা অবয়ব বর্জ্জিত। জীবাত্মা আকাশে নাই; অতএব তাহা বিস্তৃতিশূন্য। জীবাত্মা একই বস্তু, ইহার জন্য বহুতর প্রমাণ ও যুক্তির আবশ্যক করে না। আমি একই, দুই নহি, তিন নহি; ইহা আমাদের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। যদি কাহাকেও

জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কয় জন? তাহা হইলে সে এই প্রশ্নে হাস্য করিবে। আমাদের শরীরের যদিও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু যে আমি পূর্ব্বেও ছিলাম সেই আমি এখনো আছি; এই জ্ঞানটী প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মুলেই নিহিত রহিয়াছে। আমাদের বিচিত্র ভাব—বিচিত্র মনোবৃত্তি; এই একই বস্তুতে অনুভব করি। আমি একই, এই জ্ঞানটি না থাকিলে আমরা কোন বিষয়কেই বিষয় বলিয়া অবধারণ করিতে পারিতাম না: সকলই আমাদের নিকটে অসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইত এবং আমাদের নিকটে তাহাদের থাকা আর না থাকা সমান হইত। আমি একই বস্তু, এই জন্য আমার ভঙ্গ হইতে পারে না। শরীর পরমাণু বিশিষ্ট, অতএব সেই সকল পরমাণু পৃথক্ হইলে সে শরীর ভগ্ন হইতে পারে; কিন্তু আত্মা একই, তাহার বিনাশও নাই এবং ভঙ্গও নাই।

এখানে আমাদের আত্মা শরীরে বদ্ধ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলে যে শরীর হইতে মুক্ত হইলেই আত্মার বিনাশ হইবে। একি নিদারুণ উক্তি, এ কি নিদারুণ বিশ্বাস! কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে যদি এই প্রকার আশ্বাস দেওয়া যায় যে তুমি যতদিন বদ্ধ আছ, ততদিনই তোমার মঙ্গল; মুক্ত হইলেই তোমার মৃত্যু; তাহা হইলে তাহার কষ্ট কি দুর্ব্বিনহ হইয়া উঠে। আমাদের শরীরই কারাগৃহ। ইহাতে আত্মার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও প্রভা নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য আহার নিদ্রা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু তিনি আহার নিদ্রার জন্যও জীবন ধারণ করেন নাই। শরীরের সহিত আত্মার অস্থায়ী সম্বন্ধ; কিন্তু কেবল এই শরীরের লালন পালনেই হয়তো মনুষ্যের সমস্ত জীবন গত হয়। কাচ যেমন ভূমিতে পড়িলেই খণ্ড খণ্ড হয়, শরীরও সেই প্রকার। একবার মাত্র নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইলে শরীরের প্রাণ বিয়োগ হয়। এখানে আত্মার স্বাভাবিক স্বাধীনত্ব কত সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং সে দাসের ন্যায় এই শরীরের উপরে কত বিষয়ে নির্ভর করিতেছে। এক এক সময়ে আমাদের মনের ভাব এত অধিক হয়, এত গাঢ় হয়, এত দ্রুত বেগে সঞ্চিত হয়, যে বাক্য তাহা বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়। দেখিবার জন্য আত্মার চক্ষু রূপ দুই গবাক্ষ চাই; গমন করিবার জন্য পদ রূপ দুই ক্ষীণ যষ্টি আবশ্যক করে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতিকৃতি নিদ্রা প্রতি রজনীতে আত্মাকে মৃতবৎ করে। এখানে আত্মা মৃত্যু-আর অমৃতের সন্ধি স্থানে রহিয়াছে। অমৃত ধামই তাহার যথার্থ ধাম; মুক্ত ভাবই তাহার স্বাভাবিক ভাব। যত দিন আমাদের আত্মা কারাবদ্ধ, ততদিন জীবিত, মুক্ত হইলেই মৃত; এঅতি ভয়ানক কথা! ইহা সত্য হইলে পৃথিবীর সমুদয় ঘটনাই অসংলগ্ন হয়; মনুষ্যের জীবন সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের উপরে নির্ভর করিয়া এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। শরীর আমাদের সর্ব্বস্ব নয়, আত্মাই সার পদার্থ। শরীর এবং আত্মার যোগ হওয়াই আশ্চর্য্য ব্যাপার; আত্মা পৃথক্ থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। শরীর ব্যতীত যে জীবাত্মা থাকিতে পারে, ইহা মনে করা অতি সহজ; শরীরের সহিত তাহার কিরূপে সম্বন্ধ হইল, ইহাই বুঝা কঠিন।

পরকালের প্রত্যয় চতুর্দ্দিক্ হইতেই দ্রঢ়ীভূত হইতেছে। বিশেষতঃ যখন আমরা আমাদের কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারি, তখন পরকালের বিশ্বাস অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। যখন আমরা বিষয়ের প্রতিকূলে গিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র রূপে উপলব্ধি করিতে পারি—তখন পরকালের ছায়া এখানেই দেখিতে পাই। শত শত যুক্তি একত্র হইলেও আমারদিগকে এই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের কর্ত্তৃত্ব ভার আমরা আপনাপনিই বুঝিতে পারি—আমাদের অন্তরাত্মাই ইহার প্রমাণ স্থল। প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যে আমাদের ত্যাগ যত অধিক হয়—আমাদের ধর্ম্মবল যত প্রকাশ পায়; আমাদের স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব আমরা ততই বুঝিতে পারি। বিষয়াকর্ষণের প্রতিকূলে আমাদের ইচ্ছাকে যে পরিমাণে নিয়োগ করি, সেই পরিমাণে বুঝিতে পারি যে আমি বিষয় হইতে স্বতন্ত্র।

এই প্রকার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান ধর্ম্মের এক প্রধান পুরস্কার এবং পরকালের প্রধান প্রমাণ স্থল। একবার কুপ্রবৃত্তির প্রতিস্রোতে গিয়া কে না আপনার স্বাধীনতা উপলব্ধি করিয়াছে? স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া কে না আপনাকে এ পৃথিবীর অনুপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ লোকের উপযুক্ত বোধ করিয়াছে? একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র কার্য্য আপনার কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতাকে যেমন ব্যক্ত করে, শত শত যুক্তিতে তেমন করিতে পারে না। একটি কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম-কার্য্য বিপক্ষবাদীদিগের যুক্তি খণ্ডনের অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র। আমরা এখানে পরকালের আভাস কিছু মাত্র না পাইলে আর তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইত না। আমরা এখানেই মুক্ত ভাব উপলব্ধি না করিলে মুক্তের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। এখানে আমরা বিষয়াকর্ষণকে যতবার নিরস্ত করিব; মুক্তভাব যত উপলব্ধি করিব; পরকাল ততই মনে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

যখন দেখিতে পাই—বিষয় স্রোতের প্রতিস্রোতেই অনেক সময় গমন করিতে হয়—ইন্দ্রিয় সুখকে বিসর্জ্জন দিতে হয়—ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় অথচ সেই সকল কার্য্যের পৃথিবীর সঙ্গে তাদৃশ যোগ নাই—তাহাতে সংসারেরও উন্নতি হয় না—ধনমানও উপার্জ্জন হয় না—স্বার্থপরতাও তৃপ্ত হয় না; তখন ইহাই প্রতীতি হয় যে আমি কেবল এই পৃথিবী লোকেরই জীব নহি, শ্রেষ্ঠ লোকের উপযুক্ত; জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে কিছুকাল অবস্থিতি করিতেছি। পশুদিগের তো এমন একটি অঙ্গ নাই, এমন একটি প্রবৃত্তি নাই, এমন কিছুই নাই, যাহা ইহ কালের সম্যক্ উপযোগী না হইয়াছে? মনুষ্যেরই এরূপ কেন? জন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে আরো নানা উপায় হইতে পারিত—পরমেশ্বর মনুষ্যকে পশুদিগের ন্যায় কেবল প্রবৃত্তির বশীভূত করিতে পারিতেন; তিনি তাহার স্বার্থপরতাকে আরো দূরদর্শী করিয়া জন-সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু মনুষ্য কেবল ইহ কালের জীব নহে বলিয়া জগদীশ্বর এরূপ বিধান করেন নাই। ধর্ম্মের নিঃস্বার্থ ভাব পৃথিবীর ভাব হইতে অতি উচ্চ—সংসারের ক্ষুদ্র বিষয় সকলের একান্ত অনুপযোগী। মনুষ্য ধর্ম্মের সহিত নিষ্কাম মিত্রতা বন্ধন করিলে আপনার বৈষয়িক ক্ষতিবৃদ্ধির আশাভয়ে বিশেষ ব্যাকুল হয়েন না, ধর্ম্মানুষ্ঠানেই আপনাকে পবিত্র করিয়া পৃথিবী হইতে উচ্চতর ধামের উপযুক্ত করেন। এখান হইতেই আমরা পরকালের আভাস প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ করিয়া মুক্তাবস্থা কতক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

ঈশ্বরের সহিত এখানে আমাদের যোগ হইলে পরকালের বিশ্বাস আরো অটল হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে এখানে একবার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলে আর কেহই সে বিশ্বাসকে খণ্ডন করিতে পারেন না। এই অখণ্ড বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করিয়াই প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, 'যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' 'যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন'। ঈশ্বরের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধ একবার নিবদ্ধ হইলে আর কোন কালেই তাহা নিরাকৃত হইবার নহে। আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে চিরকালই অবস্থিতি করিব; এই দৃঢ় বিশ্বাস অপেক্ষা পরকালের দৃঢ়তর প্রমাণ আর কিছুই নাই। শুষ্ক তর্কের তরঙ্গের উপরে পরকালের বিশ্বাস নির্ম্মাণ করা কোন কার্য্যেরই নহে। বিপক্ষেরা তর্কের বলে ইহা কদাপি প্রমাণ করিতে পারেন না, যে জীবাত্মার বিনাশ বা ভঙ্গ হইবে। আমরা বরং উপমিতি দ্বারা প্রাপ্ত হইতেছি, যে জীবাত্মার বিনাশও নাই ভঙ্গও নাই। কিন্তু এই সকল তর্কের আড়ম্বরীতে আপনার বুদ্ধিকেই চরিতার্থ করা হয়। আত্ম-প্রত্যয়ে নির্ভর ব্যতীত কেবল বুদ্ধির সিদ্ধান্তে মনের নিষ্ঠা হয় না। আপনাকে ভুলিয়া বিষয় স্রোতেই ভাসমান থাকিলে সে প্রত্যয়টি উৎপন্ন হইতে পারে না; ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সহিত যোগ না হইলে সে

প্রত্যয় দূরীভূত হয় না। অস্থায়ী বিষয় লালসাতে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত থাকিলে অনন্তকালের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত হয় না। যাঁহার সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ—যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালের একমাত্র উপজীব্য; তাঁহাকে এখানেই লাভ করিলে পরকালের বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আমাদের এই অটল বিশ্বাস হয় যে তাঁহার আশ্রয় হইতে আমরা কোন কালেই বঞ্চিত হইব না—তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কখনই ভঙ্গ হইবে না—তিনি আমাদের জ্ঞান-নেত্র হইতে আর কখনই অন্তরিত হইবেন না। তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত আমাদের স্পৃহাকে তৃপ্ত করিবেন—আশাকে পূর্ণ করিবেন—আত্মাকে শীতল করিবেন এবং স্বয়ং আপনাকে প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিপোষণ করিবেন। এই অটল বিশ্বাসই পরকালের দেদীপ্যমান প্রমাণ।

বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার অদ্ভুত উপায়।

কত প্রকারে যে বীজ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলের নানা স্থানে নানা জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়, তাহা সম্যক্ রূপে নিশ্চয় করা এত কঠিন যে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে; তথাপি উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার যে ছয়টী প্রধান এবং সাধারণ উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তৎ সমুদায় আলোচনা করিলে মন এক কালে জগদীশ্বরের মহিমা সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

প্রথমতঃ।—অনেক উদ্ভিদের বীজ উন্নত শীশের অগ্রভাগ হইতে বায়ু সহকারে উড্ডীন হইয়া দূর দুরান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়। বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার এই প্রথম উপায়টি এমন সাধারণ, যে প্রায় কোন ব্যক্তিই ইহার আশ্চর্য্য কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে ইহার মধ্যে পরমাদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণাদি যে সকল উদ্ভিদের বীজ বায়ু দ্বারা উড্ডীন হইয়া স্থানান্তরে পতিত হয়, তাহাদিগেরই দীর্ঘ দীর্ঘ শীশ হইয়া থাকে এবং ঐ শীশের অগ্রভাগে বীজ পরিপক্ব হইলে উক্ত বীজ স্বীয় কোষ হইতে আপনাপনি পৃথক্ হইয়া থাকে, যৎকিঞ্চিৎ বায়ুর আশ্রয় পাইলেই আপনা হইতে স্থানান্তরে ধাবিত হয়। কেবল বায়ু সহকারে বীজ উড্ডীন হইবার তাৎপর্য্যে অনেক প্রকার শৈবালকের সুকোমল সরল উচ্চ শীশের অগ্রভাগে বীজ-কোষের উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ শৈবালকের সরল শীশ উৎপত্তি হইবার অপর কোন কারণই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অন্যান্য উদ্ভিদের যে স্থলে পুষ্প হয়, প্রায় সেই স্থলে বীজোৎপন্ন হইয়া পক্বাবস্থায় পরিণত হয়; কিন্তু কোন কোন শৈবালকে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পুষ্প উৎপত্তি স্থানের অনেক উচ্চ দেশে এক সরল শীশ উত্থিত হয়, এবং সেই স্থলে বীজ কোষ মধ্যে বীজের পক্বতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—কোন কোন উদ্ভিদের বীজ জলের স্রোতে ভাসমান হইয়া দেশদেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতেও জগদীশ্বরের অনেক অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসাধারণ উপায় দ্বারাই প্রবিস্তীর্ণ সাগর পরিবেষ্টিত অনেকানেক দ্বীপ ও উপদ্বীপ শস্যশালী হয়। বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার এই অসাধারণ উপায় বিদ্যমান থাকাতে দুস্তর পাসিফিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত শূন্য প্রবাল দ্বীপ সকলে পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক বাস করিতে সমর্থ হইতেছে। নারিকেলাদি কোন কোন বীজের তরণশীলতা ও জলেতে তাহাদিগের উৎপাদিকা শক্তি রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি অদ্ভুত বিষয় সকল ভাবিয়া দেখিলে কাহার মনে না আশ্চর্য্য রসের সঞ্চার হয়। কোন কোন বীজ মাসান্তে কোন সাগরের তটে লগ্ন হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে, কোন বীজ ছয় মাসের পথও ভাসিয়া গিয়া অঙ্কুর প্র-

কাশ করে এবং কোন কোন বীজ ঐ রূপে সম্বৎসরের পথেও উপনীত হইয়া দ্বীপ বিশেষে অঙ্কুরিত হয়; এত কালেও তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। কোন কোন উদ্ভিদের বীজকে সাগর তরঙ্গের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। উক্ত বীজের অঙ্কুরের মূলের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার নির্য্যাস মুক্ষিত থাকে, উক্ত নির্য্যাস কোন মতেই শীঘ্র জলেতে দ্রবীভুত হয় না এবং কোন প্রকারে কোন স্থূল পদার্থে সংলগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। উইলো নামক বৃক্ষ প্রায় অধিকাংশ নদীতীরেই জন্মায়; এই জন্য পরমেশ্বর উহার বীজের উপর কার্পাসের ন্যায় এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ বীজ নদী স্রোতে ভাসমান হইলে ঐ কার্পাস সদৃশ পদার্থ নৌকার পালের ন্যায় কার্য্য সাধন করে। উহাতে বায়ু সংলগ্ন হইলে বীজ দ্রুত বেগে জলেতে ভাসিয়া যায় এবং বীজ কুচিৎ স্থল ভাগে পতিত হইলেও উহার গাত্রাবরণ রোম রাজীতে বাতাস লাগিয়া উহাকে শূন্য পথে উড্ডীন করে।

তৃতীয়তঃ।—অনেকানেক উদ্ভিদের বীজ পশু পক্ষির শরীরে সংলগ্ন হইয়া স্থানান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়। বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার এই উপায়টিকে আপাততঃ কিছু অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু করুণানিধান পরমেশ্বর এই রূপে বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার ও আশ্চর্য্য কৌশল সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত বীজ উল্লিখিত প্রকারে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদিগের আকৃতিতে পরমাদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন কোন বীজের শরীরে সূচী ও বড়িশবৎ আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কোন কোন বীজের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার নির্য্যাস থাকে পশ্বাদি যখন কোন বনমধ্যে শয়ন বা বিচরণ করে, তৎকালে ঐ বড়িশাস্ত্র ও নির্য্যাস দ্বারা বীজ সকল তাহাদিগের শরীরে লাগিয়া থাকে এবং তাহারা যখন স্থানান্তরে গাত্রস্পন্দনাদি কার্য্য সাধন করে, তৎকালে ঐ সকল বীজ তাহাদিগের শরীর হইতে স্খলিত হইয়া ভুমিতলে পতিত হয়। বন ও প্রান্তর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখাগিয়াছে, যে কোন কোন উদ্ভিদের বীজে বস্ত্র বা শরীর স্পর্শ হইবামাত্র তাহারা যেন আপনা হইতে তাহাতে আসিয়া আকৃষ্ট হয়। চোর কাঁটা ও অপামার্গাদির ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলে অতি সহজেই তাহার ফল বস্ত্র ও শরীরে লাগিয়া যায় এবং অনেক লতিকার নির্য্যাসময় ফল ও ঐ রূপে বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইতে দেখা যায়।

চতুর্থতঃ।—পশ্বাদির ভোজন ক্রিয়া উপলক্ষেও অনেক উদ্ভিদের বীজ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পশুদিগের যে জঠরাগ্নিতে তাহাদিগের ভুক্ত ফল শস্যাদির সমুদায় ভাগ জীর্ণ হইয়া যায়, সেই উৎকট জঠরানল বীজকে জীর্ণ করিতে পারে না। বীজের উৎপাদিকা শক্তি যেমন তেমনিই থাকে। উহার সংজীবনী শক্তি জীব শরীরের রাসায়নী শক্তিকে অতিক্রম করে। যত্নশীল কৃষকেরা যেমন চেষ্টা পূর্ব্বক ভুমি কর্ষণ করিয়া শস্যবীজ বপন করে, কাকেরা অজ্ঞানতঃ তদ্রূপ করিয়া অনেক স্থানে অনেক প্রকার বীজ বপন করিয়া থাকে। উহারা বহুদূর হইতে সুপক্ব ফলাদি আনয়ন করিয়া সঞ্চয়ার্থে চঞ্চু দ্বারা ভুমি খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি অপর মৃত্তিকা চাপাদিয়া রাখে এবং অতি অল্পকাল পরেই তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই অযত্নরক্ষিত মৃত্তিকাচ্ছন্ন বীজ কালেতে অঙ্কুরিত হইয়া বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয় এবং প্রচুর ফল ধারণ করিয়া অসংখ্য জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পঞ্চমতঃ।—কোন কোন বীজ শরীরে জগদীশ্বর পক্ষী জাতির পক্ষের ন্যায় অবয়ব রচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন বীজকে কদম্ব কেশরের ন্যায় লঘুতর ও সূক্ষ্মতর অসংখ্য রোম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ু সহকারে ঐ সকল বীজ ত্বরিত গতি বিহঙ্গ অপেক্ষাও সত্বর বেগে উড্ডীন হইয়া দেশ দেশান্তর গমন করে। ঐ সকল বীজের আকৃতি কৌশল সন্দর্শন

করিয়া বিশেষ শিল্প নিপুণ পণ্ডিতেরাও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। পক্ষযুক্ত বীজ দিগের এমনি স্থলে পক্ষ সংযুক্ত হইয়াছে, যে তাহাদিগের শরীরে অতি সামান্য বায়ু সংস্পর্শ হইবামাত্রেই তাহারা অনায়াসে উড্ডীন হইতে পারে। ঐ বীজ যাবৎ কোষ মধ্যে অপক্বাবস্থায় কালযাপন করে, তাবৎ উহাদিগের অঙ্গ সংলগ্ন পক্ষ পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু উহাদিগের পক্বাবস্থা উপস্থিত হইলে যেন উহাদিগের শরীর হইতে আপনা হইতে পক্ষ নির্গত হইতে থাকে, এবং যখন উহারা বিলক্ষণ রূপে সুপক্ব হয়, তখন উহাদিগের দেখিলে বোধ হয় যেন উহারা উড্ডীন হইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। বিশেষতঃ জগদীশ্বর যেমন বিহঙ্গ জাতির শরীরের পশ্চাৎ ভাগ ও পুরোভাগের ভার বিবেচনা করিয়া যথাস্থানে পক্ষ সংযোগ করিয়াছেন, উল্লিখিত বীজ শরীরে ও অবিকল তদ্রূপ বিবেচনার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম কেশরাচ্ছন্ন বীজ দিগের কেশর সদৃশ অবয়ব গুলির দ্বারা যেমন তাহাদিগের বায়ু পথাবলম্বনের সুলভ উপায় সিদ্ধ হইয়াছে, সেই রূপ তদ্দারা উহাদিগের আশ্চর্য্য অঙ্গ শোভা ও বৃদ্ধি হইয়াছে। উহাদিগের গাত্র সংলগ্ন ঐ রোম রাজি গুলিও পক্বাবস্থায় প্রকাশ পায়, অপক্ব কালে বীজ শরীরেই প্রচ্ছন্ন থাকে, ঐ সুকোমল সূক্ষ্ম কেশর গুলির জন্য উল্লিখিত বীজকে অত্যন্ত সুখস্পর্শ বোধ হয় অথচ উহা দ্বারাই বীজ সকল স্থানান্তরে উপনীত হইয়া থাকে। অপক্বাবস্থায় উহাদিগের শরীরস্থ কেশর সকল প্রকাশিত হইলে কি জানি বায়ু সহকারে উড্ডীন হইয়া যদি উহা নিষ্ফল ও নিরঙ্কুরিত হইয়া যায় এই নিমিত্ত কোন মতেই তৎকালে কেশর সকল প্রকাশ পায় না।

ষষ্ঠতঃ।—কোন কোন উদ্ভিদের ফল পক্ব হইলে আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া তাহার বীজকে বহুদূরে নিক্ষেপ করে। বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার এই শেষোপায়ে পরমেশ্বরেরও কৌশলের এক শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কেবল জড় পদার্থের স্থিতি স্থাপকতা শক্তির নিয়মানুসারে উল্লিখিত প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়। যে সকল বীজ ঐ রূপে কোষ বিদীর্ণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, তাহাদিগের কোষ মধ্যে ঘড়ির দম বা ছিট্‌কিনী কলের ন্যায় এক প্রকার নিক্ষেপণি শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যাবৎ না বীজ সুপক্ব হয়, তাবৎ উক্ত শক্তি প্রকাশ পায় না। বিশেষ বিশেষ ফলে বিশেষ বিশেষ উপায় দ্বারা ঐ শক্তি রুদ্ধ থাকে। কোন ফলের বীজ অপক্বাবস্থায় কোষ মধ্যে তারের পেঁচের ন্যায় এক প্রকার কলে আটকান থাকে এবং পক্ক হইয়া বিক্ষিপ্ত হইবার অবস্থায় উপস্থিত হইলে ঐ কল আপনাপনি ছুটিয়া গিয়া দূরে পতিত হয়। কোন কোন বীজ কোষ মধ্যে কবাট সদৃশ আচ্ছাদনে আবদ্ধ থাকে, পরে পক্ক হইলে ঐ কবাট আপনা হইতে মুক্ত হওয়ায় বীজ দূরদেশে উপনীত হয়। কোন কোন বালু ভূমির বৃক্ষ বিশেষে এই বিষয়ের আরও আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বীজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থিতি স্থাপকতা শক্তির নিয়মানুসারে কোষ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, প্রায় তাহারা শুষ্কাবস্থাতেই কোষ মুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত বালুকাক্ষেত্রস্থ বৃক্ষের বীজ শুষ্ক কালে নিক্ষিপ্ত না হইয়া সরস অবস্থা ও সরস কালে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উহা শুষ্ক অবস্থায় কোষ মুক্ত হইতে পারিলে বালুকা ক্ষেত্রে পতিত হইয়া এক কালে নিষ্ফল হইত, এই জন্য সরস কাল উপস্থিত না হইলে এবং সরস স্থান প্রাপ্ত না হইলে উক্ত বীজ কোষ হইতে বহির্গত হয় না। বৃক্ষচ্যুত হইলেও নিরন্তর বায়ু সহকারে উড়িতে থাকে। যতক্ষণ সরস কালের সমাগম ও সরস স্থানের প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ উহার কোষ মুদ্রিত থাকে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২২ বৈশাখ বুধবার ১৭৮১ শক

বিশ্বপতি যেমন অসীম বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ধর্ম্মও সেই রূপ আমাদের ক্ষুদ্র মনোরাজ্যের নিয়ন্তা। আমাদের ইচ্ছা যখন সেই বিশ্বাধিপের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই আমরা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করি এবং দ্যুলোক ও ভুলোকের সুন্দর শৃঙ্খলা একতান হইয়া আমাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে। আমাদের বলবতী প্রবৃত্তি সমুদায় যদি ধর্ম্মরাজের হিতকর শাসন অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং আমাদের মানসক্ষেত্র রণক্ষেত্র হইতেও সঙ্কট স্থান হইয়া উঠে। আমাদের স্বেচ্ছাচারিণী প্রবৃত্তি পিশাচীর হস্তে ধর্ম্ম যতবার পরাস্ত হয়, ততবারই সে নববীর্য্য ধারণ করিয়া অনিবার্য্য উদ্যম প্রকাশ করিতে থাকে। পাপাকর স্বার্থপরতা একবার যদি জয়ী হইয়া ধর্ম্মকে পদতলে রক্ষা করে, তবে কাহার সাধ্য যে তাহার ভয়ানক আধিপত্য উন্মূলন করিতে পারে? আমরা সেই রাজাধিরাজের মন্ত্রী স্বরূপ ধর্ম্মকে অপদস্থ করিলে কখনই তাঁহার প্রসন্নতা লাভে অধিকারী হইতে পারি না। ধর্ম্মের সহায় ব্যতীত ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধান কদাপি সম্প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মের সোপান অতিক্রম করিয়া কোন ক্রমেই সেই শান্তিপূর্ণ ব্রহ্ম নিকেতনে উপনীত হওয়া সাধ্য হয় না। আমাদের মনে পাপমলা সঞ্চিত হইলে সেই মলিন মন ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উজ্জ্বল মূর্ত্ত গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের পাপ দূষিত অধঃস্থায়ী অপবিত্র অন্তঃকরণে ঈশ্বরের মহান্ ও রমণীয় ভাব সকল দীপ্তি পায় না। যতক্ষণ আমরা পাপের সহিত একান্ত জড়িত থাকি, ততক্ষণ সেই পরম ন্যায়বান্ রাজার বিশুদ্ধ সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহস করিতে পারি না—ততক্ষণ সেই পরম পিতার প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হয় না।

আমাদের মানস বিহঙ্গ নিম্নদেশেই অহরহ বিচরণ করিয়া সেই ভূমার প্রতি উড্ডীন হইতে সমর্থ হয় না। অপবিত্র পাপাসক্ত ব্যক্তি ন্যায়ানুরক্ত পরমেশ্বরের নিকটে সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার ইহা জানা আবশ্যক যে তিনি আমাদের পক্ষে কেবল যে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" এমত নহে, তিনি কেবল উগ্রমূর্ত্তি ন্যায়বান্ রাজা নহেন; তিনি আমাদের স্নেহময় পরমপিতা, আমরা সকলেই তাঁহার পুত্র। তাঁহার ক্রোড় সকলেরই জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। দুর্ব্বলের তিনি সহায়, পাপীর তিনি পরিত্রাতা; তাঁহার নিকটে যে ব্যক্তি যত সরল ভাব প্রকাশ করে, তাহাকে তিনি আপনার ক্রোড়ে ততই আকর্ষণ করেন। তাঁহার নিকটে যে ব্যক্তি আপন মনস্তাপ কাতর মনে ব্যক্ত করে, তাহার প্রতি শীঘ্রই তিনি স্বীয় সন্তাপহারিণী প্রেমময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। অকৃত্রিম অনুশোচনাই পাপের এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত। শরীরে আঘাত লাগিয়া যাতনা উপস্থিত হইলে যেমন ইহা নিশ্চয় যে সে শরীর এখনও মৃত হয় নাই, সেই রূপ জীবাত্মার গ্লানি ও অনুশোচনা উপস্থিত হইলে ইহা স্থির নিশ্চয় যে সে জীবাত্মা এখনও জড়বৎ অচেতন হইয়া যায় নাই, এখনও তাহাতে পরব্রহ্মের প্রীতি রস প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের মনদ্বার-ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করা—আমাদের সকল সন্তাপ সেই সন্তাপহারী পরম বন্ধুর নিকটে ব্যক্ত করাই আমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল করিবার উপায়। তিনিই আমাদের মোহান্ধকারের সূর্য্য—অনন্যগতি হইয়া তাঁহার অনুকূল প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনায় অনুকূল শ্রবণ প্রদান করেন। সেই পতিত-পাবনের স্মরণ ব্যতীত আমাদের পরিত্রাণের উপায় আর কি আছে? অনেক দিবস কারারুদ্ধ থাকিয়া আলোকে বহির্গত হওয়া প্রথমে অতীব কষ্টদায়ক বটে, কিন্তু আলোকই আবার অচিরাৎ সেই কষ্টের

প্রতীকার করে ; সেই প্রকার পুনঃ পুনঃ মোহপাশে পতিত হইলে পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের উজ্জ্বল সন্নিধান প্রথমে অসহ্য বোধ হয় বটে, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টি—তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তিই আমাদের অসহ্য মনঃপীড়ার মহৌষধ, তাঁহার উৎসাহকর আননই আমাদের নির্জীব ভাবকে সতেজ করিতে এবং আমাদের নির্ব্বীর্য্য মনকে উৎসাহানলে প্রজ্বলিত করিতে পারে। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, আমরা তাঁহারই। আমরা আমাদের যথার্থ ধাম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে কতকাল ভ্রমণ করিতে পারি? তাঁহার হস্ত আমাদিগের জন্য জন্যক্ত রহিয়াছে, তিনি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তে আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে রহিয়াছেন। অচেতন চন্দ্র সূর্য্য ওষধি বনস্পতি যদি তাঁহার আবাস স্থান হইল, তবে বিশুদ্ধ মন সেই পবিত্র স্বরূপের কেমন উপযুক্ত আসন। কিন্তু আমাদের মনই কুটিল—আমরা প্রার্থনা করি না—আমাদের ইচ্ছা নাই—আশা নাই, এই জন্যই তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রেমরত্ন লাভ করিতে পারি না। তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ তাঁহার নিকটে গেলেই তিনি আমাদের মনের অন্ধকার হরণ করেন। তিনিই ফলদাতা সিদ্ধিদাতা মুক্তিদাতা—আমরা তাঁহার নিকটে প্রর্থনা ভিন্ন আর কি করিতে পারি? আমাদের প্রার্থনা জনিত অশ্রুনদী এবং সেই অমৃত পুরুষের শীতল আশ্রয়, উভয়ই আমাদের পরিম্লান হৃদয় কুসুমকে বিকশিত করে। আমাদের পরিশুষ্ক সতৃষ্ণ আত্মাতে তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম বারির বিন্দুমাত্রও পতিত হইলে সকল সন্তাপ দুর হইয়া যায়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১২ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৭৮১ শক

এই অন্ধকার সংসারের পরপার সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামই আমাদের আরামস্থান। মনুষ্যের আত্মা এই তিমিরাবৃত সঙ্কীর্ণ সংসার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া কোন মতেই প্রকৃত স্বস্থতা লাভ করিতে পারে না ; ক্ষুদ্র বিষয় লীলায় ব্যস্ত থাকিয়া চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়—ধর্ম্ম যত উন্নত হয়—প্রীতি যত প্রশস্ত হয়, তাঁহার আত্মা অল্প বিষয়েই তুষ্ট না হইয়া আপনার প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তির স্থান আশ্রয় করিতে ততই ব্যগ্র হয়। সংসারের বিবিধ বাহ্য শোভা সকলেরই মনঃপ্রহ্লাদিনী, কিন্তু আমাদের আত্মার শান্তি কোথায়? সংসারের সহিত প্রণয় বন্ধন করিয়া আমাদের আত্মা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। বিষয় বিভব—কৃতি বাহুল্য—কীর্ত্তি কলাপ, এ সমুদায় আমাদের মনকেই আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু সেই তিমিরাতীত শান্তি নিকেতনই আমাদের আত্মার আরামস্থান। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় যাহাতে সম্পন্ন হয়—তাঁহার মহতী ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয়—আমাদের মনুষ্য জন্ম যাহাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তাহার একই বিষয় এই যে আমরা জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জন করিয়া তাঁহার সন্নিধান প্রাপ্ত হই—তাঁহার সহবাস লাভ করি। বিষয় সুখই কি আমাদের মঙ্গল এবং সাংসারিক দুঃখই কি আমাদের অমঙ্গলের হেতু? সুখ দুঃখই কি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের পরিমাপক, কখনই না। সুখ দুঃখ অবিশ্রান্ত বিচরণ করিতেছে—সম্পদ বিপদ স্ব স্ব অবসর অনবরত প্রতীক্ষা করিতেছে—কাল ও মৃত্যু নিরন্তর খড়্গহস্ত রহিয়াছে ; কিন্তু এই অসীম জগতের সমস্ত ঘটনার মধ্যেই ঈশ্-

রের মহিমা মহীয়ান্ রহিয়াছে—সকল অবস্থাতেই তাঁহার মঙ্গলভাব সুব্যক্ত হইতেছে। কিসে আমাদের মঙ্গল এবং কিসে অমঙ্গল হয় তাহা তিনিই জানেন। কি প্রকারে তিনি আমাদিগকে আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিবেন তাহা তিনিই জানেন। আমরা আমাদিগের বুদ্ধির প্রদীপবৎ আলোকে তাঁহার পূর্ণভাব কত বুঝিব—আমরা আমাদের অসম্যক্ দর্শিনী ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গল ভাব কত দেখিতে পাইব? সমুদায় বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বত্রই তাঁহার মহৎযশপরিকীর্ত্তিত হইতেছে—তাঁহার মঙ্গল ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সমস্ত ঘটনাই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। আমরা যে সকল সামান্য বিষয় সুখকে সুখ মনে করি তাহাই কি আমাদের যথার্থ মঙ্গল? না আমরা যাহাকে দুঃখের কারণ মনে করি তাহাই আমাদের প্রকৃত অমঙ্গল? আমরা কত সময় বিপদের কশাঘাত অনুভব করিয়া যথার্থ সম্পদের আস্পদে উপনীত হইতেছি এবং কত সময় বিষয় সুখে কোন মতেই তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া যথার্থ তৃপ্তির স্থান অন্বেষণ করিয়া সুখী হইতেছি। আমরা সংসার মধ্যে চির দিন সুখের স্রোতে শয়ান থাকিলে আমাদের ইচ্ছা, আশা, সকলই অধোগামিনী হইয়া থাকিত। আমরা বিষয় রসে সম্যক্ রূপে পরিতৃপ্ত থাকিলে ঈশ্বরের সুন্দর মঙ্গলভাব দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে মনুষ্যের জন্ম ভারবাহক পশু জন্ম ভিন্ন আর কি হইত? বিষয়েতে অতৃপ্তি জন্য যে আমাদের ঈশ্বরস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতেছে—ঈশ্বর প্রেম সমুজ্জ্বল হইতেছে, ইহা আমাদের পরম মঙ্গল। ঈশ্বরের সহিত সহবাস সুখ হইতে কোন্ বিষয় সুখ—কোন্ মানসিক সুখ প্রগাঢ়তর; সুপবিত্র ব্রহ্মানন্দের সহিত বিষয়ানন্দের কি তুলনা? ঈশ্বরের প্রীতিরস অপেক্ষা কোন্ প্রকার বিষয় রস সুমধুর? ক্ষুদ্র বিষয়ে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না—বিষয় সুখে আমাদের সুখের আশার নিবৃত্তি হয় না—সংসারে প্রীতি স্থাপন করিলে আমাদের প্রীতির পরিতৃপ্তি হয় না, ইহা আমাদের পরম লাভ, পরম সৌভাগ্য। আমাদের শ্রেয়সী প্রবৃত্তি-সমুদয় সামান্য বিষয় সুখে চরিতার্থ হয় না বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সহবাস লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

WORSHIP.

We now approach one of the most important points of natural religion. There is an all-good and all-powerful God, who has created and governs the world. He has placed us here to undergo the trial of sorrow and sacrifice, and to prepare us for the happy and eternal life which we are destined to enjoy beyond the grave. These grand dogmas form the basis of natural religion: we know our origin, our rule of conduct, and our end. The God by whose omnipotent will we are created, has treated us like a father, since we are made immortal and free, and at the same time endowed with love and intelligence. The period of trial we are doomed to undergo is necessarily mingled with bitterness; nevertheless we are not abandoned to our own strength. All things are so disposed, within and around us, that we are able to accomplish our allotted task, if we undertake it with a resolute desire. At the outset we know our contract with God, and we know also all that we require to be acquainted with, of his nature, to love and worship him. The gifts of affec-

tion and understanding are unequally dispensed; but these are only distinctions in the conditions of the trial to be endured: for we all possess, in the necessary degree, a knowledge of the law, and the means whereby it is to be fulfilled. Herein lies the only point of real importance: for the duration of this life, compared with the eternity of the future, is not worthy of being taken into consideration. Finally, whatever doubt may be attached to the miserable events of the world, one thing we know to a certainty—the happiness that awaits us hereafter, if we are faithful. We have only thus to understand that it is our duty to bless the name of God, even in our afflictions.

In the act of worship we recognise a just homage rendered by the creature to his creator. Love and admiration, in common with all human feelings, are not always legitimate; but they cannot fail to be so, if their selected object is truly beautiful and amiable; and a well-regulated mind measures its attachment by the perfections of the being adored. To love and admire thus, is to walk in the right path, and to direct steadily the faculties of the mind and heart to a lawful end. Such sentiments increase instead of exhausting our strength. Deadness of soul, languor, and discouragement are unknown to those happy spirits who are attracted and retained by the truly good and beautiful. We may say of them, that they possess something above humanity, for they are gifted with the only earthly power which never exhausts itself, and the source of which augments as it flows. But how can any created being be amiable, except in proportion as he expresses less imperfectly than others the divine perfection? All that is good and lovely below God, can only be so by the indirect reflection of his complete beauty. He alone concentrates the essence of the true, the beautiful, and the perfect. To learn how to love him, above every other consideration, is the greatest happiness of which we are capable. All our affections must yield to this paramount feeling, which forms at once the source and consecration of every human sentiment.

There is yet another cause beyond the perfections of God which ought to incline our hearts to love him. He is our benefactor, our support, and our hope. We love the man who has snatched us from peril, and he who has instructed us in our duty; the mother who has nourished us with her milk, the father who has watched over us with vigilant anxiety, and who during one half of his life has laboured incessantly for our advantage. How ardently then ought we to love God, who has given us life itself, with all that renders the life endurable and delightful! We ought to bless him for our creation, and for having gifted us with an intelligence capable of knowing and loving our creator. We ought to adore him for the gift of freedom, and for having imposed on us the salutary yoke of duty. It is not only ungrateful but insane to acknowledge obligations to a fellow-creature, and to withhold them from the creator; for every advantage that we enjoy proceeds from him. It is he who by his will or by his laws, which express the human formula of his will, sustains and protects the life that he has

bestowed on us. We breathe, we act, we think, under his guiding hand. We enjoy good through his bounty; we suffer evil by our own fault. He has so disposed all things from the beginning, that we everywhere find the remedy by the side of the mischief. He has not made us for this earth, but for an invisible world, the delights of which we are, as yet, incapable of comprehending. The objects to which we attach our hopes can only yield in return transitory and qualified happiness; and often, instead of the gratification that we anticipate, bring to us misery and disappointment. He alone is our enduring and glorious hope: the bliss that he promises has no parallel. We are sure to reach this if we are faithful; to be filled with it, for it surpasses all that we can dream of on earth; to obtain, with the certainty of preserving, for God will never withdraw a gift which he has permitted us to win; and the same hand has given us, at the same time, liberty and immortality. Either we must root out from the heart of man every sentiment by which it is ennobled and purified, or we must struggle to combine them all in one mingled feeling of love and adoration for the Creator.

But wherein lies the necessity of showing that we ought to love God? We do not demonstrate this, we only recall it; for love is the foundation of worship, or, to speak more correctly, worship is the love of God expressed in act. Now, if it is just and necessary to express legitimate love, it results from thence that worship is an homage which man cannot refuse to the Creator.

M. Jules Simon.

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য চারি আনা মাত্র। ৭ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৬ কলিগতাব্দ ৪৯৬০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতী
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনযাপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তংশিবমদ্বৈতং।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি তাবৎ সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম; অনন্যমনা হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
ত্বমেকম্ শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্য-
ন্ত্বমেকঞ্জগৎপালকম্ স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পম্।
ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণম্ভীষণানা-
ঙ্গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্
পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়ন্ত্বাম্ স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামো-
বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ।
সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশম্
ভবাম্ভোধিপোতম্ শরণ্যম্ ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক দিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্ব রহিত, সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই॥

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্নমুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা হইতে সিংহল উপদ্বীপে ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার।

দুই প্রহরের পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিলাম। ছাড়িতে না ছাড়িতেই ঘোর ঘটা করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমারদের সঙ্গে প্রিয়সুহৃৎ কেশব বাবু আর কালীকমল বাবু; তাঁহারা বাষ্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরির এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গালিকে দেখিবা মাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহারা যে প্রকারে আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে যে তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আর দিন কতক পরেই কেশব বাবুর যে সমস্ত গুরুতর ভার লইতে হইবে, তাঁহার অপটু শরীর কেবল উলটাডিঙ্গির দুর্গন্ধ-পূর্ণ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া সে সমস্ত ভার বহনে কখনই সমর্থ হইত না। ঈশ্বরের নিকটে প্রণত হইতেছি, যে তিনি তাঁহাকে এখানে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়াছেন। অদ্যকার দিনের মধ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই; গঙ্গার যে রমণীয় সুদৃশ্যতা, তাহা অন্য কোন সময়ে যদিও নিতান্ত প্রমোদকর হইত, কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রকে মনে করিয়া আর তাহাতে মন যায় না। গঙ্গার সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে আমাদের সায়ংকাল গত হইল।

১৩ আশ্বিন, বুধবার।

প্রত্যুষে ৪ ঘণ্টার সময় উঠিয়া সাজ সজ্জা করিতেই বেলা হইল। বেলা ৯টার পর আমাদের বাষ্পীয় নৌকা নোঙ্গর উঠাইয়া চলিল। অদ্যকার গঙ্গা অতীব প্রশস্ত—সমুদ্রের কিছু কিছু ভাব পাওয়া যায়। গঙ্গা গোলাকৃতি হইয়া চতুর্দ্দিকেই গগনকে স্পর্শ করিতেছে। এক এক দিকে তাহার তীর কেবল রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

আজও বৃষ্টি। বৃষ্টির সময় আকাশ আর গঙ্গা একাকার হইয়া যাইতেছে। আমরা রৌদ্রের মধ্যে থাকিয়া সম্মুখে দূরেতে বৃষ্টির পতন দর্শন করিতে করিতে অচিরাৎ রৌদ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃষ্টি-রাশির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে সমুদ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কলম্বস্ যেমন সমুদ্র মধ্যে তটের নানা চিহ্ন দেখিয়া কোন এক নূতন দেশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আমরাও সেইরূপ আগ্রহের সহিত সমুদ্রকে প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে যেন গঙ্গার সমুদ্র—ক্রমে তাহার সীমা-চিহ্ন বিলীন হইতেছে। এখন যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকে তরঙ্গময় জল-রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; কেবল আমাদের অগ্রপশ্চাৎ এক এক খানা জাহাজ নয়নের সম্মুখে পড়িতেছে। ক্রমে জলের বর্ণ পরিবর্ত্ত হইতেছে। ঘোলা বর্ণ, সবুজ বর্ণ, গাঢ় সবুজ, এই তিন প্রকার বর্ণ একে একে দেখা যাইতেছে। কতক দূরে নীল রেখা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! গঙ্গার ঘোলাজল একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে গাঢ় সবুজ, সে নীলবর্ণ আর দেখা যায় না। গঙ্গার সুনীল ভাব আর নাই; সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিতেছে, আমাদের বাষ্পীয় নৌকাকে অস্থির করিতেছে। আঃ! সমুদ্রের কি উদার মূর্ত্তি! আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম, সমুদ্র দেখিয়া অনন্তভাব কতদূর উদয় হয়। চক্ষু তরঙ্গের উপর তরঙ্গ হইতে বহুদূরে প্রসারিত হয় এবং তত্দূরে গিয়া নিবৃত্ত হয়, যেখানে সমুদ্র আকাশ আর মেঘাবলিকে স্পর্শ করিয়াছে; যেখানে চক্ষু নিবৃত্ত হয়, মন তাহা হইতেও অগ্রগামী হইয়া আরো ধাবমান হয়; এই রূপে অনন্ত ভাবের উদ্বোধন হইতে থাকে।

সন্ধ্যার সময় সমুদ্র আরো গম্ভীর ও উদার ভাব ধারণ করিল। একে গাঢ় তিমির; তাহাতে নীল সমুদ্র—তাহার উপরে তাহার শুভ্র ফেন কি আশ্চর্য্য রূপে শোভা পাইতেছে। মেঘদূতে এক স্থানে গঙ্গার ফেনকে তাহার হাস্য রূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু এই সময়ে সুনীল সমুদ্রের ফেনকেই তাহার অপূর্ব্ব হাস্যের মত দেখা যাইতেছে। আমরা অগাধ সমুদ্রের গর্ভে আসিয়াছি। এক্ষণে আকাশ আর সমুদ্র! বোধ হইতেছে যেন সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি হয় নাই।

১৪ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া সমুদ্রকে দেখিলাম, একেবারে গাঢ় নীলবর্ণ। এমত নীলবর্ণ কল্পনাও করা যায় নাই। গাঢ় নীল! তাহার নিকটে নীল আকাশ ফীকা হইয়া যায়। বাষ্পীয়-নৌকা সমুদ্রের গর্ত্ত বিদারণ পূর্ব্বক যেমন দ্রুত বেগে চলিতেছে, তেমনি তরঙ্গ উঠিয়া তাহার নীল জলকে সবুজ করিয়া দিতেছে, এবং তাহার সহিত শুভ্র ফেন মিশ্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সূর্য্য কিরণে সমুদ্রের লহরী সকল চক্‌মক্ করিতেছে। সমুদ্রের উপরে এক একবার পক্ষযুক্ত মৎস্য-দল দলবদ্ধ হইয়া অল্প অল্প উড়িয়া যাইতেছে; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন পক্ষীরা সমুদ্রের উপরে আহার অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে। যদিও সমুদ্রের এই শোভা দেখিয়া মনের উল্লাস হইতেছে, তথাপি নৌকার দোলাতে প্রাতঃকাল অবধিই আমার গা বমি বমি করিতেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ৩, ৪, ৫ বার বমি করিলাম। আর কিছুই ভাল লাগে না। এক্ষণে কোথায় বা শোভা! কোথায় বা সমুদ্র দর্শন! কোথায় বা আমোদ! এখন সকলই শুষ্ক—সকলই নীরস। সমস্ত দিনই অসুখে গেল, রাত্রিতে নৌকার কুঠরির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিলাম।

১৫, ১৬, ১৭ আশ্বিন; শুক্র, শনি, রবিবার।

কিছুই ভাল লাগে না। সমুদ্রের সঙ্গে বড়ই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সমুদ্রের নাম শুনিলে, সমুদ্রের উপরে দৃষ্টি করিলে, সমুদ্রের ভাব স্মরণ করিলেও বমি আইসে। আমার সকল অপেক্ষা দুরবস্থা; কিন্তু কালীকমল ভায়া যেমন তেমনি। শয্যা হইতে উঠিবার সময় শরীরকে আর কোন ক্রমে উঠাইতে পারা যায় না; সমুদ্র জলে স্নান করিয়া আরো অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়; আহারের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। বড় কষ্ট! বড় কষ্ট! আমাকে কেহ জা-

হাজের উপর হইতে জলে ফেলিয়া দেয় সেও স্বীকার। সমুদ্রে আসিতে কাহাকেও আর পরামর্শ দিতে পারি না। কোন্ দিক্ দিয়া যে কি হইতেছে, কিছুই দেখিতে পাই না।

১৮ আশ্বিন, সোমবার।

আমরা তো এত কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু আমাদের জাহাজের আর বিশ্রাম নাই। এর আর রাত্রি দিন বিচার নাই, চলিয়াইছে চলিয়াইছে—'ন দিবা ন রাত্রি র্ম বায়ু বৃষ্টিঃ'। কত ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ ইহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, কিন্তু ইহার কিছুতেই কিছু হয় না। বলীয়ান্ ধার্ম্মিক পুরুষের বিষয়-স্রোতের প্রতিকূল গমন এই রূপই আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এমন অগাধ সমুদ্রের মধ্য দিয়া আমরা কেমন নির্ব্বিঘ্নে নিঃশঙ্ক হইয়া যাইতেছি। এমন যে ভয়ানক সমুদ্র, এও আমাদের কলিকাতার পথের মত আয়ত্ত হইয়াছে। দেশ কালের উপরেই বা মনুষ্যের কি আধিপত্য প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞান বলই বল। আমরা এক্ষণে পরিচালকদিগের হস্তে আমাদের ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। বিশ্বাসের এমনি আশ্চর্য্য গুণ! আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতেছি যে ইহারা আমারদিগকে গম্যস্থানে পোঁছিয়া দিবে। ইহাদের কেহই যদি না থাকে, আর আমরা সকলেই থাকি, এবং এই বাষ্পীয় নৌকার উপরেও যদি অধিকার হয়, তথাপি আমারদের কি দুর্দ্দশা। আমরা ইহাকে কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ সমুদ্রের গুপ্ত পাহাড়ের উপরে চূর্ণ করিয়া ফেলি, বলা যায় না। কেবল এক বিশ্বাসের উপরে আমাদের এত নির্ভর। কাপ্তেন সাহেব এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা হইল। তাহারা মনে করে যে আমরা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অভিমুখে এক পদ অগ্রসর হইয়াছি। তাহারা অবগত নহে যে তাহাদের দেশস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনেকে আমাদের দিকেই আসিতেছে। গত তিন দিবস অপেক্ষা অদ্য অনেক সুস্থ হইয়াছি। আমরা এক্ষণে কেবল ডাঙ্গা! ডাঙ্গা! করিয়া ব্যস্ত হইতেছি। নীল আকাশ আর ঘননীল সমুদ্র সমানবর্ণ হইলে তাহাদের সীমাচিহ্ন দেখা যাইত না—উভয়ই মিলিয়া থাকিত। সমুদ্রের শোভা অবলোকন করিতে অদ্য ইচ্ছা হইতেছে। সূর্য্যের অস্তগমন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। সমুদ্রের মধ্যেই যেন সূর্য্যের নিলয়—সমস্ত দিবস সে ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করিতে গেল। সমুদ্র স্বীয় গর্ভে তাহাকে স্থান দান করিলেন। সূর্য্য এক্ষণে স্বকীয় রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অল্পে অল্পে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; সূর্য্য মেদিনীর নিকট হইতে বিদায় লইবামাত্র সমস্ত জগৎ ম্লান মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই সময়ে চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখি যে তিনিও হাস্য করিতে করিতে উদয় হইতেছেন। কিছু পরেই তাঁহার সচিব স্বরূপ তারকাগণে পরিবেষ্টিত হইলেন। সমুদ্র রৌপ্য বর্ণে রঞ্জিত হইল। এক্ষণকার এই রঙ্গভূমির মধ্যে চন্দ্রেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে।

> হংসোযথা রাজতি পুষ্করস্থঃ
> সিংহো যথা রাজতি কন্দরস্থঃ।
> বীরো যথা রাজতি সঙ্গরস্থো-
> ঽরাজ চন্দ্রোপি তথাম্বরস্থঃ॥

হংস যেরূপ পুষ্করস্থ হইয়া বিরাজ করে, সিংহ যেরূপ কন্দরস্থ হইয়া বিরাজ করে, বীর যেমন সঙ্গরস্থ হইয়া বিরাজ করে, চন্দ্রও সেই রূপ অম্বরস্থ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

১৯ আশ্বিন, মঙ্গলবার।

এক সপ্তাহ অতীত হইল। অদ্য কূল দেখা যাইতেছে। আমাদের সম্মুখে বন, উপবন, পাহাড়, পর্ব্বত, বালুতট যেন চিত্রিত রহিয়াছে; পাহাড় গুলি দূর হইতে মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দূরের পাহাড় দূরস্থিত মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট; নিকটের গুলি ঘন মেঘের মত। দূরবীক্ষণ দিয়া বৃক্ষাদি আরো স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আজি বৈকালে সিংহলে পদ

নিক্ষেপ করা যাইবে। বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্ব-পাতা আমারদিগকে কত প্রকার বিঘ্ন হই-তে উত্তীর্ণ করিয়া আনিলেন। জাহাজ একটুকু বিপথগামী হইলে কত ভয়। সমুদ্র-তলশায়ী এক পর্ব্বতে ঠেকিলে জাহাজ চূর্ণ হইয়া যায়। এক এক ঝঞ্ঝাতে সমুদ্রই আমাদের মৃত্যু শয্যা হইতে পারে। আ-মরা বিপদকেই গুরুভার বিশিষ্ট মনে করি, কিন্তু নিমেষে নিমেষে আমরা কত রাশি রাশি বিপদ যে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, তাহার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হই না। কি আশ্চর্য্য! এখন প্রায় বেলা ৩ ঘন্টা, এখনো পর্ব্বত শ্রেণী দেখা যাইতেছে। সিং-হল দ্বীপকে ভূচিত্রে দেখিলে 'ভারতবর্ষের হারের ধুকধুকির' মত বোধ হয়। কিন্তু আ-মরা সমস্ত দিবস ক্রমাগত চলিয়া তাহার এক পার্শ্বদেশও শেষ করিতে পারিলাম না। সমুদ্রের মধ্য হইতে সিংহলের শোভা দেখিতে অতি সুরম্য হইয়াছে। সমুদ্র প্রা-ন্তের অস্পষ্ট নীলবর্ণ—তাহার উপরে গৌ-রবর্ণ বালুতট—তাহার পশ্চাতে শ্যামবর্ণ বনরাজি,—পরে মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান পর্ব্বত শ্রেণী— এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্তু মিলিয়া চমৎকার শোভা ধারণ করি-য়াছে—আমাদের সম্মুখে ঠিক যেন এক খানি চিত্রপট রহিয়াছে। অদ্যাও 'গাল' পাওয়া গেল না। অদ্য সমুদ্রের উপরে আ-মাদের শেষ দিন। এ সমুদ্রের সঙ্গে যদিও বিষম বিবাদ গিয়াছে, তথাপি ইহাকে ছাড়িতে এক্ষণে তেমন ইচ্ছা করিতেছে না। কলিকাতার ধূলি যেমন সুলভ,এখানে পরিশুদ্ধ বায়ুও সেই প্রকার। কলিকাতার সমুদয় ধনীর সমুদয় ধন একত্র করিলেও ইহার একটি হিল্লোলও ক্রয় করা যায় না। সৃষ্টির সমুদয় শোভাই এখানে একত্রীভূত—মনু-ষ্যের কার্য্য অতি অল্প। কলিকাতাকে ভু-লাইয়া রাখিবার বস্তুই অনেক। সেখানে আমরা চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, নক্ষত্র, প্রত্যহ এই রূপই দেখি, কিন্তু এখানেই তাহাদের আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ পায়। কতক গুলি কৃত্রিম শোভা দৃষ্টিকে আর আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এই সকল স্থানকে যাহারা শূন্য মনে করে, তাহারা কোন চিত্রলেখার ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যেরই শোভা দর্শন করে; কিন্তু যা-হারা ইহাকে দেব-মন্দির করিয়া দেখে, তা-হাদের নিকটে এ সকল নূতন শোভায় সু-শোভিত হয়। অদ্য দুর্গোৎসবের অষ্টমী পূজা, কিন্তু ধূপ ধূনায় সুবাসিত, মেষ মহি-ষের রক্তে রঞ্জিত, নৃত্য গীতে আমোদিত, জন কোলাহলে পরিপূরিত দুর্গোৎসব এ-খানকার উৎসবের নিকটে কোথায় আছে? এখানকার উৎসব নূতন প্রকার।

> গগনমে থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে তারকা ম-ণ্ডল জনক মোতী।
>
> ধূপমলয়ানলো পবন চমরো করে সকল বন-রাজি ফুলন্তজ্যোতী।
>
> কৈসী আরতী হোয় ভবখণ্ডন তেরী আরতী।
>
> অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী।

এখানে ঈশ্বরের আরতীতে গগনই থাল; রবি চন্দ্র প্রদীপ স্বরূপ—তারকা-গণ মণিমুক্তা; মলয়ানল হইতে ধূপ উ-খিত হইতেছে, পবন স্বহস্তে চামর ব্যজন করিতেছে; সকল বনরাজি পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে, অনাহত হইয়াও যেন ভেরীর নিনাদ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

২০ আশ্বিন, বুধবার।

সিংহলদ্বীপের গালপুরী সম্মুখে। আহা! কি শোভা! সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ সকল উন্নত-মস্তক হইয়া আছে। আমাদিগের বাম পার্শ্বে সমুদ্রের তরঙ্গ-রাজি আকণ্ঠনিমগ্ন পর্ব্বতের মস্তকে রোষ পূর্ব্বক আঘাত করিয়া ফেন রাশি উ-দ্গার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক তৃ-ণাচ্ছাদিত উচ্চভূমি শ্যামশোভা ধারণ ক-রিয়াছে। সম্মুখে সূর্য্য কিরণে উদ্দীপ্ত এক একটি কুটীর বিনীত ভাবে স্বীয় পরিচয় দিতেছে। রঙ্গ ভূমির আবরণ হঠাৎ মুক্ত করিলে যেরূপ বিস্মিত হইতে হয়, আমরা প্রাতঃকালে জাহাজের উপরে উঠিয়া একে-বারেই এখানকার এই আশ্চর্য্য দর্শন দর্শন করিয়া সেই রূপ হইতেছি। আমাদের চ-তুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী মৎস্যের ন্যায় জলের উপরে ক্রীড়া করিতেছে। এক একটি নৌকা আমাদের ডোঙ্গার মত শোরু,কিন্তু প্রায় দেড়

হস্ত উচ্চ, তাঁহার মধ্যে দুইটি পদ কোন প্রকারে রাখা যায়। নৌকার উপর হইতে পরস্পর অন্তরবর্ত্তী দুইটি বাঁস বক্রভাবে এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর একটি বড় কাষ্ঠ সেই দুই বাঁসের দুই প্রান্তে আবদ্ধ হইয়া ভাসিতেছে, তাহাতেই নৌকা উলটিয়া পড়িতে পারে না। আজ সোণার লঙ্কায় পদক্ষেপ করা যাইবে, ইহাতে আর আমাদের আনন্দের সীমা নাই। কল্পনা-পথে যে কত কি আসিতেছে, বলিতে পারি না। এক এক নৌকার উপরেই আমরা বিচিত্র ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতেছি। কেহ এক টুপি মাথায় দিয়া রোমান্ কেথলিক্ সাজিয়া আছে। কেহ রঙ্গীণ বস্ত্র পরিয়া আপনাকে বৌদ্ধ রূপে পরিচয় দিতেছে। আমরা কূলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি। নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন শোভা; সকলই নূতন দেখিব, এই রূপ মনে হইতেছে। দুই প্রহরের পূর্ব্বে আমরা 'নিউবিয়া' বাষ্পীয় পোত হইতে বিদায় লইলাম এবং তীরে যাইবার জন্য এক ডিঙ্গিতে চড়িলাম। গালে উঠিবামাত্র সকলে আমাদের উপরে তাকাইয়া রহিল। আমরা শীঘ্র শীঘ্র এক উত্তরণশালাতে চলিলাম। একি! গিয়া দেখি সকলই আশার বিপরীত। কলার গাছ, ভাঙ্গা প্রাচীর, খোলার ঘর; সকলই নয়ন-তৃপ্তি-কর! আবার কলিকাতার বদ্ধ ভাব। গৃহের প্রাচীর আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ এ তিনকেই রুদ্ধ করিতেছে। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বলিয়া বায়ু কেবল স্বাস্থ্যকর। ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতীত আর কোন ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি নাই। সকল দ্রব্যের মূল্য কলিকাতার এইক্ষণকার দরের অষ্টগুণ—বারোগুণ। এখানকার সকল ভৃত্যেরাই বালক—বাস্তবিক সকলে বালক নহে, কিন্তু ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের ভৃত্যকেও 'বালক' শব্দে সম্বোধন করে। ইহাদের মাথায় খোঁপা বাঁধা আর তাহাতে এক একটা কাঁটকড়ার চিরুণি গোঁজা। স্ত্রী লোক আর শ্মশ্রু-বিহীন পুরুষকে বাছিয়া লওয়া বড় দায়। কোথায় বা সোণার লঙ্কা, কোথায় বা অশোক বন, সকলই চমৎকার। কেশব বাবু উত্তরণশালায় আসিয়াই আপন হস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫ ঘণ্টা যাবৎ অগ্নি কুণ্ডে দগ্ধ হইয়া এবং ধূম ভক্ষণ করিয়া জ্বর ও শিরঃপীড়াতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। আহারের মত কিছুই হইল না। রজনীতে কোন মতে পড়িয়া রহিলাম।

২১, ২২, আশ্বিন; বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

দিবসের মধ্যে সকলেরই এক এক মনোনীত সময় থাকে—সেই সেই সময়কে সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করে। সমস্ত দিবসের মধ্যে কেহ ভোজনের সময়ের প্রতি চাহিয়া থাকে। কেহ বা রজনীর আমোদ প্রতীক্ষা করিয়া গুরুভারাক্রান্ত দিবসকে কোন প্রকারে কর্ত্তন করে। আমাদের এ প্রকার কোন সময়ই নাই। আহারের সময় আর ঔষধ খাইবার সময় সমান। কলম্বোতে যাইব মনে ছিল, তাহাও দেখিতেছি হইল না। এই গাল দুর্গেই রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের কেবল এই পান্থশালা হইতে অন্য পান্থশালাতে যাইবার কথা হইতেছে; তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়া যায়। এই পান্থশালায় আসিয়া এক দিবস ফ্রীমেসনদের বিষয় কিছু কিছু শুনিয়াছি। এই পান্থশালা-রক্ষক একজন ফ্রীমেসন। তিনি বলিলেন, এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ নাই। সকল ধর্ম্মের লোকেই ইহার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। গোপনই ইহাদের ধর্ম্ম বলিলেও হয়। আরো বলিলেন, ফ্রীমেসনেরা পৃথিবীর সকল স্থানেই বিকীর্ণ হইয়া আছে—তাহারা আপনাদের মধ্যে কতকগুলি সঙ্কেত দ্বারাই পরস্পরকে চিনিতে পারে। ফ্রীমেসনদিগের মধ্যে যে যত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, সে তাহাদের গুপ্ত বিষয়-সকল ততই জানিতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে এখনো তাহাদের রক্ষিত কথা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। 'ষট্‌কর্ণোভিদ্যতে মন্ত্রঃ' একথা ইহাদের মধ্যে এখনো প্রয়োগ করা যায় না।

২৩ আশ্বিন, শনিবার।

এবার কুমির দুই প্রকাণ্ড কাণ্ড দেখিবা-

রই আশা ছিল—সমুদ্র আর পর্ব্বত; কিন্তু পর্ব্বতের কিছুই দেখা হইল না। এখানে ৮০০০ ফীট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বত আছে— হিমালয়ের শিমলা পর্ব্বতের সমান; কিন্তু এখানকার পর্ব্বতে তুষার নাই। এখানে এক সুবিধা এই যে কয়েক দিবসের মধ্যে সমস্ত দ্বীপটা ঘোরা যায়। এখান হইতে প্রত্যুষে ডাকের গাড়িতে উঠিয়া দশ ঘণ্টায় কলম্বো যাওয়া যায়; কলম্বো হইতে দশ বার ঘণ্টায় কান্দীতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কান্দীর নিকটেই সিংহলের দেখিবার বিষয় সকল বিদ্যমান আছে। তাহার অনতিদূরে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে শীতের প্রাদুর্ভাব, এবং সেই সকল পর্ব্বত-প্রদেশের শোভা ভুবন বিখ্যাত। আদমশৃঙ্গ বলিয়া এক পর্ব্বতের চূড়াতে একটি পদচিহ্ন রহিয়াছে, কেহ বলে সে হনুমানের পদচিহ্ন; কেহ বলে বুদ্ধদেবের। এ সকল কিছুই দেখা হইল না। সিংহলের মধ্যস্থল কান্দী। মেড়ুখাবাদি আর প্রকৃত হিন্দুস্থানীর মধ্যে যত প্রভেদ, সমুদ্রধারের লোক আর সেখানকার লোকেও তত প্রভেদ। আমরা যেমন কেবল এক পান্থশালার মধ্যে থাকিয়া সমুদয় সিংহলদ্বীপের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না, সেই রূপ এখানকার বালক পরিচারকগণকে দেখিয়াও সিংহলবাসীদিগের ভাব কিছুই বঝা গেল না। এখানে আমাদের কত প্রকার করিয়া বেড়ান উচিত ছিল। পুরাবৃত্ত-বেত্তার ন্যায় এখানকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করা; কবির ন্যায় এদেশের শোভনতম স্থান সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করা; পর্য্যটকের ন্যায় এখানকার গ্রাম নগরের ভাব দেখা; বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় নূতন বৃক্ষ পল্লবাদি ও নূতন পশু পক্ষী সকল নিরীক্ষণ করা; দুই এক প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে আলাপ করা; এখানকার আচার ব্যবহার ও প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় শিক্ষা করা; এখানে আমাদের সংক্ষেপের মধ্যে এত কার্য্য। কবি পণ্ডিত পর্য্যটক পুরাবৃত্তবেত্তা ইহাদের এক এক জনের মত হইয়া দেখিয়া বেড়ান কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা গাল ‍দুর্গেই রুদ্ধ রহিলাম। অদ্য এক নূতন পান্থশালায় আসিয়াছি। আহারের সামগ্রী এখানে অপেক্ষাকৃত উত্তম পাওয়া যায়, আর এখান হইতে সমুদ্রের মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ঠিক সম্মুখে সমুদ্রের উপরে নদীর শোভা দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি শৈলখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; তাহাতেই কলকল শব্দ অবিশ্রান্ত শুনা যায়। আমাদের সম্মুখে একটা পাহাড়ের উপরে একটী নারিকেল গাছ একাকী রাজত্ব করিতেছে; সেখানে তাহার আর কেহই নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক উচ্চ আলোক গৃহ হইতে সিংহলদ্বীপের শোভা দর্শন করিলাম। কত পাহাড় ও কত পর্ব্বতশ্রেণী! আমাদের আশা অতি দুরারোহিনী না হইলে এস্থান সর্ব্বতোভাবেই প্রার্থনীয় হইত।

২৪ আশ্বিন, রবিবার।

দূর হইতে ক্লেশের মূর্ত্তি অতি মনোহর। উপন্যাস বা পুরাবৃত্তে বিপদগ্রস্থ ও দুর্দ্দশান্বিত মহাত্মাদিগের সঙ্গে আমারদের যেমন প্রণয় হয়, এমন আর কাহারো সঙ্গে হয় না। আমাদের এখানে যে সকল কষ্ট গিয়াছে, তাহা কাহারো নিকটে বর্ণনা করিলে তিনি হয়তো আমাদের সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিবেন; কিন্তু আমাদের অবস্থা কি বা প্রার্থনীয়! জাহাজ ভগ্ন হইয়া গিয়া আমাদের যেন কোন উপদ্বীপে ফেলিয়া দিয়াছে; আমরা কোন রূপে দিনপাত করিতেছি। কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই আমাদের ভ্রমণের কাল প্রায় অতীত হইল। জাহাজের উপরে সমুদ্র-পীড়ায় কাতর ছিলাম; কূল পাইয়া যাহা কিছু নূতন দেখিবার আশা ছিল, তাহাও পূর্ণ হইল না। কষ্টের অভাবই এখানে আমাদের সুখ। শরীরের ভাব এখনো বিশেষ বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের পান্থশালা-রক্ষকের নিকট হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় কিছু কিছু শ্রবণ করিলাম। লোকেরা ভূত প্রেত বিশ্বাস করে। যে কোন পীড়া ঔষধে আরাম না হয়, তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র প্রকার। এই প্রকার রোগীকে তাহারা ভূতে পাইয়াছে মনে করে। ভূত নাচাইবার জন্য

তাহারা ধূনা জ্বালিয়া বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করে; আর রোগীকে দিবারাত্রি অনাবৃত স্থানে রাখিয়া তাহার অবশিষ্ট জীবনকে শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের বিধি আছে, তাহারদিগের বিবাহ করিতে নিষেধ। এখানেও কিছু কিছু খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন নানা সম্প্রদায়ের মত এখানে স্থান পাইয়াছে। মিশনরিদিগের আক্রমণ হইতে কোন দেশই বিমুক্ত নহে। উহারদের পরিশ্রমকে ধন্য বাদ। এই প্রকার প্রবর্ত্তক যদি আমাদের ধর্ম্মে এক এক জন পাওয়া যায়, তবে সকল পৃথিবীতেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ধ্বনিত হইতে থাকে।

২৫ আশ্বিন, সোমবার।

বেলা দশটার পর এক ডালচিনির উদ্যান দেখিতে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম সে স্থান বড় মন্দ নয়। সম্মুখে এক ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে; তাহার নাম গিঞ্জিরা। উদ্যানে নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপিত আছে। সকল প্রকার মসলারই গাছ দেখিলাম। ডালচিনির গাছের কিছুই ফেলা যায় না। তাহার মূলে কর্পূর-তৈল হয়—পত্রে লবঙ্গের তৈল প্রস্তুত হয়—ডালে ডালচিনি হয়। কি আশ্চর্য্য! আমরা কোথায় ছিলাম, ইহার মধ্যে আমরা সাগর পার হইয়া নদীর ধারে এক ডালচিনির উদ্যানে বসিয়া আছি। ফিরিয়া আসিবার সময় এক বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বৌদ্ধদের মানব দেবতা বুদ্ধ প্রায় ১২ হস্ত উচ্চ আসন করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে আর দুইটি প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের ভাঙ্গা চুরা সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ হইল। প্রতি কথার শেষেই 'এবং' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে লাগিলেন এবং 'নাস্তি' শব্দে স্বীয় অনভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উক্ত দুই প্রতিমূর্ত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে একের নাম কোনাগম বুদ্ধ, দ্বিতীয়ের নাম কাশ্যপ বুদ্ধ, মধ্যের বৃহৎ বুদ্ধ যিনি তিনি গৌতম বুদ্ধ। ইহাদের আবির্ভাব এক সঙ্গে নয়। কোনাগম আদিবুদ্ধ, সর্ব্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। জগৎ নিত্য কি সৃষ্ট এই প্রশ্নে পুরোহিত উত্তর করিলেন, সকলই অনিত্য; জগৎও অনিত্য, ঈশ্বরও অনিত্য, কেবল নির্ব্বাণই নিত্য। মাথাকা, বিনাশ, নির্ব্বাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল। এক্ষণে কাহারো ধ্যানে অধিকার নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিলে সে অধিকার জন্মে না। আমরা এক প্রাচীরে নরক চিত্রিত দেখিলাম। ভয়ানক। অগ্নি জ্বলিতেছে, আর চারি দৈত্য একটাকে ছিঁড়িয়া কাটিয়া খাইতেছে। এই প্রকার নরকের ভয় দেখাইয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মও রাজত্ব করিতেছে। এই মন্দিরে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি অনেক অনেক দেবতারও মূর্ত্তি রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের পূজার বিধি নাই; কেবল বুদ্ধ দেবের পদ তলেই পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। রাম রাবণের যুদ্ধের কোন কথাই নাই; বিভীষণের মূর্ত্তি চিত্রিত দেখিয়া রাম রাবণের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরোহিত তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মে অহিংসা পরম ধর্ম্ম কি না? জিজ্ঞাসা করিলাম। পুরোহিত বলিলেন, আমরা স্বহস্তে বধ করিয়া কোন জীবকে ভক্ষণ করি না, কিন্তু অন্য কেহ বধ করিয়া দিলে সে পশুর মাংস আমরা ভোজন করি। পলাইবার বড় সহজ উপায়! অন্যান্য বৌদ্ধদের হিংসা করিবার ধর্ম্মতঃ বিধি কি নিষেধ, ইহা বুঝাইতেও পারিলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না; কেবল এইমাত্র উত্তর পাইলাম, অন্য কাহারো বৌদ্ধ ধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই। পুরোহিতকে তাহার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলাম; পুরোহিত বলিলেন, গুরু 'নির্ব্বাণং গতঃ'। আমরা তাঁহাকে যে তাহার জীবিতবান্ গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। সে আমাদিগকে নিকটবর্ত্তী পর্ণশালাতে এক কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত পুরুষের নিকটে লইয়া গেল। আমরা এক খাটিয়ার উপরে বসিলাম। গুরুর সঙ্গে কোন কথাই হইল না। তিনি গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান রহি-

লেন। আমরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লইয়া আসিলাম। পুরোহিত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আইলেন। তাঁহার গুরুর মৌনভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত বলিলেন, অয়ং মৌনী, কিন্তু তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে বিলক্ষণ কথা চলিতেছিল। আমরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইয়া আসিলাম।

২৬ আশ্বিন, মঙ্গলবার।

বেলা দুইটার পর এক পাহাড় দেখিতে চলিলাম। দুধারে বন জঙ্গল, তাহার মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। আমাদের দেশে নারিকেল গাছের ছায়াই হয় না, এখানে নারিকেলের নিবিড় জঙ্গল দেখা যায়। এই পাহাড়ের উপর হইতে চতুর্দ্দিক্ দেখিতে অতি সুন্দর। বঙ্গদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, এমন বোধ হয়। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়—এক এক পাহাড়ে এক একটি কুটীর দেখা দিতেছে—নীচে ক্ষেত্র, জলধারা, সকলই এমন ক্ষুদ্র দেখায় যেন কে একখানি ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। এখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আইলাম। বাগান দেখিবার মূল্য স্বরূপ দুই শিলিঙ্গ দিতে হইল। এখানকার সকল স্থানেই পৌণ্ড শিলিঙ্গ পেন্‌স্ ভিন্ন আর কথাটি নাই। আসিবার সময় আর একটি বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বড় সহজ ধর্ম্ম নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই এ ধর্ম্মের অবলম্বী। উক্ত মন্দির একটি নির্জন উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, উঠিবার সময় কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ হয়। অদ্যকার মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মন্দির বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধ দেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে অতি সুন্দর। এই মন্দিরের অঙ্গনে এক স্থানে দেখিলাম যে একটি পুরোহিত বালক বসিয়া পুথি পাঠ করিতেছে; কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শ্রোতার ন্যায় বসিয়া আছে। আমরা কতকক্ষণ পাঠ শ্রবণ করিলাম। তাহাতে 'পুত্র পৌত্র কলত্র' এই প্রকার এক একটা কথা বুঝিতে পারিলাম। পাঠ সাঙ্গ হইবামাত্র শ্রোতাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মৃদুস্বরে কি পাঠ করিতে লাগিল। মন্দিরের নিকটে একটা 'ডাগোবা' রহিয়াছে, দেখিতে কোন সমাধি মন্দিরের মত; শুনিলাম তাহাতে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত আছে। সেই স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছে। যাহা হউক এই মন্দিরকে মন্দির বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ববৎ এখানে বুদ্ধের তিন মূর্ত্তি দেখিলাম না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মতনও কোন লোক পাইলাম না। শীঘ্র বাসগৃহে চলিয়া আইলাম। অদ্য পূর্ণিমা, 'রজনী কি সুখদায়িনী' হইয়াছে! এ রজনীকে দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহা নিদ্রার জন্য হয় নাই।

২৭ আশ্বিন, বুধবার।

অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম।

'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং।
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

ইহার শেষ ভাগেও কালিদাসের কবিত্ব শক্তি মনে উদিত হইল।

তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং।
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু।

এক দিক্ দিয়া চন্দ্রমা অস্তোন্মুখ হইতেছেন, অন্য দিকে অরুণকে সম্মুখে করিয়া সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন; ইহাদের মধ্যে একের ব্যসন, অন্যের উদয়; ইহাতেই যেন সমুদয় লোকেরা আপন আপন অবস্থায় নিয়মিত হইতেছে। চন্দ্রমার ব্যসন যথার্থই বটে—তাহার মুখশ্রী কি ম্লান ও বিপন্ন! তাহার আসন্ন বিপদ দেখিয়া তারকাগণ কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

"এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা,
তারে ফেলে যায় একে একে"।

চন্দ্রমাকে যে মেঘের মধ্য দিয়া কোন্ অদৃশ্য হস্ত টানিয়া লইল কিছুই বলিতে পারি না। চন্দ্রমার দুর্দ্দশা দেখিয়া কোথায় সকলে দুঃখ করিবে, না চতুর্দ্দিক্ আরো প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বিপদের সময় এই রূপই বটে। এ প্রদেশ যে আমাদের শরীরের পক্ষে কিরূপ বলিতে পারি না। শুনিলাম, বৎসরের মধ্যে ঋতুর বিশেষ পরিবর্ত্তন নাই। শীতকালে বড় শীত হয় না—দিবসে

র মধ্যে যেন একবার দেখা দিতেই চায়। আমার পিতা মহাশয় এক্ষণে কিছু অসুস্থ আছেন। এখানে আসিয়া প্রায় দুই দিবস অনাহারে ছিলেন; এখনো তাঁহার আহার ভাল হইতেছে না। শরীর কাহার কেমন হয়, তাহার পরীক্ষা কলিকাতাতেই হইবে। এখানে কোন এক সম্ভ্রান্ত সিংহলীর সহিত আলাপ করিবার নিতান্ত অভিলাষ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মধ্যেই এই ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব; ইহা অবশ্যই বিশেষ রূপে শিক্ষণীয়। আমরা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি,এ বড় সামান্য স্থান নয়। সম্মুখে সমুদ্র নয়, ভারতবর্ষীয় মহাসমুদ্র! শোভাও অতি মনোহর। চন্দ্রমার প্রভাবে এক্ষণে রজনী জ্যোতিস্মতী ও লাবণ্যময়ী হইয়াছে। চন্দ্রমা ও তারকাগণের প্রতি নেত্রপাত করিলে সে সকলকে দূরস্থিত অপরিচিত বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের সঙ্গে যেন তাহাদের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। নক্ষত্র তারার উজ্জ্বল পত্রের মধ্যে যাহারা এ পৃথিবীর ঘটনাসূত্র পাঠ করে, তাহাদের নিতান্ত দোষ নাই। দূর হইতে জ্যোতির্গণের মাহাত্ম্য এরূপ দেখায় যে মনুষ্য তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

২৮ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

প্রাতে সিংহলের স্থানের স্থানের বর্ণনা শুনিলাম। এক্ষণে এই প্রকার বর্ণনাতে আমাদের কৌতূহল-অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়াই সার হয়। সিংহল দেখিয়া বেড়াইবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, বলিবার লিখিবার বিষয় কিছুই নাই। কেবল সমুদ্রের গুণে আমরা এখানে টিকিয়া আছি; সূর্য্যের উত্তাপ যেরূপ প্রখর, সমুদ্র বায়ু ব্যতীত এখানে থাকা ভার হইত। সমুদ্রের সৎসংসর্গেই ইহার দোষ সকল ঢাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এস্থান আর ভাল লাগে না, এস্থানের নূতনত্ব চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারির উদ্যানে আইলাম। সুন্দর নির্জ্জন স্থান। চতুর্দ্দিক গাছপালায় পরিপূর্ণ— বোধ হয় যেন কোন বনের মধ্যে বসিয়া আছি। এখানে বায়ু শীতল—স্বভাবের সকলই কিছু কিছু আছে। নদী বন সমুদ্র, সমুদ্রের নিনাদ সর্ব্বদাই শুনা যায়। একজন সাহেব উদ্যান রক্ষক; তাহার নিকটে সিংহলীদের কথা কিছু কিছু শ্রবণ করিলাম। ছোট লোকদের মধ্যে সততা নাই। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর যে একটি বিশ্বাস, যাহা না থাকিলে পৃথিবীতে এক পদও চলা যায় না, তাহা এখানে অতি অল্প। সে দিন দেখিলাম একজন বালক ছড়ি বিক্রয় করিতে আসিয়া আমাদের ক্রীত ছড়ির মধ্যে কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিল। প্রভু আপন ভৃত্যদিগকেও তেমন বিশ্বাস করেন না। যাহারা ধর্ম্মের জন্য সততা অবলম্বন না করে, স্বার্থের জন্যও তাহাদের করা উচিত।

২৯ আশ্বিন, শুক্রবার।

প্রত্যূষে উঠিয়া এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া নদীতে চলিলাম। দুই ডোঙ্গা কাষ্ঠ দিয়া একত্রে বাঁধা, তাহার উপরে নারিকেল পত্রের একটি আচ্ছাদন, এই আমাদের নৌকা হইল। নদীর উপযুক্ত নৌকা বটে—নদী এমত গভীর যে এই নৌকাও এক এক বার চড়ায় আটকিয়া যাইতে লাগিল। নদীটি ঠিক খালের মত, এখানে ইহাকে গিঞ্জিরা নদী বলে,কিন্তু সকল স্থানে ইহার নাম সমান নহে; যে স্থান দিয়া গিয়াছে সেই স্থানের নাম ধারণ করিয়াছে। এমন ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু ইহাতে বড় বড় কুম্ভীর আছে; এই ভয়ে ঘাটের সামনে স্নানের সুবিধার জন্য বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। এই নদী কান্দীর পাহাড় হইতে বহমানা হইতেছে এবং প্রায় ৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই নদীতে যাইতে যাইতে এক এক স্থানে উত্তম শোভা দেখিলাম। এক এক স্থান দেখিতে সুন্দরবনের কোন কোন নদীর মত। কত নিবিড় বন, কত কত পাহাড়, কত ইক্ষুর ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে এই বক্রগামিনী নদীর মধ্য দিয়া চলিলাম। নদীর ধারে নারিকেল বৃক্ষের নিবিড় বনও দেখা যাইতেছে। এখানে নারিকেল বৃক্ষই অনেক; তাহা আর

রিকেল ফল; ইহাতেই লোকদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। সকল প্রকার রন্ধনের সামগ্রীতেই ইহারা নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হইতেই এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়।

গুণিনসঘ নামক এক স্থানে নামিয়া আহারাদি করিলাম। এক বৃদ্ধ লোক আমারদিগকে কতকগুলি ভাঙ্গা চৌকি আনিয়া দিয়া যথাসাধ্য আতিথ্য করিল। আহারান্তে পুনর্ব্বার নৌকায় চড়িয়া বেলা একটার সময় আমাদের গন্তব্যস্থান বাড়িগামে পৌঁছিলাম। উঠিয়া এক বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এক উপাসনালয় দেখিলাম। বিদ্যালয়ের কতকগুলি বালিকা বস্ত্র-সিলাই শিখিতেছে। শুনিলাম, তাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী— মিশনরিদিগের পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। কোন বাধাই তাহাদের নিকটে বাধা নহে। বাড়িগাম হইতে অনেকানেক ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া এক একটা পাহাড় উজ্জ্বল সবুজ বেশে সুশোভিত হইয়াছে; তাহার নিকটের পাহাড় গুলি কিরণাভাবে আর তেমন প্রকাশ পাইতেছেনা, কিন্তু বিবর্ণ ও মলিন বেশে রহিয়াছে; আবার অচিরাৎ কিরণের সংস্পর্শ পাইয়া তাহারা যেন জীবন পাইতেছে। বাড়িগাম হইতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আইলাম, আর বিশেষ কিছু দেখা হইল না। আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলাম; উদ্যানের বৃক্ষগণ আমাদিগকে প্রহরীর ন্যায় পরিপালন করিতে লাগিল।

৩০ আশ্বিন, শনিবার।

নির্ব্বিঘ্নে রজনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে উঠিলাম। এখানে আমারদের আর কে আছে? সেই অনন্ত স্বরূপই এখানে আমাদের রক্ষক। এমন দূরদেশে আসিয়াও আহারের জন্য বিশেষ ভাবিতে হইতেছে না; এবং শরীর রক্ষার জন্য কোন বস্তুরই অভাব নাই।

কাহেরে মন চিন্তবে উদম বা আহর হরজীউ পায়েয়া।

সৈল পথরমে জন্ত উপায়ে তাকে রিজক আগে করি ধরেয়া।

কেন এত চিন্তাকুল হও, ঈশ্বর তোমার জন্য স্বয়ং অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন; কঠোর শৈলখণ্ডেও যে সকল জন্তু দেখা যায়, অগ্রে তাহাদের অন্নপানের সংস্থান করিয়া দিয়া তবে তিনি তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা এত দূরে এক নির্জ্জন স্থানে কোথায় এক উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, ইহাতে মনে কত ভাবেরই উদয় হয়। যাহারা নগরের কোলাহলের মধ্যেই জীবন যাপন করে—যাহারা বিষয় চেষ্টা বা আমোদ প্রমোদেই সময়কে অতিবাহিত করে—যাহারা বাহিরের বিষয়েই লিপ্ত থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকে—যাহারা দুইদণ্ড কাল গোলমালে না থাকিলে কি করিবে বলিয়া অস্থির হয়, তাহারা তাহাদের স্রষ্টাকে ভুলিয়া থাবুক; কিন্তু এই সকল নির্জ্জন স্থানে যাহারা আপনাকে একাকী মনে করে, তাহারা অতি বিমূঢ়! আহারের সময় উদ্যান-রক্ষক সাহেব এক জন্তু শিকার করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহাকে ইগুয়ানা বলে, প্রায় দেড় হস্ত দীর্ঘ, দেখিতে বড় গিরগিটির মত। দুই প্রহরের সময় পিতা মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা হইল। তিনি বলিলেন, এই ধর্ম্ম বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য বলিদান চাই। দুই তিন জনের রক্ত পাইলে তবে ইহা সারবান্ হইবে। আমরা যে দেশে আসিয়াছি, এখানকার রাক্ষস সমান লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার কি প্রকারে হইল? এই ধর্ম্মের প্রচার জন্য কত কত লোক জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশবিদেশে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া আয়ুঃশেষ করিয়াছে। প্রচারকদিগের আপনারদের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকিলে তাহাদের পরিশ্রম কখনই সফল হয় না। পিতা মহাশয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে এক নীতি শুনাইলেন। "কোন সময়ে অসুরদিগের দমনের জন্য এক "যজ্ঞারম্ভ স্থির হইল। প্রথমে চক্ষু যজ্ঞ করণে "প্রবৃত্ত হইলেন। চক্ষু অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের "উপকার সাধন করিল, কিন্তু সে আ- "পন অধিকারে আপনি গর্ব্বিত হইল; এই

"জন্য তাহার যজ্ঞ বিফল হইল। পরে বাক্য "তাহাতে উদ্যত হইলেন; বাক্য সকলেরই "তুষ্টিসাধন করিলেন, কিন্তু আমি একজন "সুকথক বলিয়া বাক্যেরও অহঙ্কার হইল; এই "হেতু তাহার যজ্ঞও সফল হইল না। এই প্র- "কারে অন্য সকলে হার মানিলে প্রাণ যজ্ঞা- "রম্ভ করিল। প্রাণ সাধারণের উপকারী— "প্রাণ সমস্ত শরীরের জন্য, কিন্তু আপনার "জন্য নয়। প্রাণেরই যজ্ঞ সফল হইল।" ইহা হইতেই প্রচারকেরা উপদেশ গ্রহণ করুন। পিতার জীবন যেমন সকল পুত্রের জন্য সেই রূপ যিনি সমস্ত মনুষ্যের জন্য আপনার জীবন দান করিতে প্রস্তুত আছেন, তিনিই মহাত্মা। ত্যাগই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ। সকলই স্বপদে থাকিবে—ধর্ম্মও রক্ষা পাইবে; এ প্রকার করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় যদি ত্যাগ স্বীকার না করিতেন—জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত না হইতেন—বিষয় বিভব হইতে বঞ্চিত না হইতেন—লোকের তিরস্কার সহ্য না করিতেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে রোপিতই হইত না। বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! দেশ বিশেষে এক এক সময়ে এক এক মাহাত্মা উদয় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বরের এমন বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচার হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উচ্চ, বঙ্গভূমি তেমন ইহার উপযুক্ত বোধ হয় না। এ ধর্ম্ম-বৃক্ষ এখানে শুষ্ক হয়, কি ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, বলা যায় না। ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, এই দুই মহস্তম্ভই এ ধর্ম্মের মূলাধার; ইউরোপ এবং এদেশের ভাব এ দুইই ইহাতে একত্রিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মে যেমন কর্ম্মের অভাব, নির্ব্বাণই মুক্তি, আমাদের ধর্ম্মে সেরূপ নহে; ঈশ্বরের কর্ম্ম এবং ঈশ্বরপ্রীতিই আমাদের ধর্ম্মের জীবন। উদ্যানে অনেকক্ষণ থাকিয়া আমরা বাসস্থানে ফিরিয়া আইলাম। সায়ংকাল এখানে কি রমণীয়! সমুদ্রের গভীর নিনাদ কি উল্লাসকর। সূর্য্যের অস্ত গমন কি চমৎকার। সূর্য্য অস্ত যাইবা মাত্র যে তাহার মহিমা চলিয়া যায় তাহা নহে। মৃত্যুর পরেও মহত্তর কীর্ত্তি তাহার জীবন স্বরূপ হইয়া থাকে। আকাশ কি বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতেছে। বায়ুর এক এক হিল্লোল কি শীতল ও তৃপ্তিজনক। সন্ধ্যার সময় তিন জন বোম্বাই দেশস্থ পারসির সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা কেমন ভদ্র ও আলাপতৎপর। তাহারা আমাদিগকে সিংহলের প্রধান প্রধান নগর দেখিতেই উপদেশ দিতে লাগিল। তাহারা জনতা বড়ই ভাল বাসে। আমরা বলিলাম কলিকাতা দেখিয়া দেখিয়া আর নগর দেখিতে ইচ্ছা হয় না; নগর ভিন্ন আর যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাই দেখিবার প্রয়োজন। পারসিরা আপনাদের দেশ বোম্বাইর বড় প্রশংসা করিতে লাগিল—তাহারা সিংহলের উপর বড় বিরক্ত। এখানকার সকল বস্তুই অতি মহার্ঘ্য। কোন আগন্তুক ব্যক্তি আসিয়া শীঘ্র বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য অভিলাষী হয়। তাহারা আমারদিগকে একবার বোম্বাই দেখিবার জন্য বিস্তর লোভ দেখাইতে লাগিল। আমাদের ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। এখানে যাহার সঙ্গে দেখা হয়, আমারদের ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করে। এ ধর্ম্ম এখন সকলের নিকটে এমন নূতন বোধ হয় যে তাহারা ভাল বুঝিতেই পারে না, কি প্রকারে ইহার প্রচার হইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রকার ধর্ম্মের প্রচারের দৃষ্টান্ত এখনো পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় নাই। রজনীতে আমাদের এক মহোৎসব হইল। পান্থশালা রক্ষক আমাদিগকে কোলমেন নামক এক সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। সাহেব সর্ব্ব প্রকারেই নিপুণ। সেক্সপিয়ার গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল কবিতা পাঠ করিলেন। সকল কবিতাই ভাবে পরিপূর্ণ—পাঠকও সর্ব্ব প্রকারে মনোরঞ্জক। কালিদাসকে ভারতবর্ষীয় সেক্সপিয়ার বলে; কিন্তু বিচিত্রতাগুণে সেক্সপিয়ার অদ্বিতীয়! কোলমান সাহেব এক একবার আমাদের চিত্তকে উল্লাসিত করিয়াছেন। পাঠের পরে কৌতুকাবহ গান, কথকতা, এই সকল আরম্ভ হইল। হাঁসিতে হাঁসিতে আমাদের নাড়ি

ছিঁড়িয়া গেল। দুই প্রহরের সময় ফিরিয়া আসিতে আসিতে মনে করিলাম যে যেখানে রাক্ষসদের বসতি ছিল, কালেতে করিয়া সেখানে শেক্সপিয়র পাঠ হইল! সভ্যতা একই স্থানে বদ্ধ থাকিবার নয়—কেহই তাহাকে সাধে না, কিন্তু সে দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করে।

১ কার্ত্তিক, রবিবার।

অদ্য বাটী হইতে সুসংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কলিকাতাকে এখন ছায়ার ন্যায় মনে হয়, কিন্তু স্বপ্নেতে অধিক কালই সেখানে থাকি। সিংহলে আসিয়াও এখানকার কিছুই দেখা হইল না, এই এক আক্ষেপ চিরদিন থাকিবে। সিংহলীদের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। ভাষার অনেক ঐক্য দেখা যায়। তাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং মৃত দেহকে দাহ করে, ইহা জানিলাম। যাহারা মৃত্যুর পরে মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করে, সেই সকল জাতির মধ্যে মৃত দেহ দাহ করিবার প্রথা আছে। আর যাহারা দেহ লইয়া পুনরুত্থান বিশ্বাস করে, তাহারাই গোর দিয়া থাকে; যেমন ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানেরা। আমরা সিংহলীদের ভূত নাচান, কি বিবাহ, কি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া কিছুই দেখিতে পাই নাই। সন্ধ্যার সময়টি দিবসের মধ্যে আমাদের ভাল যায়; অদ্য বৃষ্টি জন্য এ সময় উপভোগ করিতে পারিলাম না।

২ কার্ত্তিক, সোমবার।

বেলা দুই প্রহরের সময় কতকগুলি সিংহলবাসী ভদ্র লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুদলিয়ার তাহারদের পদবী। তাহাদের মধ্যে এক জন মুদলিয়ার তথাকার বিচারালয়ের অনুবাদক; অন্য জন আমাদের গাঁয়ের মোড়লের মত—লোক জনের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া তাহার কার্য্য। তাহাদের সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনেক কথা হইল। তাহারা খৃষ্টান; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাহাদের পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ, অথচ তাহাতে তাহাদের সদ্ভাবের কিছুই হানি হয় না। মুদলিয়ারদের পোষাক অর্দ্ধেক খৃষ্টানি ও অর্দ্ধেক সিংহলী। তাহাদের মাথায়ও দুইটা চিরুণি লাগান দেখিলাম। চিরুণির প্রকার ও সংখ্যা ভেদেই তাহাদের জাতিভেদ প্রকাশ পায়। ভদ্র জাতি দুইটি চিরুণি ব্যবহার করে; মধ্যম জাতি একটী, নীচ জাতিরা একটীও ব্যবহার করিতে পারে না। শুনিলাম, নীচ জাতীয় এক ব্যক্তি চিরুণি ধারণ করাতে কতক লোকে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। ইহারদিগের মধ্যে জাতিভেদ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নহে, কিন্তু সামাজিক নিয়মে নিয়মিত। বিল্লল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি—টমটমওয়ালা, ধোপা, নাপিত এই প্রকার অনেকানেক জাতি আছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক সঙ্গে আচার ব্যবহারও চলে না। এক্ষণে অনেক বালক বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে, আর শুনিলাম জন সমাজে সভ্যতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্ম্মের বিষয়ও আরো কিছু কিছু জানা গেল। বুদ্ধের জন্ম দিনে ইহাদের প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা জগতের সৃষ্টি বিশ্বাস করে না এবং কোন সৃষ্টিকর্ত্তাকেও স্বীকার করে না। কিন্তু যাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জগৎকে কে রচনা করিয়াছে, তখন ভগবান্ বুদ্ধের নামই শুনিয়াছি। বুদ্ধই ইহাদের মানব দেবতা; আরো সহস্র সহস্র দেবতা আছে, কিন্তু বুদ্ধকেই সকলে পূজা করে। বৌদ্ধেরা মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, এ সকল বিশ্বাস করে। ইহারদিগের পুরোহিতেরা বিবাহ করে না, সুতরাং পুরোহিতের পদ বংশ-পরম্পরাগত নহে, কিন্তু যাহার ইচ্ছা সেই আপন পুত্রকে সে পদে নিযুক্ত করিতে পারে; এই হেতু আমাদের দেশের মত এখানে পুরোহিতের দৌরাত্ম্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মুদলিয়ারদের কথা বার্ত্তায় তেমন সন্তোষ জন্মিল না। এ দেশে ধর্ম্মের ভাব যে অতি শিথিল তাহা বিলক্ষণ বোধ হইল। এই স্থানে ইংরাজদের অধিক সমাগম হেতু শুদ্ধ সিংহলীদের ভাব বিশেষ রূপে বুঝা যায় না। এ স্থানকে তাহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত ক-

য়িয়াছে, সকল দ্রব্য এবং পরিশ্রমের মূল্য বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার প্রধান খানশামার বেতন কলিকাতার একজন কেরাণীর সমান—২৫ টাকা; পরিশ্রমের মূল্য প্রতি দিন চারি আনার নীচে নহে—আট-আনাও সাধারণ। সন্ধ্যার সময় একবার বাজার দেখিয়া আইলাম। ফলমূলাদি বিস্তর দেখিলাম। কলা, শঁশা, নেবু, আনারস, ঝিঙ্গে, বেগুণ, আলু, নারিকেল ইত্যাদি অনেক প্রকার। নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক এখানে গোলমাল করিতেছে; দেশীয় ব্যক্তি দিগকে বাছিয়া লওয়া ভার।

যেমন ভারতবর্ষের পক্ষে কলিকাতা, সিংহলের পক্ষে তেমনি কলম্বো; আর ভারতবর্ষের যেমন শিমলা, এখানকার সেই রূপ কান্দি। যদি আমরা সিংহলীদের ভাব বুঝিতে চাই, তবে কলম্বোতে দিনকতক থাকিলেই হইতে পারে; আর যদি সিংহলের শোভা দেখিতে চাই, তবে কান্দির নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিলেই সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। সিংহল ও সিংহলীর বিষয় অল্পই জানা হইল। এখানে জায়ফল, তাল, আম্র, কাঁঠাল, নেবু, নারিকেল, সুপারি, দাড়িম্ব, কাফি, ডালচিনি প্রভৃতির বৃক্ষ দেখা যায়। সিংহলীদের ভাষা আমাদের সঙ্গে অনেক মেলে। ইংরাজীতে যেমন ক্রিয়া অগ্রে, পরে কর্ম্ম; সিংহলীতে আমাদের মত অগ্রে কর্ম্ম পরে ক্রিয়া। সিংহলী আর পালী ভাষা এক নহে। ধর্ম্ম পুস্তক সকল পালী ভাষায় বিরচিত, কিন্তু পালী ভাষার অনেক ধর্ম্ম পুস্তক সিংহলীতে অনুবাদিত হইয়াছে। সিংহলীর অনেক কথাও আমাদের সঙ্গে সমান; যথা।

বাঙ্গলা	সিংহলী
চিনি	সিনি
মাতা	আম্মা
পিতা	তাতা
পুত্র	পুত
স্ত্রী	ইস্ত্রি
চন্দ্র	হন্দাই
তারা	তারকাওয়া
যাও	পলেয়ন
মিষ্ট	রসাই
দুগ্ধ	খিরি

ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন—দেব আশীর্ব্বাদে দেওে।
বিশ্বাসী প্রিয়বন্ধু—বিশ্বাসে আদরে ভিয়ালোয়া।
তোমার নাম কি—উবে নামা মোককাতে।
মহাশয় কোথায় যাও—কো যানো, মহাত্মা।

আমরা এখানে কিছুদিন থাকিলেই সিংহলী ভাষা শিখিতে পারি। অদ্য প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি গিয়াছে। এখানে যে কখন্ কোন্ ঋতু হয় ঠিক পাওয়া যায় না। এখানকার লোক মুখে শুনিলাম যে, যে সময় বৃষ্টি মনে করা যায়, সে সময় হয়তো কিছুই হয় না; কোন এক অলক্ষিত সময়ে হয়ত অধিক হয়।

৩ কার্ত্তিক, বুধবার।

প্রত্যুষে উঠিয়া সমুদ্র তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্র বায়ু সেবন করিতে লাগিলাম। নবানুরাগের ন্যায় সমুদ্রের স্ফূর্ত্তিযুক্ত অনিবার্য্য নিঃস্বন, আমার যাবজ্জীবন মনে থাকিবে। এই প্রকার কণবাহী শীতল বায়ু সেবনের জন্য রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া যায়। কি শোভা! এক পাহাড়ের পশ্চাতে সূর্য্য দেবের সুরাগ রঞ্জিত প্রাসাদ দেখা যাইতেছে! এস্থানে এ সময়ে আমার সকল কষ্টের অবসান বোধ হইতেছে। আজ আমাদের নাপিতকে দেখিলাম, তাহার মাথায়ও দুই চিরুণি রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, এখানকার নাপিতদিগের মধ্যে তিনিই নাপিতশ্রেষ্ঠ। জাতি ভেদের বিষয় আরো বিশেষ করিয়া জানিলাম। কত জাতি তাহার সংখ্যা নাই।

বিল্লল—জমিদার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।
ধীবর।
হালিয়া—ডালচিনির ব্যবসায়ী।
কাল্লাওয়া—নাবিক।
মাখি—নাপিত।
কোপা।
চুরাওয়া—শুঁড়ি, তাড়ি বিক্রেতা।
চণ্ডাল—স্বর্ণকার।
বাজন্দার।

বাগেরি—চিনি ব্যবসায়ী।
পাডুয়া—কুলি।
পন্নারা—ঘাসুড়ে।
ওলিয়া—নীচজাতি।
রোডিয়া—সকলের নীচ জাতি।

এত প্রকার জাতি! ইহাদের মধ্যে কিসে যে নীচত্ব আর কিসে মহত্ত্ব হইয়াছে, বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে সকলে চিরুনি ধরিতে পারে না, এবং সকলে পুরোহিতের পদেও নিযুক্ত হইতে পারে না। বাজন্দার, চিনির ব্যবসায়ী, কুলি, ঘাসুড়ে, ওলিয়া, রোডিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ইহারা চিরুণিও পরিতে পারে না, পুরোহিতও হইতে পারে না। বিল্লুল*, হালিয়া, জালিয়া, ধোপা, নাপিত, নাবিক ইহাদের উক্ত দুই মহৎ অধিকারই আছে। শুঁড়ি আর স্বর্ণকার পুরোহিত হইতে পারে, কিন্তু চিরুণি ব্যবহার করিতে পারে না। কোন নীচ জাতি পুরোহিত হইলে রাজারা তাহাকে প্রণাম করে না। সিংহলের রাজাদের স্থান কান্দি। এখানকার সকল জাতির মধ্যে জাতি ভেদের বিদ্বেষ ভাব বিলক্ষণ আছে। রোডিয়া প্রভৃতি নীচ জাতীয় লোকেরা বিল্লুলের গৃহেও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে ধর্ম্মের ভাব বড় শিথিল! লোকেরা মনে করে যে মুদলিয়ারেরা যে খৃষ্টান হইয়াছে, সে ধর্ম্মের জন্য নয়; কিন্তু সাহেবদের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য। এ কথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। আমরা উষাকাল আর প্রদোষকাল এখানে যেমন ভোগ করিতেছি, এমন কথনই করি নাই। আমাদের বাসস্থানের নূতনত্ব গিয়াছে, এখানকার দ্রব্যের আস্বাদও ভাল লাগে না, কিন্তু সমুদ্রও পুরাতন হয় না—সূর্য্যের উদয়াস্তেরও প্রত্যহই নূতন শোভা—বায়ু খাইয়া খাইয়াও সাদ মিটে না। অদ্যকার সায়ংকাল যে কি হইয়াছে বলিতে পারি না। সূর্য্য অল্পে অল্পে সমুদ্রের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—যেন কোন ভয়ানক জন্তু এমন এক সুন্দর কুমারকে গ্রাস করিতেছে। এমন ক্লেশকর দৃশ্য দেখিয়া জগৎ ম্লান মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং কিছু পরে যেন বিষাদঘনে এক কালে আবৃত হইয়া গেল। সূর্য্য অস্ত হইল বলিয়া যে একেবারে চলিয়া গেল তাহা নহে, আবার সে নূতন মাহাত্ম্য ধারণ করিয়া উদয় হইবে। মনুষ্যের মৃত্যুও এই প্রকার, আবার সে নব জীবন প্রাপ্ত হইবে। সূর্য্যাস্ত পরে আকাশ কতই বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইল! সিন্দূরবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, পাটলবর্ণ মেঘাবলী স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে! এমন শোভা কোথায় দেখা যায়? যদি কলিকাতার দুর্গন্ধময় গলি হইতে এক ব্যক্তিকে একেবারে এখানে আনা যায়, তবে যে তাহার মনে কি হয়, তাহা বলা যায় না। কি দেখিতেছে, কোথায় আসিয়াছে—সে এককালে বোধ হয় হত বুদ্ধি হইয়া যায়। এই প্রকার স্থান চিত্তকে প্রফুল্ল করে—মনকে উন্নত করে—আত্মাকে আপন মহত্ত্বে পূর্ণ করে।

৪ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে এদেশের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। এখানে সেই প্রকার জল বায়ু—সেই প্রকার ফল পুষ্প—লোকদিগের ব্যবহারও অনেক সমান—ভীরুস্বভাবদিগের প্রধান অস্ত্র মিথ্যারও সেই রূপ প্রাদুর্ভাব। কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার জন্য যাহা কিছু বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। জাতিভেদের নিয়মেও অনেক প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ দিগের আধিপত্যের প্রতিকূল হইয়াই প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উদয় হইয়াছিল, ভারতবর্ষে স্থান না পাইয়া তাহা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; অতএব সে ধর্ম্মে আমাদের মত জাতি ভেদ কথনই থাকা সম্ভব হয় না। এখানকার সকলের শ্রেষ্ঠ জাতি যে বিল্লুল সে শূদ্র জাতি ইহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে; কেন না, ব্রাহ্মণের উপর শূদ্র জাতির বিদ্রোহই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল কারণ। আর এক আশ্চর্য্য এই এখানে রাক্ষ রাবণের কথার বিন্দু বিসর্গও শুনা যায় না। মুদলিয়ারদের কাছে শুনিলাম, উত্তরে ত্রিকমালীতে ইহার

* আরো শুনিলাম, বিল্লুলকে শূদ্র বলে—আমাদের শূদ্র জাতি কি না ঠিক বলিতে পারি না।

কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; এমন কি, তদ্বিষয়ক গ্রন্থ সকল তথায় বিদ্যমান আছে। ইহার উত্তরে সেতুবন্ধ রামেশ্বর; সেখানেই সে সকল কথা থাকিবারই সম্ভাবনা।

বলিতে কি, এক স্থানে থাকিয়া থাকিয়া আর পারা যায় না। আমরা এক্ষণে বাষ্পীয় নৌকাকেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। বিশেষতঃ আমার পিতা মহাশয়ের সকল অপেক্ষা কষ্ট হইতেছে। আহারও এখানে তাঁহার ভাল হইতেছে না। এখানে রন্ধনের সকল সামগ্রীতে একই প্রকার আস্বাদ, নারিকেলের রস দিয়া সকলই বিস্বাদ করিয়া ফেলে। তরকারী অনেক প্রকার পাওয়া যায়—সজনের ডাঁটা, উচ্ছা, শীম, ঝিঙ্গে, পুঁইশাক, বেগুণ, কুমড়া, ইচড়; ফলও প্রচুর পাওয়া যায়. পেঁপে, আনারস, নেবু, শঁশা, কলা, এ সকলই মুখ রোচক। এই সকল ফল ও তরকারির নামেই আমাদের দেশ মনে পড়ে, কিন্তু সমুদ্র বায়ু আর সমুদ্রের শব্দ ছাড়িয়া যাইতেই দুঃখ বোধ হয়। দুই প্রহরের সময় কোন রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে কি ভীষণ নিনাদ উত্থিত হয়, তাহা কি বলিব।

৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

এখানে অন্য সকল আহারের সামগ্রী বরং ভাল; কিন্তু ভাল দুগ্ধের বড়ই অভাব—দুগ্ধের কেবল সাদা বর্ণ থাকে, এইমাত্র। ভারতবর্ষে দুগ্ধের যেমন গৌরব এখানে তেমন কিছুই নয়। শুনিলাম, গোয়ালাদের জন্য এক পৃথক্ জাতিও নিরূপিত নাই। দুগ্ধের অভাব জন্য পিতা মহাশয়ের বিশেষ কষ্ট হইতেছে; এখানকার রন্ধনের কোন সামগ্রাই তাঁহার ভাল লাগে না। এখনো একখানা বাষ্পীয় নৌকা দেখা যায় না। এই পান্থশালা সংক্রান্ত কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে ২৬এ, কেহ বলে ওমাসে আসিবে, তাহারা আমাদিগকে আর ছাড়িয়া দিতে চায় না। আমাদের নিকট হইতে প্রত্যহ তাহারা ২৪ টাকা প্রাপ্ত হয়। অদ্য বাজারে গিয়া এদেশের নৌকা, নারিকেল খোলের এক পাত্র, এই প্রকার কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলাম। এখানে আবলুস কাষ্ঠের কার্য্যই বিস্তর। বাক্স, ছড়ি, চৌকি, অনেক আবলুস কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ত্রিঙ্কমালি হইতে আবলুস কাষ্ঠের আমদানি হয়। আর কাঁচকড়া, হাতির দাঁত, সজারুর কাঁটার নানা দ্রব্য আনিয়া লোকেরা আমারদিগকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করে।

আজ এখানে এক ভয়ানক ব্যাপার দেখিলাম—ভুতের নাচ। কোন ব্যক্তি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার শান্তির নিমিত্তে কতক জন মিলিয়া ভুতের নৃত্য আরম্ভ করে। এই প্রকার নৃত্য দেখিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতুহল জন্মিল; আমরা আমাদের নাপিতের সঙ্গে প্রাতে সকল কথা স্থির করিয়া সন্ধ্যার পর নাচ দেখিবার জন্য পান্থশালা হইতে বহির্গত হইলাম। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ আট জন। এক স্থানে দাঁড়াইয়া দুইটা গাড়ি ভাড়া করিয়া চলিলাম। প্রথম হইতেই ভুতীয় কাণ্ড! ঘোর অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই—শোরুরাস্তা—দুধারে বন জঙ্গল—এক এক স্থানে রাস্তার ধারেই খাল—ভুতে পাছে আমাদের গাড়ি শুদ্ধ শূন্যে উড়াইয়া লইয়া যায়, এই আমাদের ভয় হইতে লাগিল। দুর হইতে কতকগুলি মশালের আলো দেখিয়া আমাদের নাট্যশালা বুঝিতে পারিলাম। গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তুরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদের সাপুড়ের মত বংশীর ধ্বনি আর ঢাকের শব্দ শুনিতে শুনিতে এক ক্ষুদ্র বাটীতে উপস্থিত হইলাম। এ সেই নাপিতের ভ্রাতার বাটী; অনেক লোক জন জমিয়াছে; সম্মুখে কতকগুলি মশাল জ্বলিতেছে। আমাদের বসিবার জন্য বারাণ্ডায় আর উঠানে চৌকি পাতিয়া দিল। নাপিত আমাদের জন্য পান সুপারী; চিনির পানা প্রভৃতি আনিয়া দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল*। আমরা সকলে বসিলে ভুতের নাচ আরম্ভ হইল! প্রথমে ঢাকের বাদ্য—কি ভয়ানক! এমন কর্ণকুহর ভেদী শব্দও কুত্রাপি শুনি নাই। গায়ে যত জোর আছে তত

* এখানে আতিথ্য ধর্ম্মের প্রমাণ আরো কোন কোন স্থানে পাইয়াছি। তবুও ভাল।

জোরে এক এক ঘা ঢাকের উপর পড়িতেছে; তাহার চামড়া ছিঁড়িয়া যায় না, এই আশ্চর্য্য! চমৎকার বাদ্য। কাণ জুড়াইয়া গেল! বাদ্য সাঙ্গ হইলে পর ভূতের নাচ আরম্ভ হইল। প্রথমে একজন ছিটের কাপড় পরিয়া আর হস্তির ন্যায় দুই বৃহৎ কাণওয়ালা টুপি মাথায় দিয়া, দুই হস্তে দুই মশাল ধরিয়া নাচিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া মশাল ঘুরাইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য করিতে লাগিল। পরে এক ছোট বালক আর এক সঙ সাজিয়া উপস্থিত। তাহার রঙ্গ ভঙ্গি দেখিয়া আমরা আর হাস্য রাখিতে পারিলাম না। তাহার দুই কাঁধ হইতে দুই গুচ্ছ নারিকেল পত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বাদ্যের সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য নাচিবার সময় তাহা ব্যবহার করে। পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্ব শরীর আন্দোলিত হইতে লাগিল। বালকটি আপন কর্ম্মে বড়ই দক্ষ ও নিপুণ। এই প্রকারে প্রায় দশ বারটা ভূত আমাদের সম্মুখে একে একে আসিয়া নৃত্য করিল। কাহারও মুখ কুম্ভকর্ণের মত—কাহারও নৃসিংহ অবতারের মত—কেহ বা কুক্কুটের ভূত সাজিয়া আসিয়া দেখিতে জটায়ুর মত হইয়াছে—কেহ মহাদেবের ন্যায় মস্তকে সর্প ধারণ করিয়াছে—কেহ মুখ ব্যাদান করিয়া ভয়ানক দন্তপাটী বাহির করিতেছে—কেহ মুখের মধ্যে মশাল ধরিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে। একটি ভূত সকল অপেক্ষা ভয়ানক! তাহার বিশাল দন্ত সমুদয় বহির্গত—তাহার অর্দ্ধশরীর ভল্লূক চর্ম্মের মত এক বস্ত্রে আবৃত। সে কখনো বা লম্ফ ঝম্প দিতেছে; কখনও বা একটাকে ধরিতে যাইতেছে; কখন মশালে ধূনা নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিক প্রজ্বলিত করিতেছে; কখনও অগ্নি খাইতেছে—এটাই প্রকৃত ভূত। সর্ব্বশেষে আবার বালকটি আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাকে দেখিয়া হাস্য ও আক্ষেপ দুইই উপস্থিত হয়। আক্ষেপ এই জন্য যে এই বালক যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভূতের নৃত্য শিখিয়াছে; তাহা বিদ্যা শিক্ষাতে ব্যয় করিলে সে মনকে কত উন্নত করিতে পারিত! আত্ম-শোধনে সেই রূপ তৎপর হইলে মনুষ্য জীবনের কতই মহত্ত্ব লাভ করিত! কিন্তু এক্ষণে তাহার মন কি সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে! তাহার নৃত্য দেখিয়া লোকে একটুকু হাস্য করিলে সে আপনাকে কেমন কৃতার্থ বোধ করিতেছে। ভূতের ব্যাপার সমাপ্ত হইলে আর এক প্রকার বাদ্য আরম্ভ হইল। শুনিলাম, গবর্ণর সাহেব আইলে সেই বাদ্যে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়া থাকে! ঢোল, ঢাক, টমটম, বাঁশী একত্রে গোলেমালে বাজিতে লাগিল। এই প্রকার কর্কশ অশ্রাব্য গান বাজনা, ভূত প্রেতে এই রূপ বিশ্বাস; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এখানকার সামান্য লোকের অবস্থা বড় ভাল বোধ হয় না। রাত্রি ১১টার পর ভূতের নাচ সমাপ্ত হইল। যদিও আমরা ভূতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম; তথাপি সন্ধ্যার সময় যে ফারেষ্ট নামক এক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারি নাই। সেই ভূত রাত্রিতে তিনি আমাদিগকে এক মুদলিয়ারের বাটীতে লইয়া গেলেন। মুদলিয়ারের সঙ্গেও দেখা হইল। ইনিও খৃষ্টান; ফারেষ্ট সাহেব হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, ইনি অর্দ্ধ খৃষ্টান অর্দ্ধ বৌদ্ধ। মুদলিয়ারের নিকট হইতে অনেক কষ্টে কৌশলে বিদায় হইয়া আইলাম।

৬ কার্ত্তিক, শনিবার।

পান্থগৃহ আমাদের পক্ষে কারাগৃহ হইয়াছে, আর তাহার রক্ষককে কারা-রক্ষক বোধ হইতেছে। এক দৃষ্টে কলিকাতা যাইবার বাষ্পীয় নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছি, কিন্তু এখনো তাহার নাম গন্ধও নাই। গালের খোলার ঘর; আর পান্থশালার বিস্বাদ অন্ন; আর দিবসে নিষ্কর্ম্মার ন্যায় পড়িয়া থাকা; আর চতুর্দ্দিকে চিরুণিওয়ালা মাথা; সকলই বিরক্তি জনক হইয়াছে। সকল বিষয়েরই উপযুক্ত সময় আছে। আমাদের এখানে থাকিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ বাষ্পীয় নৌকা আইলেও হইল। একটা কোন বিঘ্ন না হইয়া যায় না।

৭, ৮, কার্ত্তিক ; রবিবার, সোমবার।

আমার কিঞ্চিৎ জ্বরভাব হইয়াছে। বিদেশে রোগ হওয়া বিষম দায়। যাহার ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি, সে এখানেও আক্রমণ করিল। এখন হইতে সাবধান হইতেছি। রবিবারে খৃষ্টানদিগের এক উপাসনালয় দেখিতে গেলাম। এখানে সামগান গুলিন বেশ লাগিল। ছোট ছোট বালকেরা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে ; ইহাদের মুখ হইতে এই সকল সঙ্গীত শুনিতে আরো ভাল লাগিল। সঙ্গীতের এক স্থানে এই ভাব শুনিলাম, হে পরমেশ্বর! আমার জীবন যেন এই প্রকারে গত হয়, যাহাতে আমি মৃত্যু-শয্যাকে শয্যার মত দেখিতে পারি! সোমবারে এখানকার বিচারালয় দেখিলাম। লোক জনের ভিড়েতে কিছুই শুনিতে পাইলাম না। বিচারালয় হইতে আসিবার কতক্ষণ পরে বিলক্ষণ জ্বর বোধ হইল।

৯, ১০, কার্ত্তিক ; মঙ্গলবার, বুধবার।

মঙ্গলবারের প্রত্যুষে জোলাপ লইলাম। জোলাপ শীঘ্র খুলিয়া গেল। কিন্তু অল্প জ্বরভাব আর যায় না। এক সমুদ্র পাড়া অতিক্রম করিয়া আবার ডাঙ্গার পীড়া ভোগ করিতেছি। সমুদ্র-পীড়া বরং ভাল ; ক্লেশ অধিক বটে, কিন্তু তিন দিবসের পর আবার যেমন তেমনি। সমুদ্র বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করে নাই, কিন্তু এ ডাঙ্গা সেইরূপ করিয়াছে। সমুদ্রের সমুদয় কষ্ট এখানে দূর করিব এই মনে ছিল, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীতই হইল। এরোগ আবার শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। ২০, ২৫ দিনের মধ্যে শরীরের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছিল, তাহা দুই এক দিনের মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে। আমরা এখানে রোগ সুস্থতা, জীবন মৃত্যুর মধ্যেই লম্বমান রহিয়াছি ; কখন্ কাহার আধিপত্য হয় কিছুই বলা যায় না। ঈশ্বরের এক নিকৃষ্ট কর্ম্মচারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারি, এই আমার ইচ্ছা ; তাহাও কোন প্রকারে হইতে পারিতেছি না। শরীর লইয়াই যদি সকল সময় গেল, তবে আর কি হইল? মন যত শরীরকে ছাড়াইয়া চলিতে চায়, শরীর ততই তাহাকে আটে ঘাটে বদ্ধ করিয়া রাখে। আর কিছুদিন পরে যে শরীর ভস্মীভূত হইবে, তাহার জন্য যেন কারাবাসীর ন্যায় থাকিতে হইতেছে। বুধবার বেলা ১ টার সময় এক বাষ্পীয় নৌকা দেখা যাইতেছে, খানিক পরে জানা গেল সে আমাদের নৌকা। এই সুসম্বাদ পাইয়াও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম।

১১ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

আজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছি, তথাপি জ্বর আছে। বাষ্পীয় নৌকাতে উঠিবার জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত হইতেছি। আমি আর আমার পিতা মহাশয় প্রায় বেলা ১১টার সময় এত দিনের বাস-গৃহ ছাড়িয়া চলিলাম। কেশব বাবু আর কালীকমল বাবু সেখানেই রহিলেন। আমরা সিংহলদ্বীপে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিলাম। একটি গৃহের মধ্যে থাকিয়া যাহা কিছু দেখা হইতে পারে, তাহাই দেখা হইয়াছে। আমারদের বাস-স্থানকে আমরা প্রায় বাড়ির মত করিয়া ফেলিয়াছি। বাষ্পীয় নৌকাতে উঠিয়া দেখি সাহেব বিবি বিস্তর। এবার আমাদের কুঠরী বেশ প্রশস্ত, ইহাতে সাতটা মাচা আছে। এক একটা মাচার উপরে এক এক জনের বিছানা থাকে। কোন দুর্দ্দান্ত মাতাল সাহেবের সঙ্গে এক কুঠরীতে থাকা বড় দায়। আমাদের সম্মুখ দিয়া অটাওয়া নামক এক জাহাজ চীনদেশের রণক্ষেত্রে যাত্রা করিল। বিবিরা রুমাল ঘুরাইয়া, সাহেবেরা চীৎকার ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বেলা দুইটার পর কেশব বাবু আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কালীকমল বাবুকে দেখিলাম না। কেশব বাবু তাঁহার জন্য পান্থগৃহে দুইঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া এবং তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে না পাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তিনি বেলা দুই প্রহরের সময় বাজার করিবার নাম করিয়া যে কোথায় গেলেন, কেশব বাবু তাহার ঠিকানা পাইলেন না। আমরাও নৌকার উপরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ৩ টা,

৪ টা, ৫ টা, বাজিয়া গেল, তথাপি তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। শুনিলাম আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বাষ্পপোত খুলিয়া যাইবে। কেশব বাবু তাড়া তাড়ি করিয়া আমাদের পান্থশালা রক্ষককে একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিলেন। এই চিঠির উপর যাহা কিছু নির্ভর। আমাদের বাষ্পপোত শীঘ্রই সিংহল ছাড়িয়া চলিল। কালীকমল বাবু একা, বিদেশ, সঙ্গে কিছুই নাই, আপনার মত কেহই নাই—তিনি কি করিবেন, কি দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া আসিতে পারিলেন না, তাঁহার পরিবারেরাই বা কি ভাবিবে; এই সকল বিষয় মনে আসিতে লাগিল। যাহা হউক এক্ষণে আর কি করা যায়; অন্য কোন উপায় নাই।—আমরা সিংহল দ্বীপ ছাড়িয়া যাইতেছি; আর কখন দেখিতে পাইব কি না, বলিতে পারি না।

১২ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

সমুদ্র-পীড়াকে দূর হইতে দেখিয়া জ্বর কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আজ উষাকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রকে উপভোগ করিলাম। সমুদ্রের এমন শান্তমূর্ত্তি আর কখনো দেখি নাই. তরঙ্গ প্রায় নাই। যে সমুদ্র এক একবার স্বীয় বেগে পাহাড় পর্ব্বতকে অস্থির করে. তাহা এমন শান্ত হইয়াছে যে এখন সামান্য নৌকা করিয়াও তাহার উপর দিয়া যাওয়া যায়। জলের উপর যেন কে শিল্প কার্য্য করিয়া রাখিয়াছে। বায়ু সমুদ্রের উপর হইতে আসিয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং সমস্ত শরীরকে শীতল করিয়া দিতেছে। এখানে সমুদ্রই এক প্রকাণ্ড ব্যাপার—বিশ্বের সমুদয় কার্য্য যেন তাহারই উপর দিয়া হইতেছে। সূর্য্য তাহারই মধ্য হইতে উদয় হইতেছে এবং তাহারই গর্ভে প্রবেশ করিতেছে—জ্যোতির্গণ যেন তাহারই সেবায় নিযুক্ত আছে। আমার সকল চিন্তা সমুদ্রই এক্ষণে হরণ করিতেছে। সমুদ্রকে দেখিলে ইহাকে অনন্ত স্বরূপের নিকেতন মনে হয়। 'অনাদিমধ্যং ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতোজ্জাতানি ভুবনানি বিশ্বা'। ইহা অনন্তের কি অপূর্ব্ব আদর্শ—কি অতুল্য প্রতিমা! এক্ষণে আকাশ আর সমুদ্র! ইহারা যেন শতমুখে স্তোত্র পাঠ করিতেছে। কিন্তু এই সুদূর বিস্তৃত প্রশান্ত সমুদ্র—বা নক্ষত্র তারা গ্রহ সঙ্কুল গগন বিতান, ইহাদের সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা যদি আরো সহস্র গুণ হইত, অথচ ভাবগ্রাহক মনের স্ফূর্ত্তি না হইত; তবে কোথায় বা ইহার শোভা, কোথায় বা সৌন্দর্য্য থাকিত। তাহা হইলে সমুদ্র জলরাশি মাত্র থাকিত—আকাশ কতকগুলি জড়পিণ্ডে পূর্ণ থাকিত।

১৩, ১৪ কার্ত্তিক; শনিবার রবিবার।

আমরা যেন এক ক্ষুদ্র পুরীর উপরে ভাসিয়া যাইতেছি। পুরীর সজ্জা এখানে সকলই আছে। আমারদের বাষ্পপোত এবার লোকজনে পরিপূর্ণ—কত দেশের আকৃতি একত্র হইয়াছে। সাহেব বিবি বিস্তর। সাহেবেরা বিবি আর খানা লইয়াই আছে। সকলেরই হাতে চিত্র বিচিত্র মলাটের এক এক খানা গল্পের বহি—যাহাতে একটুকু ভাবিতে হয়,এমন পুস্তক প্রায় দেখিতে পাই না।—আবার আমার সমুদ্র-পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, এ সময় আর কিছুই ভাল লাগে না। এবার সে পীড়া পূর্ব্ব বারের মত তত প্রবল নয়। কিন্তু একে জ্বরের দুর্ব্বলতা এখনো যায় নাই, তাহার উপর সমুদ্র-পীড়া আমাকে আরো দুর্ব্বল করিয়াছে। এবার বাড়িতে সকলে যে আমাকে কি দেখিবে, কিছুই বলিতে পারি না। এখন সুস্থতা আমার পক্ষে মরীচিকার ন্যায় হইয়াছে—যখনি তাহাকে ধরিতে যাই, অমনি দূরে গমন করে। কলিকাতা হইতে ভাবিয়াছিলাম, সমুদ্রে বুঝি সকল সুস্থতা পাইব; সমুদ্র হইতে সিংহলের প্রতি চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর গাল হইতে সমুদ্রে, আবার এক্ষণে সমুদ্র হইতে কলিকাতার প্রতি সুস্থতা প্রত্যাশায় দৃষ্টিপাত করিতেছি। রবিবারে এখানে ইহাদের উপাসনা দেখিলাম। প্রহ্লাদ চরিত্রের মত একটি উপন্যাস পাঠ হইল। ডানিয়েল বড়ই ঈশ্বরভক্ত ছিলেন; তাঁহাকে কোন্ রাজা সিংহের গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিতে অনুমতি

করিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইয়া তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে সেখান হইতে উত্তীর্ণ করিলেন। প্রহ্লাদ চরিত্রে আমারদের যেমন বিশ্বাস, এই গল্পে ইহাদেরও বোধ হয় সেই প্রকার বিশ্বাস থাকিবে। ইহাদের উপাসনা পদ্ধতিতে বাহিরের আড়ম্বরই অধিক; কিন্তু ভক্তিভাব অল্পই দেখিলাম।

১৫ কার্ত্তিক, সোমবার।

প্রাতে মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে মান্দ্রাজের বড়ই আশ্চর্য্য শোভা! সমুদ্র তীরে অট্টালিকাশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। আমারদের নৌকা গোলমালের আলয় হইয়াছে। ইহার কোন স্থানে বিপণী বসিয়াছে, কোন স্থানে বাজীকরেরা ইউরোপীয় দেবীদিগের নিকটে আপনাদের চাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। কত মান্দ্রাজি নৌকা বাষ্পপোতের কাছে আসিয়া গোলমাল করিতেছে। সমুদ্র তরঙ্গে সেই সকল নৌকা যেরূপ আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে নামিতেই ভয় হয়। এই সকল নৌকার কাষ্ঠ প্রেকের দ্বারা বদ্ধ নহে, কিন্তু বেত্র রজ্জুতে বদ্ধ রহিয়াছে। এক একখানা ক্ষুদ্র তরী সমুদ্র কীটের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার উপরে জল উঠিতেছে, তবুও ডুবিয়া যায় না। বড় বড় দুই কাষ্ঠ বেত্রের রজ্জুতে একত্রে বাঁধা—সমুদ্র তরঙ্গ তাহার কিছুই করিতে পারে না। মান্দ্রাজকে এখান হইতে দেখিয়া বোধ হয় যে এমন পুরী কোথাও নাই। কিন্তু শুনিলাম, সেখানকার গলি সঙ্কীর্ণ, বসতি বিস্তর, আর লোক জনের অবস্থাও বড় ভাল নয়—আমাদের অট্টালিকাময় পুরী কলিকাতা অপেক্ষা ইহা অনেক অংশে নিকৃষ্ট। আমরা যে দিনে সমুদ্রের কোল হইতে গাল পুরীর শোভা দেখিতে ছিলাম; সে দিনের আর অদ্যকার ভাব কত ভিন্ন! সে দিনে এক এক নারিকেল বৃক্ষ যত ভাবে পূর্ণ ছিল, অদ্য সারি সারি অট্টালিকাও সে প্রকার নয়। সে দিন এক জন নাবিকের মুখ দেখিয়া মন যেরূপ হইয়াছিল, অদ্য শত শত মান্দ্রাজীকে দেখিয়াও সেরূপ হয় না। তখন ভাবিকাল সিংহলের উপরেই যেন নৃত্য করিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে আমার কলিকাতারই প্রতি প্রতিক্ষণে মন ধাবমান হইতেছে। প্রায় ১টার সময় মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। আজ আমারদের কুঠরীতে দুই জন মান্দ্রাজী আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আমাদের ঘরের লোক। কোন দুর্দান্ত সাহেব না আসিয়া যে তাহারা আসিয়াছে, এই আমরা বহু করিয়া মানিলাম।

১৬ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

সমুদ্র আবার অশান্ত হইয়াছে। আমাকেও আবার সমুদ্র-পীড়া আক্রমণ করিয়াছে। দিন আর যায় না। বাড়ি মনে পড়িলে অস্থির হইতে হয়। অভাবেই সকল বস্তুর যথার্থ গৌরব প্রকাশ পায়। সিংহলে বাড়ির সকল বিষয় এক একবার ছায়ার ন্যায় মনে হইত, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময়েই বাড়ির আকর্ষণ প্রবল হইতেছে। কলিকাতার ধূলি দুর্গন্ধ আর মনে আসিতেছে না; কিন্তু উহার ভাল বিষয় সকলই মনে হইতেছে। আমি বাড়ির সকলকে একে একে মনে করিলাম; যতই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করা যায়, ততই যাইবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়।

১৭ কার্ত্তিক, বুধবার।

স্থির সমুদ্র! নীলবর্ণ গিয়া সবুজবর্ণ দেখা যাইতেছে। এক একটা পক্ষীও এক একবার দেখা দিতেছে। যাইবার সময় যেমন নীলজল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিলাম, এক্ষণে ঘোলা জলের জন্য সেই রূপ হইতেছি। আজ বঙ্গদেশের শান্তভাব সমুদ্রেতেই বিরাজ করিতেছে। সমুদ্র-পীড়া আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। বায়ু এক্ষণে সুস্থভাবে হিল্লোল বহন করিতেছে। আমি সকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনের সাধে বায়ু খাইতেছি। এখানে বায়ুকে রোধ করিবারও কিছুই নাই, তাহাকে দুষিত করিবারও কোন বস্তু নাই—'রাত্রিং দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি'। এ বায়ুর বিশ্রাম নাই আর আমারদের স্টিমবোটেরও বিশ্রাম নাই। এ রাত্রি দিন অবিশ্রান্ত সমান চলিয়াছে; অন্য যে যাহা করুক, এ আর

আপনার কর্ম্ম ভুলে না।—নিশা শুভ্রময়ী জোৎস্নাবত্তা হইয়া শোভা পাইতেছে। সাহেব বিবিরা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের যেমন গান তেমনি নৃত্য—আমার উহার কিছুই ভাল বোধ হয় না।

১৮ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

সাহেবেরা আমোদ প্রমোদে এক প্রকার করিয়া কালক্ষেপ করে। কর্ম্মের সময় তাহারা যেমন মনকে গুরুভারে প্রপীড়িত করে; কর্ম্ম না থাকিলে আমোদের দিকেই তেমনিই ধাবমান হয়। ইউরোপীয় ভদ্রলোক মাত্রই নাচ গানে দক্ষ—নাচিতে না জানিলে তাহারা ভদ্র নামের যোগ্যই হয় না। গল্পের পুস্তক আমোদের আর এক অঙ্গ। গ্রন্থের সঙ্গে আমোদ আমারদের তাস পাশা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে ভাল বলিতে হইবে। সভ্যতা বিস্তর বৃদ্ধি না পাইলে আর সাধারণে এমন পাঠ-তৎপর হয় না। বিশ্রাম সময়ে সামান্য ভৃত্যেরও হস্তে এক এক খানা পুস্তক দেখা যায়। এখানকার কর্ম্মচারীরা আমাদের কর্ম্মচারী হইতে যে কত উৎকৃষ্ট, বলা যায় না। আমাদের ভৃত্যেরা নিদ্রা দিতে পারিলে আর কিছু চায় না। এখানকার ৭,৮ জনে শতাধিক লোকের কর্ম্ম করিতেছে, আরো তাহাদের হস্তে অন্যান্য কত কর্ম্ম রহিয়াছে। যাহারা সকালে জুতা পরিষ্কার করিতেছে, তাহারদিগকে আবার দেখি রাত্রিতে বাদ্যকর হইয়া বিবি সাহেবদের নৃত্য সাধন করিতেছে।—সমুদ্রে যাহা দেখিবার সকলই দেখা হইল। কেবল তাহাতে প্রবল ঝঞ্জা প্রভৃতি বিপদ দেখা হইল না। সমুদ্রের একই প্রকার ভাব আর কিছুতেই যায় না। আজ আমরা কলিকাতার অতি নিকটে আসিয়াছি। আমাদের বাষ্পপোত এক আড়কাট ধরিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইতেছে। এর সহায়তা ভিন্ন এই সঙ্কট স্থানে এক পদও চলিবার জো নাই। সকলেরই সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু আত্মাপহারী চোরের সঙ্গে আর পারা যায় না। সাণ্ডহেড নামক স্থান হইতে চোরা বালির আরম্ভ—এমন সকল বড় জাহাজের বড়ই সাবধান হইতে হয়। আজ সন্ধ্যা অবধি সকলেই আড়কাটের জন্য চাহিয়া রহিয়াছে। দূর হইতে কোন আলোক দেখিবামাত্র সকলেই তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। রাত্রি ৯টার পর চির প্রার্থিত কর্ণধার পাইলাম, গঙ্গাসাগরের মুখে বাষ্পীয় নৌকা নোঙ্গর করিয়া রহিল।

১৯ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

প্রাতে জলের বর্ণ শস্যের মত হইয়া আসিয়াছে। কতকক্ষণ পরে ছোট ছোট পানসী নৌকা সকল দেখা যাইতেছে। কলিকাতার 'ওবরলণ্ড মেল' লইয়া যাইবার জন্য আর এক ক্ষুদ্র বাষ্পপোত আসিয়া উপস্থিত। সে শীঘ্র আপন কৃত্য সমাপন করিয়া চলিয়া গেল। বেলা ৯টার পর খিজরী হইতে ডাকের নৌকা অনেক চিঠি বহন করিয়া আনিয়া দিল। তাহাতে গাল হইতে কালীকমল বাবুর পত্র পাইবার প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু কিছুই পাইলাম না। আমরা সকলেই তাঁহার জন্য চিন্তিত রহিয়াছি। আজ আমারদের সাবধানে সাবধানে জোয়ার ভাঁটা দেখিয়া চলিতে হইতেছে। কয়খালিতে দুইঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিলাম। বেলা দুই প্রহরের পর জোয়ারের সময় আমাদের ইষ্টিমার ছাড়িয়া দিল। গঙ্গার দুই পারই দেখা যাইতেছে। গঙ্গা স্বীয় শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছেন। এক স্থানে আসিয়া দেখি, আমাদের কুঠরীর জানলা বন্ধ করিতেছে। শুনিলাম, এই স্থানে এই সকল গবাক্ষ হইতে জল উঠিয়া বড় এক জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। বৈকালে কলাগেছে ছাড়াইয়া গেলাম। সূর্য্য গাছপালার অন্তরালে অস্ত গেলেন; সমুদ্রের মধ্যে নয়। চতুর্দিক্ হইতে দেশের গন্ধ আসিতেছে। সেই গন্ধ, সেই রূপ দৃশ্য, সমুদ্র-বায়ু আর নাই, ভীজা শীতল বায়ু বহিতেছে—এখন এই বাষ্পপোত ছাড়িয়া এক নৌকায় উঠিলেই ঠিক হয়।—সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে সাত পাঁচ ছয় অন্তর আছিপুরে নোঙ্গর করিয়া রহিলাম।

২০ কার্ত্তিক, শনিবার।

অদ্য গঙ্গাস্নান করিয়া শরীর শীতল হইল। সমুদ্র জলে স্নানকে স্নানই বোধ হয়

না। স্নানের জন্য আমরা আমাদের বাষ্পপোতের দণ্ড-চক্রের কাছে বসিলে সমস্ত সমুদ্রই আমাদের উপরে আসিয়া পড়ে। আজ যদিও ইহার বেগ মান্দ্য আর জলও অল্প অল্প উঠিতেছে, তথাপি অন্য দিনের অপেক্ষা অদ্যকার স্নানের বড়ই আরাম। আজ আমাদের ব্রত উদ্যাপন হইল। প্রায় ৪০ দিনের ব্রত—কঠোর ব্রত বলিতে হইবে। আমাদের অবস্থা কত লোকে প্রার্থনীয় মনে করিতেছে, কিন্তু কি বা প্রার্থনীয়! প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কষ্ট গিয়াছে। সমুদ্রের উপরে ভোগী অপেক্ষা রোগীর ন্যায়ই অধিক দিন যাপন করিয়াছি। গাল দুর্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন কষ্ট ভোগ বিলক্ষণ হইয়াছে। ভোগীর পক্ষে পর্য্যটনের কোন আরামই নাই। যাহারা শরীর সেবাতেই অর্দ্ধজীবন যাপন করে, বেড়ান তাহাদের জন্য নয়। যাহারা এই মনে করিয়া বাহির হয়; ভাল খাওয়া, ভাল থাকা, সকলই সুবিধা মত হইবে; তাহারা যেন গৃহ হইতে বাহির না হয়। পর্য্যটনের লক্ষ্য ও ফল অন্য রূপ। আমার শারীরিক যে সকল কষ্ট গিয়াছে; এক সমুদ্র দর্শনেই সে সকল কষ্টের অবসান। সমুদ্রের মহান্ ও গম্ভীর ও উদার মূর্ত্তি দেখিয়া মন উন্নত হয় এবং আত্মা সেই ভূমার প্রতি উড্ডীন হয়। ইষ্টক ও ধূলি ও জনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৃষ্টির সঙ্গে আলাপ করা মহৎ সুখের কারণ। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণে অনেক প্রকার লোকের সঙ্গেও দেখা হইয়াছে। মনুষ্যকেই শিক্ষা করা মনুষ্যের যথার্থ শিক্ষা। আমরা দুই পান্থশালা আর দুই বাষ্পপোতে থাকিয়া যেন চারিটি ক্ষুদ্র পুরী বেড়াইয়া আসিয়াছি। গাল পুরীতে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া সিংহলীদের ভাব অনেক জানিতে পারিয়াছি। আমাদের সঙ্গে তাহাদের অনেক বিষয়ে এমন ঐক্য দেখিয়াছি, যে তাহারদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়াই মনে হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয়ে এত অল্প দিনে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে সেখানে সে ধর্ম্মের হীনাবস্থাই বোধ হয়। এই প্রকার দেশ ভ্রমণে যাহা কিছু ক্ষুদ্র এবং পরিমিত এবং সঙ্কীর্ণ তাহা দিয়া উন্নত এবং বিস্তৃত বিষয়েই মন যায়। মনুষ্যের প্রতি সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্দ বিস্তৃত হয়। সকলকেই এক পিতার পুত্র—ভ্রাতা সমান জানিয়া তাহারদিগের মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাল বাছিয়া লইতেই ইচ্ছা হয়।—এক্ষণে বাড়ী হইতে কিছু কালের জন্য দূরে থাকিয়া তাহাকে আরো প্রিয়তর বোধ হইতেছে। সকলেরই সঙ্গে নূতন সৌহার্দ্দের সহিত দেখা হইবে। আবার নূতন অনুরাগের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। মন এত কাল বিশ্রাম করিয়া নূতন উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। শরীরের বিষয় ঠিক জানিনা, কিন্তু বোধ হয়, সেও মনোযোগী ভৃত্যের ন্যায় আমার কার্য্য করিতে থাকিবে।

সংসারে আত্মার অতৃপ্তি।

সুখে সন্তোষে আনন্দে থাকে, ইহা সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু তৃপ্তি যে কোথায়, সন্তোষ যে কোথায় পাওয়া যায়, তাহা তাহারা জানে না; কিসের জন্য যে তাহারা বৃথা জালায়িত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। যাহা প্রথমতই বহু প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, সে এই সংসার—সংসারকেই তাহারা সার জানিয়া তাহার সঙ্গে একান্ত সংমিলিত হয় এবং তাহাতেই আপনারদের আশা ভরসা সকলই স্থাপন করে। এই সংসার মধ্যেই তাহারা সুখের পশ্চাতে ধাবমান হয় এবং একাগ্রচিত্তে তাহাদের লোভনীয় প্রিয় বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই রূপ ব্যক্তি যখন আপনার অবস্থা আলোচনা করিতে যায়—যখন বিষয় রাশি হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তে নিবৃত্ত হইয়া একবার আপনার প্রতি দৃষ্টি করে, ও বুঝিতে যায় যে আমি সুখী কি না? তখনই সে আপনা হইতেই এই উত্তর পায় যে তুমি পূর্ব্বে যেমন অসুখী ছিলে, এখনো সেই রূপই আছ।

এক বিষয়ে তৃপ্ত না হইয়া তাহারা বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বারও তাহাদের পূর্ব্বের মতই অতৃপ্তি। ত্রিজগতে এমন কিছুই নাই, যাহাতে তাহাদের তৃপ্তি জন্মিতে পারে। এই প্রকারে বিরক্ত ও নিরাশ হইয়া তাহারা আয়ুঃশেষ করিতে থাকে। প্রত্যেক অবস্থাতেই তাহারা এই মনে করে যে অন্য কোন অবস্থা হইলে সুখী হই এবং সেই অবস্থায় সত্য সত্যই পতিত হইলে পূর্ব্ববৎ আবার অসুখীই থাকে। তাহারা মনে করে যে অমুক শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারিলেই চূড়া পাইয়া শ্রম দূর করি কিন্তু সেই শৃঙ্গে যথার্থই আরোহণ করিলে আবার নূতন নূতন বিষয় সকল সম্মুখে আবিষ্কৃত হয় এবং নূতন আকর্ষণে তাহারা আকৃষ্ট হয়। এই প্রকারে কোথায়ও তাহারা শান্তি পায় না, আরাম পায় না—কিছুতেই তাহারা তৃপ্ত হয় না। আমরা কি চাই যে তাহাদের তৃপ্তি হউক? কখনই না। ক্ষুদ্র ক্ষণ-ভঙ্গুর বিষয়ে মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হয় না—এই অতৃপ্তিই আমাদের সেই অনন্ত স্বরূপের সঙ্গে এখানকার প্রধান বন্ধন। বিষয় সুখেই আমরা সম্যক্ রূপে পরিতৃপ্ত থাকিলে ঈশ্বর হইতে আমাদের বিচ্যুতি হইত এবং চিরকালের জন্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকিতাম।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন নবীন যৌবনের উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি হ্রাস হইয়া যায়, তখন হয়ত ঘোর বিষয়ীরা একবার তাহাদের পূর্ব্বকৃত ফলাফল সকল স্মরণ করে। তখন তাহারা কি সিদ্ধান্ত করে? এই, যে মনুষ্যের অদৃষ্টে সুখ নাই। শান্তি এবং সুখের সঙ্গে কলহ করিয়াই তাহারা জীবন যাপন করে এবং যে সকল আশা ভরসা মনুষ্যের আত্মা হইতে নির্ব্বাসিত হইবার নহে, তাহাই তাহারা বিনষ্ট করিতে থাকে। এই প্রকার জড়বৎ অচেতন ভাবই তাহাদের মনুষ্য জন্মের মুখ্য ফল—এই প্রকারে বিনাশ হওয়াই তাহাদের মুক্তি লাভ—মনুষ্য জীবনের কোন ফল নাই, এই প্রকার সিদ্ধান্তেই তাহাদের সকল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়।

এখানে তো তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা—ভাবি কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও কি তাহারা শান্তি পায়? না, সেখানেও অন্ধকার। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেই যে আমাদের মুক্তি হয়, তাহা নহে—যাঁহারা জীবন্মুক্ত, জীবদ্দশাতেই যাঁহারা মুক্তির আস্বাদ পাইতেছেন, তাঁহাদের জন্যই অনন্ত কালের সুখ সঞ্চিত রহিয়াছে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত যদি মনুষ্য জীবিত থাকে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়াও যদি ভূমা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সে সুখী হইতে চাহে, তবে কখনই তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। যাঁহার সঙ্গে এখানেই আমাদের এমত দৃঢ়তর সম্বন্ধ আছে যে চিরকালই এই সম্বন্ধ আরো দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিবে, তিনি ভিন্ন আমাদের মুক্তির হেতু আর দ্বিতীয় নাই 'নান্যোহেতুর্বিদ্যতেঽয়নায়'।

জর্ম্মন দর্শনকার ফাইখ্‌টের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

VIRTUE is Man's highest good,
Justice the chief virtue between man and man.
Truth makes sure the instincts of Virtue;
Free Thought is needed for the search of Truth.

Man has a mind for Virtue and Truth,
As truly as limbs for useful Labour,
And Labour and Virtue are close akin.
Labour of head or Labour of hand
Are needful to health of mind and body.
Either Labour is noble and right;
No rightful Labour ought to be debasing.

Freedom to be virtuous is for ever man's right;
And whatever or whoever forbids it, is vicious.
Never can society be propped by vice,
For all vice is weakness and rottenness

Civilization must breed noble citizens:
Degraded classes never build it up,
But always undermine and ruin it.
Degradation is unnatural, and therefore unnecessary.

Man's higher Instinct leads to lofty aspiration,
To generous sentiment and boundless desire,
Till he seeks and finds the Author of his Soul.
In seeking f r him he perfects his virtue,
By finding him he is made strong within,
And being strong he strengthens his brethren.
For to aid the weak is the duty of the strong,
And thus virtue within becomes justice without.

F. W. Newman.

বিজ্ঞাপন।

আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থানের নিমিত্তে আগামী ১১ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে ব্রাহ্মদিগের সভা হইবেক। ব্রাহ্মেরা তৎকালে সভাতে উপস্থিত হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের রক্ষা ও উন্নতি হয় এমত বিধান করিবেন ইতি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩ মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য

বিজ্ঞাপন।

বিক্রেয় পুস্তক।

ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান	....	১৲
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	....	৶০
প্রাত্যহিক উপাসনা	....	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	....	।৶০
রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক	.....	।৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	....	৷৵০
ইংরাজী ঐ	.... ..	।৶০
দেবনাগর ঐ	.... ..	॥০
ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথমখণ্ড	....	১৲
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	......	১৲
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	.....	।০
সংস্কৃত ভাষার বাঙ্গলা ব্যাকরণ	....	।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	....	।৶০

তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও সঙ্গীত পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইতেছে। ত্বরায় প্রকাশিত হইবে ইতি।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার কার্য্য প্রতি রবিবার বেলা দুইঘণ্টার পর আরম্ভ হইয়া থাকে।

অশুদ্ধ শোধন।

এতৎ পত্রিকার ১০৫ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ৯ পংক্তিতে যে "১ কার্ত্তিক" আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "৩১ আশ্বিন" হইবে। আর ৩১ পংক্তিতে যে "২ কার্ত্তিক" আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "১ কার্ত্তিক" হইবে।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজহইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য চারি আনা মাত্র। ৯ পৌষ মঙ্গলবার কলিগতাব্দ ৪৯৫০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদংসর্ব্বমসৃজৎ। তদেবনিত্যংজ্ঞানমনন্তংশিবংস্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়াপারত্রিকমৈহিকঞ্চশুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ওঁ সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

যিনি আমারদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব সুখদাতা—যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর—আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন; যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি, বল; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি,—যিনি আমাদের শরীর ও মন এবং আত্মাকে নানা প্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে, অমৃত রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়। নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।

নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।

ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকন্বরেণ্যং। ত্বমেকঞ্জগৎ-পালকং স্বপ্রকাশং।

ত্বমেকঞ্জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ। ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং।

ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণম্ভীষণানাং। গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং।

মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং। পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাং।

বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামঃ। বয়ন্ত্বাঞ্জগৎ-সাক্ষিরূপন্নমামঃ।

সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং। ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্ব রহিত, সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই॥

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্নমুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার চির-সম্বন্ধ।

যখন আমরা আপনাকে আপনি জানিতে পারি, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে আমি পরিমিত আশ্রিত পরতন্ত্র ক্ষুদ্র বস্তু। আপনার পরিমিত অপূর্ণ ভাব বুঝিবার জন্য অতি অল্প সময়—অতি অল্পই পরীক্ষা আবশ্যক করে। কিন্তু আমি আবার যখন আপনার অপূর্ণ ভাব উপলব্ধি করি, তখন আমার আশ্রয়ভূত এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষকে প্রতীতি করি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের এখানে পদে পদে সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমি আপনা হইতেও হই নাই– আপনা আপনিও থাকিতে পারি না। আমি আশ্রিত—সেই অনন্ত স্বরূপ আমার আশ্রয়। আমি আছি এই আত্মজ্ঞান যেমন মনুষ্যেরই আছে, সেই রূপ পরমাত্মার সহিত আপনার সম্বন্ধও তিনি ভিন্ন আর কোন জীবই অবগত নহে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের ভাব তখন আরো কত প্রশস্ত হয়, যখন বুঝিতে পারি যে পরমাত্মার সঙ্গে এই যে আমার সম্বন্ধ, ইহা অচির সম্বন্ধ নহে—ইহা কেবল এ পৃথিবীর জন্য নয়, কিন্তু ইহা চিরন্তন নিত্য সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের সহিত তো সমুদয় বিশ্বরাজ্যেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সৃষ্টির কণামাত্রও থাকিতে পারে না। যে বনপুষ্প কোন এক দুর্গম প্রদেশে অন্যজ্যোৎস্না রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও তাঁহার হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়েছে। একটি

শৈলখণ্ডেও যে সকল সূক্ষ্ম কীট দেখা যায়, তাহাও তাঁহার সর্ব্বত্র প্রসারিত আশ্রয় হইতে বিচ্যুত নহে। কেবল মনুষ্য কেন? সমুদয় জগৎ সংসার তাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে—যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে—যাহা কিছু জীবন ধারণ করিতেছে এবং এখানে আনন্দে সঞ্চরণ করিতেছে—তাহারা তাঁহাতেই আছে; তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে; তাঁহার আশ্রয়েই জীবিতবান্ রহিয়াছে—তাঁহা হইতে আনন্দ লাভ করিতেছে। কিন্তু তাহারা ইহা কিছুই জানিতেছে না—তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পাতাকে বুঝিতে পারে না। সূর্য্য যে কাহার নিয়মে প্রতিদিন নিমীলিত জগৎকে উন্মীলিত করে—মধুমক্ষিকাকে তাহার বাসোপযুক্ত অপূর্ব্ব মধুক্রম নির্ম্মাণ করিবার শিক্ষা যে কে দিয়াছেন—উষ্ট্রকে দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য এমন আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা যে কে প্রদান করিয়াছেন—তাহা তাহারা জানে না। মনুষ্যের বিষয় দেখ। মনুষ্য দেবভাব ও পশুভাবে সম্মিলিত। উদ্ভিদ্ অন্যান্য জড় বস্তুর সঙ্গে সমান এবং তাহা হইতেও অধিক। পশুগণ উদ্ভিদের সঙ্গে সমান এবং তাহা হইতেও অধিক। মনুষ্য পশুর উপরের শ্রেণীতেই আছেন—তাঁহার নীচের যে সকল নিয়ম, তাহা তিনি অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন না। তিনি যখন শরীর ধারণ করিয়াছেন, তখন তিনি জড় রাজ্যের নিয়মের কতক অধীন। আপনার আবাস-স্থান শরীরকে যখন তাঁহার পরিপোষণ করিতে হইতেছে, তখন তিনি পশু ভাবেরও কতক অধীন। কিন্তু মনুষ্যের আবার দেবভাব আছে। পশুদের আত্মজ্ঞান নাই—তাহারা আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। তাহারা আমি আর আমি নয় যে বহির্ব্বিষয়; এ দুইকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের আত্মজ্ঞান আছে, তিনি আপনাকে আপনি জানিতে পারেন এবং আপনা হইতেই তাঁহার কারণ ও আশ্রয়কে উপলব্ধি করিতে পারেন। অতএব মনুষ্যের অধিকার কত প্রশস্ত। তিনি আপনি যে এক ক্ষুদ্র জগৎ তাহা প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করিতে পারেন এবং তিনি আপনি এমন ক্ষুদ্র হইয়াও সেই অনন্ত স্বরূপের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধিও নিবদ্ধ করিতে পারেন।

কিন্তু এখনো তাঁহার জ্ঞানের প্রাশস্ত্যের সম্যক্ পরিমাণ হয় নাই। তিনি যখন ঈশ্বরের সহিত স্বকীয় আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন—এবং কেবল উপলব্ধি করেন তাহা নহে, যখন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন; তখন তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন যে পরমাত্মার সহিত যে তাঁহার সম্বন্ধ তাহা কেবল কিছু কালের জন্য নহে, কিন্তু তাহা চিরন্তন সম্বন্ধ। এই বিশ্বাস ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্ম-যোগের অমৃত ফল। এই বিশ্বাস যে কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। ঈশ্বরের প্রসাদই ইহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বরের সহবাসের এমনি আশ্চর্য্য গুণ যে একবার সে সহবাস লাভ করিলে আর কখনই মনে হয় না, যে কোন কালে তাহা হইতে বিচ্যুতি হইবে। যাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন 'যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি*' 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি†' 'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং‡।' তাঁহারা এ সকল কথা কোথা হইতে পাইলেন। পৃথিবীর সকল বিষয় হইতে যে এমন উচ্চতর কথা, তাহা কখন এখান হইতে পাওয়া যায় না। এই প্রকার উচ্চ অটল বিশ্বাস ঈশ্বরই আমাদের আত্মাতে প্রেরণ করিতেছেন। উত্তম মেধা বা বহু শ্রবণ দ্বারা এ বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যে সাধক তৃষিত চাতকের ন্যায় সতৃষ্ণ ভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করেন—যিনি একবার তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাস লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন; তাঁহার মনেই এই প্রকার বিশ্বাসের বল হয়—তিনিই তাঁহার প্রিয়তমের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারেন।

---

* যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।
† সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।
‡ তিনি সংসার পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

হে যুবা! ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ কর। সংসার তোমাদের নবানুরাগের উপর শীতল বারি নিক্ষেপ করিতে না করিতেই তাঁহার প্রতি মন দেও। ইহা নিশ্চয় জান যে অনেকে তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতপুণ্য হইয়াছেন; তোমরা এখনো তাঁহাকে পাও নাই, কিন্তু তাঁহাকে সতৃষ্ণ হইয়া অন্বেষণ কর, সহজেই প্রাপ্ত হইবে। কি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, কি নদীতীরে, কি উষার সৌন্দর্য্যে, কি সন্ধ্যা-রাগ-লোহিত গগনতলে, কি নির্জ্জন স্থানে, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অন্বেষণ কর, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।

আমরা অতি দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীব। যৌবনের তরঙ্গ আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। অযোগ্য বিষয়-কামনা-সকল ঈশ্বরের সৎপথ হইতে আমারদিগকে পরিচ্যুত করিতেছে—সংসারের মোহ কোলাহল চতুর্দ্দিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে। কিন্তু হে যুবা! ইহা মনে রাখ, যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইলে এ সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই—তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। অতএব তাঁহাতেই চিত্তার্পণ কর—নীচ চিন্তা, নীচ কামনা সকল পরিত্যাগ কর—ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ যাহাতে সর্ব্বদা দেখিতে পাও, ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর। কুপ্রবৃত্তিকে নিরস্ত রাখিয়া—স্বার্থপরতাকে অবহেলা করিয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ মঙ্গল ভাবের অনুকরণ কর। সৎকার্য্যে সাহস দেও—ধর্ম্ম যুদ্ধে কদাপি পরাঙ্মুখ হইও না—ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে মঙ্গলভাব বিস্তার কর। এই প্রকারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হও—অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের যোগ্য হও—যত কাল পৃথিবীতে আছ, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে থাক—মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার তাঁহাতেই গমন কর।

ইহা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বর তোমাদের অন্তরের সমুদয় বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছেন এবং তোমাদের হৃদয়ের অন্ততম প্রদেশও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টির নিকটে সঙ্কুচিত হইও না, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে দৃঢ়মনে দণ্ডায়মান থাক; তাহা হইলে তোমাদের পাপরাশি দগ্ধ হইবে। তাঁহার উজ্জ্বল মুখ দেখিতে পাইলে তোমাদের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইবে এবং ধর্ম্মবল সবল হইবে—সকল গ্লানি ও অপবিত্রতা, সকল মালিন্য দূর হইবে। যাহারা বল চায় তাহাদের চতুর্গুণ বল হইবে—সহিষ্ণুদের ধৈর্য্যগুণ বৃদ্ধি হইবে এবং লোভ-শূন্য-ব্যক্তি আত্মসম্বরণে আরো সক্ষম হইবে। সেই দিনে সকল ধর্ম্ম বলবান্ হইবে—সকল পাপ্মা তাপিত হইবে, যে দিনে পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহাতে আপনার সকলই সমর্পণ করিবে। তখন প্রত্যেক প্রবৃত্তি আপন আপন ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না; কিন্তু সত্যের পথে স্থির থাকিবে এবং ধর্ম্মেরই বশে থাকিবে। তখন তোমাদের আত্মা সেই ভূমার প্রতি বিস্তৃত হইয়া কি অনুপম মহত্ত্বই লাভ করিবে। তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত হইবে—তখন পরিবার ও প্রতিবাসী, স্বদেশ ও সমুদয় জগতের উপরে তোমাদের প্রেম ব্যাপ্ত হইবে। বিশ্বাসশূন্য শূন্য-হৃদয় তাপিত ব্যক্তি সত্যের নিকটে কম্পিত হয়, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস আরো উজ্জ্বল হইবে; এবং ছদ্মবেশী ধূর্ত্তেরা যেখানে দুর্ব্বল, তথায় তোমাদের বল প্রকাশ পাইবে।

ঈশ্বরের দিকে সরল হৃদয়ে এই রূপে ধাবমান হও; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার মহান্ আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদের নিকটে সর্ব্বক্ষণ প্রকাশমান্ থাকিয়া তোমাদিগকে পবিত্র রাখিবেন এবং স্বয়ং আপনাকে প্রদান করিয়া তোমাদের আত্মার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিবেন। তিনি তোমাদের নিকটে পিতার ন্যায় বর্ত্তমান থাকিবেন, তোমরাও তাঁহার যোগ্য পুত্র হইয়া পিতৃভক্তি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। এই প্রকারে এখান হইতেই সেই অমৃত ধামের জন্য সজ্জীভূত হইতে থাকিবে—

মৃত্যুতে আর ভয় থাকিবে না—আপনার ক্ষুদ্রত্ব যদিও মনে হইবে, কিন্তু সেই পরম পিতার প্রেম লাভের প্রতি কদাপি নিরাশ হইবে না।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৩ আষাঢ় বুধবার ১৮১ শক

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদয়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে।

পরমেশ্বর সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ মহান্ আত্মা। তাঁহার সত্য-জ্ঞান-জ্যোতিঃ অসীম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া দীপ্ত রহিয়াছে, এবং আমাদের আত্মাতেও সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার মন নাই, তিনি অপরিমিত জ্ঞান স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতিঃ জড় ও জীব রূপ সমুদয় আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। জগতের সকল কৌশলে তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়ার নিদর্শন রহিয়াছে। তাঁহার সেই অচিন্ত্য জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ; তাঁহার চক্ষু নাই তিনি সকল দেখিতেছেন, কর্ণ নাই তিনি সকল শুনিতেছেন; তাঁহার মন নাই অথচ তিনি সকল জানিতেছেন। যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, তিনি কি জানিতেছেন না? যিনি এই জগৎ কৌশলের রচনা কর্ত্তা, তাঁহার কি জ্ঞান নাই? তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান আমাদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত নহে। আমরা যাহা জানিতেছি, তাহাও তিনি জানেন এবং যাহা কখন জানিতে পারি না, তাহাও তিনি জানিতেছেন। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানকে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি না। সেই সত্য পুরুষের পূর্ণ জ্ঞানে মগ্ন হইয়া তাহার তলস্পর্শ করিতে পারা যায় না। যিনি ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালের সকল ঘটনা পাঠ করিতেছেন—যিনি আমাদের মনের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক ভাব অবগত হইতেছেন, তাঁহার জ্ঞানকে পরিমা করিয়া কি প্রকারে শেষ করিব?

ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবও সর্ব্বস্থান হইতে প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বরকে জ্ঞান স্বরূপ বলিলে যেমন ইহাও বলা হইল যে তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি বিশ্বশ্রবা, তিনি সর্ব্ববিৎ সেই রূপ তাঁহার মঙ্গল-ভাব জানিলে তাঁহার অপার করুণা—তাঁহার অসীম স্নেহ—তাঁহার গম্ভীর প্রেম যে তাহার অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট রূপে অবগত হওয়া গেল। তাঁহার স্নেহ, করুণা, ক্ষমা, প্রীতি, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ হইতে বহমান হইতেছে। আমরা সন্তানের প্রতি পিতা মাতার মনের ভাবকে স্নেহ বলি; ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার ভাবকে সৌহার্দ্দ বলি; মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ভাবকে প্রণয় বলি; স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভাবকে প্রীতি বলি; অনাথের প্রতি সাধু ভাবকে করুণা বলি; কিন্তু সেই স্নেহ, প্রেম, সৌহার্দ্দ, দয়া, সকলই একটী সদ্ভাব—একটী মঙ্গল-ভাবের অন্তর্গত। ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা ও সুহৃৎ। তিনি যখন তাঁহার অপরাধী অসৎ পুত্রকে তাহার পাপ পরিহারের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করেন, তখনও তিনি তাহার পরম পিতা রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এবং যখন তিনি সাধু ব্যক্তিকে তাঁহার শীতল আশ্রয় প্রদান করেন, তখনও তাঁহার অতুলা পিতৃ স্নেহই প্রকাশ পাইতে থাকে। তাঁহার দুরবগাহ্য মঙ্গল-ভাবে বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারি না। তাঁহার জ্ঞানের—মঙ্গল ভাবের আদি কোথায়—অন্ত কোথায়; আরম্ভ কোথায়—শেষ কোথায়—তাহার পরিমাণ কত; ইহা দেখিতে গিয়াই তাঁহাকে বুঝা যায় "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"।

কিন্তু তাঁহার পূর্ণভাব পরিমিত বুদ্ধিতে পরিমিত বস্তুর ন্যায় ধারণ করিতে পারি না বলিয়া যে তাঁহাকে একেবারে জানিতে পারি না, তাহা নহে। মনুষ্যের পক্ষে যেমন জল বায়ুর প্রয়োজন, তাহার আত্মার পক্ষেও ঈশ্বর-জ্ঞান তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন বৃষ্টি সূর্য্য সকলেরই জন্য, সেই রূপ তিনি মূর্খ পণ্ডিত সকলেরই ধন। ঈশ্বরের পূর্ণ-

জ্ঞানে মনোনিবেশ করা যায় না বলিয়া কি ইহাও জানা যায় না যে তিনি আমাদের অন্তর্যামী? এই সমাজে আমরা সকলে ঐক্য হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা যে তিনি এখানে থাকিয়াই জানিতেছেন, ইহা কি আমরা জানি না? ইহাও কি জানি না যে আমরা নির্জ্জনে যে সকল কার্য্য করি তাহাও তিনি দেখেন এবং তাঁহার নিকট যে কিছু প্রার্থনা করি তাহাও তিনি শুনেন? অবোধ লোকেরা যখন মৃত্যুর রূপ অচেতন বিগ্রহ বিশেষকে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর মনে করিয়া তাহার অর্চ্চনাতে প্রবৃত্ত হয়; তখন জ্ঞান-গোচর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী পূর্ণ-পুরুষকে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান জানিয়া এক্ষণকার বিদ্যাবানেরা তাঁহার উপাসনাতে কেন না নিযুক্ত হন? সেই পবিত্র স্বরূপে কেন না শ্রদ্ধা অর্পণ করেন? সেই পিতার পিতা পরম গুরুকে কেন না ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করেন? সেই সর্ব্ব সুখদাতা করুণাময়কে কেন না কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করেন? যাঁহার প্রেম-দৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্ব্বদা রহিয়াছে, তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি-পুষ্প কেন না প্রদান করেন? ঈশ্বরের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ। তিনি যেমন আমারদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া শরীর নির্ব্বাহ ও জীব প্রবাহ রক্ষার নিমিত্তে কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার অমূল্য সহবাস লাভের জন্য আমাদের আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্ম মঙ্গল-ভাবে ভূষিত করিয়াছেন। বুদ্ধির বিকাশ হইতে না হইতেই আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান আরম্ভ হয়। আমরা যখন কোন কারণ প্রত্যক্ষ করি, তখন কারণ পরম্পরা হইতে আমাদের মন সেই মূল কারণে গিয়া নিবৃত্ত হয়। আমরা যখন কোন আশ্রিত বস্তু দেখিতে পাই, তখন আশ্রিতের আশ্রয়, তাহার আশ্রয়, এই প্রকার করিয়া সেই সর্ব্বাশ্রয়ে গিয়া চিন্তার বিরাম হয়। আমরা যখন আপনার সকল বিষয়ই সীমা বিশিষ্ট, পরিমিত, আদ্যন্তবৎ, অপূর্ণ দেখি; তখন আপনা হইতেই সেই অসীম অপরিমেয় অনন্ত পূর্ণ-পুরুষের জ্ঞান লাভ হয়। আমরা যখন কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমাদের বলবতী কুপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে গমন করি, তখন যে আপনার এক প্রকার স্বাধীন-ভাব বুঝিতে পারি; তাহাতে সেই স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব কতক উপলব্ধি হয়। আমরা যখন সুনির্ম্মল ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে পবিত্র করি, তখন ঈশ্বরের পবিত্র ভাব আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়; এবং পুণ্য-জ্যোতিতে যে যত পবিত্র হয়, তাহার নিকট তাঁহার পবিত্রতা ততই স্ফূর্ত্তি পায়। যখন আমাদের মঙ্গল ভাব এই অল্প অকিঞ্চিৎকর বস্তু যে আমি তাহাতেই বদ্ধ না থাকিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, তখন ঈশ্বরের যে উদার মঙ্গল-দৃষ্টি, তাহার ভাবও কতক গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রকারে ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যের আত্মাতে আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি পায়।

পরমেশ্বরের সহিত এখানে আমাদের পদে পদে সম্বন্ধ রহিয়াছে। কি সুখে কি দুঃখে, কি মৃত্যু কালে, সকল সময়েই ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ দেখা যায়। যখন আমরা তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্ভোগে রত থাকি, তখন কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। যখন দুঃখেতে ব্যাকুল-মতি হই—যখন বিপদের কশাঘাতে অধৈর্য্য হই—যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয়ের তরঙ্গ উত্থিত হয়; তখন তিনি ভিন্ন আমাদের আর কে সহায়? আবার যে সময়ে মৃত্যু গ্রাস করিতে উদ্যত হয়—যখন সকলই শূন্য ও বিষণ্ণ দেখায়—যখন চক্ষুঃ জ্যোতির্ব্বিহীন হয় এবং হস্ত পদ সকল অসাড় হইয়া পড়ে—যখন ক্রন্দন ধ্বনি অন্য সকল ধ্বনিকে পরাস্ত করে, তখন আমাদের শান্তি কোথায়? তখন আমাদের আত্মা কোথায় বিশ্রাম করে? সেই অমৃত পুরুষই তখন আমাদের গতি—তখন তিনিই আমাদের একমাত্র আরাম স্থল। যখন আমরা স্বার্থপরতার কুমন্ত্রণা অবহেলা করিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি—তখন এই পৃথিবী লোকেও তাঁহার সহিত আমাদের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ প্রতিভাত হয়। সংসারেতে যাহাদের অনুরাগ বদ্ধ আছে, তাহারা সংসারের অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলে;

আর যে পুণ্যবান্ মহাত্মার অনুরাগ ভুমা ঈশ্বরেতে বিস্তৃত হইয়াছে, ঈশ্বরের অনুরোধ রক্ষাতেই তাঁহার সকল সময় গত হয়। তিনি লোকের দর্শন-পথেই কার্য্য করেন না এবং লোক ভয়েও ভীত হয়েন না। ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করাই তাঁহার ভয়। তিনি যদি কদাচিৎ মোহবশতঃ পাপে পতিত হইয়া এক দিবসের জন্যও আত্ম-গ্লানি সহ্য করেন এবং দেখেন যে ঈশ্বর হইতে কতদূরে পতিত হইলেন, আর সুপবিত্র ব্রহ্মানন্দ তাঁহার আত্মাতে স্থান পাইল না; তাহাতে তাঁহার যে প্রকার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত কোন প্রকার বিষয় বিপদেরই তুলনা হয় না। আবার তিনি যখন তাঁহার প্রিয়তমের প্রিয়-কার্য্য অনুষ্ঠানে তৎপর থাকেন, তখন শত সহস্র শত্রু দলও তাঁহাকে ভয় দিতে পারে না। তখন তিনি আপনার প্রাণ-দাতার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়া বিচরণ করেন। ঈশ্বরের সহিত আমাদের আর এক অনুপম সম্বন্ধ থাকাতে তাঁহার নাম পতিত-পাবন হইয়াছে। তিনি পাপীর পরিত্রাতা। লোকের আশ্রয় পাইলে হয়তো আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের শরণ ব্যতীত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই। তিনি যেমন পতিত-পাবন, সেই রূপ আমাদের মুক্তি-দাতা। যতক্ষণ আমরা তাঁহার সহবাসে থাকি, ততক্ষণই আমাদের মুক্ত-ভাব; সংসার-শৃঙ্খলে যতক্ষণ আকৃষ্ট থাকি, ততক্ষণ আমাদের বদ্ধ-ভাব। আমরা যতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব, ততই বিষয় বন্ধন শিথিল হইবে এবং তাঁহার সহিত সহবাস জনিত অখণ্ড শাশ্বত নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ হইতে থাকিবে। তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন—তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মসমাজ।

যে সকল ধীর ব্যক্তিরা জ্ঞান ও ধর্ম্ম বলে রিপুগণকে বশীভুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারদিগের ঈশ্বরে ও পরকালে অটল বিশ্বাস, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রদর্শিত পুণ্য পদবীতে পদার্পণ করিয়া তাহাতেই সর্ব্ব প্রযত্নে অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহারা যে কোন দেশীয় ব্যক্তি হউন না কেন, তাঁহারাই "ব্রাহ্ম" এবং তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজে অধ্যাসীন হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও ভজনা করিবার উপযুক্ত পাত্র। কি পর্ণ-কুটীরে; কি সুশোভন প্রাসাদ, কি নদীকূল, কি তরুমূলে; যেখানে তাঁহারা একত্রিত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া একমাত্র সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, সেই স্থানই "ব্রাহ্মসমাজ" এবং সেই স্থানই তীর্থ। যখন সচ্চরিত্র সাধুমণ্ডলী আপনারদিগের জীবনের ও মনুষ্য-নামের সাফল্যকর ঈশ্বরোপাসনা সম্পাদন জন্য মিলিত হয়েন; তখন ভক্তি ও প্রীতি তাঁহারদিগের চিত্ত হইতে যুগপৎ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাঁহারদের অন্তঃকরণ এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাব দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়। তখন অমৃত পুরুষের পুত্রেরা তাঁহারি উপাসনা জন্য সমাগত,এই ভাবের আবির্ভাব হইয়া তাঁহাদের মনে কি মহোল্লাস—কি নির্ম্মল বাক্‌পথাতীত আনন্দ উৎসারিত হইতে থাকে। তখন তাঁহারা মনে মনে এইরূপ কহিতে থাকেন "জগদীশ। তুমি কোথায় না বিদ্যমান আছ? কি অসীম বিশ্বসংসারে কি আমারদিগের হৃদয়ধামে সতত সর্ব্বত্র তুমি বিরাজ করিতেছ; এই পবিত্র স্থানে তোমার সামীপ্য আমরা কি পর্য্যন্ত অনুভব করিতেছি; তোমাকে সাক্ষাৎ জাজ্বল্যমান্ দেখিয়া আমারদের মন কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে। তোমারি আরাধনা জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমারদিগের ভক্তি ও প্রীতিরূপ উপহার গ্রহণ কর"। তাঁহারদিগের সরল চিত্ত এইরূপে পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরে ধাবিত হইতে হইতে উপযুক্ত জ্ঞানবান্, মূর্ত্তিমৎ ধর্ম্মের স্বরূপ আচার্য্য বা উপাচার্য্যেরা যখন উপাসনা আরম্ভ করেন;

যখন তাঁহাদের মুখ হইতে 'আনন্দরূপং' 'সত্যং জ্ঞানং' ইত্যাদি মহাবাক্য-সকল বিনির্গত হইতে থাকে; তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমুপস্থিত ভক্ত-মণ্ডলীর চিত্ত একেবারে অমৃত-রসে পূর্ণ হইয়া যায়। পরে যখন সকলে সম-স্বরে ঐক্য হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহারদের আত্মা কি প্রশস্ত, কি উন্নত, কি সমুজ্জ্বলিত হয়। যেমন পিতার নিকটে সন্তানেরা অভিলষিত বস্তু যাচ্ঞা করে, সেই রূপ পরম পিতার নিকট তাঁহারা তাঁহাকে পাইবার যোগ্যতা, ধর্ম্মসাধন করিতে ও মোহ পরাজয় করিতে নূতন বল নূতন বীর্য্য প্রভৃতি ঈপ্সিত বিষয় সকল, অতি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করেন। তৎপরে যে সকল উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান শক্তি ও অনন্ত মঙ্গল-ভাব প্রকাশিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকটিত হয়; তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী হইয়া কর্ম্ম করিতে একান্ত মনোভিনিবেশ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়; এবং শাশ্বত পরকালের নিমিত্তে ধর্ম্ম রূপ অক্ষয় সম্বল সঞ্চয় করিতে মনের সহিত যত্ন হয়;—যে সকল উপদেশে সহস্র প্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম পথে গমন করিতে আন্তরিক অনুরাগ ও উৎসাহের আধিক্য হয়; তজ্জন্য অসহ্য যন্ত্রণা স্বীকার বা প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতেও মনে আনন্দ উপস্থিত হয়; উপাচার্য্য অতি যত্ন পূর্ব্বক সেই সকল উপদেশ প্রদান করেন। পরে সকলে ব্রহ্মসংগীত গান করিয়া আপনারদিগের পরম পরিতৃপ্তি সংসাধন করেন। এইরূপে পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা উপবিষ্ট সাধুদিগের চিত্ত পরমার্থ-ভাবে দ্রবীভূত হইয়া সাংসারিক মোহতরঙ্গের কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং সেই অমৃত পুরুষের পবিত্র সহবাস লাভ করিয়া পরম সন্তোষ অনুভব করে। যেমন জলনিধি অপার জলময় হইয়াও পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত কূলকে প্লাবিত করে, সেইরূপ সাধু-চিত্ত সতত বিশুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের সংসর্গ প্রভাবে ধর্ম্মের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রবর্দ্ধমান হইয়া পরম সত্যাতির প্রতি অতি প্রবল বেগে ধাবমান হইতে থাকে। তাঁহার আনন্দের তৎকালে একেবারে পর্য্যাপ্তি হয়।

এরূপ সাধুমণ্ডলী পরিবৃত ব্রহ্মোপাসনা-সমাজে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের মনোবৃত্তি কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি-সুখ অনুভব করে; তাদৃশ বক্তৃতাদি শ্রবণে কাহার মন না আর্দ্র হয়; ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে কাহার না স্পৃহা হয়; কাহার মনে পাপ ত্যাগ করিতে ও ধর্ম্মের অমৃত রসাস্বাদন করিতে প্রবৃত্তি না হয়। পরন্তু তত্রস্থ অধ্যাসীন সাধুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সমস্ত রমণীয় ভাবের কতই বৃদ্ধি হইতে থাকে! তাঁহারদিগের গম্ভীর নিস্তব্ধতা, ভক্তি-রসাস্পদ মনোহর উন্নত বা অবনত বদন, বাষ্পাকুলিত ঈষদুন্মীলিত বা নিমীলিত নয়ন, অনিচ্ছোৎপাদিত কখন কখন দীর্ঘ নিশ্বাস বা মনের গাঢ় ভাব-সূচক অপরিস্ফুট কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ, এই সমস্ত তাঁহারদের ঈশ্বরে মনঃ-সমাধি প্রীতি ও ভক্তি কি পর্য্যন্ত সুপরিব্যক্ত করে! সেই সময়ে যখন মনে হয় যে তাঁহাদের উপাসনা কালীন তাদৃশ বাহ্যিক লক্ষণের সহিত তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে; যাঁহারা ঈশ্বর-প্রেমে এতাদৃশ মগ্ন রূপে প্রতীত হয়েন, তাঁহারা যথার্থই ঈশ্বর-প্রেমিক; তাঁহারা কোন প্রকারেই স্বার্থপরতা ও লোকানুরাগ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন নহেন; তাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সর্ব্বদা সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিয়া থাকেন; তখন তাঁহারদিগের প্রতি আমাদের কি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেম-রসাশ্রিত কমনীয় শ্রীসম্পন্ন আনন বর্ণন ও অন্তঃস্ফূর্ত্ত্য সুমধুর সঙ্গীত বা পাঠ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সাধু-স্বভাব ও ঈশ্বর-পরায়ণতা অনুকরণ করিতে মনের কতই প্রবৃত্তি হইতে থাকে—মনোমালিন্য কতই দূর হইয়া যায়। [illegible] এতাদৃশ পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে উপবেশন করিলে [illegible]

পনারদিগকে কৃত কৃতার্থ বলিয়া বোধ করি। কবে এরূপ ব্রাহ্মসমাজ-সকল দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমারদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। হে পরমাত্মন্! তুমি কৃপা করিয়া সেই দিন শীঘ্র সমুদিত কর।

ব্রাহ্মদিগের দান।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাকৃত দানই ব্রাহ্মসমাজের জীবন হইয়াছে; যে পরিমাণে দানের বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে সমাজের উন্নতি হইবে। অতএব এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের অবহেলা দেখিলে সাতিশয় মনস্তাপ পাইতে হয়। কোন কোন ব্রাহ্ম দান দিবার জন্য সমাজ হইতে পত্র বা লোক আসিবার প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করা যাইতেছে যে তাঁহাদিগের নিকট হইতে দান আদায় করিতে লোক বা পত্র প্রেরিত হউক বা না হউক, তাঁহারা আপনাপন বার্ষিক দাতব্য প্রতি বর্ষে মাঘ মাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন। তাঁহারা আপনারা স্ব স্ব দান নিয়মিত রূপে সমাজে প্রেরণ করিলে উভয়বিধ ইষ্ট সিদ্ধি হয়; প্রথমতঃ তাঁহারা প্রতি বর্ষে সমাজে দান করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পালন করা হয়; দ্বিতীয়তঃ সেই দান আদায় হইবার জন্য সমাজ হইতে কোন ব্যয় হয় না। যে সকল ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের নিকট হইতে এক বা তদধিক বৎসরের দান অনাদায়ী রহিয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সমস্ত অনাদায়ী দাতব্য এই মাঘ মাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া উৎসাহ বারি সেচন করুন।

আরো অনুরোধ করা যাইতেছে, যে ভবিষ্যতে সকল ব্রাহ্মেরা আপনাপন শুভ কর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে যথাযোগ্য দান করেন। তাঁহারা যদি শুভ কর্ম্ম জন্য ব্যয় মধ্যে সমাজে দান করা তাহার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য আঙ্গীন ব্যয় বলিয়া পরিগণিত করিয়া রাখেন; তাহা হইলে সেই দান করা তাঁহাদিগের পক্ষে অবশ্যই সুকর হয় এবং সমাজেরও উপকার সাধন হইতে পারে।

ব্রাহ্ম সমাজের পৌষ মাসের সাধারণ সভা।

গত ১১ পৌষ রবিবার অপরাহ্নে ব্রাহ্মসমাজের আগামী বর্ষের বিত্ত সংস্থান জন্য ব্রাহ্মদিগের সভা হয়। শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাণি সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সভাপতি পদে উপবিষ্ট হইলে পরে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন। "গত বর্ষের আয়-ব্যয়-বিবরণ দৃষ্টে প্রতীতি হইবে, যে সমাজ এক্ষণে ৯০০ টাকার ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। গত বর্ষে যে দুই বিশেষ কার্য্য হয়, তাহার দ্বারাই এই ঋণ হইয়াছে। সেই দুই কার্য্য এই—সমাজে গ্যাসের আলোক জন্য নল প্রস্তুত করণ ও সমাজের মেরামত। এই ৯০০ টাকার মধ্যে ঝাড় লণ্ঠন বিক্রয়ের মূল্য ৫০০ টাকা যাহা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট হইতে এতাবৎ পর্য্যন্ত আদায় হয় নাই, তাহা আদায় হইলেও সমাজের ঋণ ৪০০ টাকা থাকিবে। অতএব যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ যত্নের আবশ্যক। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দান করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উপায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নতি সাধন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনের মূলীভূত বলিলেও বলা যায়। অতএব তদুন্নতি বিষয়ে সচেষ্টিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্ববোধিনী সভা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজি ও বাঙ্গলা অক্ষরাদি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। এই দুই যন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য সমাজ সম্পর্কীয় গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইতে পারে এবং অপর লোকের পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন দ্বারা আয়েরও বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাতে আপনাদিগের প্রতি

আমার অনুরোধ যে এই দুই প্রকার উদ্দেশ্য—আয় ও ধর্ম্ম প্রচার সামঞ্জস্য রূপে যে উপায়ে সংসাধন হইতে পারে, তাহার বিধান করিবেন। আমার ইচ্ছা যে তাৎপর্য্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, মূল ব্রাহ্মধর্ম্ম, সঙ্গীত প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপযোগী গ্রন্থ সকল, অগ্রে মুদ্রিত হয়; পরে অন্য লোকের পুস্তকাদি মুদ্রিত করিয়া সমাজের আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।"

তৎপরে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা সমাজের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়।

অধ্যক্ষ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
যন্ত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত।
ধনাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিদর্শক।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

PRAYER.

Man is naked and defenceless; his intelligence procures him shelter and nourishment, while at the same time it protects him from the attacks of wild animals and his own species. But if he were reduced to the savage state he would cease to be himself, he would be no longer man. In civilised life, which augments his necessities while it elevates his desires, he is compelled to be equal to his own wants. An appalling proportion of human beings are deficient in intellectual cultivation; many suffer from cold and hunger; sometimes the latter privations are doubled by the proximity of luxury. Poets and philosophers remark emphatically on this, that money does not constitute happiness. A convenient theory for those who repeat it in the midst of all the enjoyments of life. No; undoubtedly money does not comprise happiness; but in civilised society the absence of money creates positive misery. If it be asserted that there are greater evils, or that this privation must be endured rather than that the immortal soul should be defiled, so far all is just and true; but this admission does not prevent us from feeling that it is fearful not to possess the common necessaries of life for ourselves and those that belong to us. There is an axiom, which we sometimes have repeated, equally repulsive to those who have suffered themselves, and who have witnessed the sufferings of others. "No one," they say, "dies of hunger." This is either a mistake or a falsehood. People die of starvation in a ditch, in the fields, or in town, before the window of a baker's shop. Many amongst those who are not absolutely starved die from insufficient or unwholesome food; or from having earned their pittance of bread in an unhealthy toil; or sink under illness for want of remedies or rest.

We all agree in eulogising labour, and in declaring that it strengthens and consoles; but there is such a thing as labour multiplied upon labour. If the reader has ever been led by curiosity to descend into the catacombs of Paris, where you walk between four stone walls so narrow and low that you can touch them on every side, and where you may advance for a league without feeling anything but that description of sepulchre through which you travel without change of situation; where you can scarcely breathe for want of air; where the soul is weighed down by the sensation of that thick crust of rock and earth under which you are buried,—you may chance to have encountered an isolated workman, dragging along with slow steps, and by the light of a miserable candle, a wheelbarrow loaded with unhewn stones. He has been there from the earliest dawn to dusk, and he must return again to-morrow. Does he earn enough by this labour to keep his children from hunger and cold?

Of all the feelings that bind us to the world, the strongest is paternal love. It increases every day, even when we believe it has reached a point beyond which there is no augmentation. The parent bears every thing for child; toil, solitude, want of clothing, and want of food. He braves death under every form; wounded or dying, he forgets his own agony to supply some little comfort to that dear life which soon will lose his frail support. This love without limit is the last sensation which the heart retains. We can comprehend that the world would be a desert to the father if that eye were closed, if that smile were quenched in death. Yet nature breaks the tie. She casts the opening life into the grave, and condemns the parent to survive.

These catastrophes are not universal, yet the catalogue is a long one! Every hour that we live brings with it the chance of a disaster. There is a misfortune yet greater than closing the eyes of a son—that of beholding him a criminal. Imagination would tire before we could exhaust the list of human calamities.

Even our tenderest affections, love and friendship, have their peculiar sting. If we are not betrayed, we are depreciated. Our best intentions are misrepresented as crimes. At every instant we are wounded in our tastes, in our most delicate perceptions, in our most anxious scruples. We devote ourselves for our country, and we are repaid by imprisonment or exile. We cannot

even carry with us the reputation of honest citizens: the calumnies of the conqueror pursue us without shame or remorse, even in the miseries to which he has consigned us. We are considered by our own party as little better than unskilful or ambitious dupes. We think that we have sacrificed ourselves for a principle, and at last, as if by chance, an objection starts up until then unperceived. Suddenly the entire edifice falls, carrying away all the fruits of our toil, all our long devotion and sacrifices, and our hearts and our lives have no longer a resource to cling to. Genius itself has sometimes proved a fatal gift; not alone to Columbus, who purchased glory by misfortune, but to a legion of others, who have perished in their labours, unknown, insulted, and trampled under foot, and sometimes even deprived of the consolation of knowing their own strength.

What resource have we against so many evils? Glory? Let us not adopt this mistaken flattery. Glory follows success, and is nothing more than a time-serving courtier. It belongs to the Alexanders and Cæsars, those crowned executioners, who would have been consigned to the gibbet by the police of all nations if they had exercised their talents on the highway. With a few more battalions, Cartouche would have been a worthy associate. The empty bubble of glory is not worth feeding on by anticipation. The pleasure of being inscribed after death in the records of memorable deeds, and of furnishing a subject for oratorical display, is a poor compensation for the mortifications and iniquities of an entire life! There is but one true power, the sentiment of virtue; but where is the soul to which it suffices? Such an exception is to be met with, for the true exaltation of humanity, from age to age; but let us not attempt to measure men by the standard of heroes!

What then are we to do? To what are we to attach ourselves? To whom are we to have recourse when the world has failed us? whom are we to address our sighs upon the brink of the grave? In whom are we to trust when our love is repulsed, our virtue calumniated, and our honour tarnished? Towards whom are we to lift our cries against the pitiless disdain, against the closed hearts which reject the offered sacrifice? Something within inspires us to raise our eyes to heaven, and to call God to our aid. This is why so many men unacquainted with science listen eagerly to those who speak to them of the future. It is that they may adore and supplicate, that such a multitude of souls disinherited in this world, dream of the invisible universe, even when the lights of philosophy are denied to them. If our nature is made to suffer, it is also made to pour out our sufferings to God, and to find in that complaint a solace and an encouragement. Prayer softens, or rather destroys solitude from the moment when the world abandons and flies us, we find ourselves once more in presence of the only friend who never deceives, of him whose name is Justice.

Prayer is not only a resource under calamity, but a preservative against crime. A man yields himself up to the influence of passion: instead of remembering the lessons he has acquired in youth, he dreams of nothing but pleasure and interest. The violence of the sensations he has stirred up within himself produces such a tumult in his soul, that he is lost to every thing else. He applies the utmost resources of intelligence to the gratification of his appetites, and while he satiates them, he dreams only of the means by which they can be revived, to be again glutted with enjoyment. In this utter subordination of his entire being to pleasure, and the search after pleasure, he loses his perception of what is beautiful and just; his will, incessantly drawn in one direction, loses its active powers and becomes incapable of resistance. His reasoning faculty, badly cultivated, supplied through deteriorated organs, full of disgraceful sophisms, weakened, and misled, can no longer distinguish or follow truth; all that it retains of strength is employed in the indulgence of ignoble appetites, and perhaps, at last, sinks even below the level of animal instinct. Thus fall from day to day this noble creature, made to reign over creation and over himself, when, instead of turning towards heaven, and commencing the life of the future upon earth, he takes the world for his all, attaches to it his concentrated power, and glories in the oblivion of everything else. What can draw him back from these abysses in which he revolves? Perhaps a sign alone was wanting which might once more recall God to his thoughts. This single idea would have assisted him to conquer himself. The name brings with it an accompanying train of all that is grand and noble. It signifies virtue and truth. It affords a union of all the pleasures which the soul desires, and compared with which the rest are as nothing. It is a light which exhibits the rottenness of the evil passions under its real aspect. However debased a mind may be, there is somewhere within a collection of touching and revivifying remembrances which the mighty name of God once more awakens. Every physician of the soul knows that the cure is possible from the moment when the patient can be induced to pray. Thus, whether as a consolation or a remedy, prayer occupies an important place in human life. We shall not inquire, with the philosophers of the seventeenth century, whether a nation of atheists could possibly exist; we shall content ourselves with saying, that the religious sentiment is the most powerful of all social ties. It need not be argued that the family bond is more influential, for filial piety is but a form of religion. It is the thought of God which completes the sanctification of the domestic hearth, that hallowed centre of every tender and social affection. Take that thought entirely away from any associated people, and they are no longer united as a nation except by interest and fear. The civil law, in their estimation, is nothing but a social contract, by which they give on the condition of receiving. But if they give always, and receive nothing in return, they become dupes with their eyes open. That which is pompously denominated the sentiment of fraternity, or the religion of patriotism, ceases to have any signification. Citizens are merely associates, but not brethern. Never will devotion or self-sacrifice find a place in a state so constructed; never will this compact, founded on such a basis, be regarded as indissoluble by any one who sustains injury from it. If we wish to create one consolidated family, possessing moral unity, tradition, and honour; all the members of which are to consider themselves bound by mutual responsibility; whose laws are understood and respected, even when they punish; it is indispensable that the name of country should call up religious ideas, that every citizen should believe himself bound to his native land by divine dispensation; that the transmission of a moral code from father to son

should establish a relationship between all who tread *the same soil*, and *speak the same language*; that the laws should rest, not on the balance of *interests*, but on *the eternal perception of justice*; and that in token of this origin, they should be promulgated in the name of God

M. JULES SIMON.

PRAYER.

But one thing is clear—that whenever we attempt to approach God at all, we must do so with all the earnestness which *is* at our command; nay, with more than we can actually *command*, with all that we can *obtain* from God, who, if we ask Him, will ever help to prepare His own sacrifice, and who does in fact aid every prayer ere He accepts it.

Secondly, the will struggling to obey in all things the law of God, is the grand condition on which earnest prayer becomes (so far as we may judge) acceptable to our Maker. Prayers that God will make us better are utterly nugatory unless we resolve while offering them to do *all* we can to become so. A single sin, however apparently trifling, however hidden in some obscure corner of our consciousness—a sin *which we do not intend to renounce*, is enough to render real prayer impracticable. Often and often, doubtless, we have all found this—found that we went on perhaps for many long days, unable to send forth any aspiration with a chance of being heard on high. But if we turned inwards, and with severe scrutiny sought out the offending act or sentiment which caused our spiritual paralysis if, having found it, we deliberately resolved, with the whole power of our wills, "This sin shall be done *never* more," how marvellously did that one effort thrust back the bolt which had barred to us the gate of heaven; how instantly did we find that we could now "knock, and it should be immediately opened" to us! As I have said, the *smallest* sin is enough; the discord of a single string among all the thousand in our nature will distroy the harmony which prayer requires between our wills and that of God. Not till every chord is attuned to the fullest unison with that eternal right wherewith God's voice makes the universe resound, can we hear in our souls that awful and mysterious music. A course of action not wholly upright or honourable, feelings not entirely kind and loving, habits not spotlessly chaste and temperate—any of these are impassible obstacles. We must thrust them aside, or give up prayer till God's loving severity forces us to renounce them. I know this seems an exaggeration; but if there be one truth of religious experience more clear than another, I believe it is this very one. I would appeal to my reader's own consciousness, whether it be not as I have said. The lesson is no mere corollary from broader doctrines concerning prayer, and credible only on that account. Many a human soul has felt it—clearly, unmistakably, felt it. We are injured or insulted, and natural angry feelings arise. We try to pray as usual, and though we have borne our injury without attempt at, or intention of retaliation, yet our words are all driven back on us; we cannot pray.

This, then, even the perfect attuning of our wills to the Will of God, is "DEVOTION." It is the *giving* to God all our desires, regrets, aspirations, labours. It is the resolution to obey God's Laws in the future; the resignation to all God's past or present chastisements; the absolute, full, and joyous concord of our whole souls with the entire scheme of His providence for ourselves and for all men, in this life and through eternity. This is PRAYER—Prayer at its culmination and zenith, the highest glory and the highest joy of a created soul.

Practical Morals.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য

বিজ্ঞাপন।

আগামী বৈশাখ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য মাসিক ছয় আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবার মানস করেন, তাঁহারা তাহা বৈশাখ মাসের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য প্রতি রবিবার বেলা দুই ঘণ্টার পর আরম্ভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা করিবার মানস করেন, তাঁহারা দুই প্রহরের সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে তাহার শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
সম্পাদক

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১ ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকাল ৭॥ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজবাটীতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য চারি আনা মাত্র। [illegible] মুদ্রাঙ্কিত [illegible] ১৭৮০।

একমেবাদ্বিতীয়ং
প্রথম ভাগ
১৯৭ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৮১ শক
পঞ্চম কল্প পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১১ মাঘ সোমবার ১৭৮১ শক।

অদ্য কি আনন্দের দিন! অদ্য আমাদের নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য নির্জীব ভাব গিয়া আমরা সকলে [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানকার সকলেরই চক্ষে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন আমরা জীবন-শূন্য বঙ্গ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আর এক উৎকৃষ্ট উন্নত দেশে উপনীত হইয়াছি। আমরা এখানে কোন পরিমিত দেবতার আরাধনার জন্য আসি নাই। এস্থানে কোন বাহ্য আড়ম্বর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব ও মহান্ উদ্দেশ্য মলিন করিতে পায় না। যিনি 'সত্যং শিবং সুন্দরং' ভূমা অমৃত স্বরূপ, তিনিই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এখানকার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহারই বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আমাদের বাহিরে তত নাই, যত আমাদের অন্তরে আছেন। সমুদ্র-ঝঞ্ঝা বজ্র-নির্ঘোষ হইতে তাঁহার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মাতে—প্রতি ধর্ম্মের আদেশে—প্রত্যেক সাধু-ভাবে—তাঁহার গম্ভীর নিঃস্বন আরো সুস্পষ্ট শুনা যায়। মহোচ্চ পর্ব্বতে বা সুবিস্তৃত সমুদ্রে তাঁহার মহিমা বিরাজ করিতেছে; কিন্তু আমাদের নিস্বার্থ ভাব, অকৃত্রিম প্রেম, অমায়িক কৃতজ্ঞতা, অনন্ত আশা, এই সকলের মধ্যে তিনি আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়েন। তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরাত্মা। বাহ্যিক আমোদ প্রমোদের আড়ম্বর ও উন্মত্ততায় আমাদের ব্রহ্মোপাসনা হয় না—আমাদের উপাসনা আন্তরিক উপাসনা—প্রীতি পূজার পুষ্প অতি পবিত্র উপহার। "আয়ুর্দেহি যশো দেহি; পুত্রং দেহি, ধনং দেহি" আয়ু দেও, যশ দেও; পুত্র দেও, ধন দেও; ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এমন অযোগ্য প্রার্থনা নহে—আমাদের প্রার্থনা এই "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" শরৎকাল কি হেমন্তকালে গঙ্গাসাগর কি মক্কাতে আমাদের উপাসনা বদ্ধ নহে, কিন্তু সকল স্থান এবং সকল কালই তাঁহার উপাসনার আয়তন। আমরা সেই স্বয়ম্ভু অনাদি অনন্ত এক মাত্র পরমেশ্বরেরই উপাসক। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন উদার ভাব—যখন আমাদের এমন প্রশস্ত অধিকার; তখন লোক-নিন্দা, লোক-ভয় এ সকল নীচ লক্ষ্য আমাদের নহে। যখন জল স্থল শূন্য, যখন ভূলোক ও দ্যুলোক—যখন আমাদের বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, সকলে মিলিয়া 'সত্যং জ্ঞান মনন্তং' একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহোচ্চ পবিত্র নাম ঘোষণা করিতেছে; তখন কি উপহাস, কি মিথ্যা

বিনয়, কি শোক-ভর, কিছুতেই যেন আমরা তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত না হই—তাঁহার প্রতি প্রভু-ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত না থাকি। শত্রুর নিকটে পুত্র কি পিতার পরিচয়, সেনা কি রাজার পরিচয় দিতে ভয় করিয়া থাকে? তবে আমাদের পিতা যখন সকলের পিতা—আমাদের রাজা যখন রাজার রাজা; তখন বিপক্ষের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে কি ভয়? তাঁহার মহিমা প্রচার অপেক্ষা আমাদের জীবনের সার কর্ম্ম আর কি আছে? অদ্য আমরা সেই পরম পিতার উপাসনা জন্য এখানে সকলে সমাগত হইয়াছি। কি মনোহর দৃশ্য; তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের উপাসনা যেন বাহ্যিক উপাসনা না হয়—শ্রবণ ও পাঠ মাত্রই যেন আমাদের সর্ব্বস্ব না হয়। ঋণ পরিশোধের ন্যায় কঠোর কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা এখানে আসি নাই। যাহাতে আমাদের আত্মা সেই ভূমার সহিত অকাট্য প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমাদের লক্ষ্য। সরল হৃদয়ে—একাগ্র মনে প্রেমাশ্রুতে আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা কর। তোমাদের সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, সমুদয় উৎসাহ ও সমুদয় অনুরাগ ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। ভয় ও গ্লানি ও মানসিক রূপ মনের অন্ধকার দূর করিয়া বিনীত ভাবে, আনন্দিত মনে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, গম্ভীর প্রেম ও অটল অনুরাগের সহিত তাঁহার আরাধনা কর। তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন কামনা থাকে তবে যেন তাহা ধর্ম্মের জন্য, পবিত্রতার জন্য, পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য হয়। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর—এই প্রকারে সেই অনাদি অনন্তকে তাঁহার যোগ্য উপহার প্রদান কর।

কিন্তু ইহা মনে রাখ, তোমাদের এখানকার উপাসনা ইহারই জন্য যে সর্ব্বত্রই তাঁহার এই রূপ উপাসনা করিতে পারিবে। ঈশ্বরের উপাসনা যেমন আপনাকে পবিত্র করিবে, সেই রূপ তাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা অন্যান্য ব্যক্তিরও অনন্ত থাকিবে না। এমন গুরুতর কার্য্য আমাদের যেন প্রাণগত হয়। থাকে। প্রথমে পরিবার; পরে স্বদেশ, পরে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে থাক। যেখানে আমরা অন্নপান, সুখ দুঃখ, সকলই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া ভোগ করি; সেখানে ঈশ্বরকেই কি একাকী লাভ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারা যায়? যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশময় ব্যাপ্ত হয়, পৃথিবীময় প্রচারিত হয়, যখন আমাদের এমন মহান্ লক্ষ্য; তখন তাহার প্রথম সোপান যে পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আসীন করা, তাহাই যদি না হইল, তবে আর কি হইল? এক এক পরিবারে যে কয় জন ব্রাহ্ম-ভ্রাতা আছেন, তাঁহারাও কি নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে ভীত হইবেন? কেবল পুরুষেরা কেন? স্ত্রী পুরুষ—আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলে মিলিয়া সেই পরম পিতার অর্চ্চনা কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি উদাসীন রহিলেন—তিনি যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না পারিলেন, তবে এ দেশের আর কি হইল? ধর্ম্ম দূরের বস্তু নহে—ধর্ম্মকে তাঁহার স্বর্গীয় আসন হইতে আমাদের নিকটেই আনিতে হইবে—প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার সহায়তা চাই—যত দিন তিনি প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে, প্রতি কর্ম্মে না আসিবেন, তত দিন আমাদের মঙ্গল নাই। ধর্ম্মের আভা আমাদের আত্মাতে যেন তড়িতের ন্যায় ক্ষণিক না থাকে—কিন্তু সূর্য্য কিরণের ন্যায় যেন নিরন্তর প্রকাশমান থাকে। এই জন্য ধর্ম্মকে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আনিতে হইবে। যখন স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী, তখন তাহাকে হীন ধর্ম্মে অবনত রাখা কতদূর পর্য্যন্ত পরিতাপের বিষয়! এদেশের অবলাগণকে এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় দেওয়া কঠিন কর্ম্ম নহে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে সমস্ত বিঘ্ন ছিল, তাহা ঈশ্বরের প্রসাদে কেমন শীঘ্র নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিক্ষেপ করিলেই হয়। পুরুষের দৃষ্টান্তে স্ত্রীলোকেরও অন্তর হইতে বৃথা-সংস্কার ও কুসংস্কার সকল অন্তর্হিত

হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবেশ জন্য এক্ষণে এদেশের সকল দ্বারই মুক্ত রহিয়াছে—এক্ষণে গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ না করিলে মহান্ অনর্থ। স্ত্রীদিগের ধর্ম্মই ভূষণ—ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব ধন। তাঁহাদের কুসুম সদৃশ কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব যেমন শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়, এমন আর কিছুই নহে। অতএব তাঁহাদিগকে বিশ্বাসশূন্য নিরোশ্রিত রাখা কত অন্যায়! যে গৃহে স্ত্রী পুরুষেরা একত্রে বিশুদ্ধ স্বরূপের উপাসনা করিবে, সে গৃহ পবিত্র হইবে—সেখান হইতে বিবাদ কলহ দূর হইবে—সেখানে স্বার্থপরতা লজ্জিত হইবে—সুজন সম্ভাব ও প্রেম উদিত হইবে—মাতার ক্রোড় হইতেই শিশু পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে—জ্ঞান ধর্ম্ম একত্রে মিলিত হইবে—অবিশ্বাস আর স্থান পাইবে না। যখন আমাদের পরিবারেরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, তখন তিনি আমাদের সাংসারিক কার্য্যে পবিত্রতা বিস্তার করিবেন—কর্ম্মের সময় আমাদের সততাকে রক্ষা করিবেন—সকলকে সকলের সহিত সম-দুঃখ-সুখে কালহরণ করিতে শিক্ষা দিবেন—দুঃখ ও বিপদের সময় আমাদের মনে সন্তোষ ও ধৈর্য্য প্রেরণ করিবেন—তিনি অতি যত্নের সহিত আমাদিগকে লালন পালন করিবেন। অতএব এখনেই পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় আনয়ন কর। লোক-নিন্দা, উপহাস; এ সকল বাধা এমন মহৎ কর্ম্মে কোন বাধাই নহে। প্রতি পরিবার এই রূপে পবিত্র হইলে, তবে আমাদের দেশ পবিত্র হইবে।

প্রতি ব্রাহ্মই এক এক জন ধর্ম্ম প্রচারক। যে দিন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি তাঁহার উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের গুরু ভার পতিত হইয়াছে। যাহাতে বঙ্গ ভূমিতে ঈশ্বরের উপাসনা-বীজ প্রক্ষিপ্ত হয়, ইহাতে সকল ব্রাহ্মের প্রাণ-পণে যত্নবান্ থাকা উচিত। কি উপদেশ, কি দৃষ্টান্ত, কি ধন-ব্যয়, কি জ্ঞান-বিতরণ, যিনি যে প্রকারে পারেন তাঁহার সেই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সকলের অল্প অল্প ক্ষুদ্র পুঞ্জীভূত হইলে মহান্ [illegible] ফলবান্ হইবে। ইহাতে যদি প্রতিজন ঔদাস্য করেন—প্রতিজন যদি এই রূপ বলেন আমা হইতে কি হইবে—তবে মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমরা যাহা জানি, তাহা যদি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারি; তবে যে কি রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কে বলিতে পারে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমুদায় ভারতবর্ষে হয়ত তাহার শিখা ব্যাপ্ত হইতে পারে। যে হস্তে জ্বলন্ত-কাষ্ঠ থাকে, সে হস্তের গুণে কিছুই হয় না; কিন্তু তাহার অগ্নিতে সকল বস্তু দগ্ধ হয়। আমাদের বল অল্প হউক, বা অধিক হউক—সত্য ধর্ম্মের বল কোথা যাইবে? এইক্ষণে এই বঙ্গদেশে অধর্ম্মের স্রোত যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কিছুই হইবে না। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা উত্থিত হও—নিদ্রার কাল অতীত হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মই এরূপ বলিতে পারেন না, আমি কিছুই করিতে পারি না—[illegible]। রামমোহন রায় এই রূপ ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এদেশের কি মহান্ অনর্থ হইত? যাহাদের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহদ্ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস এই যে এ ধর্ম্ম কেবল এ দেশের জন্য নয়; কিন্তু সকল পৃথিবীর জন্য। যে ধর্ম্মের এমত উদার ভাব, অতি সঙ্কীর্ণ ভূমি যে এই বঙ্গভূমি, তাহাতেও কি ইহা রোপিত হইবে না? এমত মহৎ কর্ম্মে ঈশ্বরই আমাদের সহায় হইবেন—সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। এই হতভাগা বঙ্গ ভূমিতে যদি কেবল ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে পারা যায়, তবে ইহার সকল দোষ পরিহার হইতে পারে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ কি এ দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? কখনই না। দুর্ব্বল পুত্রের উপরে মাতার যেমন অধিক স্নেহ পড়ে, এই বঙ্গদেশের উপরে ঈশ্বরের সেই প্রকার স্নেহ। এদেশ না [illegible], না বিদ্যাতে, না শ্রীতে, না সৌভাগ্যে, না ঐকান্তে, কোন বিষয়েই সুসম্পন্ন নহে। যখন এ দেশের এমন দুরবস্থা, তখন ঈশ্বর আপনাকে দান করিয়া এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন; তাঁহার মনে ছিল যে [illegible]

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইবে। আমাদের এমন কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি বল, যে এমন পবিত্র ধর্ম্মকে আমরা রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যখন এ দেশ পাপেতে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন এই দেখা যাইতেছে, যে তিনি এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন এবং এখনো পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের এই প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজ চতুর্দ্দিকের তরঙ্গিত ঘটনাদির মধ্যে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদ্য ইহার বয়ঃক্রমের ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল। এই কালের মধ্যে সমুদয় ভারতবর্ষ কত প্রকারে আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার কত কত সমাজ উপপ্লবে প্লাবিত হইয়াছে—কত দেশ দগ্ধ ও সমভূমি হইয়াছে—কত রাজা রাজ্য অবস্থান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের এই সমাজ এক স্থানেই স্থির থাকিয়া সকলকেই ঈশ্বরের পথে আহ্বান করিতেছে। ইহা অস্থির বালুকারাশির মধ্যে মিশরীয় স্তম্ভ সদৃশ অটল হইয়া রহিয়াছে। ইহা এ দেশের কেমন শুভ লক্ষণ! রামমোহন রায় যে কি এক অগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে এবং দিন দিন আরো প্রখর হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরের এমন অনুগ্রহের প্রতি আমরা যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করি। সকল মঙ্গলের অঙ্কুর এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহাকে যেন আমরা প্রাণপণে রক্ষা ও প্রচার করি। আমাদের এই হতভাগ্য দেশ অপেক্ষা বলে বীর্য্যে সভ্যতা উন্নতায় আরও কত কত শ্রেষ্ঠ দেশ আছে; কিন্তু বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতেই উত্থিত হইয়াছেন। মাতার দুর্দ্দীন পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ এ দেশের উপরেই পড়িয়াছে। এক্ষণে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরেই আমাদের সকল আশা, সকল ভরসা! ইহার দুর্গতিতে আমাদের দেশের দুর্গতি—ইহার উন্নতিতে আমাদের দেশের উন্নতি। এখানকার প্রতি জন, প্রতি পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও সমুদয় জাতিকে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিবার জন্য কে সক্ষম? না ব্রাহ্মধর্ম্ম। বঙ্গ-সমাজ হইতে অধর্ম্ম কলঙ্কের অপনয়ন কিসে হয়—কুসংস্কার, অবিশ্বাস, লোকভয়, স্বেচ্ছাচার, এই সকলের মূল কিসে শুদ্ধ করে? ব্রাহ্মধর্ম্মে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি [illegible], কি প্রভু, [illegible] একে পরম পবিত্র সৌহার্দ্দ বন্ধনে [illegible] করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম। জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, যে ভয়ানক বিদ্বেষ-ভাব আছে, তাহা উন্মূলন করিয়া সকল বর্ণকে এক জাতি, সকল জাতিকে এক পরিবারের মত কে করিতে পারে? ইহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। কেবল বিদ্যার বলে এ সকল সিদ্ধ হয় না। কেবল দিবানিশি বুদ্ধি গণনা করিতে শিখিলে ইহার কিছুই করিতে পারা যায় না। কোন এক বিশেষ অমঙ্গল নিরাকৃত হইলেও ইহার সকল সিদ্ধ হয় না—এক ধর্ম্মই আমাদের সহায় আছেন—পবিত্র উন্নত সুগভীর ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদের সহায়।

ধর্ম্ম উজ্জ্বল হইলে এ দেশের সকল অমঙ্গল একে একে আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে—তাহাদের অকাল মৃত্যু আহ্বান করিবার জন্য [illegible]-নিয়মের আবশ্যক হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভা এ দেশে বিকীর্ণ হইলে জাতি-ভেদের বিদ্বেষ ও [illegible] আপনাপনি স্থগিত হইবে—উহাদের [illegible] পরিশুদ্ধ হইবে—ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ আর স্থান পাইবে না; কিন্তু সকলের মধ্যে সৌহার্দ্দ-বন্ধন দৃঢ়তর হইবে—অসত্য, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, এ সকল পাপ বঙ্গ-দেশে আর কেহই আরোপ করিবে না—ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে আমাদের সকল সৌভাগ্য উদিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে যখন আমাদের এত ভরসা, তখন তাহাকে যেন আমরা এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিই। এমন পবিত্র ধর্ম্ম যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করে। আমাদের সকল চিন্তা, সকল কামনা, সকল আলাপ, সকল অনুষ্ঠান, যেন ইহারই [illegible]। কি নির্জ্জনে, কি [illegible] কি [illegible]ক্ষেত্রে, কি ব্রাহ্মসমাজে, [illegible] যেন আমাদের

সঙ্গে থাকে। কিসে আমরা এই সত্য ধর্ম্মের প্রভাব জগতে ব্যাপ্ত করিতে পারি, এই যেন আমাদের সমুদয় জীবনের শিক্ষা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের লাবণ্যময়ী আকর্ষণী প্রতিমূর্ত্তি আমরা যেন জগতের সম্মুখে ধারণ করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সকলই নির্ভর করিতেছে। এ ধর্ম্ম যখন তোমাদিগকে রমণীয় বেশ ভূষাতে সুসজ্জিত করিবে যখন তোমাদের অন্তর ও বাহির নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হইবে—যখন কর্ম্মের সময় তোমাদের সততা, বিপদে অটল ধৈর্য্য, সুখ-সম্পদে সর্ব্বসুখ-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে—যখন ঈশ্বরের কার্য্য-সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করিবে না—গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিবে না—যখন তোমাদের জীবনের বিশুদ্ধ মিষ্টতা সকল অত্যাচারের কণ্টক স্বরূপ হইবে—যখন তোমাদের গৃহ নির্ম্মল শান্তির আধার হইবে এবং তোমাদের পরিবারের মধ্যে নির্ম্মল প্রেম ও সদ্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; তখন দেখিতে পাইবে, তোমরা সকলের জীবিত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে—তোমাদের জীবনই ধর্ম্ম-পুস্তক হইবে—তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বল আপনাআপনিই দেশময় প্রচার হইতে থাকিবে। ইহা নিশ্চয় জান, যে অন্যের মন ও চরিত্রের উপরে তোমাদের যত না অধিকার, আপনার উপর তাহা হইতেও বিস্তৃত প্রশস্ত অধিকার। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাও, তবে অগ্রে দেখ, তাহার মূল তোমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে কি না? চক্ষু যেমন আপনাকে ভিন্ন অন্য সকলকে দেখিতে পারে, আমাদের মনও সেই রূপ আপনাকে না দেখিয়া অন্যের দিকে সহজেই ধাবমান হয়। ইহার প্রতি সাবধান থাকিবে। যিনি আপনাকে শোধন করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে না চাহেন, তিনি যেন ধর্ম্ম প্রচারের গুরুতর ভার গ্রহণ না করেন। যে ব্রাহ্ম নীচ ও অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন—যিনি পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদকেই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া জানেন; তিনি যেন প্রচারক হইতে না যান। সেই প্রকার ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম শত্রু—তাহাদের জীবন ধর্ম্মের উন্নতির কণ্টক স্বরূপ। অতএব বারম্বার বলিতেছি, প্রথমে আপনাকে পবিত্র করিয়া পরিবার ও প্রতিবাসী ও সমুদয় দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হও। ইহার জন্য সকল ত্যাগই স্বীকার করিতে উদ্যত হও—আপনার শরীর-পাত করিতেও ভীত হইও না।

ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম-স্তোত্র।

হে করুণাময় পরম পিতা! সম্বৎসর কাল তোমার করুণার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকিয়া তোমার প্রসাদে অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে তোমার অপার মহিমা ও করুণা কীর্ত্তন করিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। নাথ! তোমার মঙ্গল-ভাবের উপযুক্ত রূপে গান করে কাহার সাধ্য? তোমার করুণা-রাশি গণনা, ধারণা বা মনেতে কল্পনাই করা যায় না, তবে কি প্রকারে তাহার বর্ণনা হইবে? তুমি প্রতিনিয়তই সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও অনির্দ্দেশ্য উপায় দ্বারা আমারদিগের শরীরকে রক্ষা করিয়া তোমার মঙ্গলময় কার্য্য সম্পাদন জন্য সংসারে প্রকাশ করিতেছ ও আমাদের আত্মাতে সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকিয়া তাহার ধর্ম্মের উদ্দীপন করিতেছ; তাহা কি বলিব! এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যে ঋতু, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস, যে দণ্ড, বা যে নিমেষের প্রতি লক্ষ্য করি, সেই সময়েই দেখি, যে তুমি আমারদিগকে আশ্চর্য্য যত্নের সহিত রক্ষণ ও পালন করিতেছ—আমাদিগকে তোমার নিত্যপূর্ণ অমৃতধামের অধিকারী করিয়া আপনার অমোঘ সাহায্য প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতেছ। জননী যেমন আপনার শিশু সন্তানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পদচালনা করিতে শিক্ষা করান, তুমিও সেই রূপ অনুপম স্নেহ ও বাৎসল্য সহকারে আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতেছ। সেই পথে প্রত্যেক পদ বিক্ষেপের সময়ে তুমি

[illegible] প্রিয়তম মুখ-জ্যোতি প্রদর্শন করাই-
য়া তোমার [illegible] হইতে আমাদিগকে প্র-
বল উৎসাহ দ্বারা উৎসাহিত করিতেছ।
তুমি নিয়ত আমাদিগকে এই শিক্ষা দি-
তেছ, যে তুমিই আমাদের পরম ধন; তো-
মাকে সতত হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া ধর্ম্ম
সাধন করাই আমাদের জীবনের এক মাত্র
তৃপ্তি ও সাফল্যের হেতু; তোমা হইতে
বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিলে আমাদের
কোন অর্থ ও সুখ সম্পাদিত হয়। তোমার
এই অমৃতময় উপদেশ মোহ বশতঃ আমরা
বারম্বার অবহেলন করিতেছি; কিন্তু তুমি
আমাদের মানস-পটে তাহা মুদ্রিত করি-
বার জন্য কি অনির্ব্বচনীয় যত্নই প্রকাশ ক-
রিতেছ! সেই যত্নের বিষয় স্মরণ হইলে
তোমার প্রতি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া
থাকিতে পারি না। গতবর্ষে কত সময়েই
তোমার এই আশ্চর্য্য যত্নের চিহ্ন আমরা অ-
নুভব করিয়াছি। আমরা কত বার তোমা-
হইতে বিমুখ হইয়া [illegible] সংসারকে সার
মনে করিয়া অর্থ সঞ্চয় জন্য ব্যাকুল হই-
য়াছি—তজ্জন্য নানা [illegible] প্রবল হইয়া চপ-
লতা ও চঞ্চল হইয়াছি—বিষয় রূপ তর-
ঙ্গ-তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রবাহে ভাসমান হইয়া-
ছি—কখন ক্ষণিক বিষয়-সুখ লাভে আপ-
নাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়াছি—আবার
কখন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নৈরাশ্যানল
সন্তপ্ত হইয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের
এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তুমি
[illegible] মনে [illegible] জ্ঞান সন্দীপিত করিয়া
আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছ।
যেই ক্ষীণ প্রভাবে আমাদিগের স্বার্থ-সাধন
প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; তখন
তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন জন্য আমরা
জীবন অর্পণ করিয়াছি। ইহা বিলক্ষণ প্র-
তীত হইয়াছে; তখনি আমাদের চিত্ত বি-
ষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত সুস্থতা
লাভ করিয়াছে। আমরা কত বার লোভ
[illegible] বশীভূত হইয়া
তাহা [illegible] অনুমোদিত পথে ধাবিত হই-
তে উদ্যত হইয়াছি; কিন্তু হে পতিত-পা-
বন! [illegible] আমরা এই রূপ বিপথগামী
হইয়াছি, তখনি তুমি পবিত্র সুরে সেই পথ
পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুণ্য পদবীতে
আসিতে আমারদিগকে আহ্বান করিয়াছ—
তোমার সুমধুর বাক্য শুনিয়া আমরা অমনি
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি
ও তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া
কুপ্রবৃত্তি-সকলকে পরাভব করিতে সক্ষম হ-
ইয়াছি—আমাদের ধর্ম্মের বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি
হইয়াছে। কতবার বিষয় সুখ-ভোগে এ প্র-
কার অভিভূত হইয়াছি যে ইহ লোককেই
সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পদ,
তোমার সহিত চির-সম্বন্ধ, আমাদের অনন্ত
কালের উপজীব্য অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ, সমস্তই
বিস্মৃত হইয়া আপনারদিগের উচ্চ গৌরব
খর্ব্ব করিয়াছি; কিন্তু হে ধর্ম্মাবহ! সেই
সময়ে তোমার প্রসাদাৎ "আমরা তোমার
পুত্র" এই সত্য যেমন উদ্বোধ হইয়াছে,
অমনি আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য চি-
দাকাশে উদিত হইয়া বিমল প্রভা প্রকাশ
করিয়াছে—মোহ-ঘনাবলী দূরীকৃত হইয়া-
ছে;—তখন আমরা এখানকার ক্ষুদ্র বিষয়
লইয়া কেবল ব্যতিব্যস্ত হইতেছি বলিয়া
আপনারদিগকে কতই অবমাননা করিয়া-
ছি;—তখন পারমার্থিক বিষয় সকলের যথার্থ
মূল্য অবধারণ করিয়াছি ও তোমার আজ্ঞাবহ
থাকিয়া তাহাদের [illegible] ব্যবহার করি-
তে সক্ষম হইয়াছি। কখন সাংসারিক বিপদে
নিমগ্ন হইয়া আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয়
জ্ঞানে মুহ্যমান হইয়াছি; কিন্তু তুমি তৎকালে
অভয় প্রদান করিয়া আমারদিগকে সাহস ও
উৎসাহ দিয়াছ; "তুমি মঙ্গল-স্বরূপ, যাহা
করিতেছ, তাহাই মঙ্গলের নিমিত্ত" এই
জ্ঞান তুমি আমাদের বোধ নেত্রে প্রতিভাত
করিয়াছ ও তাহার সহায়ে আমরা তোমা-
কে পাইয়া তোমাতেই নির্ভয়ে স্থিতি করি-
তেছি; তখন সাংসারিক বিপদের প্রবল
ঝঞ্ঝাবাতের আঘাতেও আমরা অচলের
ন্যায় স্থির রহিয়াছি, কিছুতেই আর আ-
ন্দোলিত হই নাই। এই সম্বৎসর কাল
মধ্যে যখনি আমরা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন
হইয়াছি, তখনি নিদারুণ ক্লেশে নিপতিত
হইয়াছি: কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে আশ্রয় ক-

রিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার [illegible]শের অনুযায়ী আচরণ করিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, তখনি আমরা জীবনের [illegible] সম্পাদন করিয়াছি। তুমি এই মঙ্গলময় বিধান করিয়াছ, যে তোমাতেই আমাদের সুখ কি "তুমিই রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু।" তুমি এই কারণেই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সুখের সংযোগ কর নাই যে আমরা বিষয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিব ও তোমাকে প্রাপ্ত করিয়া চরিতার্থ হইব,—তুমি আমাদের হিতের নিমিত্তে তোমাকে পাইবার পথ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ; কিন্তু আমরা [illegible] বশতঃ তাহার অনুগামী হইতেছি না। তুমি আমাদের পরম করুণাময় পিতা, সকল বিপদের ত্রাতা, সকল মঙ্গলের আকর, এক নিমেষের নিমিত্তেও আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাই; কিন্তু আমরা এরূপ অচেতন-স্বভাব যে তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, আমরা তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতর সুখকে অবহেলন করিয়া অনিত্য বিষয় সুখকেই সর্ব্বস্ব বোধে তাহারি পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছি। হা! আমরা আপনাদিগের দোষেই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়াছি। আমরা যদি এরূপ বিমূঢ় চিত্ত না হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমরা ধর্ম্মের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়া তোমার সহবাস রূপ বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনে কৃতার্থ হইতাম। এতদিনে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তোমাকে সতত সাক্ষাৎ বিদ্যমান দেখা আমাদিগের কর্ত্তব্য [illegible] হইত। আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক আশা তোমার প্রতিই ধাবিত হইত। এতদিনে আমরা এখানে থাকিয়া পারত্রিক নির্ম্মলানন্দের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আমরা ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। হে পরমাত্মন্! আমরা কি চিরকালই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত দীন হীন ভাবে অবস্থিতি করিব? তোমার সহিত বিচ্ছেদ আর আমাদের সহ্য হয় না। এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে আমরা অদ্যাবধিই মুক্ত হই। আমরা আর তোমাকে [illegible] কালের জন্যও বিস্মৃত হইব না। তুমি যে নিরন্তর আমাদের [illegible] থাকিয়া সৎপথে যাইতে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছ, তাহার অনুযায়ী হইয়া আমরা অহরহঃ ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিব। আমরা অদ্যাবধি সর্ব্বদাই দেখিব, যে তোমার কার্য্য আমরা কতদূর সম্পন্ন করিতেছি—তোমার সঙ্গ লাভ আমাদের কতদূর অভ্যাস হইতেছে—আমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করি—যে কর্ম্ম, যে চেষ্টা, যে আলাপ, যে কথোপকথন, যে আমোদ করি, তাহা তোমার নিয়মানুগত হইতেছে কি না; তাহাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার পথ আমাদের কতদূর আয়ত্ত হইতেছে! কি সূর্য্যের উদয়াস্ত, কি শশিকলার দিন দিন হ্রাস বৃদ্ধি, কি বিহঙ্গ শরীরের সূক্ষ্ম পতত্র, কি মহাঘোর গর্জ্জিত মেঘমালা, কি আমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাস ও নিমেষ; সকলেতেই আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ বিরাজমান দেখিয়া তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিব। তোমাকে অদ্যাবধি আমরা প্রকৃত নয়নে, মনে মনে, প্রাণ-পণে রাখিব। কিন্তু হে করুণাসিন্ধু! তোমার সহিত এই রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে আমরা কত বারই মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কতবারই সেই প্রতিজ্ঞা সফল করণে কতই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। দয়াময় তোমার সহায়তা ব্যতিরেকে আমরা কি আপনাদের প্রতিজ্ঞা বলে তোমার পথের পথিক হইতে পারি? অতএব আমরা তোমার নিতান্ত শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে, তুমি আমাদিগের মনকে তোমার সৌন্দর্য্য সাগরে আকর্ষণ করিয়া লও; যেন তোমার প্রেমের প্রেমিক হইয়া আমাদিগের জীবন অভিনব মনোহর বেশ ধারণ করে—আমাদের মন ও কার্য্য নূতন রূপে সংরচিত ও পরিণত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।

তিনি সকল ভয়ের ভয় ও ভীষণের ভয়ানক।

এই সংসারে কত প্রকার ভয়। শোকের ভয়—বিপদের ভয়—পাপে পতিত হইবার ভয়। এ সংসার কেবল ভয়েরই সংসার। এই সকল ভয়ের মধ্যে আমাদের অভয়-পদ কোথায়? ঈশ্বরই আমাদের অভয় দাতা। তিনি সকল ভয়ের ভয়। যখন আপনাকে দেখিতে যাই; তখন পদে পদে প্রতীতি হয়, আমি ক্ষীণ, দুর্ব্বল—তখন আপনার প্রতি কিছুই ভরসা থাকে না—আর যখন সেই সর্ব্বশক্তিকে আপনার আশ্রয়দাতা বলিয়া মনে হয়; তখনই আমরা সাহস পাই। এই ভয় এবং সাহস আমাদের একত্রেই থাকে। শিশু যখন তাঁর ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া পদ চালন শিক্ষা করে, তখন দেখ সে ভয়ের জন্য ধাত্রীর হস্ত কখনই ছাড়িয়া দেয় না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধাত্রী তাহার অবলম্বন থাকে, ততক্ষণ আর তাহার পতনের শঙ্কা থাকে না। অই স্থলে ভয় এবং সাহস উভয়ই সাধ্য করিতেছে এবং উভয়ই আবশ্যক। যদি ভয় যায়, তবে সে শিশু আপনার উপরেই নির্ভর করিতে গিয়া ভূমিতলে পতিত হয় এবং যদি সাহস যায় তবে ধাত্রীর প্রতি ও তাহার বিশ্বাস থাকে না। সুতরাং তাহার শিক্ষারই ব্যাঘাত জন্মে। আমাদেরও ঐ প্রকার। আপনার বলের প্রতি আমাদের ভরসা নাই এবং ঈশ্বরের উপরেই আমাদের স্বভাবতই নির্ভর বাঞ্ছা। তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া এই ভয়ানক সংসার সমুদ্র হইতে ব্রহ্ম-নিকেতনের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। যখন সংসারের চতুর্দিকে বিষয়াকর্ষণ প্রবল দেখা যায়—যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিয়া শত শত লোকের বিষয়-সকল সম্মুখে বিস্তারিত দেখা যায়—যখন বিপদের তরঙ্গে আমরা আকুল হই—পাপের প্রলোভনে আকৃষ্ট হই—তখন আপনার শক্তি আপনার বলকে কি ক্ষুদ্র, কি ক্ষীণ বোধ হয়। যখন আপনার দুর্ব্বলতা এই রূপ পদে পদে প্রকাশ পায়, তখন আমাদের সাহসের স্থল কোথায়? কেবল ঈশ্বর। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। যিনি পরব্রহ্মের আনন্দ জানিয়াছেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। আপনার দুর্ব্বলতা দেখিয়াই ভয় হয়, ঈশ্বরের আশ্রয় দেখিলেই সাহস পাই। এই প্রকার ভাব হইতেই আমাদের অন্তরাত্মা হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যায়; এবং আমাদের অন্তরাত্মাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে বল আইসে। তাঁহার সহায়তা পাইলে আমাদের বল শতগুণ বৃদ্ধি হয়। আমরা যেন নব-জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনরুত্থান করি। পাপকে নিরস্ত করা প্রথমে আমাদের স্বাধীন, পরে ঈশ্বরের প্রসাদ ও আশ্রয় পাইলে পাপের উপরে আমরা আরো কত বল পাই। আপনার প্রতি যত ভয় থাকে—ঈশ্বরের উপরে যত নির্ভর থাকে, ততই আমরা সবল হই—এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ততই অপ্রতিহত চিত্তে সম্পন্ন করিতে থাকি।

উদ্ভিজ্জ।

উদ্ভিদ্ রাজ্য জগদীশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার। সকল জীবই তাহা হইতে নিত্যকাল জীবিকা প্রাপ্ত হইতেছে। উদ্ভিজ্জ ব্যতিরেকে জীব-প্রবাহ কোন মতেই রক্ষা পায় না। যদিও কোন কোন পশু অন্য পশুর মাংসে জীবন ধারণ করে, কিন্তু সেই মাংস আবার উদ্ভিজ্জ হইতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জীব-জননী বসুন্ধরা স্বীয় ক্রোড়ে সকল জীবেরই আহার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মনুষ্যের গৃহনির্ম্মাণের উপকরণাদি—তাঁহার গৃহের পরিচ্ছদ এবং তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য বিবিধ ভোগ্য বস্তুর প্রয়োজন; তাহার অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ হইতে গৃহীত হয়। তাহাদেরই সাহায্যে তিনি জলে কি স্থলে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করেন; এবং আপনার দেশে যে সকল ফল পুষ্প না জন্মে, তাহা অন্য বিদেশ হইতে আনিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

মনুষ্যের বেশ[illegible] উদ্ভিদ হইতে অধিকাংশ [illegible] হয়। এবং [illegible]

কার্পাস প্রভৃতি হইতে তিনি যে সকল বস্ত্র বয়ন করেন, তাহা নীল, হলুদ, নটকান প্রভৃতির রসে রঙ্গীন করিয়া লয়েন।

আবার নানা রোগের নানা ঔষধও ওষধি হইতে সংগৃহীত হয়। বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস—কাহারো পত্রের রস, তৈল বীজ ফল ইহার সকলই জীব-শরীরে কার্য্য করে এবং নানা রোগের প্রতীকার করে।

অতএব প্রতীতি হইবে মনুষ্যের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য উদ্ভিজ্জ পরম উপকারী। কিন্তু উদ্ভিদের আর এক আশ্চর্য্য গুণ এখনো বলা হয় নাই। মনুষ্য বরং সুখ-স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত থাকিতে পারেন, কিন্তু উদ্ভিজ্জের অভাবে কখনই জীবিত থাকিতে পারেন না। মনুষ্য কাষ্ঠ ব্যতীত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও করিতে পারেন; তিনি গিরি গুহায় বাস করিয়া দিন যাপন করিতে পারেন; তিনি কোন কোন বন্য জাতির মত সর্প টিক্‌টিকির মাংসে জীবন ধারণ করিতে পারেন; তিনি পশুর চর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন করিতে পারেন এবং রোগে পতিত হইলে কোন কোন বন্য লোকের ন্যায় ঔষধের সাহায্য না লইয়া স্বজনের মুষ্ট্যাঘাতে এককালে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। মনুষ্য এরূপে জীবন ধারণ করিলে আপাততঃ বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে উদ্ভিজ্জের কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভর করিতেছে; কেন না উদ্ভিজ্জ না থাকিলে অক্‌সিজেন নামক বায়ুর অভাব হইয়া যায়।

এই অক্‌সিজেন বায়ুকে প্রাণবায়ু বলিলেও বলা যায়। এই বায়ু সৃষ্টির নানা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে ইহার কিছু না কিছু যোগ আছে। বায়ুর প্রায় পঞ্চমাংশ এবং জলের তৃতীয়াংশ এই বায়ুতে পরিপূর্ণ। এই বায়ু জ্বলন ও দাহন ক্রিয়ার পরম সহায় এবং ইহা আমাদের নিশ্বাসের বিশেষ উপযোগী, সুতরাং ইহার অসদ্ভাব হইলে কোন জীবই থাকিতে পারে না। ইহা দেখা গিয়াছে, যে পরিমাণ বায়ু মধ্যে অগ্নি যতক্ষণ* জ্বলে ও কোন জীব যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, সেই পরিমাণ অক্‌সিজেনের মধ্যে অগ্নি আরো অধিক কাল জ্বলে, জীব আরো অধিক কাল বাঁচে। অতএব এই বায়ু জীবের প্রাণ ও সমুদয় দাহন-ক্রিয়ার রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু এমন যে উপকার জনক বায়ু ইহা নানা কারণে ক্ষয় হইয়া যায়।

আমাদের প্রত্যেক নিশ্বাস ক্রিয়াতে প্রত্যেক জ্বলন ও দাহন কার্য্যে—কোন বস্তু পচিবার সময় ও অন্যান্য নানা কারণে এই বায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। একজন মনুষ্যের ২৪ ঘণ্টায় নিশ্বাসে এক কুঠরীপূর্ণ অক্‌সিজেন বায়ু নষ্ট হইয়া যায়. এই হেতু অবরুদ্ধ গৃহে বা সঙ্কীর্ণ গলিতে বাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় মন্দ। এই হেতু জনাকীর্ণ নগর মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু বড়ই দুর্লভ।

পৃথিবীর আরম্ভ অবধি এই বায়ুর যে কত পরিমাণে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে বলা যায় না। জগৎপিতা জগদীশ্বর এই ক্ষয় পূরণ করিবার উপায় করিয়া না দিলে এ পৃথিবীতে একটী জন প্রাণীও বাস করিতে পারিত না।

কারবনিক আসিড নামক অপর এক বায়ু এই প্রাণবায়ুকে দূষিত করে। অক্‌সিজেন আমাদের প্রাণ ধারক, কারবনিক এসিড গ্যাস প্রাণ সংহারক। নিশ্বাস, জ্বলন, পচন, দুর্গন্ধ বস্তুর বাষ্প, এই সকল হইতে এই বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই সাংঘাতিক বায়ু বায়ু-মণ্ডল হইতে কোন উপায়ে অপসারিত না হইলে ক্রমে বিশুদ্ধ প্রাণবায়ুর অভাব হইয়া যাইত এবং সমুদয় জীবই ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু এই আসিডের বায়ু বায়ু-ভারের সহস্রাংশের একাংশের অধিক কখনই সঞ্চিত হয় না।

কেবল উদ্ভিদের সৃজন করিয়াই জীবনদাতা জগৎপিতা জীবরক্ষার সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। উদ্ভিজ্জের পুষ্টি সাধন জন্য কারবনিক এসিড গ্যাস নিতান্ত আবশ্যক। যে বায়ু জীব সকলের প্রাণ সংহারক, সেই বায়ু উদ্ভিজ্জের প্রাণ দাতা। আমরা যেমন নিশ্বাস লইবার সময় বায়ু হ-

* অঙ্গার ও অক্‌সিজেনের সংযোগে এই বায়ু উৎপন্ন হয়

হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরস্থ করি, এবং শেষোক্ত বায়ু ত্যাগ করি, উদ্ভিজ্জ সেই রূপ তাহাদের জীবনের উপযোগী কারবণিক আসিড গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন বায়ু উদ্গীরণ করে। উদ্ভিজ্জ গণের সঞ্জীবনী শক্তি সহকারে লক্ষ লক্ষ মণ কারবনিক এসিড গ্যাস বায়ু-মণ্ডল হইতে অপকর্ষিত হইতেছে এবং অন্যান্য জীব সকলের জন্য অক্সিজেন পরিত্যক্ত হইতেছে। এই সহজ উপায়ে সমুদয় জীব রক্ষা পাইতেছে। প্রত্যেক নবীন পত্র দিবাভাগে বায়ু হইতে কারবনিক এসিড গ্যাস আকর্ষণ করিয়া পান করিতে থাকে এবং এই উদ্দেশে বড় বড় বৃক্ষ সকল তাহাদের অগণ্য পত্র সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া রাখে। এক এক পত্রের প্রত্যেক ছিদ্র তাহার এক এক মুখ স্বরূপ—প্রত্যেক পত্র শত সহস্র মুখে এই কারবনিক এসিড গ্যাস পান করিতে থাকে।

কেহ কেহ এই রূপ বলেন, যে জীব-নিঃশ্বাসের আধিক্য প্রযুক্ত কারবনিক এসিড গ্যাস বায়ু-মণ্ডলে যে পরিমাণে সঞ্চিত হয়, উদ্ভিজ্জ তত পরিমাণে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, এবং [illegible] নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন, যে এই কারণে কতক বৎসর পরে জীব-রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে জীব-রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্ রাজ্যও ক্রমিকই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যখন উদ্ভিদের উপর সকল জীবের জীবিকা নির্ভর করিতেছে, তখন উদ্ভিদের ন্যূনতা হইলে জীব-সংখ্যাও সুতরাং হ্রাস হইয়া যাইবে। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, যে অক্সিজেন ও কারবনিক এসিড গ্যাস এই দুইই সামঞ্জস্য রূপে জীব ও উদ্ভিজ্জের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।

জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! উদ্ভিজ্জের জীবনেও জীব-জীবনে কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে জীবন-প্রবাহ সেই জীবন দাতা হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা কোন মতেই শুষ্ক হইবার নহে। স[illegible] [illegible] নহে—কিছুই নিরর্থক নয় [illegible]। আমরা [illegible] সকল বস্তুকে অকার্য্যের মনে করি, তাহার উপরেই [illegible] আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। সমুদ্র [illegible] শরীর—তাহার প্রাণ ঈশ্বর। [illegible] প্রত্যেক হিল্লোল—আমাদের প্রত্যেক নিশ্বাস [illegible]—শিশির বিন্দু প্রত্যেক ফুল [illegible] প্রত্যেক নবীন পত্র ঈশ্বরের অখণ্ড মঙ্গল-স্বরূপ প্রচার করিতেছে।

The undermentioned works are recommended to the perusal of all who wish to attain a competent knowledge of the philosophy of Religion. The catholic and tolerant spirit in which they discuss the vital principles of religion and the scientific way in which they grapple with and unravel some of the most knotty problems of controversial theology, render them eminently calculated to aid all honest inquirers in the discovery of truth. They clearly show the important distinction which exists between the form and the essence of religion—between the dogmatic theology of creeds and sects and the catholic religion of humanity. They moreover serve to illustrate the fact that under the expanding influence of intelligence and free inquiry the minds of men are turning away from the dead formalism of churches and the wranglings of sectarians and advancing through various ways to that blissful faith—that spiritual and living theism which is embodied in Brahmoism.

1. A discourse of matters pertaining to Religion by T. Parker.
2. The soul; her sorrows and Aspirations. } by F. W. Newman.
3. Phases of Faith. } by F. W. Newman.
4. Theism Doctrinal and Practical. } by F. W. Newman.
5. Religious ideas by Fox.
6. The Rationale of Religious inquiry by James Martineau.
7. Intuitive Morals Parts I and II.
8. Religion of the Heart by Leigh Hunt.
9. Catholicity, Spiritual and Intellectual by T. Wilson.
10. Emerson's Essays.
11. Prospective Review; a Quarterly journal of theology and Literature.
12. Popular Christianity by F. J. Foxton.
13. Religious, Scepticism and Infidelity; their History, Cause, Cure and Mission by J. A. Langford.
14. Elements of Individualism by W. Maccall.
15. Charles Elwood by O. A. Brownson.
16. Alpha.
17. Natural Religion by M. Jules Simon.
18. [illegible] by [illegible].
19. Philosophy of [illegible].
20. Philosophical [illegible] of the Age. by J. D. Morell.
21. Victor Cousin's History of modern Philosophy and other Philosophical works.
22. Works of [illegible].
23. The [illegible] the Blessed Life by I. G. Fichte.

SPIRITUAL FREEDOM.

And first, I may be asked what I mean by Inward, Spiritual Freedom? The common and true answer is, that it is freedom from sin. I apprehend, however, that to many, if not to most, these words are too vague to convey a full and deep sense of the greatness of the blessing. Let me, then, offer a brief explanation; and the most important remark in illustrating this freedom, is, that it is not a negative state, not the mere absence of sin, for such a freedom may be ascribed to inferior animals, or to children before becoming moral agents. Spiritual freedom is the attribute of a mind, in which reason and conscience have begun to act, and which is free through its own energy, through fidelity to the truth, through resistance of temptation. I cannot therefore better give my views of spiritual freedom, than by saying, that it is moral energy or force of holy purpose put forth against the senses, against the passions, against the world, and thus liberating the intellect, conscience, and will, so that they may act with strength and unfold themselves for ever. The essence of spiritual freedom is power. A man liberated from sensual lusts by a palsy, would not therefore be inwardly free. He only is free, who, through self-conflict and moral resolution, sustained by trust in God, subdues the passions which have debased him, and, escaping the thraldom of low objects, binds himself to pure and lofty ones. That mind alone is free, which, looking to God as the inspirer and rewarder of virtue, adopts his law, written on the heart and in his word, as its supreme rule, and which, in obedience to this, governs itself, reveres itself, exerts faithfully its best powers, and unfolds itself by well doing, in whatever sphere God's providence assigns.

It has pleased the All-wise Disposer to encompass us from our birth by difficulty and allurement; to place us in a world where wrong doing is often gainful, and duty rough and perilous, where many vices oppose the dictates of the inward monitor, where the body presses as a weight on the mind, and matter, by its perpetual agency on the senses, becomes a barrier between us and the spiritual world. We are in the midst of influences, which menace the intellect and heart; and to be free, is to withstand and conquer these.

I call that mind free, which masters the senses, which protects itself against animal appetites, which contemns pleasure and pain in comparison with its own energy, which penetrates beneath the body and recognises its own reality and greatness, which passes life, not in asking what it shall eat or drink, but in hungering, thirsting, and seeking after righteousness.

I call that mind free, which escapes the bondage of matter, which instead of stopping at the material universe and making it a prison-wall, passes beyond it to its Author, and finds in the radiant signatures which it everywhere bears of the Infinite Spirit, helps to its own spiritual enlargement.

I call that mind free, which jealously guards its intellectual rights and powers, which calls no man master, which does not content itself with a passive or hereditary faith, which opens itself to light whencesoever it may come, which receives new truth as an angel from heaven, which, whilst consulting others, inquires still more of the oracle within itself, and uses instructions from abroad, not to supersede, but to quicken and exalt its own energies.

I call that mind free, which sets no bounds to its love, which is not imprisoned in itself or in a sect, which recognises in all human beings the image of God and the rights of his children, which delights in virtue and sympathises with suffering wherever they are seen, which conquers pride, anger, and sloth, and offers itself up a willing victim to the cause of mankind.

I call that mind free, which is not passively framed by outward circumstances, which is not swept away by the torrent of events, which is not the creature of accidental impulse, but which bends events to its own improvement, and acts from an inward spring, from immutable principles which it has deliberately espoused.

I call that mind free, which protects itself against the usurpations of society, which does not cower to human opinion, which feels itself accountable to a higher tribunal than man's, which respects a higher law than fashion, which respects itself too much to be the slave or tool of the many or the few.

I call that mind free, which, through confidence in God and in the power of virtue, has cast off all fear but that of wrong-doing, which no menace or peril can enthral, which is calm in the midst of tumults, and possesses itself though all else be lost.

W. E. Channing

বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় সমাজের যন্ত্রালয়ের জন্য যে ১১৩৮৬১৫ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, তাহা তিনি সমাজে দান করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন
ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক।

আগামী বৈশাখ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য মাসিক ।৶০ ছয় আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবার মানস করেন, তাঁহারা তাহা বৈশাখ মাসের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করিবেন।

দুইটাকা পাঁচ আনা মূল্যের ডাকের টিকিট এক পত্র মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে ঋগ্বেদ সংহিতা এবং সঙ্গীত পুস্তকের প্রার্থনা লিখিত আছে; কিন্তু পত্র প্রেরয়িতার নাম লিখিত হয় নাই। অতএব সেই পত্র-প্রেরক ত্বরায় আপনার নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮১ শকের পৌষ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণবন্দ্যোপাধ্যায়	৪
" রাজা সত্যশরণ ঘোষাল	৪৯৬৵১০
" উমাচরণ মিত্র	২
" কালীদাস পালিত	১২
" অভয়াচরণ গুহ	৮
" রমাপ্রসাদ রায়	৮
" শ্রীনাথ ঘোষ	১
	৮৪৯৬৵১০

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস সোম	৫
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১
" যজ্ঞেশপ্রকাশগঙ্গোপাধ্যায়	২০
" কেশবচন্দ্র সেন	১০
" নন্দরাম কাম্বল্যা	৷০
	৩৬৷০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" শম্ভুচন্দ্র রায় (জোড়া)	১
	৩৮

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়	১
" নবীনচন্দ্র নাগ	১
" কেদারনাথ চক্রবর্ত্তি	১
" হরকান্ত সেন	১
	৪
নানাধারে প্রাপ্ত	১০৬৵১৫
	১৭৬৵৫

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবার তাহার সহিত ব্রাহ্মোপাসনার পদ্ধতিও একত্রে পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৷০ চারি আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

ষড়্‌বিংশৎ ব্রাহ্মাখ্যান	১
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
প্রাত্যহিক উপাসনা	/০
পৌত্তলিক প্রবোধ	৷৵০
রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক	৷৵০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷৵০
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ	॥০
ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথমখণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	৷০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৷৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত	৷০
বস্তুবিচার	৷০
পদার্থবিদ্যা	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ	॥০
বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ	৵০
বেদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড	৷৵০
ইংরাজি ভাষায় স্তুতি প্রভৃতি	॥০
ইংরাজী ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি	॥০
১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২
১৭৭১ শকের ঐ	৫
১৭৭২ শকের ঐ	৫
১৭৭৩ শকের ঐ	৫
১৭৭৪ শকের ভাদ্র ও কার্ত্তিক ভিন্ন ঐ	১
১৭৭৫ শকের ঐ	৫
১৭৭৬ শকের ঐ	৫
১৭৭৭ শকের ঐ	৫
১৭৭৮ শকের ঐ	৫
১৭৭৯ শকের ঐ	৫
১৭৮০ শকের ঐ	৫

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য চারি আনা মাত্র। ১ ফাল্গুন বুধবার কলিকাতা ১৭৮১।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা।

অদ্য আমরা এই সুরম্য কালে, এই সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরোপাসনার্থে সমাগত হইয়া কি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি! কি মনোহর কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গিরিস্থিত বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, বিহঙ্গ গণ বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্বর-সুধা বর্ষণ করিতেছে, অপূর্ব্ব মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া হৃদয় মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য্য আহ্লাদ রসের সঞ্চার করিতেছে। বসন্ত ঋতু-কুলের অধিপতি, এই ঋতু-কুলের অধিপতির আধিপত্য কালে মনের অধিপতিকে মনোমন্দিরে প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প দ্বারা উপাসনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বসন্ত সকল ঋতুর প্রধান, বসন্ত অতি সুখের সময়; অতএব আপনার সকলে একবার মনের সহিত বসন্তের প্রেরয়িতাকে ধন্যবাদ করুন। আমরা এই সামান্য সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই রূপ আনন্দ লাভ করিতেছি, কিন্তু যাঁহারা সমুদ্রে অথবা মহোচ্চ পর্ব্বত-শিখরে ইহা অপেক্ষা সুরম্য স্থানে ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাগ্যবান্? কিন্তু আমি কি করিতেছি। ঈশ্বর কি কেবল সুরম্য স্থানেই বর্ত্তমান আছেন— অন্য স্থানে কি তিনি বর্ত্তমান নাই? কেবল বসন্ত ঋতুই কি তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্য প্রচার করিতেছে, অন্য ঋতু কি সে ভাব সমান পরিমাণে প্রচার করে না? যে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে সকল স্থানে সকল কালে এই সুরম্য স্থানের সন্নিহিত স্রোতস্বতীর সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ প্রবাহের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়, তিনিই ধন্য। অনেকে এই স্থানে আসিয়া অতীব আমোদে দিবস যাপন করেন, কিন্তু তাঁহারা এই স্থানের যথার্থ বাহার লইতেছেন? মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া যদ্যপি তাঁহাকে স্মরণ না হইল, সুনীল চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যদ্যপি তাঁহাকে মনে না পড়িল, বসন্ত সময়ে মলয় পবনে তাঁহার সুসৌরভ অনুভূত না হইল, তবে এ সকল বস্তু আমাদিগের পক্ষে বৃথা হইল। যাহারা এ সকল বস্তুকে কেবল ইন্দ্রিয় সুখদায়ক বলিয়া জানে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা তাহাদের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। পুষ্পভোজী কীট পুষ্পের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য কি অনুভব করিবে? মনুষ্যই তাহার প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে। বসন্তকালে পৃথিবী রসপূর্ণা হইয়াছে, কিন্তু কবে

আমাদিগের হৃদয় সেই রস-স্বরূপের প্রীতি রসে পূর্ণ হইবে? বৃক্ষগণ মুকুলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য কবে স্বীয় মঙ্গলময় ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবে? বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বৃক্ষ-মুকুল হইতে প্রচ্যুত হইয়া আমাদিগের মস্তকোপরি পতিত হইতেছে, কিন্তু কবে তাঁহার পবিত্র সাক্ষাৎকারের অনুপম মকরন্দ আমাদিগের মনের উপর পতিত হইবে। কত-কালে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প-বৃক্ষ-সকল পুষ্পিত হইয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিবে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে কত যত্ন পাই; কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির অঙ্কুর, যাহা ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলে নিত্যকাল আমারদিগকে তৃপ্ত রাখিবে, তাহার উন্নতি সাধনে কি তত যত্ন করিয়া থাকি। ব্রহ্মপ্রীতির বর্ত্তমান ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা কদাচ নিরাশ হয়েন না। নদীর প্রস্রবণ এমনি সঙ্কীর্ণ যে শিশু তাহা উত্তরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সেই প্রস্রবণই ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া তীরস্থ প্রদেশ-সকলকে ধন ধান্য সমৃদ্ধিমান্ করিয়া মহা কল্লোল সমন্বিত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করে। সেই রূপ ব্রহ্মপ্রীতি প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ হইলেও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকের উপকার সাধন করত সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবের সহিত সম্মিলিত হয়। তাহা যত্ন সাপেক্ষ। যত্ন না করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কঙ্করময় ভূমিতে এই অযত্ন সম্ভূত বৃক্ষ-সকল উৎপন্ন হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়, আর প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক নানা সুকোমল ভাবের বীজ বিশিষ্ট মনুষ্যের মনোরূপ উর্ব্বরা ভূমি হইতে ঈশ্বর-প্রীতি-রূপ পুষ্প-মঞ্জরীর উৎপত্তি ও উন্নতি সাধনে কেন নিরাশ হইব? অতএব আমাদিগের সকলের উচিত যে [illegible]। [illegible] ও অস্থায়ী সংসার পার সেই অভয়-পদ-প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সম্যক্ যত্নবান্ হই এবং যত্নবান্ হইতে অন্যকে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

যুবার প্রতি উপদেশ।

আমার হৃদয় কঠিন ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। আমি পবিত্র ঈশ্বর-তত্ত্ব সকল শ্রবণ করি, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই চেতন হয় না। যখন তাঁহাকে ভাবিতে যাই, তখন বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হই—তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে যাই, কিন্তু পারি না। যখন তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে যাই, তাঁহাকে প্রকাশমান দেখিতে পাই না। আমার আত্মা নীরস ও শূন্য হইয়াছে, আমার মানতা দুর হয় না। আমি ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন রহিয়াছি। আমার বিশ্বাস-শূন্য হৃদয় কত দিনে আরোগ্য লাভ করিবে। এই মৃতবৎ অবস্থা হইতে কবে জাগ্রত হইব।

হে যুবা! এই প্রকারে কেন আক্ষেপ করিতেছ? তোমার কি হইয়াছে? তোমার যাহা হইয়াছে, তাহা সকলেরই হইয়া থাকে। আপনাকে শোধন করিবার যদি তোমার নিতান্ত বাসনা থাকে, তবে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। ঈশ্বরের ক্রোড় তোমার জন্য রুদ্ধ নহে। তুমি অন্তরে কোন পাপ পোষণ করিয়া রাখিয়াছ কি না, তোমার নির্জ্জীব ভাব কোথা হইতে আইল, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ। বাহির হইতে নিবৃত্ত হইয়া একবার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর; আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর হইয়া আপনাকে পর্য্যবেক্ষণ কর। ধর্ম্মের আবহ, পবিত্রতার আকর তোমার স্নেহময় পরম পিতার প্রতি বার বার সকাতরে দৃষ্টি কর। আমরা আপনারা যদি আমাদের হৃদয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া না রাখি, তবে ইহা নিশ্চয় জান, তিনি আপনাকে দিয়া আমাদের জীবন দান করিবেন। ইহা যদি জানিয়া থাক, তবে কখনই নিরাশ হইও না; যদি না জান, তবে হে ভ্রাতঃ! এখনো শুন, তোমার সমুদয় বল একত্র করিয়া ঈশ্বরেতে আপনাকে স-

অর্পণ কর এবং তাঁহার প্রেম লাভের জন্য তাঁহারই প্রতি চাহিয়া থাক; তাঁহার নিকটে মন-দ্বার সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত কর; তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন, এবং মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাইবেন। যখন সকলের প্রতি তাঁহার করুণা-দৃষ্টি রহিয়াছে, তখন তোমারই প্রতি তিনি কি করুণা-শূন্য হইবেন? কত কত ব্যক্তিকে তিনি স্বয়ং আপনাকে দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তুমিও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। এমন কি হইতে পারে যে তিনি আমাদের তাপিত আত্মাকে কখনই শীতল করিবেন না? আমরা কি আপনারা আপনাকে জীবন দান করিতে পারি? এমন কখনই মনে করিও না—সেই জীবন-দাতাই তোমাকে জীবন দান করিবেন।

হে ভ্রাত! যদি তুমি তোমার অচেতন ভাব আপনাপনি বুঝিয়া থাক, তবে তাহা শোধন করিতে কদাপি অবহেলা করিও না। অন্য সকল বিষয়ে যাহা কর, ঈশ্বরের বিষয়ে উদাসীন থাকিও না। যিনি আমাদের প্রতি উদাসীন নহেন, যাঁহার প্রীতিতে আমরা লালিত পালিত হইতেছি, হে ভ্রাতঃ! তাঁহাকে ত্যাগ করিও না। যদি সংসার ও তাহার কার্য্য তোমার সমুদয় চিত্তকে আবৃত করে, তবে এখন অবধি সাবধান হও। তাহার জন্য বৃথা ক্ষোভ দূর করিয়া সে দোষ পরিহারেরই সর্ব্বথা চেষ্টা পাও। দৃঢ় মনে অবিচলিত চিত্তে ঈশ্বরেতে যুক্ত হইয়া থাক। তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তাঁহাতে লীন থাক—তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রাণদান করিবেন। কিছুতেই ভয় পাইও না, কোন মতেই নিরাশ হইও না। তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! সরলের হৃদয় তিনি কি আশ্চর্য্য রূপে পরিশোধিত করেন. কি সুবিমল জ্যোতিঃ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সকল অন্ধকার দূর করেন; তিনি তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা তাঁহাদের মুমূর্ষু আত্মাকে উদ্ধার করেন। এই সকল করুণার বর্ষণ পাইয়া তাঁহারা কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হন এবং প্রেমাশ্রু বিসর্জন করত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে থাকেন। তুমিও যদি সরল হও, যদি কোন গুপ্ত পাপ তোমার আত্মাকে শোষণ করিতে না থাকে, তবে তুমিও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইবে এবং কৃতার্থ হইবে। কিন্তু হে ভ্রাতঃ! যদি কখন এমন শুভ সময় উপস্থিত হয়, যখন তোমার চিত্ত ঈশ্বরেতে সন্নিবেশিত হয়, তোমার সমুদয় হৃদয় শীতল ও আর্দ্র হইয়া যায় ও তোমার আত্মা সেই ভূমার প্রতি উড্ডীন হইতে থাকে—যদি এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন তুমি ঈশ্বরকে উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইয়া আপনার সমুদয় জীবন সার্থক বোধ কর, যখন ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা ও মঙ্গল জ্যোতিঃ তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে; তবে এমন দুর্ল্লভ সময়কে উপেক্ষা করিও না। এই সময়ে ঈশ্বরের নিকট তোমার সমুদয় হৃদয় দ্বার মুক্ত করিয়া দেও—একান্ত মনে প্রার্থনা কর, যেন এমন অসাড়তা আর কখন তোমাকে আক্রমণ না করে।

সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়।

পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানের সমুদয় কার্য্য কেবল আমাদের বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করিয়া রাখেন নাই। তিনি যদি আমাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা না দিতেন, আর আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা করিয়া শরীর পোষণ করিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা হইত, সেই রূপ প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়া যদি কেবল আমাদের বুদ্ধির হস্তে থাকিত, তাহা হইলেও আমরা পদে পদে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতাম। যদি যুক্তি ও তর্ক এবং বুদ্ধি ও শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানা না যাইত—যদি সমুদয় দর্শনকারের সমুদয় দর্শন শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া না দেখিলে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান না জন্মিত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত থাকিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেরূপ

সহজে হয়, সেই প্রকার সহজ জ্ঞান অন্যান্য বিষয়েরও হইয়া থাকে। এই প্রকার সহজ জ্ঞান আমার ও তোমারও নহে, কিন্তু ইহা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি।

আমরা দুই শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখিতে পাই। কতকগুলি লোকেরা অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, তাহারা তীক্ষ্ণতা সহকারে বস্তুতত্ত্ব সকল নির্ণয় করে, তাহারা এক বিষয়ের সকল দিক্ দেখিয়া বিচার করে, এবং অতি দুরূহ বিষয় সকলও খণ্ড খণ্ড করিয়া স্পষ্ট রূপে অবধারণ করে। অন্য কতকগুলি লোক ঠিক ইহার বিপরীত। তাহারা যদিও এমন কিছু বলিতে কহিতে পারে না, যদিও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিতে পারে না; তথাপি তাহাদের স্বাভাবিক কেমন এক প্রকার ভাব যে তাহাদের মুখ হইতে সহজে যে সকল কথা বিনির্গত হয়, তাহা দেববাক্য তুল্য। যখন জন-সমাজের চতুর্দ্দিক্ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে, তখন সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে যে এক এক প্রখর জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ উত্থিত হয়েন; তাঁহাদের জ্ঞান উক্ত প্রকার সহজ জ্ঞান। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল। তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কি বহু বিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করেন না বটে; কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে বাহিরের বিষয় সকল যেমন সহজে উপলব্ধি হয়, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভা তেমনি সহজে পড়ে। যে সকল সময়ে এই রূপ এক এক মহাত্মা উদিত হন, তখনকার জন সমাজের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে এমন অন্ধকারের মধ্য হইতে এ প্রকার তেজীয়ান্ পুরুষ কোথা হইতে আইলেন। ঈসা, নানক, মহম্মদ; এই সকল লোকের এই প্রকার ভাব।

এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা যে সকল জ্ঞান উপলব্ধি করি, তাহা সহজ, সাক্ষাৎ, স্বাভাবিক; তাহা মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি; তাহা স্বতঃসিদ্ধ; তাহাতে বিরোধ নাই, কিন্তু সকলই ঐক্যতা। বাহিরের বস্তু-সকল আমরা যেমন সাক্ষাৎ দেখি, অতীন্দ্রিয় উচ্চতর বিষয়েরও আমাদের সেই রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। বিষয়জ্ঞান আমাদের দুই প্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে। হয়, আমরা কোন বস্তু চক্ষে দেখি; নয় তাহা কোন গ্রন্থ মধ্যে বা অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা করি। আমি যদি স্বচক্ষে এই বৃক্ষের শোভা দেখিয়া আমোদিত হই, তবে এই স্থলে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। কিন্তু আমি দেখি নাই, এমন এক বৃক্ষের বিষয় যদি কেহ আমার নিকটে বর্ণন করে; তবে এস্থলে আমার জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। আমি তাহা জানিলাম বটে; কিন্তু সে জানা সাক্ষাৎ দেখার সঙ্গে এত প্রভেদ যে তাহাতে সংশয় জন্মিলে তাহা ভঞ্জন করিবার জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক।

আমরা জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলে যে কেবল জড়ীয় গুণ সকল উপলব্ধি করি, তাহা নহে। শিশুর মন, যখন সে কথা কহিতেও শিক্ষা করে নাই, তখন তাহাকে নানা প্রকার ভাবে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রথমে সে যে কেবল আকৃতি বিস্তৃতি বর্ণ এই সকল দেখিতে পায় তাহা নহে, কিন্তু নূতন নূতন বস্তুর শোভা দেখিয়াও আশ্চর্য্য ও আমোদিত হইতে থাকে। বিশ্বরাজ্য শ্রী ও সৌন্দর্য্যে এ প্রকার বিভূষিত যে তাহাতে আমাদের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আমাদের মন সৌন্দর্য্য রসে আর্দ্র হয়। সুন্দর বস্তু দেখিবা মাত্র আমরা সহজ জ্ঞানে তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করি। আমরা যখন কোন সুরম্য পুষ্প, বা স্পৃহণীয় চন্দ্রমা, বা তারকা সঙ্কুল গগনের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন আমরা কি দেখি? তাহাদের আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি যে তাহাদের জড়ীয় গুণ কেবল তাহা দেখি না, তাহা অপেক্ষাও অধিক দেখি। সেই সকল জড় পিণ্ডের মধ্যে আমরা শোভা দর্শন করি। এই শোভার জ্ঞান আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; কিন্তু যখনি আমি সেই শোভা অন্যের নিকটে ব্যক্ত করি অথবা তাহা দেখিবার পরে পুনর্ব্বার তাহা ভাবিতে যাই, অমনি বুদ্ধি আসিয়া

তাহার উপরে কার্য্য করিতে থাকে। সঙ্গীতের বিষয়েও এই রূপ। প্রথমে আমরা সহজ-জ্ঞান দ্বারা সঙ্গীত-রস গ্রহণ করি। তাহা যদি না পারিতাম, তবে সঙ্গীতের ব্যাকরণ বুঝাইয়া, সমুদায় সঙ্গীত-সূত্র নির্ব্বচন করিয়াও কেহ আমারদিগকে সঙ্গীতের ভাব বুঝাইয়া দিতে পারিত না। কিন্তু আমি সঙ্গীত রসজ্ঞ হইয়া যদি সঙ্গীতের এক ব্যাকরণ রচনা করি, তবে সে স্থলে তাহা বুদ্ধির হস্ত দিয়া বাহির হইল। শোভার জ্ঞান, সঙ্গীতের ভাব, আমরা এমন সহজে পাই, যে শোভা দেখা, সঙ্গীত রস পান করা, ভাষায় এই সকল বাক্যই প্রচলিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের বিষয়েও এই রূপ। আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় অতি সহজ। আমরা স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বুদ্ধি হইতে যে সকল বিষয় দেখিতে পাই, তাহা আর ছায়ার ন্যায় দেখি না, কিন্তু প্রত্যক্ষবৎ দেখি--কর্ত্তব্য, ন্যায়, সত্য, এ সকল কল্পনা মাত্র বোধ হয় না, কিন্তু এ সকলকে সার বোধ হয়—ঈশ্বর, পরকাল, এ সকলের প্রতি বাহ্য বস্তুর ন্যায় আর কোন সংশয় থাকে না। কিন্তু আমি যদি কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করি—যদিও ঈশ্বর, পরকাল; পাপ, পুণ্য; উপকার, অনিষ্ট; এই সকল শব্দ আমার মুখাগ্রে থাকে; তথাপি হয়তো সে শিক্ষা কেবল মুখেই থাকে—সে ধর্ম্মজ্ঞান জীবন শূন্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না সেই শিক্ষিত বিষয়-সকল আমার জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে আইসে—যে পর্য্যন্ত না আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া সেই সকল বিষয় দেখিতে পাই, সে পর্য্যন্ত সে শিক্ষা কোন কার্য্যেরই নহে। এই হেতু এক সামান্য কৃষকের মুখ হইতে যে সকল ধর্ম্মনীতি বহির্গত হয়, তাহাতে এক মহা অধ্যাপকেরও প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষা হইতে পারে। এ স্থলে পণ্ডিত আর মূর্খ উভয়েরই সমান অধিকার।

ঈশ্বরকেও আমরা জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করি। আমরা যদি কেবল যুক্তির সোপান দিয়া ঈশ্বরে যাই, তবে আমরা শূন্য ঈশ্বর মন্ত্র পাই। কেবল বুদ্ধির আলোক এস্থলে অন্ধকার তুল্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যতক্ষণ না আমরা তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, ততক্ষণ যে আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না, এ কোন কার্য্যেরই কথা নহে। জগৎ, আমি, ঈশ্বর, এ তিনেরই সত্তা আমাদের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। তাহা সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ নহে, এবং সে সকলকে যুক্তি দ্বারা সংস্থাপন করিতেও পারা যায় না। আমরা কি জগতের অস্তিত্ব তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া পরে তাহা প্রত্যয় করি? যদিও সহস্র সহস্র প্রখর-বুদ্ধি একত্র হইয়া বহুতর যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছে; তথাপি কোন উন্মাদ এমন আছে, যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রতি সংশয় করে? বিপক্ষের শত সহস্র যুক্তি ও তর্ক এস্থলে পরাভব পায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণও সেই রূপ তর্ক-তরঙ্গের উপর নির্ভর করে না। আমি যখন তাঁহাকে জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করি, তখন আর আমি ছায়া দেখি না—তখন করতল-ন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহার সত্তা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করি-তখন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"—হৃদয়ের গ্রন্থি ভিদ্যমান হয়, সকল সংশয় নিরাকৃত হয়। এই স্বাভাবিক সহজ-জ্ঞান ব্যতীত কোন সত্যই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। কোন প্রকার ব্যাখ্যাতে কেহ জন্মান্ধকে বর্ণ বুঝাইয়া দিতে পারে না—কোন বর্ণনাতেই আমরা মিষ্ট কি কটু কি কোন প্রকার আস্বাদন উপলব্ধি করিতে পারি না। মহত্তর উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়-সকলও আমাদের পক্ষে এই রূপ।

এই সহজ-জ্ঞান আর বুদ্ধি এ উভয়ের স্বরূপ বিস্তর ভিন্ন। সহজ-জ্ঞানে আমরা বিষয় পাই, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় লইয়া নির্ম্মাণ করে। বিস্তৃতি আর সংখ্যার জ্ঞান আমরা সহজে উপলব্ধি করি, বুদ্ধি তাহা লইয়া গণিত শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান সহজে লাভ করি, বুদ্ধি তাহার উপরে নীতি শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে। ঈশ্বর,

পরকাল সহজ-জ্ঞানে গ্রহণ করি, বুদ্ধি তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করে। এই সকল বিষয় না পাইলে বুদ্ধি কিসের উপর নির্ম্মাণ করিবে। শুদ্ধ উপকরণ থাকিলেও একটী গৃহ নির্ম্মাণ হয় না; উপকরণ না থাকিলে কেবল নির্ম্মাতার বুদ্ধিতেও গৃহ নির্ম্মাণ হইতে পারে না। জ্ঞাননেত্রে আমরা শোভা দেখিতে পাই; বুদ্ধিতে শোভার প্রকার ও স্বরূপ ও তাহার তারতম্য এই সকল বিষয় বিবেচনা করি। ধর্ম্মের নিয়ম ও ব্যবস্থা—তাহার অনুষ্ঠানের ফল, এই সকল বিষয় লইয়া বুদ্ধি আলোচনা করে; কিন্তু ন্যায়, মঙ্গল, সত্য, এ সকলের আভা প্রথমে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতেই পতিত হয়। ঈশ্বরের মহান্ ও রমণীয় ভাব-সকল প্রথমে আমরা সহজে উপলব্ধি করি, পরে তাহা বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া ব্যাখ্যা করি। এই দুই প্রকার করিয়া আমরা সকল জ্ঞান উপলব্ধি করিতেছি—সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছি; প্রথমেই আমরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্যকে দেখিতে পাই—পরে সেই সকল সত্যকে বিভাগ করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করা, এ সকল আমাদের বুদ্ধির কার্য্য।

আমাদের জ্ঞানের ভাব এই প্রকার করাতে দিয়া ঈশ্বর কি অসীম করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি বুদ্ধির বিকাশ না হইলে আমাদের নিকটে প্রাণ হইতেও প্রয়োজনীয় সত্য-সকল অপ্রকাশিত থাকিত; তবে যাহারা আপনাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার অবকাশই পায় না, তাহাদের কি দুর্দ্দশা হইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জগদীশ্বর কতকগুলি লোককে বাছিয়া কেবল তাহাদের উপরেই সকল করুণ বর্ষণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার অজস্র দান-সকল তাঁহার সকল পুত্রেরই জন্য। মূর্খ ও পণ্ডিত, কৃষক ও শিল্পী, সকলেরই জন্য এই বিশ্বগ্রন্থ মুক্ত রহিয়াছে। কুটীরবাসী দীন ব্যক্তি তাহার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া যেমন সুনির্ম্মল ধর্ম্ম ও অকপট সত্যকে আশ্রয় করিতে পারে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেই প্রকার। এক সামান্য ব্যক্তি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে অটল নিষ্ঠা রাখিয়া রাশি রাশি বিপদের মধ্যে যেমন অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, একজন বিদ্বান্ ধার্ম্মিকও সেই প্রকার। সকল মনুষ্যই এক পিতার পুত্র—মানব জাতিই এক শরীর। সকলের উপর সকলে নির্ভর করিতেছে। এক জন, এক পরিবার, এক জাতি—ইহার কিছুই সমগ্র নহে। কিন্তু সকল মনুষ্যই এক জাতি—এক পরিবার। জ্ঞানের উন্নতি, মনের প্রাশস্ত্য, ধর্ম্মের বিস্তৃতি, এ সকল এক জন কি এক জাতির উপর নির্ভর করিতেছে, এমত নহে; কিন্তু সকল মনুষ্য মিলিত হইয়া ঈশ্বরের এই সকল মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে।

এই স্বাভাবিক সাধারণ সহজ-জ্ঞানের উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, বালুরাশির উপরে ইহার পত্তন হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ; সেই সকল সত্যের আলোক মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতেই পতিত হয়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল, এবং এ সকল যদি একেবারে ধ্বংশ হয়, তথাপি তাহা থাকিবে। বেদ, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষে বা ঈসা, মুসা, প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ নহে। যে সকল সত্য বুদ্ধির হস্তে পতিত হইয়া বিকৃত হয় নাই, যে সকল সত্য গ্রন্থ মধ্যে নিহিত হইয়া বিবর্ণ হয় নাই, যে সকল সত্য এক মত কি এক সম্প্রদায় কি এক জাতির মধ্যে বদ্ধ নহে; তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। যে ধর্ম্ম অস্থায়ী, সঙ্কীর্ণ, পরিবর্ত্তসহ, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; আর যাহা স্থায়ী সাধারণ, অপরিবর্ত্তনীয়, দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন; তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইউরোপ কি ভারতবর্ষ কি বঙ্গ দেশের ধর্ম্ম নহে; কিন্তু সকল দেশের উপরেই তাহার সমান অধিকার। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবস্থারও দাস নহে, ঘটনারও অধীন নহে; কিন্তু সকল কালেই তাহার সমান আধিপত্য।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ।

আমাদের এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে অবিনশ্বর আত্মার যোগ হইয়াছে। এই নশ্বর দেহ ধূলি হইতে উত্থিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার ধূলির সঙ্গেই মিশ্রিত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার চির-সম্বন্ধ। ইহার প্রাণ তাঁহারই হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে—তিনিই ইহার অন্নপান। আমাদের আত্মা এখানে মৃত্যু আর অমৃতের সন্ধিস্থলে রহিয়াছে। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ রক্ষা না করিলে ইহা নিম্ন দিকেই গমন করে, বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়; যে শরীর আর কিছু দিন পরেই ভস্মীভূত হইবে, তাহার পাশেই বদ্ধ থাকে। অমৃতের দিকে যাইবার জন্য অন্তরে ঈশ্বরের নিকট হইতে বল চাই; বাহিরে সংসার ও মনুষ্যের মধ্যে সেই বল প্রকাশ করা চাই। মনুষ্যকে প্রীতিই কর, তাঁহার জন্য যাহা কিছু করিতে যাও; অগ্রে ঈশ্বরকে জানিতেই হইবে, তাঁহাকে প্রীতি করিতেই হইবে। যদি সংসারের উদ্যান বা [illegible] ভূমিতেও জল-সেচন করিতে হয়, তবে সেই অক্ষয় অনন্ত প্রস্রবণের জলেই তাহা সেচন করিতে হইবে।

সংসারের সঙ্গেই মনুষ্যের সকল সম্বন্ধ নহে। তিনি ঈশ্বর হইতে এখানে আসিয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের স্বভাবতই একটী নির্ভরের ভাব আছে। পিতা মাতার প্রতি শিশুর যে প্রকার ভাব, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সকলেরই সেই প্রকার ভাব। শিশুর নিকটে পিতা মাতার জ্ঞান অসীম। তাঁহাদের নিকটে প্রথমেই সে প্রার্থনা-বাক্য ব্যবহার করে। তাঁহাদের উপরে তাহার কি ধ্রুব বিশ্বাস, কি নিষ্কাম নিষ্ঠা, কি অটল ভরশা, কি অপার নির্ভর! মনুষ্যের এই সকল ভাব আরো উন্নত হইয়া ঈশ্বরেতে সমর্পিত হয়। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই পরিমিত। যাহা কিছু পরিমিত তাহাই আশ্রিত; প্রত্যেক আশ্রিত বস্তু, প্রত্যেক আশ্রিত ঘটনা, আমাদের নিকটে এক সর্ব্বাশ্রয় পুরুষকে প্রকাশ করিতেছে। আমরা সহজ-জ্ঞানেই জানিতেছি, যে "এতস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।" আমরা ইহা পদে পদে দেখিতে পাই, যে আমাদের উপরে এক জন নিয়ন্তা আছেন, আমরা তাঁহার আশ্রিত; আমাদের ধন, প্রাণ, সুখ, সৌভাগ্য; সকলই তাঁহার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। আমরা কেবল ঘটনার শৃঙ্খলেই বদ্ধ নহি; কিন্তু আমাদের আশ্রয়ভূত এমন এক পুরুষ আছেন, যিনি আপন আশ্রিতের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, যাঁহার প্রতি আমরা ভয় ও আশার সহিত লক্ষ্য করিতে পারি, যাঁহার নিকটে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, যিনি আমাদের স্তুতি ও প্রার্থনা গ্রহণ করেন। এই ভাবটি যে আমাদের স্বাভাবিক ভাব, তাহার প্রমাণ সকল স্থান হইতেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতি—তাহাদের ধর্ম্মের ভাব যত হীন হউক না কেন—প্রত্যেক জাতিই এক মহান্ সনাতন পুরুষকে পূজা করে, এবং তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য নানা ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঈশ্বরের এই ভাবটি মানব প্রকৃতি হইতে কোন রূপেই উন্মূলিত হইবার নহে।

কিন্তু শুদ্ধ এই নির্ভরের ভাব থাকিলে সকল হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ নাও পাইতে পারে। কি মিথ্যা ধর্ম্ম, কি পবিত্র ধর্ম্ম, এই উভয়ের সঙ্গেই ইহার যোগ থাকিতে পারে। কি ভীষণ শাসন-কর্ত্তা, কি মঙ্গলময় পুরুষ, এ উভয়েতেই এই ভাব সমর্পিত হইতে পারে। ইহাতে ঈশ্বরের শক্তিই প্রকাশ পায়, কিন্তু তাঁহার মঙ্গলভাব প্রকাশ নাও পাইতে পারে। তাঁহার মঙ্গল ভাব কিসে প্রকাশ পায়? যখন তাঁহাকে ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা বলিয়া জানি, তখনই তাঁহার মঙ্গল ভাব বুঝিতে পারি। আমরা ধর্ম্ম হইতেই ধর্ম্মাবহকে প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের উপরে কোন নিয়ন্তা না থাকিলে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য,

ন্যায়, ইহার কোন অর্থই হয় না। আমরা যখনি জানিতেছি যে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য; তখনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতেই হইবে, যাহা অকর্ত্তব্য তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে—ইহা হইতেই সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করিতেছি। যিনি পুণ্য পাপকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমরা দায়ী। আমরা যদি আপনাকে আপনি নিয়মে বদ্ধ করিতাম, তবে আমাদের স্বেচ্ছাচার আর কর্ত্তব্যের সঙ্গে কোন প্রভেদই থাকিত না; কেননা তাহা হইলে আমরা কাহারো অধীন হইতাম না, কাহারো নিকটে দায়ী হইতাম না। আমাদের উপরে ঈশ্বরের ধর্ম্ম শাসন না থাকিলে ধর্ম্মের কোন অর্থই হয় না। যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি, অকর্ত্তব্যই বা কি? যদি সমস্ত সদ্ভাবের আধার এক সনাতন পুরুষ না থাকেন, তবে আমাদের কার্য্য সৎই বা কি, অসৎই বা কি? আমরা আমাদের কর্ম্মের জন্য কেনই বা দায়ী হইব, যদি ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা কেহ না থাকেন? নদী কি কখন প্রস্রবণ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে, না প্রাসাদ তাহার পত্তন-ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে? ধর্ম্মের আবহ, পবিত্রতার প্রস্রবণ না থাকিলে ধর্ম্ম ও পবিত্র ভাব কখনই থাকিতে পারে না। আমরা পাপ করিয়া আপনাপনিই বুঝিতে পারি যে আমরা সে সময়ে মনুষ্যের নিকটে তেমন অপরাধী নহি, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটেই অপরাধী; এই হেতু পাপের পরিত্রাণের জন্য মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করি না, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন করি। আবার আমরা ঈশ্বর হইতেই পাপের উপরে বল পাই, পবিত্রতা লাভ করি, পুণ্য সঞ্চয় করি। যখন ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করি, তখন ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমরা উন্নত থাকিতে পারি? আর যখন কোন পাপাচরণ করি, তখন তাঁহার অপ্রসন্নতা ভিন্ন আর কি আমাদিগকে ম্লান করিতে থাকে? আমরা অন্তর হইতে আপনারদিগের সাধুভাবের আবির্ভাব দ্বারা মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরকে যেমন উপলব্ধি করিতেছি, তেমন আর কোন স্থানেই নহে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। ধর্ম্মের যতই হীনাবস্থা হউক না কেন, কোন জাতি কি কোন মনুষ্যকে এ প্রকার দেখা যায় না, যে পাপের মূর্ত্তিকে উপাসনা করে। যদিও বন্য জাতিরা রণক্ষেত্রের উপপ্লবের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরকে দ্বেষ-হিংসা সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করে, তাহা এজন্য নহে, যে সেই সকল ভাবকে তাহারা মন্দ ভাব বলিয়া জানে। কিন্তু যাহাতে তাহাদের দেবতাদিগের শত্রুর উপরে বল ও আধিপত্য প্রকাশ পায়, যাহাতে তাহাদের বীরত্ব ও প্রতাপ অভিব্যক্ত হয়, তাহারা সেই প্রকারে তাহাদিগকে বর্ণন করে। অমঙ্গল স্বরূপের যে উপাসনা সেও পাপের উপাসনা নহে, কিন্তু শক্তির উপাসনা। মনুষ্য ঈশ্বরের ভাব যত মলিন করুক না কেন; কিন্তু তাহার আপনাতে যতটুকু দেবভাব পরিস্ফুটিত হইয়াছে, তাহাই ঈশ্বরে আরোপ করে। ঈশ্বরের পূর্ণ-মঙ্গলকে যতই বিকৃত করুক না কেন, কিন্তু মঙ্গলভাব হইতে এক কালে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভাবিতে পারে না। পাপ পুণ্য কর্ত্তব্য এই সকল শব্দেতেই এমন এক পুরুষের নাম উচ্চারণ করা হয়, যিনি ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা, যাঁহার আদেশ বলিয়া ধর্ম্মের আদেশ এত বলবান্ হইয়াছে।

এই দুই প্রকারে আমরা অন্তর হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের কর্ত্তব্যের ভাব আর ঈশ্বরের প্রতি একটী নির্ভরের ভাব আছে। ধর্ম্মের আদেশে আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু যখনি তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে যাই, অমনি পদে পদে বিঘ্ন দেখিতে পাই, আমাদের দুর্ব্বল-ভাব বুঝিতে পারি। এই সময়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভর যায়, এবং ঈশ্বরের নিকটে আপনার মনোদ্বার মুক্ত করিয়া উপযুক্ত মত বল প্রাপ্ত হই। আবার যখনি আমরা নূতন বল নূতন বীর্য্য লাভ করি,

তখনি সেই উপার্জ্জিত বল বীর্য্য তাঁহারই কার্য্যে নিয়োগ করি। আমরা তাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহারই জন্য ব্যয় করি এবং পুনর্ব্বার তিনি তাহা আমারদিগকে প্রচুর রূপে দান করেন। এই প্রকারে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২১ পৌষ বুধবার ১৭৮১ শক

দেবস্যৈষমহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।

ঈশ্বরের কি অনন্ত মহিমা। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রে, সমুদ্র নদী পর্ব্বতে; মেঘ ও বৃষ্টিতে; ঝঞ্ঝা ও ভীষণ বজ্র ধ্বনিতে; দুর্গম গহনে ও সুরম্য পুষ্পকাননে; এ সকলেতেই তাঁহারই মহিমা বিরাজ করিতেছে। তিনি তাঁহার সকল কার্য্যেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; চক্ষু উন্মীলন করিলে চতুর্দ্দিকে কেবল তাঁহারই নাম স্বর্ণাক্ষরে পাঠ করা যায় এবং নিমীলিত চক্ষেও তাঁহার বিশুদ্ধ মঙ্গল মূর্ত্তি অন্তরেই অবলোকন করা যায়। তাঁহার গম্ভীর মঙ্গলভাব সকল স্থানেই মূর্ত্তিমান্ রহিয়াছে। আমাদের কোন এক সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত থাকে, তবে তাহা এই, যে পরমেশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে যাহার বিশ্বাস নাই, এই জগৎ সংসার তাহার পক্ষে শ্মশান তুল্য। এই অসার সংসার মধ্যে আমাদের অভয় পদ কোথায়? অস্থির বিষয় রাশির মধ্যে থাকিয়া আমরা কাহার প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টি করিতে পারি? আমাদের অভয় দাতা—আমাদের নিশ্চল সহায় কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। বিপদের সময় কোন লোকের আশ্রয় চাহিলে হয়ত তাহা পাওয়া যায়, হয়ত নাও পাওয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর আমারদের সকল কালেরই সহায়। যদিও সংসারের চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয়ের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তথাপি তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সকল ভয় সঙ্কুচিত হয়। যদি সমুদয় লোক আমারদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়—যদিও বিপদের উপর বিপদ আমারদিগকে আক্রমণ করে; তথাপি তাঁহার প্রতি স্থির ভাবে লীন থাকিলে তিনি আমারদিগকে কদাপি পরিত্যাগ করেন না। এমন যে অভয় পদ, তাহা আশ্রয় কর; তোমাদের কোন ভয় থাকিবেক না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ঙ্গতোভবতি"। "যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন"। ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগকে সেই অভয় পদ প্রদর্শন করিতেছেন, যেখানে থাকিলে সকল প্রকার বিভীষিকা পরাস্ত করিতে পারিবে। বনের মধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সময় যদি কেহ আমাদিগকে এক লোকালয়ে লইয়া যান; অথবা সমুদ্রের উপরে ভীষণ ঝঞ্ঝা বৃষ্টি, বজ্র বিদ্যুৎ ও পর্ব্বত-সমান-তরঙ্গের মধ্য হইতে আমাদিগকে কেহই সমুদ্রের ক্রোড় স্বরূপ কোলে উপনীত করেন; তবে তাঁহাকে আমরা কত ধন্যবাদ দিই;—তবে যিনি আমাদিগকে আরো কত প্রকার ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার পথ প্রদর্শন করিতেছেন—এমন যে মধুস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম--তিনি আমাদের কেমন বন্ধু। ব্রাহ্মধর্ম্মই সকল ভয়ের ঔষধ—ব্রাহ্মধর্ম্মই সকল বিপদের প্রশমন। এ ধর্ম্মকে আশ্রয় কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর দিনে বা পর সপ্তাহে বা পর মাসে বা পর বৎসরে যখনই অনুসন্ধান করিবে, তখনই জানিতে পারিবে যে তোমাদের আত্মার বল কত অধিক হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কি প্রবল প্রতাপ—মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি ও দুর্ব্বলতার উপরে তাহার যে কি আশ্চর্য্য আধিপত্য—ভয় ও বিপদের মধ্যে তাহার যে কি অটল উচ্চতা; তাহা পরীক্ষাতেই জানা যাইবে। আমারদের এমন সকল বিপদ আছে, যে সাংসারিক সম্পদে তাহার কোন রূপেই শমতা হয় না—এ প্রকার দু-

গতি আছে যে ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই আমারদের নিস্তার হয় না—এমন ব্যাকুলতা আইসে যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। আমাদের দেশের এত দুরবস্থা কিসে? কেবল ইহারই জন্য যে আমরা ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া চলিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুর উপদেশ সকল অবহেলন করিতেছি—লোক ভয়কে ঈশ্বরের ভয় হইতেও অধিক করিয়া মানিতেছি। হে ভ্রাতৃগণ! লোকনিন্দা লোকভয় এই সকল নীচ লক্ষ্য পরিত্যাগ কর—তোমাদের আত্মার যাহাতে আত্ম-প্রসাদ থাকে—ঈশ্বরের প্রসন্নমূর্ত্তি যাহাতে সর্ব্বদা দেখিতে পাও, ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখ। যে দিন অবধি তোমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, সে দিন হইতে তোমাদের নবজীবন আরম্ভ হইবে—যে দুর্ব্বল সে বল পাইবে, যে ভীরুস্বভাব সে সাহস পাইবে—বিনয়ী আরো নম্র হইবে এবং সহিষ্ণুদের ধৈর্য্যগুণ আরো বৃদ্ধি হইবে—ধর্ম্ম বলবান্ হইবে এবং পাপের আসক্তি ক্ষীণ হইতে থাকিবে। এখনই তাঁহাকে আশ্রয় কর, এখনই তোমরা নূতন হইয়া উত্থিত হইবে। হে পরমাত্মন্! এমন শুভদিন কবে উপস্থিত হইবে, যখন ক্ষণকালের নিমিত্তেও তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া তোমারই কার্য্যে সকলে অনুরক্ত থাকিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞান

বায়ু বিজ্ঞান।

পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থের মধ্যে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অবিরল। কি সজীব কি নির্জীব সকল বস্তুই যেরূপ ইহাদ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহারদিগের অভ্যন্তর দেশও সেইরূপ ইহাদ্বারা পরিপূরিত রহিয়াছে। ভূমণ্ডলে এমত স্থানই নাই যেখানে এই পদার্থ ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি না করিতেছে। আমারদিগের প্রাণ রক্ষার্থ যে সমস্ত বস্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে বায়ুই সর্ব্বপ্রধান। আমরা নিতান্ত অনশন থাকিলে বা শরীরস্থ উষ্ণতা রক্ষার্থ কোন বস্ত্রাদি ব্যবহার না করিলেও অভ্যাস দ্বারা হিম প্রধান দেশের সাতিশয় হিম ও অনেক পরিমাণে সহ্য করিয়া কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু স্বল্প ক্ষণ নিমিত্ত বায়ুর অভাব হইলে, আমাদিগের এই জীবনীশক্তি এক কালেই বিলুপ্ত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীব; ও বৃক্ষ, তৃণ, লতাদি সমস্ত উদ্ভিদ এই বায়ু দ্বারা জীবিত রহিয়াছে—বায়ু সকলের প্রাণ স্বরূপ। বায়ু সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-স্বরূপ এই হেতু জগৎপাতা জগদীশ্বর তাহাকে সকল বস্তু অপেক্ষা সুলভ করিয়া দিয়াছেন। অশন বসন নিমিত্ত যে রূপ নানাবিধ বস্তুর আয়োজন প্রয়োজন হয়, ইহার নিমিত্ত সেরূপ হয় না, সর্ব্বত্রই ইহা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং আমাদিগের ফুস্ ফুসের (Lungs) স্বাভাবিক অনিচ্ছাধীন ক্রিয়া দ্বারা কি জাগ্রত কি প্রসুপ্ত সকল অবস্থাতেই ইহা নিয়ত প্রয়োজন পরিমাণে পরিগৃহীত হইতেছে। ফুস্ ফুসের এই কার্য্যের অবরোধ হইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই জীবন বিনষ্ট হয়। অতএব যে পদার্থ সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ, যাহার অভাবে কেহই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই বস্তুর প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক গুণ এবং রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যে আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক ও সাতিশয় আনন্দকর তাহার সন্দেহ নাই। বায়ু অতিশয় লঘু, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, তরল পদার্থ; ইহা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, অথচ আমরা সতত ইহা দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। বায়ু চক্ষুর অগোচর, ও অতিশয় লঘু, এবং ইহার মধ্যদিয়া অপ্রতিরোধে শরীর চালনা করা যায় বলিয়া পূর্ব্বতন সামান্য লোকেরা ইহাকে অবস্তু জ্ঞান করিত। বস্তুতঃ পদার্থ মাত্রেরই যে সকল সাধারণ গুণ আছে, বায়ুও সেই

সমুদায় গুণ সম্পন্ন; সুতরাং ইহা অবশ্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত।

প্রথমতঃ বায়ু যদিচ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, তথাপি ইহা আয়তন শূন্য নহে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইহারও আয়তন আছে; যেহেতু ইহা স্থানব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য বস্তুর যে রূপ স্থিতি বিরোধ গুণ (Impenitrability.) আছে, বায়ুরও সেই গুণ থাকাতে এককালে এক স্থানে অন্য বস্তুর সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। কোন একটি পাত্রের মুখ আবরণ করত জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া সেই আবরণটি মুক্ত করিয়া দিলে যখন জল সেই পাত্রমধ্যে প্রবেশ করে, তখন পাত্রাভ্যন্তরস্থ বায়ু জলের সহিত এককালে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া বুদ্বুদাকারে নির্গত হয়; তাহা বোধ করি কাহার অবিদিত নাই।

তৃতীয়তঃ বায়ুর জড়ত্ব গুণও (Inertia) আছে। এই গুণ থাকাতে কোন বস্তু বেগে পরিচালন করিতে হইলে, বায়ুর প্রতিরোধ হয় বলিয়া অধিক শক্তির প্রয়োজন করে, এবং যখন বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তখন অট্টালিকা ও বিশাল বৃক্ষাদি পর্যান্ত ভগ্ন ও সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ যদিচ বায়ু চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম পদার্থ তথাপি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ইহারও ভারত্ব গুণ আছে। কোন পাত্র বায়ুনির্যান যন্ত্র দ্বারা বায়ু শূন্য করিয়া বা একটা মৎস্যের বায়ুকোষ সংকোচ করিয়া তৌল করিলে যত ভারি হয় পুনর্ব্বার সেই পাত্র বা বায়ুকোষ বায়ু পূর্ণ করিয়া তৌল করিলে তদপেক্ষা অধিক ভারি হইবেক। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুরও গুরুত্ব আছে কিন্তু সমস্ত কঠিন ও জল প্রভৃতি তরল পদার্থ অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে লঘু। এক ঘন ফুট অর্থাৎ ১৮ অঙ্গুলি দীর্ঘে প্রস্থে ও উর্দ্ধে জল তৌল করিলে প্রায় ২৬২০ ভরি হয় ঐ আয়তন বিশিষ্ট বায়ু ৩ ভরি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সুতরাং বায়ু জল অপেক্ষা প্রায় ৮৩৬ অংশে লঘু। কিন্তু সকল স্থানের বায়ুর গুরুত্ব এক রূপ নহে, উপরিস্থ বায়ুর চাপে পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অপেক্ষাকৃত গুরু। সমুদ্রের পৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে ২৫ পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বায়ু বিস্তৃত রহিয়াছে, আমরা যত উর্দ্ধে উত্থিত হই, ততই বায়ু ক্রমশঃ লঘু প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বায়ুচাপমান যন্ত্র দ্বারা (Barometer.) নিরূপণ করিয়াছেন, যে পৃথিবীর বহিস্তলের প্রতি বর্গইঞ্চ স্থানের উপরে প্রায় ৭॥০ সের বায়ু আছে, অর্থাৎ এক ইঞ্চ দীর্ঘ ও এক ইঞ্চ প্রস্থ স্থানের উপরি প্রায় ২৫ পঁচিশ ক্রোশ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে বায়ু স্তম্ভ তাহার গুরুত্ব প্রায় ৭॥০ সের হইবেক।

পঞ্চমতঃ পারদ জল প্রভৃতি সমস্ত তরল পদার্থের অতি সূক্ষ্ম ও পরস্পর নিকটবর্ত্তি পরমাণু সকল এরূপ ভাবে সংস্থাপিত যে তাহারা বিনাঘর্ষণে পরস্পরের মধ্য দিয়া অনায়াসে গতিবিধি করিতে পারে: এজন্য তরল পদার্থের যে কোন অংশ হউক নিপীড়িত হইলে তাহার সর্ব্বাংশ সমান ভাবে নিপীড়িত হয়। তরল পদার্থের এই গুণের নাম সর্ব্বদিকসমচাপ। যদি কতকগুলি শূন্যগর্ভ বোতলের মুখ ছিপি দ্বারা উত্তম রূপে বদ্ধ করিয়া সীসক বা তাদৃশ কোন ভারি বস্তু তাহাতে সংলগ্ন করতঃ জলমধ্যে এরূপ ভাবে নিমগ্ন করা যায়, যে কোনটীর মুখ উর্দ্ধ, কোনটীর মুখ অধঃ এবং কতকগুলির মুখ নানাবিধ তির্য্যক ভাবে থাকে, তবে কিঞ্চিদ্দূর নিম্নে (প্রায় চল্লিশ হাত নিম্নে) ঐ সকল বোতলের মুখস্থিত ছিপি উপরিস্থ জলের চাপে এক কালে বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে সকল বোতলগুলি এক কালে জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—কোন বোতল উর্দ্ধ মুখ, কোনটী অধোমুখ এবং কতকগুলিন নানাবিধ তির্য্যক ভাবে রহিয়াছে বলিয়া জলের চাপের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় না। মৎস্যাদি জলচর যে কেবল উপরিস্থ জলের অধোমুখ চাপে চাপিত হয় এমত নহে, উর্দ্ধমুখ ও পার্শ্বমুখ চাপেও নিপীড়িত হইয়া থাকে। জলের ন্যায় বায়ুও তরল পদার্থ এজন্য ইহার

সর্ব্বদিক্সমচাপ গুণ আছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে আমরা বায়ুর যে স্তরে বাস করি, তাহার প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানের উপরি ২৫ ক্রোশ ঊর্দ্ধ বায়ু স্তম্ভের চাপ প্রায় ৭।।০ সের, অতএব বায়ু পরিবেষ্টিত বস্তু মাত্রের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব সকল দিকের প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থান পূর্ব্বোক্ত ৭।।০ সের বায়ু ভারে চাপিত রহিয়াছে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় শরীরের বহিস্তল প্রায় ২০০০ দুই সহস্র বর্গ ইঞ্চ সুতরাং তাহারদিগের শরীর ১৫৮০ সের অর্থাৎ ৩৭৫ মণ চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু ভারে আক্রান্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই গুরু চাপে আমাদিগের শরীর ও শরীরস্থ কোন অংশ পেষিত ও বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, এই গুরুতর ভার আমরা কিছুমাত্র অনুভবও করিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে শরীরের বহির্দ্দেশ যেরূপ বায়ু দ্বারা অন্তরভিমুখে চাপিত শরীরের অভ্যন্তরাংশ সকল সেই রূপ বায়ু চাপে বাহ্যাভিমুখে চাপিত রহিয়াছে। চাপ প্রয়োগ দ্বারা বায়ুকে যত সঙ্কুচিত করা যায়, ততই তাহার স্থিতিস্থাপক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া উক্ত চাপের প্রতিকূলে বল প্রকাশ করে, সুতরাং চাপদ্বারা সঙ্কুচিত বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তি এবং উক্ত চাপের শক্তি উভয়ই তুল্য। কোন একটী পাত্রের অভ্যন্তরে যে বায়ু অবস্থিতি করে, তাহার স্থিতি স্থাপক শক্তি ও বহিঃস্থিত বায়ুর চাপশক্তি উভয়ই সমান। এই বিষয় মনে রাখিলে বুঝা যাইবেক যে এই বায়ু রাশির বিপুল ভারে কেন আমাদিগের শরীর নিপীড়িত হয় না। বায়ু যেমন বাহির হইতে আমারদিগের শরীরের উপর অন্তরভিমুখে চাপিতেছে, সেই রূপ আমারদিগের দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর স্থিতিস্থাপক শক্তি সেই চাপের প্রতিকূলে শিরান্তর্গত তরল পদার্থদিগকে বাহ্যাভিমুখে চাপিতেছে। সুতরাং বাহ্যচাপ ও অন্তরস্থ প্রতিচাপ নিয়ত সমসংস্থানে রহিয়াছে, কেহ কাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই উভয় চাপের কাহারও ন্যূনাতিরেক হইলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। যদি বাহ্য বায়ুচাপ না থাকে, তবে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপে আমাদের রক্তবহ নাড়ী সকল বিদীর্ণ হইয়া শোণিত বহির্গত হইতে থাকে এবং অন্তরস্থ বায়ুর চাপ না থাকিলে বাহ্য বায়ুর ভারে আমাদিগের শরীর নিপীড়িত হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়। বাহ্য ও অভ্যন্তর চাপ যে নিয়ত সমসংস্থানে রহিয়াছে, তাহা সামান্য পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে। একটী কাচ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্রে অল্প নির্জ্জল সুরা রাখিয়া অগ্নি দ্বারা সেই সুরা প্রজ্বলিত করিলে যখন তাহার উত্তাপে বায়ু নির্গত হইয়া পাত্রটী প্রায় বায়ু শূন্য হয়, তখন সেই পাত্রটী বিপর্য্যস্ত করিয়া শরীরের যে কোন অংশে হউক চাপিয়া ধরিলে সেই স্থানের বায়ুর বাহ্যচাপ শূন্য হওয়াতে তত্রত্য ত্বক তৎক্ষণাৎ স্ফীত হইয়া উঠে। যাহারা কপিং (Cupping.) নামক অস্ত্রচিকিৎসা যন্ত্রের ব্যবহার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের শরীরে বায়ুর যেরূপ চাপ আছে, পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও জড় পদার্থের উপরিও সেই রূপ চাপ রহিয়াছে। কোন পিচকারির মুখ জলে নিমগ্ন করিয়া তাহার চাপদণ্ড ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে সেই পিচকারির মধ্যে যে জল উত্থিত হয়, বায়ুর চাপই তাহার একমাত্র কারণ; যেহেতু চাপদণ্ড ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে সেই পিচকারির মধ্যস্থিত বায়ু নির্গত হওয়াতে জলের যে অংশ পিচকারির মুখে রহিয়াছে, তাহার উপর কিছুমাত্র বায়ুর চাপ থাকে না, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ জলের উপরে বায়ুর চাপ থাকাতে সেই পিচকারির মধ্যে জল উঠিয়া থাকে। আবার, সেই চাপদণ্ডটী পিচকারির মুখ হইতে খুলিয়া লইলে যখন পিচকারির মধ্যস্থ জলের উপর বায়ুর চাপ পড়ে তখন তৎক্ষণাৎ সেই জল পড়িয়া যায়। কিন্তু এই বায়ুর চাপ সকল সময়ে, সকল স্থানে সমান নহে; যে স্থানে সচরাচর যত চাপ আছে, সময় বিশেষে নানা কারণ বশতঃ তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং আমরা পৃথিবী হইতে যত ঊর্দ্ধে উত্থিত হই, ততই এই চাপের ক্রমশঃ হ্রাস হয়। পরন্তু কি কারণে ও কি পরিমাণে স-

স্থল ও স্থান বিশেষে এই বায়ু চাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং কোন্ কোন্ তরল পদার্থকে বায়ুরাশির চাপে পিচকারি, বায়ু নির্যান বা শোষণ যন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা কতদূর ঊর্দ্ধে উঠান যায়, তাহা ইতঃপরে বায়ু চাপমান যন্ত্রের বিবরণে বিশেষ করিয়া লিখিত হইবেক।

SPIRITUAL FREEDOM

THE sense of God is the only spring by which the crushing weight of sense, of the world, and temptation, can be withstood. Without a consciousness of our relation to God, all other relations will prove adverse to spiritual life and progress. I have spoken of the religious sentiment as the mightiest agent on earth. It has accomplished more, it has strengthened men to do and suffer more, than all other principles. It can sustain the mind against all other powers. Of all principles, it is the deepest, the most ineradicable. In its perversion, indeed, it has been fruitful of crime and woe; but the very energy which it has given to the passions, when they have mixed with and corrupted it, teaches us the omnipotence with which it is imbued.

Religion gives life, strength, elevation to the mind, by connecting it with the Infinite Mind; by teaching it to regard itself as the offspring and care of the Infinite Father, who created it that he might communicate to it his own spirit and perfections, who framed it for truth and virtue, who framed it for himself, who subjects it to sore trials, that by conflict and endurance it may grow strong.

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * It is religion alone, which nourishes patient, resolute hopes and efforts for our own souls. Without it, we can hardly escape self contempt, and the contempt of our race. Without God, our existence has no support, our life no aim, our improvements no permanence, our best labours no sure and enduring results, our spiritual weakness no power to lean upon, and our noblest aspirations and desires no pledge of being realised in a better state. Struggling virtue has no friend; suffering virtue no promise of victory. Take away God, and life becomes mean, and man poorer than the brute. I am accustomed to speak of the greatness of human nature, but it is great only through its parentage; great, because descended from God, because connected with a goodness and power from which it is to be enriched for ever; and nothing but the consciousness of this connexion, can give that hope of elevation, through which alone the mind is to rise to true strength and liberty.

All the truths of religion conspire to one end, – spiritual liberty. All the objects which it offers to our thoughts are sublime, kindling, exalting. Its fundamental truth is the existence of one God, one Infinite and Everlasting Father; and it teaches us to look on the universe as pervaded, quickened, and vitally joined into one harmonious and beneficent whole, by his ever-present and omnipotent love. By this truth it breaks the power of matter and sense, of present pleasure and pain, of anxiety and fear. It turns the mind from the visible, the outward and perishable, to the Unseen, Spiritual, and Eternal, and, allying it with pure and great objects, makes it free.

W. E. Channing

"While Thou, O my God, art my Help and Defender,
No cares can o'erwhelm me, no terrors appal;
The wiles and the snares of this world will but render
More lively my hope in my God and my All.
And when Thou demandest the life Thou hast given
With joy will I answer Thy merciful call;
And quit Thee on earth, but to find Thee in heaven,
My portion for ever, my God and my All."

বিজ্ঞাপন

অগামী বৈশাখ মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ।৶০ ছয় আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক ৩ তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবার মানস করেন, তাঁহারা তাহা এই মাসের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করিবেন।

১৭৭০ শকের শ্রাবণ মাসের এবং ১৭৭৪ শকের ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র এই চারি মাসের প্রত্যেক মাসীয় তিন তিন খণ্ড তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে; যিনি সমাজের কার্য্যালয়ে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিবেন, তাঁহাকে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য এক এক টাকা দেওয়া যাইবেক।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যাহা প্রতি রবিবার দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পরে আরম্ভ হইয়া থাকে, ৬ চৈত্র রবিবারের পর অবধি তাহা প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৬।০ ঘণ্টার পরে আরম্ভ হইবে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইবে।

আগামী ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮১ শকের মাঘ মাসীয় দান প্রাপ্তির বিবরণ।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ ..	১২
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব	৭
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ..	৫
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ..	৪
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ..	৪
" সাগরলাল দত্ত	৪
" উমাচরণ মিত্র	৩
" নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	২
" শ্রীনাথ ঘোষ	১
	৪৬

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়	২৫
" দুর্গাচরণ গুপ্ত	১০
" মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	৬
" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	২
" বনমালি চন্দ্র	১
" হরচন্দ্র রায় ...	১
" অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
" মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১
" যদুনাথ সাহা	১
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ..	১
" চন্দ্রনাথ রায়	১
" গোপালচন্দ্র বসাক ..	১
" সাগরচন্দ্র শূর	১
" অযোধ্যানাথ পাকড়াসী ...	॥০
" হয়দেব চট্টোপাধ্যায় ..	।০
	৫২৸০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১০
" হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১
	১১

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় ..	১১৩৮৶১৫
" শিবচন্দ্র শর্ম্মা	১
" শীতলনাথ বসু	১
" রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১
" সূর্য্যকুমার দাস	১
" কৃষ্ণনারায়ণ চক্রবর্ত্তি ..	১
" কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তি ..	।০
	১১৪৪।১৫
দানাধারে দান	১০॥০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

বাঙ্গলাভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয়, মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান	১
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৵০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶০
রাজা রামমোহন রায় কৃত চূর্ণক ...	।৶০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম	৶০
দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ঐ	॥০
ঋগ্বেদ সংহিতা—প্রথমখণ্ড ..	১
ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড	১
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ..	।০
সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ ..	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত—ব্রহ্মোপাসনা সহিত ..	।০
পরমেশ্বরের মহিমা	।০
পদার্থবিদ্যা	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
বৃত্তিসহিত দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ	৶০
বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ	৵০
বেদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড ..	৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি ও ব্যাখ্যান—রাজা রামমোহন রায়ের অনুবাদিত	।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধি ..	৶০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭০ শকের শ্রাবণমাস ভিন্ন ১১ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২
১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭২ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৩ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৪ শকের ভাদ্র,কার্ত্তিক,ফাল্গুন ও চৈত্র ভিন্ন ৮ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১
১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫
১৭৭৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৭৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৫
১৭৮১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।